নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঃ পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন- ২০০২

প্রফেসর ড. এম. নজরুল ইসলাম
তত্ত্বাবধায়ক ও চেয়ারম্যান
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সত্যজিৎ দত্ত
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ নং ঃ ৪১৭
শিক্ষাবর্ষ -১৯৯৮-৯৯
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

400907

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য এই অভিসন্দর্ভ দাখিল করা হল)

Dhaka University Library
400907

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

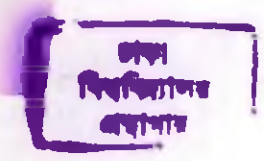

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

M.

M.Phil

GIFT

400907

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নঃ পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০০২" শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেনি। এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

তারিখ ঃ ২৭.০৬.০৬

সত্যজিৎ দত্ত

সত্যজিৎ দত্ত
এম.ফিল গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

400907

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রফেসর ড. এম. নজরুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

তারিখ ঃ ২ জুন, ২০০৩

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য সত্যজিৎ দত্ত কর্তৃক রচিত "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঃ পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন- ২০০২" শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে তাঁর একক ভাবে সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণা। আমার জানামতে এ অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করেনি।

প্রফেসর ড. এম. নজরুল ইসলাম
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক-
চেয়ারম্যান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

400907

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ—

আমার 'মা'

যিনি আমাদের মাঝে

আজ আর নেই

Dhaka University Institutional Repository

গবেষকের কথা

বিশ্বজুড়ে উন্নয়নের সাম্প্রতিকতম ভাবনায় জেন্ডার ইস্যু ক্রমশঃ একটি বহুল আলোচিত বিষয়ে রূপ নিয়েছে। সে কারণে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে 'নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন' বিষয়টি একটি চলমান আলোচনা, পর্যালোচনা এবং গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নঃ পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০০২ গবেষণাকর্মটি ছিল সময়ের দাবী। আর এই সময়ের দাবী সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে আমার এই দীর্ঘ মেয়াদী গবেষণা প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তিতে গবেষকের কিছু কথা তুলে ধরতে হচ্ছে। একথা অনস্বীকার্য যে, গবেষণাকর্মটির সকল পরিসমাপ্তিতে ব্যক্তিগত ভাবে প্রশান্তিময় এক অনুভূতি আমাকে স্পর্শ করেছে। যে কোন গবেষণা কর্মে একজন প্রধান গবেষকের পাশিপাশি সংশ্লিষ্ট থাকেন আরও অনেক ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান। শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট গবেষকের পক্ষেই গবেষণা প্রক্রিয়াতে সেই সব ব্যক্তির অবদান অনুধাবন করা সম্ভব। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে অনেকের সহযোগীতার প্রতিদান দেওয়া অসম্ভব। তারপরেও এখানে কয়েকজনের অবদানের কথা উল্লেখ করে যতটুকু সম্ভব কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইনা। সবাই হয়ত একজন আদর্শ গবেষকের গুনাবলী নিয়ে জন্ম নেয় না। গবেষক হিসেবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি হলেন আমার পরমশ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ও আমার তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. এম. নজরুল ইসলাম। যিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সব সমস্যাই বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। গবেষণা কর্মটি পরিচালনার সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি গবেষকের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করেছেন সর্বক্ষন। যা আমার জন্য একটি বড় প্রাপ্তি। এমনি একজন মহান হৃদয়ের অধিকারী তত্ত্বাবধায়কের অধীনে কাজ করতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত। গবেষণার প্রয়োজনে বারবার তত্ত্বাবধায়েকের সাথে দেখা করতে যেয়ে আমি যেন ঐ পরিবারের একজন সদস্য হয়ে গিয়েছিলাম।

তত্ত্বাবধায়কের পাশাপাশি যিনি আমার সার্বিক খোঁজ খবর ও গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান করতেন তিনি হলেন মিসেস ফিরেজা ইসলাম। তার প্রতিও রইলো আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. আর. আই. চৌধুরী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর আবদুল বায়েস, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি প্রফেসর ড. শামসুদ্দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর সাইফুল্লাহ ভূইয়া, প্রফেসর ড. হারুনুর রশিদ, প্রফেসর ড. ডালেম চন্দ্র বর্মন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. হাসান মুহাম্মদ, প্রফেসর জিয়াউন নাহার খান, প্রফেসর ড. রাশেদা খানম, পুলিশের এ. আই. জি (ক্রাইম) ঢাকা ফজলুল হক ভূইয়া, ড. অরুন কুমার গোস্বামী, এডভোকেট এম. হারুনুর রশিদ যারা প্রতিনিয়তই আমার গবেষণা কর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন এবং আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন তাদের মূল্যবান পরামর্শ গবেষণা কর্মটিকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছে।

এছাড়া আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম.ফিল ও পিএইচ ডি সেকশন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, যারা আমাকে সর্বতোভাবে সহযোগীতা করেছিল। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় লাইব্রেরী, কেন্দ্রিয় পাবলিক লাইব্রেরী, নিপোর্ট আজিমপুর ঢাকা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা, উপনির্বাচন কমিশনার ঢাকা বিভাগ, সেগুন বাগিচা ঢাকা, উইমেন ফর উইমেন, উন্নয়ন পদক্ষেপ, ফেমা, সহ প্রভৃতি স্থান থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সার্বিক সহযোগীতা পেয়েছি আমি তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার স্নেহাভাজন মাহবুবুর রহমান, গাজী মিজানুর রহমান, ও মোঃ সাজেমান রবিন যারা গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাকে সার্বিক ভাবে সহযোগীতা করেছেন। সর্বশেষে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার বাবা ও বড় ভাই যাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমার এ গবেষণা কর্ম।

সত্যজিৎ দত্ত
এম.ফিল গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

"নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঃ পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন- ২০০২"

গবেষণার সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আর যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর আমাদের দেশে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। কিন্তু প্রতিটি নির্বাচনেই দেশের অর্ধেক জনশক্তি নারীরা থেকে যাচ্ছে অবহেলিত। তাদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত কম। আর এই অংশ গ্রহণ বাড়ানোর জন্য স্থানীয় সরকার কাঠামো তথা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন '২০০২ এক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। এ নির্বাচনেই প্রথম মহিলাদেরকে সংরক্ষিত কমিশনার পদে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে সিটি কর্পোরেশনে আসার ব্যবস্থা গৃহিত হয়। এ প্রেক্ষাপটে আলোচ্য গবেষণাটি সম্পাদিত হয়।

আলোচ্য গবেষণাটিতে ঢাকা নগর নির্বাচন '২০০২ এর পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়টির বিভিন্ন দিক আলোকপাত করা হয়েছে, তথা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে এই নির্বাচন কতটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে- তার অনুসন্ধান করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষ রাজধানী শহর ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নিবার্চনে নারীর অংশগ্রহণ ও দায়িত্ব পালন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, যা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে এক মাইলষ্টোন হিসেবে চিহ্নিত। কিন্তু কর্পোরেশনে দায়িত্ব পালনে নারীদের সম্মুখীন হতে হয় অসংখ্য সমস্যার এবং সমস্যার বিপরীতে তারা অর্জন করেছে বেশ কিছু সাফল্য। কর্পোরেশনে তাদের দায়িত্বপালন, সমস্যার মোকাবেলা, বাধাসমূহ ইত্যাদির আলোকে নগরে নারীর রাজনৈতিক স্বরূপ উদঘাটনের জন্য দরকার সময়োপযোগী গভীর পর্যালোচনা ও গবেষণা, যার ফলাফলের ভিত্তিতে যেন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দূর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করে রাজনীতিতে তথা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহনকে আরো ফলপ্রসূ করার উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব হয়। তাই নির্ধারিত গবেষণাটি পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলীর আলোকে পরিচালিত হয়েছে।

গবেষনাটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২ এর ভিত্তিতে বাংলাদেশের নারীদের আর্থ সামাজিক ও সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণের দ্বারা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের স্বরূপ উদঘাটন ঃ যার ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদ, প্রতিষ্ঠান ও সরকার নারী উন্নয়নে বাস্তব সম্মত, কার্যকরী ও চাহিদা ভিত্তিক সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার উপরোক্ত উদ্দেশ্য অর্জনে বর্তমান অভিসন্দর্ভটি মোট সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় ঃ এই অধ্যায়ের প্রথমেই ভূমিকাতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের অবস্থান, স্থানীয় সরকার কাঠামোতে নারী ও নারীর ক্ষমতায়ন ও রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় সমূহ বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে উপস্থাপন করে সাধারণ আলোচনা করা হয়েছে। এরপর এ অধ্যায়ে গবেষণার শিরোনাম ও সমস্যার বিবরণ তুলে ধর হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যবলী ও বর্ণিত হয়েছে। গবেষণা সম্পাদনে যৌক্তিক দিক সমূহ তুলে ধরা হয়েছে এবং গবেষণার রূপরেখা ও আলোচিত হয়েছে। গবেষণাটি কি পদ্ধতিতে সম্পাদন করা হয়েছে তা আলোচিত হয়েছে। এই গবেষণাতে বর্ণনামুলক ও বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

গবেষণাটিতে তথ্য সংগ্রহের উপকরণ হিসেবে দলিলাদি বিশ্লেষণ (Document analysis), প্রশ্নমালা (Questionnaire), সাক্ষাৎকার (Interviews), জীবন বৃত্তান্ত/ ঘটনা বিশ্লেষণ (Case studies), মতামত জরিপঃ (Opinion surveys) ব্যবহৃত হয়েছে। এই গবেষণায় মোট তিন সেট প্রশ্নাবলী ব্যবহৃত হয়েছে। যথাঃ- (১) মহিলা কমিশনারদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণে প্রশ্নমালা; (২) সমাজে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিতি নারীদের মতামত জরীপ প্রশ্নপত্র এবং (৩) জনসাধারণের মতামত জরীপ প্রশ্নপত্র। উপরোক্ত প্রশ্নমালার দ্বারা সমাজে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ৫০জন নারী, নির্বাচনে পরাজিত ১২ জন নারী প্রার্থী ও ২০ জন নির্বাচিত মহিলা কমিশনারদের সাক্ষৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া সমাজের বিভিন্ন স্তরের ৩০০ জন ব্যক্তির মতামত জরীপ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫০জন ছিলেন পুরুষ ও ১৫০ জন মহিলা। গবেষণাটিতে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমূহ বিশ্লেষণের নিমিত্ত একই সাথে গুনগত (Qualitative) ও পরিমানগত (Quantitative) বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। এ অধ্যায়ের সর্বশেষে গবেষণার সীমাবদ্ধতা সমূহ আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ এ অধ্যায়ে নির্বাচন, নির্বাচনের গুরুত্ব, নারীর ক্ষমতায়নে নির্বাচনের ভূমিকা, নারীর ক্ষমতায়ন তথা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের তাত্ত্বিক পটভূমি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ক্রমবিকাশের ধারা এবং সর্বশেষে ঢাকা সিটি নির্বাচন '২০০২ এর বিভিন্ন দিক বিভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ দলিলাদি বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট এর অবতারণার সাথে সাথে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে এবং বৈশ্বিক ও দেশীয় প্রেক্ষাপটে

Dhaka University Institutional Repository

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রকৃত অবস্থা উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে। দলিলাদির মধ্যে ছিল বাংলাদেশের সংবিধান, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, মানবাধিকার সনদ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ এ অধ্যায়ে বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের বিন্যাস ও পরিসংখ্যান বিশ্লেষণের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপর ঢাকা সিটি নির্বাচন '২০০২ প্রভাব নিরূপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ এ অধ্যায়ে রাজনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে নির্বাচনে নারীদের অংশ গ্রহণ, প্রচারণা, নির্বাচন পরবর্তী সময়ে দায়িত্ব পালনে বাধা সমূহ আলোচিত হয়েছে। এছাড়া ২০০২-২০০৩ এ প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদন ও সংবাদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঢাকা সিটি নির্বাচন '২০০২ এর প্রেক্ষাপটে নারীর প্রতিনিধিদের সমস্যা, বাস্তবতা ইত্যাদি দিক আলোচিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ অনুসন্ধানের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর আলোকে গবেষণার ফলাফল সমূহ পর্যালোচনা করে কিছু সুপারিশমালা পেশ করা হয়েছে। বাস্তাবিক অর্থে ফলাফল সমূহের মাধ্যমে ঢাকা সিটি নির্বাচন '২০০২ এর আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতি প্রতিফলিত হয়েছে।

শেষ অধ্যায় ঃ গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল সমূহের ভিত্তিতে উপসংহার রচিত হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ গবেষণার দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

সূচী	পৃষ্ঠা নং
গবেষকের কথা	I-II
গবেষণার সারাংশ	III-V
টেবিল তালিকা	XV
রেখাচিত্র তালিকা	XVI
মানচিত্র তালিকা	XVI
কেস স্টাডির তালিকা (নির্বাচিত মহিলা কমিশনার)	XVII
পরাজিত মহিলা প্রার্থী (কেস স্টাডি)	XVII
প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা	***(১-২৪)***
১.ক ভূমিকা	১-৭
১.খ গবেষণার শিরোনাম ও সমস্যার বিবরণ	৭-৯
১.গ গবেষণার উদ্দেশ্য-	
১.গ.১ সাধারণ উদ্দেশ্য	১০
১.গ.২ বিশেষ উদ্দেশ্য	১০
১.ঘ গবেষণার যৌক্তিকতা	১০-১২
১.ঙ পুরুষ শাসিত সমাজ ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন : ২০০২ সালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন	১২-১৪
১.চ গবেষণার রূপ রেখা	
১.চ.১ গবেষণা সম্পাদনের রূপরেখা	১৪-১৫
১.চ.২ গবেষনার অধ্যায় ভিত্তিক রূপরেখা	১৪-১৬
১.ছ গবেষণার অনুসৃত পদ্ধতি	
১.ছ.১ ভূমিকা	১৬
১.ছ.২ গবেষণা কৌশল	১৬
১.ছ.৩ তথ্য সংগ্রহের উপকরণ প্রস্তুতি	১৭-১৮
১.ছ.৪ নমুনায়ন কৌশল	১৮-১৯
১.জ গবেষণার ভৌগোলিক প্রেক্ষিত	১৯
১.ঝ গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ, সমন্বিত করণ	২৩
১.ঝ.১ তথ্যের ত্রিভূজায়ন	২৩-২৪
১.ঞ গবেষণার সীমাবদ্ধতা	২৪

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট (২৫-৭১)

২.ক ভূমিকা ২৫

২.খ নির্বাচন ২৫-২৬

২.গ স্থানীয় সরকার ও নির্বাচন ২৭

২.ঘ বাংলাদেশে নির্বাচন ২৭-২৮

২.ঙ নির্বাচনের গুরুত্ব ও গণতন্ত্র ২৯-৩১

২.চ নারীর ক্ষমতায়নে নির্বাচনের ভূমিকা বা প্রভাব ৩১

২.চ.১ ক্ষমতায়ন ৩১-৩২

২.চ.২ ক্ষমতায়ন : তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট ৩২-৩৪

২.চ.৩ উন্নয়ন সাহিত্যের আলোকে ক্ষমতায়ন ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ৩৪-৩৫

২.চ.৪ নারীর ক্ষমতায়ন ৩৫-৩৬

২.চ.৫ নারীর ক্ষমতায়ন পূর্বশর্ত ৩৬

২.চ.৬ নারীর ক্ষমতায়নের সামাজিক দিক ৩৭

২.চ.৭ নারীর ক্ষমতায়ন কাঠামো ৩৭

২.চ.৮ ক্ষমতায়নের পদ্ধতি ৩৭-৩৮

২.চ.৯ নারী আন্দোলন ও নারী উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ঃ তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট ৩৮-৪০

২.চ.১০ রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ৪০-৪১

২.চ.১১ নারীর রাজনৈতিক অধিকার কিভাবে নিশ্চিত করা যায় ৪১-৪২

২.ছ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ও নির্বাচনের পটভূমি

২.ছ.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৪৩

২.ছ.২ বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে ঢাকা ৪৩-৪৪

২.ছ.৩.১ এক নজরে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক বিবর্তন চিত্র ৪৪

২.ছ.৩.২ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান কার্য কাঠামো ৪৪-৪৫

২.ছ.৪ ঢাকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৪৫-৪৭

২.ছ.৫ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ক্রম বিকাশের ধারা ৪৭-৫১

২.ছ.৬ এক নজরে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বিবর্তন ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ৫১-৫২

২.ছ.৭ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন : আইনগত ভিত্তি ৫৩-৫৪

২.জ ঢাকা সিটি কর্পোরেশণ নির্বাচন ২০০২ ৫৫

২.জ.১ মেগাসিটি ঢাকা কর্পোরেশন ৫৫-৫৬

২.জ.২ বাংলাদেশে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনীয় কাঠামো ৫৬-৫৭

২.ঝ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২ অনুষ্ঠানের পদ্ধতি ৫৭

২.ঝ.১ ভোটার তালিকা প্রকাশ ৫৭-৫৮

Dhaka University Institutional Repository

২.ঝ.২ নির্বাচন পরিচালনা ও অনুষ্ঠান ৫৮
২.ঝ.৩ প্রয়োজনীয় ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ নির্ধারণ ৫৮
২.ঝ.৪ নির্বাচনের বিভিন্ন কার্যক্রমের তারিখ নির্ধারন ও তফসিল ঘোষণা ৫৮
২.ঝ.৫ প্রার্থী-মনোনয়নের নিয়ম ৫৮
২.ঝ.৬ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আচরণ বিধিমালা ৫৯-৬০
২.ঝ.৭ জামানত ৬১
২.ঝ.৮ বাছাই ও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার ৬১
২.ঝ.৯ নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ ৬১-৬২
২.ঝ.১০ ভোট গ্রহণ তথা নির্বাচন অনুষ্ঠান ৬২-৬৩
২.ঝ.১১ ভোট দান পদ্ধতি ৬৩-৬৪
২.ঝ.১২ ভোট গণনা ও ফলাফল প্রকাশ ৬৪-৬৫
২.ঝ.১৩ অন্যান্য বিধানাবলী ৬৫
২.ঞ এক নজরে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২ ও মহিলা ওয়ার্ড কমিশার নির্বাচন ৬৫
২.ঞ.১ ভোটার সংখ্যা ৬৬
২.ঞ.২ প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী ৬৬
২.ঞ.৩ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ ৬৬-৬৭
২.ঞ.৪ মনোনয়ন পত্র দাখিল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ৬৭
২.ঞ.৫ ভোট কেন্দ্র ও বুথ সংখ্যা ৬৮
২.ঞ.৬ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পদমর্যাদা ৬৮
২.ট ইতিহাসের আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মাইলফলক ৬৮-৬৯
২.ঠ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ঢাকা সিটি নির্বাচন ৬৯-৭০
২.ড সিটি নির্বাচন ও রাজনৈতিক সাম্য ৭০-৭১
২.ঢ রাজনৈতিক অধিকার ও সিটি নির্বাচন ৭১
তৃতীয় অধ্যায় ঃ দলিলাদি বিশ্লেষণ *(৭২-১১২)*
৩.ক ভূমিকা ৭২
৩.খ বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে নারীর (রাজনৈতিক) অধিকার ৭২-৭৪
৩.গ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি এবং নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনার আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ৭৪
৩.গ.১ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য সমূহ ৭৪-৭৬
৩.গ.২ নারী উন্নয়ন নীতি: অনুচ্ছেদ-৮ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ৭৬-৭৭

Dhaka University Institutional Repository

৩.ঘ জাতীয় বাজেট ও নারীর ক্ষমতায়ন ৭৭

৩.ঘ.১ নারীর জন্য বাজেট: গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল : ২০০১-২০০২ ৭৭-৭৮

৩.ঘ.২ নারীর বাজেট : অগ্রাধিকারের বিষয় ৭৮

৩.ঘ.৩ নারীর জন্য বাজেট : কিছু সুপারিশ ৭৮-৭৯

৩.ঙ বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও নারীর ক্ষমতায়ন ৭৯-৮০

৩.চ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন : বিশ্ব প্রেক্ষাপট ৮০-৮১

৩.ছ রাজনীতিতে নারী: বৈশ্বিক চালচিত্র ৮১-৮২

৩.জ বিশ্বে বর্তমান রাষ্ট্রীয় কর্ণধার ৮২-৮৩

৩.ঝ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র ও বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

৩.ঝ.১ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ৮৪-৮৫

৩.ঝ.২ জাতিসংঘের সার্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার সনদ ৮৫-৮৬

৩.ঝ.৩ জাতিসংঘ সনদের আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ৮৭

৩.ঝ.৪ জাতিসংঘের নারী বিষয়ক কার্যক্রম ৮৭-৮৯

৩.ঝ.৫ জাতিসংঘ বিশ্বনারী সম্মেলন ৮৯-৯০

৩.ঞ গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলন ৯০

৩.ঞ.১ মেক্সিকো সম্মেলন (১৯৭৫) ৯০

৩.ঞ.২ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ৯১

৩.ঞ.৩ কোপেনহেগেন সম্মেলন (১৯৮০) ৯১-৯২

৩.ঞ.৪ নাইরোবি সম্মেলন (১৯৮৫) ৯২-৯৩

৩.ঞ.৫ নারী এবং পরিবেশের উপর জাতিসংঘ সম্মেলন: রিওডিজেনেরো (১৯৯২) ৯৩

৩.ঞ.৬ জাকর্তা ঘোষণা (১৯৯৪) এবং কর্মপরিকল্পনা ৯৩-৯৪

৩.ঞ.৭ আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলন (ICPD) ১৯৯৪ ৯৪

৩.ঞ.৮ সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন (১৯৯৫) ৯৫

৩.ঞ.৯ বেইজিং সম্মেলন (১৯৯৫) ৯৫-৯৬

৩.ট বৈশ্বিক পর্যায়ে নারী উন্নয়ন তথা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উন্নয়নের ক্রমবিকাশ ও উদ্যোগ সমূহ ৯৬-৯৯

৩.ঠ রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের নিম্নহার বিশ্বব্যাপী প্রবণতা ৯৯-১০১

৩.ড নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিভিন্ন ঘোষণা পত্রের প্রভাব ১০১-১০২

৩.ঢ বিভিন্ন ঘোষণা পত্রের আলোকে বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ও অগ্রগতি ১০২

৩.ণ. এক নজরে বাংলাদেশে নারী উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ ১০২-১০৪

৩.ত নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিভিন্ন স্তরে আসন সংরক্ষণ ও বাস্তবতা

Dhaka University Institutional Repository

৩.ত.১ নারীর জন্য সরকারী ব্যবস্থায় কোটাপদ্ধতি নারীর অবস্থান ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ১০৪-১০৫
৩.ত.২ কোটা ব্যবস্থা প্রচলনের যৌক্তিকতা ১০৫
৩.ত.৩ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ ১০৬-১০৭
৩.ত.৪ ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে আসন সংরক্ষন ১০৭-১০৯
৩.ত.৫ বাংলাদেশে নারীর জন্য আসন সংরক্ষন: সংবিধানের আলোকে বাস্তবতা ১০৯
৩.ত.৬ বাংলাদেশে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট (সিডোও) বিবেচনা ১০৯
৩.ত.৭ রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কোটা ব্যবস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ১১০
৩.ত.৮ নারীর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বর্তমান কোটা অবস্থা ১১০-১১১
৩.ত.৯ কোটা ব্যবস্থা কি রাজনৈতিক নেতৃত্বের গুনগত মনের ক্ষেত্রে অন্তরায় ১১১
৩.ত.১০ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২: সংরক্ষিত আসন ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন আইনগত ভিত্তি ১১১-১১২

চতুর্থ অধ্যায় ঃ তথ্য সমন্বিত করণ ও বিশ্লেষন (১১৩-১৬৪)

৪.ক ১৯৯৪ সালের নির্বাচনে মহিলা ওয়ার্ড কমিশনার
৪.ক.১ অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ ১১৩
৪.ক.২ মনোনীত ওয়ার্ড কমিশনার থাকাকালীন সময়ের সমাস্যা ১১৩-১১৪
৪.ক.৩ ১৯৯৪ সালের মনোনীত ওয়ার্ড কমিশনার থাকাকালীন সময়ের অর্জন ১১৪
৪.ক.৪ মনোনীত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নির্বাচিত হবার পর কার্যক্রম বাস্তবায়নের সমস্যা ১১৪-১১৫
৪.খ ২০০২ সালের নির্বাচনে মহিলা ওয়ার্ড কমিশনার ১১৫-১১৬
৪.খ.১ সাধারণ ওয়ার্ডে পুরুষদের সাথে প্রতিদন্দ্বিতা করে বিজয়ী মহিলা ওয়ার্ড কমিশনার ১১৬
৪.খ.২ প্রাথমিক নির্বাচনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মহিলা নির্বাচনের অবস্থান চিত্র ১১৬-১১৭
৪.খ.৩ সংরক্ষিত আসন ও সরসারি নির্বাচন ১১৭
৪.খ.৪ সংরক্ষিত মহিলা আসনে কাস্টিং ভোট ১১৭-১১৮
৪.খ.৫ মহিলা ও পুরুষ প্রার্থীদের তুলনামূলক মনোনয়ন, বাছাই, আপীল প্রত্যাহার ১১৮-১১৯
৪.গ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন মহিলা ওয়ার্ড কমিশনাদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী ১১৯-১২১
৪.গ.১ মহিলা কমিশনারদের দায়িত্ব বন্টনে মহামন্যা হাইকোর্টের একটি রুল ও বাস্তবতা ১২২
৪.ঘ মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারদের জীবন বৃত্তান্ত ১২৩-১৩৫
৪.ঘ.১ নির্বাচনে জয়লাভকারী মহিলাদের জীবন বৃত্তান্ত সমূহ বিশ্লেষণ ১৩৬
৪.ঙ মহিলা সংরক্ষিত আসনে পরাজিত প্রার্থী

Dhaka University Institutional Repository

৪.ঙ.১ মতামত বিশ্লেষণ ১৩৬-১৩৭
৪.ঙ.২ পরাজিত কয়েকজন প্রার্থীদের জীবন বৃত্তান্ত ১৩৭-১৪২
৪.চ তথ্য বিশ্লেষণ : জন সাধারনের মতামত জরীপ
৪.চ.১ সাধারণ তথ্যাবলী ১৪৩
৪.চ.২ মতামত প্রদানকারীদের পেশা ১৪৩-১৪৪
৪.চ.৩ মতামত প্রদানকারীদের বয়সসীমা ১৪৪-১৪৫
৪.চ.৪ মতামত প্রদানকারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা ১৪৫
৪.ছ প্রদানকৃত মতামত বিষয়ক তথ্যের বিশ্লেষণ
৪.ছ.১ স্বীয় ওয়ার্ডের মহিলা কমিশনারের সাথে পরিচিতি ১৪৫-১৪৬
৪.ছ.২ মহিলা কমিশনারদের উন্নয়নমূলক কাজ ১৪৬
৪.ছ.৩ সিটি কর্পোরেশনের সংরক্ষিত ওয়ার্ডে মহিলা কমিশনার রাখার প্রয়োজনীয়তা ১৪৬
৪.ছ.৪ সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন সম্পর্কিত মতামত ১৪৭
৪.ছ.৫ নির্বাচনী প্রচারণায় পুরুষদের সাথে তুলনা ১৪৭-১৪৮
৪.ছ.৬ পুরুষ কমিশনারের সাথে কাজকর্ম তুলনা ১৪৮
৪.ছ.৭ মহিলা কমিশনারের যোগ্যতা ও গুনাবলী সম্পর্কিত মতামত ১৪৮
৪.ছ.৮ নারীর অধিকার আদায়ে মহিলা কমিশনার ১৪৯
৪.ছ.৯ নারীর রাজনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ১৪৯
৪.ছ.১০ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে প্রধান বাধা সমূহ ১৫০
৪.জ প্রশ্নমালার আলোকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত নারীদের সাক্ষাৎকারে প্রদত্ত মতামত বিশ্লেষণ
৪.জ.১ সাধারণ তথ্যাবলী ১৫১
৪.জ.২ সাক্ষাৎকার দানকারীদের পেশা ১৫১-১৫২
৪.ঝ প্রতিষ্ঠিত নারীদের মতামত বিশ্লেষণ
৪.ঝ.১ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নারীর ক্ষমতায়নের বাধা সমূহ ১৫২
৪.ঝ.২ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ১৫২-১৫৩
৪.ঝ.৩ স্বীয় অবস্থান থেকে নারীর রাজনীতি অংশগ্রহণকে মূল্যায়ন ১৫৩
৪.ঝ.৪ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও নারীর ক্ষমতায়ন ১৫৩
৪.ঝ.৫ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে উপর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের প্রভাব ১৫৩
৪.ঝ.৬ সিটি কর্পোরেশনে জনপ্রতিনিধি দায়িত্ব পালনে মহিলাদের জন্য বাধা সমূহ ১৫৪
৪.ঝ.৭ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে করনীয় ১৫৪
৪.ঝ.৮ সিটি কর্পোরেশনে সংরক্ষিত আসন সম্পর্কে অভিমত ১৫৪-১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

৪.ঝ.৯ ঢাকা সিটি নির্বাচন ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত অভিমত ১৫৫

৪.ঞ প্রশ্নমালার আলোকে নারীর ক্ষমতায়নের পরিস্থিতি পর্যালোচনা : মহিলা কমিশনারদের সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ

৪.ঞ.১ সাধারণ তথ্যাবলী ১৫৬

৪.ঞ.২ ওয়ার্ড কমিশারদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ১৫৬

৪.ঞ.৩ পরিবারের ধরণ ১৫৭

৪.ঞ.৪ বাসস্থানের ধরণ ১৫৭

৪.ঞ.৫ পরিবারের রাজনৈতিক ইতিহাস ১৫৭-১৫৮

৪.ঞ.৬ পরিবারের সদস্যদের রাজনীতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ১৫৮

৪.ঞ.৭ রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশী সহযোগীতাকারী পরিবারের সদস্য ১৫৮-১৫৯

৪.ঞ.৮ ছাত্রবস্থায় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ১৫৯

৪.ঞ.৯ নমিনেশন লাভ ১৫৯-১৬০

৪.ঞ.১০ পারিবারিক কর্মকান্ডে বাধা সৃষ্টি ১৬০

৪.ঞ.১১ নির্বাচন পরিচালনা ১৬০

৪.ঞ.১২ নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস ১৬১

৪.ঞ.১৩ নির্বাচনী প্রচারণা ১৬১

৪.ঞ.১৪ নির্বাচনে জয়লাভের প্রতীকের ভূমিকা ১৬১-১৬২

৪.ঞ.১৫ নির্বাচনে জয়লাভের ফ্যাক্টর বা প্রভাবক সমূহ ১৬২-১৬৩

৪.ঞ.১৬ দায়িত্বপালন ১৬৩

৪.ঞ.১৭ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বাধাসমূহ ১৬৩

৪.ঞ.১৮ পুরুষ কমিশনারদের সাথে তুলনা ১৬৩

৪.ঞ.১৯ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে অর্থবহ করণে মতামত ১৬৪

পঞ্চম অধ্যায় ঃ রাজনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান উন্মোচন (১৬৫-১৮৯)

৫.ক বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ১৬৫-১৬৮

৫.খ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন না হবার কারণ ১৬৮-১৬৯

৫.গ রাজনীতিতে আগমণ ১৬৯

৫.ঘ নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও নমিনেশন লাভ : (পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও বাস্তবতা) ১৬৯-১৭০

৫.ঙ সংরক্ষিত আসনের মহিলা কমিশনার : দলীয় সংশ্লিষ্টতা ১৭১

৫.চ নির্বাচনী প্রচারণা

৫.চ.১ মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারদের নির্বাচনী প্রচরণার ধরণ এবং পুরুষ কমিশনারদের সাথে পার্থক্য ১৭১-১৭২

৫.চ.২ প্রচারনার ইতিবাচক দিক: রাজনৈতিক সম্প্রীতির ১টি উদাহরণ ১৭২

Dhaka University Institutional Repository

৫.চ.৩ প্রচারনার সমস্যা: (গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত) ১৭২-১৭৩
৫.ছ নির্বাচনে জয়লাভের পর দায়িত্ব পালনে সমস্যা ১৭৩-১৭৪
৫.জ গণ মাধ্যমের আলোকে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২ ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ১৭৪-১৭৫
৫.জ.১ শিরোনাম বিশ্লেষণ ১৭৫-১৭৭
৫.জ.২ গুরুত্বপূর্ণ নিউজ ও প্রতিবেদন পর্যালোচনা ১৭৭-১৮৯
৫.ঝ উপসংহার ১৮৯
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ প্রধান ফলাফল ও সুপারিশমালা (১৯০-২০৩)
৬. ফলাফল সমূহ ঃ
৬.ক নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২ এর ভূমিকা
৬.ক.১ রাজনৈতিক সহনশীলতা সৃষ্টি ১৯০
৬.ক.২ নারীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা: প্রেক্ষিত ঢাকা সিটি নির্বাচন ২০০২ ১৯০-১৯১
৬.ক.৩ সিটি নির্বাচন ও রাজনৈতিক সাম্য ১৯১
৬.ক.৪ রাজনৈতিক অধিকার ও সিটি নির্বাচন ১৯২
৬.ক.৫ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন : ১৯৯৪ ও ২০০২ সালের নির্বাচনের তুলনা ১৯২-১৯৩
৬.ক.৬ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নারীদের অসুবিধা সমূহ ১৯৩-১৯৪
৬.ক.৭ দায়িত্ব পালনে মহিলা কমিশনারদের সমস্যা সমূহ ১৯৪-১৯৫
৬.খ. প্রধান ফলফল ১৯৫-১৯৯
সুপারিশমালা ১৯৯-২০১
বিভিন্ন স্তরে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ ২০১-২০৩
সপ্তম অধ্যায় ঃ আলোচনা ও উপসংহার (২০৪-২০৯)
ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য নির্দেশনা ২১০
গুরুত্বপূর্ণ শব্দাবলীর পরিভাষা ২১১
সহায়ক দলিলাদি ২১২
সহায়ক গ্রন্থাবলী ২১৩-২২১
পরিশিষ্ট-১. তত্ত্বাবধায়কের চিঠি ২২২
পরিশিষ্ট-২. মহিলা কমিশনারদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা ২২৩-২২৭
পরিশিষ্ট-৩. সমাজে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীদের মতামত জরীপ প্রশ্নমালা ২২৮-২২৯
পরিশিষ্ট-৪. জনসাধারনের মতামত জরীপ প্রশ্নমালা ২৩০-২৩২
পরিশিষ্ট-৫. সিটি কর্পোরেশনের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন সংক্রান্ত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট ২৩৩-২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৬.	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন	২৩৮-২৪০
পরিশিষ্ট-৭.	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৯০টি ওয়ার্ড ভিত্তিক ভোটার, ভোটকেন্দ্র ও ভোট কক্ষের সংখ্যা	২৪১-২৪৩
পরিশিষ্ট-৮.	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৩০টি সংরক্ষিত আসন ভিত্তিক ভোটার ভোট কেন্দ্র ও ভেট কক্ষের সংখ্যা	২৪৪
পরিশিষ্ট-৯.	সংরক্ষিত আসনে কমিশনার পদে জামানত প্রাপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী	২৪৫-২৪৬
পরিশিষ্ট-১০.	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাধারণ আসনের কমিশনার ও সংরক্ষিত আসনে মহিলা কমিশনার পদে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান (তফসিল ঘোষণা)	২৪৭-২৫৩
পরিশিষ্ট-১১.	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর উদ্ধৃতাংশ মেয়র ও কমিশনার নির্বাচনের প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা	২৫৪-২৫৫
পরিশিষ্ট-১২.	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র, সাধারন আসনের কমিশনার এবং সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ	২৫৬-২৫৮
পরিশিষ্ট-১৩.	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র, সাধারণ আসনের কমিশনার এবং সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনীয় ব্যয় ও আচরণ বিধি	২৫৯-২৬২
পরিশিষ্ট-১৪.	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র, সাধারন আসনের কমিশনার এবং সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা ও ব্যয়ের বিবরণী	২৬৩-২৬৬
পরিশিষ্ট-১৫.	স্থানীয় সরকার ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক সাধারন ও সংরক্ষিত কমিশনারদের দায়িত্ব বন্টনের চিঠি	২৬৭

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল তালিকা

২.১	বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচন	২৮
২.২	নারীর ক্ষমতায়ন কাঠামো	৩৭
২.৩	ঢাকার ইতিহাসের শ্রেণী বিভাগ	৪৫
২.৪	ডিসিসির পরিবর্তনের ধারা	৫১-৫২
২.৫	ডিসিসির আইনগত ভিত্তি : ৮৩ অধ্যাদেশ	৫৩-৫৪
২.৬	২০০২ সালের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের নির্ধারিত নির্বাচনী প্রতীক	৬২
২.৭	ভোটার সংখ্যা	৬৬
২.৮	নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর সংখ্যা	৬৬
২.৯	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে পরিচালনায় দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিবর্গ	৬৭
২.১০	মনোনয়ন পত্র দাখিল, বাছাই, বাতিল, বৈধ প্রার্থী, প্রত্যাহার ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী	৬৭
২.১১	মোট ভোট কেন্দ্র ও বুথ	৬৮
৪.১	সাধারণ ওয়ার্ডে মহিলা কমিশনারবৃন্দ	১১৬
৪.২	প্রাথমিক সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের অবস্থান	১১৬
৪.৩	সংরক্ষিত ৩০টি আসনে ভোট চিত্র	১১৭
৪.৪	সংরক্ষিত মহিলা আসনে কাস্টিং ভোটের হার	১১৭
৪.৫	প্রার্থীদের মনোনয়ন, বাছাই, আপীল প্রত্যাহার	১১৮
৪.৬	মতামত প্রদানকারীদের পেশা	১৪৪
৪.৭	মতামত প্রদানকারীদের বয়সসীমা	১৪৫
৪.৮	সিটি কর্পোরেশন মহিলা কমিশনার থাকার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক মতামত	১৪৬
৪.৯	নারীর ক্ষমতায়নের উপায়	১৪৯
৪.১০	নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বাধা সমূহ	১৫০
৪.১১	প্রতিষ্ঠিত নারীদের পেশা	১৫১
৪.১২	নারীর ক্ষমতায়নের বাধা	১৫২
৪.১৩	নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সর্বাগ্রে প্রয়োজন	১৫২
৪.১৪	সমাজে প্রতিষ্ঠিত নারীর দৃষ্টিতে সিটি কর্পোরেশনে দায়িত্ব পালনে মহিলাদের জন্য প্রধান বাধা	১৫৪
৪.১৫	সিটি নির্বাচনে আসন সংরক্ষন সম্পর্কে অভিমত	১৫৫
৪.১৬	সংরক্ষিত মহিলা কমিশনারদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	১৫৬
৪.১৭	রাজনীতিতে পারিবারিক সহযোগীতা চিত্র	১৫৮
৪.১৮	দলের নমিনেশন লাভের ফ্যাক্টর	১৫৯
৪.১৯	নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস	১৬১
৪.২০	নির্বাচনে জয়লাভে প্রতীকের প্রভাব	১৬১
৪.২১	নির্বাচনে জয়লাভের প্রভাব	১৬২
৫.১	মহিলা কমিশনারদের দলীয় সংশ্লিষ্টতা	১৭১

Dhaka University Institutional Repository

রেখাচিত্র তালিকা ঃ

১.১ গবেষণার ব্যবহৃত ধাপসমূপ ১৫

২.১ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন প্রশাসনিক বিবর্তন ৪৪

২.২ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কাঠামো ৪৫

৪.১ মতামত প্রদানকারীদের পেশা ১৪৩

৪.২ মতামত প্রদানকারীদের বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ ১৪৪

৪.৩ মতামত প্রদানকারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা ১৪৫

৪.৪ মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারদের সাথে পূর্ব পরিচয় ১৪৬

৪.৫ সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন সম্পর্কিত মতামত ১৪৭

৪.৬ নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ১৪৯

৪.৭ প্রতিষ্ঠিত নারীদের পেশা ১৫১

৪.৮ সংরক্ষিত মহিলা কমিশনারদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ১৫৬

৪.৯ নির্বাচিত কমিশনারদের পরিবারের ধরন ১৫৭

৪.১০ বাসস্থানের ধরন ১৫৭

৪.১১ পরিবারের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা ১৫৭

৪.১২ পরিবারের সদস্যদের রাজনীতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ১৫৮

৪.১৩ রাজনীতিতে পারিবারিক সহযোগীতা চিত্র ১৫৯

৪.১৪ ছাত্রজীবনে রাজনীতি ১৫৯

৪.১৫ দলের নমিনেশন লাভ ১৬০

৪.১৬ নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস ১৬১

৪.১৭ নির্বাচনে জয়লাভে প্রতীকের প্রভাব ১৬২

৪.১৮ নির্বাচনে জয়লাভে প্রভাবক সমূহ ১৬৩

৫.১ মহিলা কমিশনারদের দলীয় সংশ্লিষ্টতা ১৭১

মানচিত্র তালিকা

১.১ বাংলাদেশের মানচিত্র (ঢাকা চিহ্নিত) ২০

১.২ ঢাকা মহানগর মানচিত্র ২১

১.৩ ৯০টি ওয়ার্ডকে ৩০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডে বিভক্ত ২২

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডির তালিকা

(সাধারণ ও সংরক্ষিত মহিলা কমিশনারদের)

		পৃষ্ঠা
কেস স্টাডি নং	১	১২৩-১২৪
কেস স্টাডি নং	২	১২৫
কেস স্টাডি নং	৩	১২৬
কেস স্টাডি নং	৪	১২৭
কেস স্টাডি নং	৫	১২৮
কেস স্টাডি নং	৬	১২৯
কেস স্টাডি নং	৭	১৩০
কেস স্টাডি নং	৮	১৩১
কেস স্টাডি নং	৯	১৩২
কেস স্টাডি নং	১০	১৩৩
কেস স্টাডি নং	১১	১৩৪
কেস স্টাডি নং	১২	১৩৫

পরাজিত কয়েকজন প্রার্থীদের কেসস্টাডি

কেস স্টাডি নং	১	১৩৭-১৩৮
কেস স্টাডি নং	২	১৩৮-১৩৯
কেস স্টাডি নং	৩	১৩৯-১৪০
কেস স্টাডি নং	৪	১৪০
কেস স্টাডি নং	৫	১৪১
কেস স্টাডি নং	৬	১৪১-১৪২

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা

১(ক) ভূমিকা ঃ

"শান্তির জন্য প্রয়োজন নারীর ক্ষমতায়ন আর নারীর ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজন শান্তি" ১৯৯৫ সালে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত বিশ্বনারী সম্মেলনে প্রতিধ্বনিত হয় (গারট্রুডমানজেলার ভাষায়) আসুন বিশ্ববাসীকে আমরা গর্বের সাথে বলি যে "নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে গোটা মানব জাতির ক্ষমতায়ন।" [১]

সাম্প্রতিক কালের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা, দারিদ্র্য ও নারীদের ক্ষমতাহীন অবস্থার মধ্যে সুস্পষ্ট সম্পর্ক চিহ্নিত করেছে, বাস্তবিক অর্থে, সমাজে নারীদের ক্ষমতাহীন অবস্থা সৃষ্টিকারী একটি প্রধান কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্যের একটি অন্যতম ফলাফল হচ্ছে নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতাহীনতা। অর্থাৎ দরিদ্র্য ও নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতাহীনতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পূরক সম্পর্ক রয়েছে। সমাজের মানুষের মাঝে দরিদ্রতার কারণে সৃষ্ট কিছু নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভ্রান্ত ব্যবস্থার চর্চার ফলে নারীদের জন্য বিভিন্ন বাধার সৃষ্টি হচ্ছে এবং এর অবধারিত ফলস্বরূপ নারীরা রাজনৈতিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারা থেকে বাইরেই থেকে যাচ্ছে। উন্নয়নের অন্যতম একটি উপাদান হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। আর বিদ্যমান ব্যবস্থাতে দেখা যায় নারীদের জন্য এই রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ সর্বনিম্ন মাত্রায় বিরাজমান। তাই সমাজে নারীদের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে তাদের জন্য শুধুমাত্র শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা করলেই যথেষ্ট হবে না, তার সাথে সাথে অর্জিত এই সামর্থ্যকে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে এবং রাজনৈতিক ভাবে তাদের ক্ষমতায়ন করতে হবে তথা সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। রাজনীতিতে সমসুযোগ ও পরিসরের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন প্রকৃতপক্ষেই নারীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে যা সার্বিকভাবে বাংলাদেশের জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচনে তথা হ্রাসকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক কর্মউদ্যোগ ও মনোভাব এ দেশে নারীদের দারিদ্র্য বিমোচন বা হ্রাসকরনে এবং তাদের দারিদ্রাবস্থা উত্তরনে নিশ্চিতভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বর্তমান বিশ্বায়নে নারী উন্নয়ন ইস্যুটি ক্রমবর্ধমানভাবে উন্নয়ন কর্মকান্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।[২] কারণ নিকট অতীতেই উন্নয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে নারীরা ছিল সম্পূর্ণ

---

[১] আনোয়ারা আলম , নারী ও সমাজ , শৈলী প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০, পৃ-২২

[২] তাহমিনা আখতার , উন্নয়নে নারী:ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন, পৃ-২৮

Dhaka University Institutional Repository

অনুপস্থিত ও অদৃশ্যমান। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিপাত করলে দেখা যায়- ইউরোপে যখন নারী জাগরণের সূচনা হয়, তখন এ উপমহাদেশে নারীদের জাগরণের কোন লক্ষণই ছিল না।[৩] যদিও ব্যক্তিগত গুনাবলী ও পারিবারিক অবস্থানের কারনে কিছু নারী সমাজে অবস্থান করে নিয়েছিল। ইলতুৎমিশ কন্যা সুলতানা রাজিয়া দক্ষ হাতে সম্রাজ্ঞী হিসেবে সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছেন। হেরেম থেকে রাজা- বাদশাদের অনেক উত্থান পতন ঘটেছে। তারপরেও এ বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রমধর্মী কিছু ঘটনা ব্যাতীত উপমহাদেশে নারীদের অবস্থান ছিল করুন। শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে উপমহাদেশের নারী সমাজ ছিল পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, এমনকি বৈষম্যপীড়িভ অবস্থায় কাটাতে কাটাতে সেই দাসত্বের জীবনকেই তারা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছিল। যেমন বিশ্বের অপরাপর দেশের নারীরা মেনেছিল। প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্র সমূহেও নারীদের অংশগ্রহণ তো দুরের কথা ভোটাধিকার পর্যন্ত স্বীকৃত ছিলনা। ইতিহাসের আলোকে ভারত উপমহাদেশের ভৌগলিক ভূখন্ডের ভাগাভাগি রাজা ও বাদশাদের যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী ইতিহাস আকারে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু সেই রাজা বাদশাদের হেরেমবাসী (যেমনঃ রানী, দাসী, বাদী) দের কথা বিধৃত নেই। হেরেমেবাসী সেই সব নারী, বেগম, দাসীদের রাষ্ট্র পরিচালনায় পর্দার আড়ালে কৃত কাজ-কর্মের বিবরন পাওয়া যায়না। ইতিহাসের চরম ব্যর্থতা, রাজা বাদশাদের হেরেমবাসী, রাণী-বেগম, দাসী-বাদীদের নির্যাতিত ও অত্যাচারিত জীবনের এবং ব্যাপক দারিদ্র্যে নিপীড়িত মেয়েদের জীবন সংগ্রামের কথা বিবৃত না থাকলেও সহজেই অনুমেয় যে, নারী সমাজের সামগ্রিক অবস্থান ও মর্যাদার যে চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে তার চাইতে কম বেদনাদায়ক ও হীন অবস্থা এ দেশের মেয়েদের ছিলো না বরং বেশীই ছিল।

কয়েক যুগ পূর্বেও উপমহাদেশের মেয়েরা ছিল ঘরের আড়ালে; 'রাধার পরে খাওয়া, খাওয়ার পরে রাধা'- এই ছিল তাদের জীবন দর্শন। শৈশবে পিতার অধীনে, যৌবনে স্বামীর অধীনে, বার্ধ্যক্যে পুত্রের অধীনে- এই ছিল তাদের জীবন চক্র। আবহমান কাল ধরে উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের মেয়েদের ব্যাক্তি চরিত্র প্রতিফলিত হয়েছে এই মাতা-কন্যার সেতু বন্ধন রচনা করে। মেয়েরা জীবনকে সমৃদ্ধ ও মহিমান্বিত যে সংসারের জন্য উৎসর্গীকৃত করেছিল, তার জীবন সেই সংসারে কোন বিষয়ে তার বক্তব্যের সুযোগ ছিল না। অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার ইত্যাদির কারনে মেয়েরা বহু বিবাহ, যৌতুক, বাল্য বিবাহ, তালাক, অকালে গর্ভধারণ ইত্যাদি নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়ে জীবনের সব চেয়ে সুন্দর সময় অর্থাৎ খেলার বয়সে দুঃস্থ মানবেতর জীবন যাপন করত। তাদের সারা জীবনের ইতিহাসে দেখা যেত, ত্যাগ স্বীকার এবং নিজেকে পরের জন্য বিলিয়ে দেয়া।

---

[৩] প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলার নারী জাগরণ, পৃ-৫৭-৬১

Dhaka University Institutional Repository

কালের পরিক্রমায় দীর্ঘ ত্যাগ তিতীক্ষা এবং সমাজে কিছু মহিয়সী নারীর সংগ্রামের ফলে ধীরে ধীরে তাদের প্রাপ্য অধিকারের দিকে তারা ধাবিত হতে থাকে । এর সর্বশেষ দিক হচ্ছে এ উপমহাদেশে মহিলাদের ভোটাধিকার লাভ, নির্বাচনে অংশগ্রহন এবং জয়লাভ। বর্তমানে নগর নির্বাচনসমূহে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় বঞ্চিত নারীরা কিছুটা হলেও সমাজের সকল প্রতিকূলতার নাগপাশ ছিন্ন করে ক্ষমতায়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

বাংলাদেশ পৃথিবীর চরম দরিদ্র ক্লিষ্ট একটি দেশ। আর এই দারিদ্র্যের সর্বাধিক ভার বহন করে এ দেশের ... দুঃস্থ নারীরা।[৪] আমাদের দেশে নারীর অবস্থায় পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও গ্লোবালাইজেশন-এর এই আধুনিক একবিংশ শতাব্দীতেও অনেক ক্ষেত্রে এদেশে নারীরা আজ বৈষম্য, বঞ্চনার স্বীকার। এ দেশে অনেক ক্ষেত্রে আজও প্রতিধ্বনিত হয়, 'নারী মায়ের জাত' কিংবা 'মেয়ে মানুষ পরের ভাগ্যে খায়'[৫] - এর ন্যায় অবজ্ঞা মিশ্রিত অমানবিক উক্তি, সমাজে প্রতিফলিত হয় ঃ নারীর প্রতি নির্যাতনের ন্যায় ঘটনা। দেশের ১১টি প্রধান দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে আইন ও সালিশ কেন্দ্র সংকলিত প্রতিবেদন অনুযায়ী বিগত জানুয়ারি -সেপ্টেম্বর, ২০০২ সময়ে ২০৭ টি এসিড নিক্ষেপ, ২৯৯ টি যৌতুক সংক্রান্ত নির্যাতন ও ১ হাজার ১৩৩টি ধর্ষনের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ধর্ষনের পর হত্যার ঘটনা ১২৬টি, এসিড নিক্ষেপের ফলে মৃত্যুর সংখ্যা ২টি।[৬] এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে আরো অধিক হারে মেয়েদেকেই এগিয়ে আসতে হবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারী উন্নয়নে বেগম রোকেয়ার ন্যায় ব্রত নিয়ে।

সমাজে এখনও পুরুষের পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করার মতোই একজন মানুষ হিসেবে সহজ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করা হয় না নারীকে। তবে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুশাসনে সমাজে প্রতিনিয়তই নারীর স্বাভাবিক অধিকার লংঘিত হলেও বিগত বছরগুলোতে নারীর প্রতি বৈষম্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে নানা জাতীয় উদ্যোগ ও পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়।[৭] এর মধ্যে সিটি কর্পোরেশনগুলোতে স্থানীয় সরকারের কমিশনার পদে সরাসরি নির্বাচন অন্যতম। বিগত প্রায় এক দশকে জাতীয়ভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক প্রশাসন, শিক্ষা নীতি নির্ধারণ ও মানবাধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর

---

[৪] ডঃ আল মাসুদ হাসানুজ্জামান, এনজিও প্রকল্প দুস্থ নারীদের উত্তরনঃ বাংলাদেশের দুস্থ উন্নয়নে আয় বৃদ্ধিমূলক প্রক্রিয়া, প্রফেসর মুঃ ইউনুস সম্পাদিত দরিদ্র গবেষণার সারাংশ, খন্ড-৩:১৯৯৭

[৫] মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, গঙ্গাস্তুতি থেকে বাংলাদেশ, নারী আন্দোলনের প্রকাশ দৈনিক প্রথম আলো ১২ এপ্রিল, ২০০২

[৬] উৎস: প্রথম আলো ,৩১ ডিসেম্বর ২০০২, রাশেদা কে চৌধুরী ঃ আহ্লোপলব্ধির সোপানে দাড়িয়ে থমকে গেছে বাংলাদেশের নারী

[৭] সীমা দাস, জাতীয় নারী উন্নয়ন অগ্রগতির এক দশক, উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৮ম বর্ষ: পঞ্চবিংশ সংখ্যা, পৃ-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণ ও অর্জন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, যা এ শতকে নারীর জন্য আশাব্যাঞ্জক। আর স্থানীয় সরকার পরিষদ তথা নগরসমূহে নারীদের সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ এ আশার আলোকে আরো উজ্জ্বল করেছে।

কালের পরিক্রমায় সময়ের পরিবর্তন হচ্ছে। এখন সমাজে সর্বস্তরেই নারীদের অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখন শুধু তারা ঘরের আভ্যন্তরীন কার্যে নিয়োজিত বস্তু নয়, এখন তারা শ্রমিক, নিরাপত্তারক্ষী[৮], আর্মি-অফিসার থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেত্রী, এমনকি তারাই এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী। কেননা, নারী ঘরের আসবাব, তাদের স্থান পর্দার আড়ালে[৯]– এমন মতবাদের কোন রস নারীর কাছে এখন আর গ্রহণযোগ্য নয়। নারী চলতে শিখেছে তার নিজের পথে, নিজস্ব স্বাধীনতায় স্বাবলম্বী হয়েছে। তারপরেও পূর্বের ইতিহাস আলোকপাত করলে দেখা পাওয়া যায় যে, ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপোর্ট একবার মন্তব্য করে বলেছিলেন-

> *"Nature intended women to be our slaves, they are our property, we are not their. They belong to us as a tree bears fruit belongs to a gender. What an idea to demand equality for woman... woman are nothing but machines for producing.*[১০]*"*

যুগ যুগ ধরে পুরুষের এ সকল ধারনাকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে লিঙ্গ বৈষম্যের ন্যায় অবাঞ্চিত বিষয়ের। ধীরে ধীরে সমাজ অগ্রসর হয়েছে। নারীরা এগিয়ে এসে আন্দোলন করেছে, অনেকক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে। ফলে নেপোলিয়নের উপরোক্ত ধারণার অনেকটাই অবসান ঘটেছে। আজ সারাবিশ্বে নারীর অধিকার আদায়ে ৮ই মার্চ পালিত হয় বিশ্ব নারী দিবস। বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, নারী নেতৃত্ব সবই বিদ্যমান রয়েছে। তারপরেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীরা অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

সে কারনেই নারীর অধিকার আদায়ে স্থানীয় সরকার কাঠামোতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটি শক্তিশালী দৃঢ় ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, অর্জন করতে হয়। আর নারীর অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আইন প্রণয়নই একমাত্র সমাধান হতে পারে না। তাই নারীর মুক্তির জন্য নারীর অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে হবে নারীদেরকেই। নিজ অধিকার সম্পর্কে হতে হবে সচেতন। কালের পরিক্রমায় এ দেশে পাল্টে যাচ্ছে দৃশ্যপট। যেন ঘটে যাচ্ছে নীরব বিপ্লব, বাংলাদেশের নারীরা এখন শুধু একজন সাজিয়ে-গুছিয়ে গৃহবধু নন, এদের অনেকেই এখন কর্মজীবী,

---

[৮] প্রথম আলো, ৭ মে, ২০০৩

[৯] ইত্তেফাক, ৩১ আগষ্ট, ২০০১, পৃ-১৯

[১০] এম এ কুদ্দুস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস: নারী অধিকার ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, কারেন্ট ওয়ার্ল্ড, ঢাকা: বিসিএস প্রকাশন, এপ্রিল ২০০৩, পৃ-২৯

Dhaka University Institutional Repository

জীবিকার প্রয়োজনে এরা বেরিয়ে এসেছেন ঘর থেকে। বেছে নিয়েছেন বিভিন্ন ধরনের পেশা, বাজার অর্থনীতিতে বাংলাদেশের নারীরা নেতৃত্বের নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন।[১১] এ যুগের নারীরা জেগে উঠেছে। বাংলাদেশের নারী এখন আর অবরোধবাসিনী নয়, বিপ্লব ঘটেনি, কিন্তু সমাজে নারীর অবস্থান ভিন্নভাবে চিহ্নিত হচ্ছে; হচ্ছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে। নারী মুক্তি আন্দোলনের অগ্রনেত্রী বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন এখন অনেকখানি রূপ নিয়েছে। প্রায় শত বছর আগে বেগম রোকেয়া বলেছিল "পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদের যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে লেডি-কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডি-ম্যাজিস্ট্রেট । লেডি-ব্যারিষ্টার, লেডি-জজ সবই হইব।[১২] দুই দশক আগেও বাংলাদেশে নারী সমাজের এই দৃশ্যপট ছিল অকল্পনীয়। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচন সমূহে নারীদের অংশগ্রহণ ও জয়লাভ নারীদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে, করে তুলেছে রাজনীতিতে আগ্রহী। এরই ফলস্বরূপ ২০০২ সালের সিটি কর্পোরেশনসমূহের নির্বাচনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৬ জন নারী কমিশনার নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করেছে যে, বাংলাদেশের নগরে বন্দরে নারী নেতৃত্ব এখন বিকাশমান, সুযোগ পেলে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবার যোগ্যতা তাদের আছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আর নারীর মানবাধিকার রক্ষায় সকল সচেতন নাগরিকের এখন সোচ্চার হওয়ার সময় এসেছে। আর কোনো অজুহাতেই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অধিকার যেন খর্ব করা না হয়- এ দাবি এখন সময়ের। এখানে গান্ধির দর্শন বিশেষভাবে উল্লেখ্যঃ

> *"More often than not, a woman's time is taken up, not by the performance of essential domestic duties, but in catering for the egoistic pleasure of her lord and master. To me, this domestic slavery of the kitchen too is a remnant of barbarism. It is high time that our womankind was freed from this in cubes."*[১৩]

ক্ষমতায়ন হচ্ছে নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রন করার যে কৌশল, যে আইন, যে শিক্ষা তা নিজের আয়ত্তের মধ্যে থাকা এবং জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করতে পারা। পক্ষান্তরে যে আইন যে নীতি ব্যক্তির ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রভাবান্বিত করবে সেই নীতি, সেই সিদ্ধান্তে তার কোন ভূমিকা আছে কিনা- তা অর্থাৎ একজন ব্যক্তির ইপ্সিত লক্ষ্য থাকে- জীবনের উন্নয়ন অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে উন্নত ব্যবস্থার দিকে তুলে ধরাই মূল কথা।[১৪]

---

[১১] আনোয়ারা আলম,নারী ও সমাজ, ঢাকা: শৈলী প্রকাশন;২০০০,পৃ- ১৯,

[১২] প্রাগুক্ত,৩১

[১৩] Joshi. pushpa,Gandhe and women; Navijivan Trust, Ahmedabad & Centre for Women's Development studies, New Delhi, 1988.

[১৪] আলম, প্রাগুক্ত, পৃ ২২

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন নারীর পরিবার এবং নারীকে ঘিরে যে পরিবেশ, সেখানে তার ভূমিকা এবং গণজীবনেও তার যে ভূমিকা রয়েছে তা সুনিশ্চিত করা।[১৫] এর জন্য প্রয়োজন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। কেননা একজন নারীর ক্ষমতায়নের প্রধান ধাপ হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতায়ন। তাই প্রথমে আমাদের সমাজে শুরুতেই পরিবারে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা দরকার।[১৬] এর জন্য প্রয়োজন নারীর বিদ্যমান অবস্থার পরিবর্তন। আর নারীর এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এতে নারীদেরই এগিয়ে আসতে হবে।এখানে নারী প্রতিনিধিদের ভূমিকা এখানে উল্লেখযোগ্য। নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে গুরুত্ব দিতে হবে। তবেই হয়তো আজকের নারী মানুষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারবে। ক্ষমতায়নের ধারায় আসবে স্থিতিযোগ্য উন্নয়ন।[১৭]

অর্ধেক মানব সম্পদ, মজুদ শ্রম বাহিনী এবং নাগরিক হিসেবে নারী দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে যদি দূরে থাকে তবে কাংঙ্খিত উন্নয়ন কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কেননা ১৯৯০-৯১ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তি ৫১.২ মিলিয়ন এর মধ্যে পুরুষ ৩১.১ ও নারী ২০.১ মিলিয়ন।[১৮] তার পরেও এ দেশের মহিলারা অবহেলার শিকার। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বাংলাদেশে সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১০,৯৭,৩৩৪ টি। তন্মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ৮৩,১৩৩ জন অর্থাৎ শতকরা ৭.৬ ভাগ। উপসচিব হতে সচিব পর্যন্ত পদগুলোতে নারীদের সংখ্যা শতকরা ১ ভাগের নীচে।[১৯] শিক্ষার সর্বস্তরে পুরুষের তুলনায় নারী পিছিয়ে আছে। ১৯৯৬ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তির হার ছিল ৮৩.৬; এর মধ্যে বালক ৮৮.৯ ভাগ ও বালিকা ৭৮ ভাগ এবং বালক বালিকার অনুপাত ৫২:৪৮, এর মধ্যে মেয়ে শিশুর ভর্তি ও ঝরে পড়ার হার যথাক্রমে ৮৮.৩ ও ১৫.৩% ।ছেলে ও মেয়ে শিশুর অপুষ্টির আনুপাতিক হার ৪৩.৮ : ৪৭.৬; এ থেকে নারী পুরুষের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[২০] তাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এই বৈষম্য দূর করে দেশে সার্বিক উৎপাদন ও সমতা বিধানে রাজনৈতিক কার্যক্রমে নারীর অংশ গ্রহণ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীর চাহিদা, আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন সমাজ তথা জাতীয় উন্নয়নে থাকা একান্তই আবশ্যক। যদিও দেখা যায় উন্নত বা উন্নয়নশীল সমাজে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে তুলনামূলকভাবে কম। তাই মহিলাদের রাজনীতিতে সম্পৃক্তকরণের হার বাড়ানো ও তাদেরকে উৎসাহিত

---

[১৫] প্রাগুক্ত, পৃ ২২

[১৬] Wilson, Gomes; A family values & the of women Dialouge O.S. A. Number 103, 1, 1994)

[১৭] ড: আতিয়ার রহমান, গ্রাম- বাংলার প্রেক্ষিতে নারীর ক্ষমতায়ন, উন্নয়ন, পদক্ষেপ সম্পাদন , রঞ্জন কর্থনর

[১৮] উৎস ঃ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, ১৯৯৭, পৃ-১৩

[১৯] প্রাগুক্ত, পৃ ১২

[২০] প্রাগুক্ত, পৃ ১৩

Dhaka University Institutional Repository

করার জন্য সর্বক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণ ও সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। কেননা ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে মহিলারা প্রায় অর্ধেক, সেজন্য রাজনীতি চর্চায় নারী বিষয়টি এসে পড়ে। তাই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন জাতীয় উন্নয়নের জন্য একান্ত জরুরী।

১(খ) *গবেষণার শিরোনাম ও সমস্যার বিবরণঃ*

শিরোনামঃ

আলোচ্য গবেষণাটির শিরোনাম হচ্ছেঃ ***"নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঃ পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন- ২০০২"***

সমস্যার বিবরণঃ

"Research involves, specially, an investigation in to a particular matter of problem."[২১] অর্থাৎ গবেষণার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কোন বিষয় বা সমস্যার সমাধানে বিশেষ অনুসন্ধান চালানো হয়। আলোচ্য গবেষণাটিতে ঢাকা নগর নির্বাচন '২০০২ এর পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়টির বিভিন্ন দিক আলোকপাত করা হয়েছে তথা এই নির্বাচন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে কতটা প্রভাব বিস্তার সক্ষম হয়েছে তার অনুসন্ধান করা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালের কয়েক দশকের নারী অধিকার আন্দোলনের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি নারীর ব্যক্তি অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাথে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ইস্যু একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আসছে।[২২]

কেননা রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন দ্বারা একজন নারী পূর্ণ নাগরিক হিসেবে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় সকল ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে সক্রিয়ভাবে সমান অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে, দায়িত্ব পালন করতে পারবে এবং সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে সক্ষম হবে। রাষ্ট্র পরিচালনায়, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ কেবলমাত্র নারীর অধিকারের বাস্তবায়নের জন্য নয়, এই অংশগ্রহণ প্রয়োজন একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ও সমতাপূর্ণ বিকাশের জন্য, গণতান্ত্রিক ও সমতাপূর্ণ সংস্কৃতির জন্য, বৈষম্যমুক্ত নারী ও পুরুষের সমতাপূর্ণ সামাজিক মানবিক সংস্কৃতির জন্য, বৈষম্যমুক্ত নারী ও পুরুষের সমতাপূর্ণ সামাজিক

---

[২১] Robert Ross. Research: an Introduction, New York : Barns and Nobles, 1974 chapter I, P-4.

[২২] আরেশা খানম, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন : নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন, বেইজিং প্লাস ফাইভে বিশেষ অধিবেশনের ফলাফল ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে করনীয়, নারী ২০০০, এনসিবিপি; পৃ-৭১

Dhaka University Institutional Repository

মানবিক সংস্কৃতির বিকাশের জন্য।[২৩] এসব বিবেচনায় বাংলাদেশের নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, রাজনীতিতে অংশগ্রহন, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ভূমিকা পালন, নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় ভূমিকা পালনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষ রাজধানী শহর ঢাকার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ ও দায়িত্ব পালন বিশেষ তাৎপর্যপুর্ণ, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে যা এক মাইলষ্টোন হিসেবে চিহ্নিত । কিন্তু কর্পোরেশনে দায়িত্ব পালনে নারীদের সম্মুখীন হতে হয় অসংখ্য সমস্যার এবং সমস্যার বিপরীতে তারা অর্জন করেছে বেশ কিছু সাফল্য। তাই কর্পোরেশনে তাদের দায়িত্বপালন, সমস্যার মোকাবেলা, বাধাসমূহ ইত্যাদির আলোকে নগরে নারীর রাজনৈতিক স্বরূপ উদঘাটনের জন্য দরকার সময়োপযোগী গভীর পর্যালোচনা ও গবেষণা, যার ফলাফলের ভিত্তিতে যেন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দূর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করে রাজনীতিতে তথা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহনকে আরো ফলপ্রসূ করার উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব হয়।

২০ মার্চ ১৯৯৯ সাল থেকে এক দশকেরও অধিককাল ধরে দেশে নারী সরকার প্রধানের শাসন চলছে, মাঝে তত্ত্বধায়ক সরকারের কিছু সময় বাদে। এর একটা ধনাত্মক প্রভাব আমাদের সমাজে পড়েছে। মহিলাদের উন্নয়নে অনেক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে এবং এস, এস, সি পর্যন্ত বিনা বেতনে লেখা পড়ার সুযোগ দান ও উপবৃত্তি চালু হয়েছে। বিধবা ও বৃদ্ধাদের জন্য বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। মেয়েদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও চাকুরীতে অংশগ্রহনের হার বেড়েছে। শিশুর পরিচয়ে মায়ের নাম উল্লেখ থাকছে। এতসব অর্জনের পরেও সামগ্রিক ভাবে তৃণমূল পর্যায়ে নারীর বিদ্যমান অবস্থার বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এর পিছনে কারণ অনসুন্ধানে দেখা গেছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের হার অত্যন্ত নগন্য। স্থানীয় সরকার কাঠামোতে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও নগর নির্বাচনে নারীরা সরাসরি নির্বাচন করে অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথেও জয়লাভ করেছে, তাছাড়া তাদের জন্য প্রতিটি পর্যায়ে সংরক্ষিত আসন রয়েছে। কিন্তু নির্বাচিত এসব প্রতিনিধিরা প্রায় ক্ষেত্রেই অবহেলার শিকার হচ্ছে। তাইতো ক্ষোভের সাথে ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত এক মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারকে বলতে দেখা যায়- 'সরকার শুধু আমাদের কোটা দিয়েছে, কোন ক্ষমতা দেয়নি' (মন্তব্যকারীঃ রিনা বেগম, মেম্বার ২ নং ওয়ার্ড, আশিদ্রোন ইউনিয়ন, শ্রীমঙ্গল)।[২৪] তাই ঢাকা নগর নির্বাচনে তাদের ক্ষমতায়নের অবস্থা উন্মোচনে আলোচ্য গবেষণাটি হাতে নেয়া হয়েছে।

---

[২৩] প্রাগুক্ত, পৃ-৭২

[২৪] উৎসঃ প্রথম আলো, ২২ জানুয়ারী ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

অমর্ত্য সেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বলেছিলেন যে, 'গত কুড়ি বছরে বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়নের অগ্রগতি বেশী হয়েছে। যার ফলে জনসংখ্যার হার শতকরা ৬ থেকে শতকরা ৩ এ নেমে এসেছে'।[২৫] সুতরাং তার মতে "বাংলাদেশের অর্থনৈতেক উন্নয়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়নের গতি আরো তরান্বিত করা দরকার"। তাই নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাধিকার, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক মযার্দা ও স্বাস্থ্য সুবিধার বিষয়গুলি অত্যন্ত জরুরী। অব্যাহত উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে এই সুযোগ ও মর্যাদা লাভের বিষয়গুলোর দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।[২৬]

বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্রায়ন, বিশ্বায়ন এবং সুশাসন প্রত্যয়গুলো বহুল আলোচিত, সেই সাথে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও গুরুত্ব পাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নারীর ভূমিকা অনেক কিন্তু ক্ষমতায়ন যথেষ্ট নয়।[২৭] বর্তমানে স্থানীয় সরকার তথা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে সিটি কর্পোরেশন, এমনকি জাতীয় সংসদ পর্যন্ত নারী প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দৃষ্টিকোন থেকে বাংলাদেশে নারীদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা, তা এখন বিবেচ্য বিষয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, ঢাকা শহর তথা সারা দেশে নারী ক্ষমতায়নে কতটা প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে তাই হচ্ছে দেখার বিষয়।

আলোচ্য গবেষণাটির মাধ্যমে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের উপরোক্ত বিষয়সমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই সম্পাদিত হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায় যে, গবেষণাটিতে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত অথবা রাজনীতিতে যুক্ত হবার উপযোগী শিক্ষা বা দক্ষতা রয়েছে এমন নারীদের জীবনে বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতি (পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক) সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন ২০০২ এর আলোকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতি উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সাথে নারীদের রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনে তথা নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রয়োজন সমূহের চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে।

---

[২৫] প্রাগুক্ত, পৃ-২৫

[২৬] প্রাগুক্ত, পৃ-২৫

[২৭] সাবিনা আক্তার, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর ক্ষমতায়ন, ক্ষমতায়ন, সংখ্যা-২, ২০০০, উইমেন ফর উইমেন, পৃষ্ঠা-৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

১(গ) গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

১.গ.১ সাধারণ উদ্দেশ্য ঃ

গবেষণাটির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২ এর ভিত্তিতে বাংলাদেশের নারীদের আর্থ সামাজিক ও সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণের দ্বারা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের স্বরূপ উদঘাটন ঃ যার ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদ, প্রতিষ্ঠান ও সরকার নারী উন্নয়ননে বাস্তব সম্মত, কার্যকরী ও চাহিদা ভিত্তিক সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

১.গ.২ বিশেষ উদ্দেশ্য ঃ

আলোচ্য গবেষণাটিতে উপরোক্ত সাধারণ উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বাস্তব চিত্র উদঘাটনের নিমিত্ত নিম্নোক্ত বিশেষ উদ্দেশ্য সমূহ নির্ধারিত হয়েছে-

১. বাংলাদেশে নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নগর নির্বাচন '২০০২ এর প্রভাব নিরূপন;

২. নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে ক্ষমতায়নের আলোকে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের মর্যাদা ও বিরাজমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ। যেমন- শিক্ষা, রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ ও বাধাসমূহ, কার্যের সুযোগ ও অবস্থা ইত্যাদি ।

৩. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপায় ও ক্ষমতায়নকে ফলপ্রসূ করার সম্ভাব্য পদ্ধতি সমূহ নির্ধারণ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে নারীদের পারিবারিক, সামাজিক ও কর্মজীবনে স্বাধীন ভাবে দায়িত্ব পালনের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ।

৪. রাজনীতির সকল ক্ষেত্রে (অংশগ্রহণ, নির্বাচন, প্রচারণা থেকে দায়িত্বপালন পর্যন্ত) নারীদের সমঅধিকারের পরিস্থিতি উন্মোচন।

৫. সর্বক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহনের চিত্র উদঘাটন।

৬. বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজনীতিতে নারীদের প্রতি সমাজের মনোভাব নির্ণয়।

১(ঘ) গবেষণার যৌক্তিকতা ঃ

মেরী ওলস্টোনক্রাফট তাঁর সাড়া জাগানো 'Vindication of Rights of women' গ্রন্থে বলেছেন- "নারীরা কোন ভোগের সামগ্রী বা যৌন জীব নয়, তারাও বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, তাই তাদের অধিকার দিতে হবে"। তাদের অধিকার না দিলে সমাজে তারা অবহেলিত থেকে যাবে আর সমাজে অর্ধেক মানুষকে অবহেলিত রেখে সার্বিক উন্নয়ন প্রায় অসম্ভব। আর এই অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রাজনৈতিক অধিকার। তাই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়ে গবেষণা করে একটি কার্যকর কৌশল বের করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

এদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের স্বরূপ উদঘাটন করতে হলে সুক্ষ্মভাবে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করতে হবে। বাস্তবিক অর্থে নারীর অবস্থানকে সুক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নারীর উপর বৈষম্যজনিত নিপীড়ন অনেকটাই পিতৃতান্ত্রিক সামাজিকীকরণের ফলশ্রুতি। যদিও এক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যকে সামজিক অর্থে গ্রহণ করা যায় না, তথাপি নারীকে শোষণ করার কৌশল হিসেবে পিতৃতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণাগুলি ব্যবহার করে নারীর নিরাপত্তাকে সার্বিক ভাবে বিঘ্নিত করা হচ্ছে। লিঙ্গ বৈষম্য ও নারীর নিরাপত্তাকে সুক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন রয়েছে।[২৮] গড় আয়, মাথাপিছু ক্যালরী গ্রহন, উচ্চ শিশু মৃত্যু হার এবং নিম্ন সাক্ষরতা হারের বিবেচনায় (বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে) বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে একটি অন্যতম স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে চিহ্নিত।[২৯] এ দেশের মোট জন সংখ্যা ১২ কোটি ৯২ লক্ষ, যার প্রায় অর্ধেক নারী, মোট নারী জনসংখ্যা ৬ কোটি ৩৪ লক্ষ এবং পুরুষ ও মহিলাদের অনুপাত ১০৩.৮: ১০৬.১।[৩০] তাই এই অর্ধেক জনসংখ্যার উন্নয়ন ব্যতীত দেশ ও জাতির কথা চিন্তাই করা যায় না। তাই সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থা এদেশে নারীদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। যা অত্যন্ত সীমিত ও সময়ের প্রয়োজনে অপ্রতুল, আর এই উদ্যোগে নারীর ক্ষমতায়নের যে কোন অংশের বিরাজমান স্বাভাবিক অবস্থানের তুলনায় বাংলাদেশে নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয়, যার ফল স্বরূপ এদেশের নারী সমাজ বেশীর ভাগ সময়ই অবহেলিত জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন যথাযথ না হওয়াতে নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত থেকে পারিবারিক জীবনে পর্যন্ত এরা হচ্ছে বঞ্চিত যেন এদের জীবন (বিশেষ করে গ্রামীণ পরিস্থিতিতে) প্রত্যাখান আর কুসংস্কারের বেড়া জালেই আবদ্ধ থাকছে।

নারীর নিরাপত্তাকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনিশ্চয়তার আবরণে যাচাই করলে সবক্ষেত্রে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।[৩১] কারন নারী তার একান্ত আশ্রয়স্থল গৃহকোণে নিরাপত্তাহীনতায় আক্রান্ত হয়। নারী নিরাপত্তা ও অবস্থানের প্রকৃতি নির্ণীত হয় অনেক ক্ষেত্রে নারী- পুরুষের অসম অবস্থান তথা লিঙ্গ বৈষম্য নির্ভর প্রক্রিয়া থেকে। সাধারণ অর্থে লিঙ্গ বৈষম্য এমন এক ধরনের প্রক্রিয়া যেখানে পুরুষের অনুকুলে নারী- পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিচালিত হয়। লিঙ্গবৈষম্যের এ অবস্থানের উত্তরনে সিটি

---

[২৮] মাহজীবন সুলতানা ও মোঃ এনামুল হক (২০০২), *লিঙ্গ বৈষম্য ও নারীর নিরাপত্তা বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট*; হামিদা আখতার বেগম সম্পাদিত, ক্ষমতায়ন, ২০০২, সংখ্যা-৪, পৃ-১৪

[২৯] ড. নিরাকৃত আনাম ও অন্যান্য, প্রতিবন্ধী নারী ও বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো, ঢাকা: সি এস আই ডি, ২০০২,পৃ-৪

[৩০] উৎস: বিবিএস, ২০০১, আদম শুমারী-২০০১, প্রাথমিক রিপোর্ট, পৃ-৪

[৩১] সুলতানা ও হক, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩

Dhaka University Institutional Repository

কর্পোরেশনের নির্বাচন কতটা ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে, এখানে এটাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়। তাই এ বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

কোন বিধিবদ্ধরূপ না থাকলেও প্রাচীন ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।[৩২] বর্তমানে স্থানীয় পর্যায়ে যে কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে তা অনেকের মতে পূর্বের স্থানীয় সরকারের বিবর্তিত ও বিধিবদ্ধ আধুনিক রূপায়ন।[৩৩] স্থানীয় সরকারের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক চর্চা অধিকতর মূর্ত হয়ে ওঠে। যা শাসন কার্যে স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। তাত্ত্বিকভাবে স্থানীয় সরকার স্থানীয় গণতন্ত্রের মাধ্যম হলেও এ প্রতিষ্ঠান সুদীর্ঘকাল যাবত নারীদের প্রতিনিধিত্ব এমনকি ভোট প্রদানেরও অধিকার এ অঞ্চলে ছিলনা।[৩৪]

তবে সময়ের পরিক্রমায় এর কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে নারীদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে নারীরা পরোক্ষভাবে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পেতে থাকেন এবং সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচনের (২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন) পর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২ অনুষ্ঠিত হয় এবং এই নির্বাচনের মাধ্যমে গণমানুষের কাছাকাছি দেশের গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে প্রত্যক্ষ ভোটে নারীদের সরাসরি নির্বাচিত হয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলে মনে করা হয়। বর্তমান গবেষণায় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দৃষ্টিকোন থেকে বিদ্যমান পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে উন্মুক্ত ও সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া, পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে কর্পোরেশনে তাদের কর্মকান্ডের স্বরূপ, সমস্যা, সম্ভাবনা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণার মাধ্যমে নগরে মহিলা কমিশনার কর্মকান্ডের ফলপ্রসূতা যাচাই পূর্বক রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে।

১(ঙ). পুরুষশাসিত সমাজ ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঃ ২০০২ সালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন

ইতিহাসের আলোকে সাম্প্রতিক কালে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বহুল আলোচিত প্রপঞ্চটি হচ্ছে মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। ক্ষমতায়নের বিষয়টি এসেছে ক্ষমতাহীনতা থেকে। দীর্ঘকাল যাবৎ

[৩২] Kamal Siddique, ed. Local Government in Bangladesh, Univesity Press Limited, Dhaka. 1994, P-24
[৩৩] M.A. Muttalib and M. Akber Ali Khan, Theory of local Government, Sterling Publishing Pvt, Ltd. New delhi, India, 1983, P-1
[৩৪] কে এম মহিউদ্দিন, ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অংশগ্রহন ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, আলমাহমুদ হাসানউজ্জামান সম্পাদিত, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২ পৃ-১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষশাসিত পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীরা অধস্তন ভূমিকা পালনসহ প্রান্তিক পর্যায়ে রয়েছে। এ সমাজে পুরুষেরা পরিবারের কর্তা হিসেবে প্রথমে পিতা, পরে স্বামী হিসেবে নারীর মনোজগতের উপর এমন প্রভাব ফেলে যার ফলে নারীর নিজস্ব কোন মতামত বা ইচ্ছা থাকে না। নারীর মনোজগতের উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রন তার (নারী) মতামতকে করেছে অধীনস্ত।[৩৫]

পিতৃতন্ত্রের বিপরীতে নারী পুরুষের সাম্য, সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারীদের উদ্ভব ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে। বিংশ শতাব্দীতে শক্তিশালী রূপ ধারণ করে উদারনৈতিক নারীবাদের ধারা বিদ্যমান সমাজ কাঠামোকে অক্ষুন্ন রেখে পুরুষদের মতো নারীরও সমান অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম করাই হলো এর মূল বৈশিষ্ট্য, পরবর্তীতে উদারনৈতিক নারীবাদের মূল দাবি হয়ে উঠে ব্যক্তি অধিকার, ভোটের অধিকার, বাক স্বাধীনতা, নির্বাচন ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকভাবে পুরুষের সমান সুবিধা লাভ।[৩৬] এসব ধারণা থেকেই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রপঞ্চটির উৎপত্তি। বাংলাদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ধারণা অতি সাম্প্রতিক কালের ।[৩৭] নারীবাদী আন্দোলন পিতৃতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি, নমণীয় করেছে মাত্র পাশ্চাত্যে পিতৃতন্ত্র যখন কঠোর থেকে নমণীয় হতে থাকে, প্রাচ্যে তখন কঠোরই থেকে যায় এবং নারীরা অবরুদ্ধ অবস্থায় জীবন যাপন করে। বাঙালি সমাজে উনিশ শতকে নারী প্রশ্ন নিয়ে রাজা রামমোহন রায় থেকে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং সত্যেন ঠাকুরের বিভিন্ন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় যা সমাজে শিক্ষিত অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।[৩৮] এ উপমহাদেশে রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা দিয়ে নারী বিষয়ক ধর্মীয়, সামাজিক বিধি বিধান সংস্কার এবং বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আনন্দোলন, বেগম রোকেয়ার শিক্ষা সংস্কার ইত্যাদির মাধ্যমে নারীর অধিকার আদায় তথা ক্ষমতায়নের কাজ করেন। কিন্তু তৎকালীন ভারতীয় সংগঠণসমূহ পুরুষবেষ্ঠিত থাকায় তাদের চেতনার মধ্যে নারীর রাজনৈতিক অধিকারের কোন স্থান ছিল না।[৩৯]

সত্যিকার অর্থে প্রাচ্যে পুরুষতন্ত্র প্রথমে নারীদের লেখাপড়া শেখাতেই রাজী হয়নি বা মূর্খের মতো কিছুটা ধর্মশাস্ত্র শিখিয়েছে, পরে যখন বিদ্যালয়ে পাঠাতে বাধ্য হয়েছে তখনো বের করেছে এক ধরনের নারী

---

[৩৫] হুমায়ুন আজাদ, নারী, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ-২৪

[৩৬] শাহীন রহমান, নারীব` (Feminism) একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা, উন্নয়ন পদক্ষেপ, চতুর্থ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, এপ্রিল জুন, ১৯৯৮ স্টেপস, টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা,

[৩৭] মেঘনা গুহ ঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলন: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ; সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা-৬২, নভেম্বর, ১৯৯৬

[৩৮] আনু মুহাম্মদ, নারী পুরুষ ও সমাজ, সন্দেশ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ-৩১

[৩৯] মহিউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা।[৪০] ভারতবর্ষে নারীরা শিক্ষা লাভের সুযোগ যেমন পেয়েছে বিশেষ ব্যবস্থায় তেমনি রাজনীতিতে বিশেষত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে বিশেষ ব্যবস্থায়।

ভারতের স্থানীয় সরকারের বিধিবদ্ধ কাঠামোতে গোড়াপত্তন ঘটে বৃটিশ শাসনামলে, তখন নারীদের কোন ভোটাধিকার ছিলনা। পরবর্তীতে শুধুমাত্র শর্তসাপেক্ষে নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়, যারা ছিলেন ধনী অভিজাত পরিবারভুক্ত।[৪১] তারপরে স্থানীয় সরকারে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখা হয়। সংরক্ষিত আসনে নারীরা পুরুষদের ইচ্ছায় মনোনীত হতেন। মূলত রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের এই প্রক্রিয়ায় তাদেরকে মূলত পুরুষদেরই অধীনস্থ রাখা হয় এবং তাদেরকে শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দেয়া হয়নি। সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশে ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার কাঠামোর সংস্কার সাধনের মাধ্যমে সাধারণ আসনের অংশগ্রহণের পাশাপাশি নারীদের সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে আসার বিধান করা হয়। এর পরে ২০০২ সালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে নারীদের সংরক্ষিত ও সাধারন আসনে সরাসরি নির্বাচনের অনুষ্ঠান নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। তাই পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় নারীদের স্থানীয় সরকার নির্বাচন তথা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সরাসরি অংশগ্রহণ পরিষদ তথা কর্পোরেশনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো গুণগত পরিবর্তনসহ সুফল ভোগ করার সুযোগ দিয়েছে কিনা, তা অনুসন্ধানের দাবি রাখে।

১(চ) গবেষণার রূপরেখাঃ

১.চ.১. গবেষণা সম্পদনের রূপরেখাঃ (অপর পৃষ্টায় দেখানো হলো।)

১.চ.২ গবেষণার অধ্যায় ভিত্তিক রূপরেখাঃ

আলোচ্য গবেষণা প্রতিবেদনটি সর্বমোট ছয়টি প্রধান অধ্যায়ে বিভক্ত। এগুলো হচ্ছে, প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা, দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট, অধ্যায় তিন ঃ দলিলাদি বিশ্লেষণ যার মাধ্যমে সংবিধান, নীতিমালা আইন ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘোষণা পত্রের আলোকে নারীর রাজনৈতিক

[৪০] হুমায়ুন আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৫
[৪১] কেএম মহিউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ-১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার রূপরেখা ঃ

আলোচ্য গবেষণাটি নিম্নোক্ত প্রবাহচিত্র অনুযায়ী ধাপে ধাপে সম্পাদিত হয়েছে।

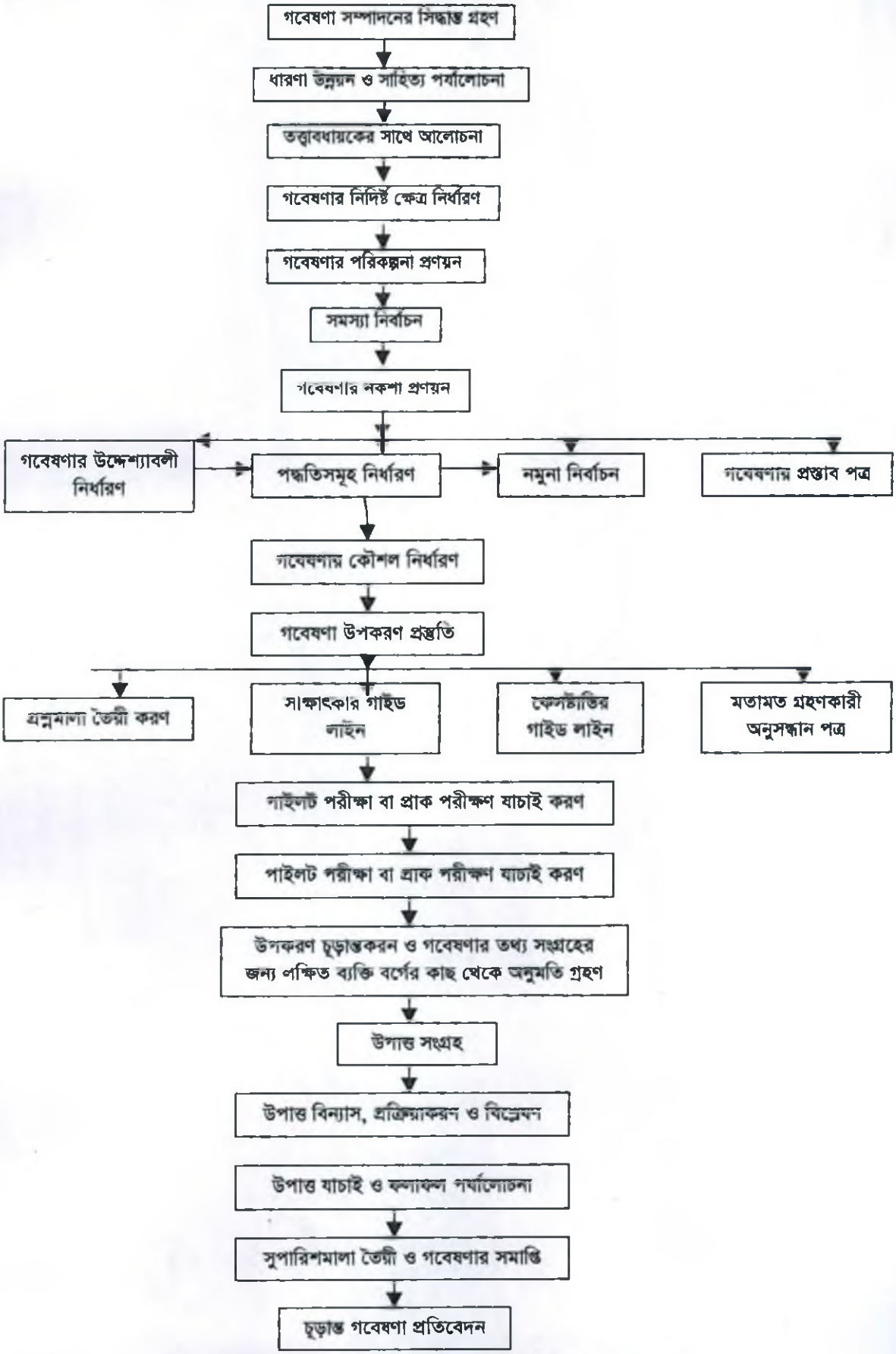

রেখাচিত্র # ১.১ গবেষণার ব্যবহৃত ধাপসমূহ।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতায়নের স্বরূপ উদঘাটনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এরপর ছিল যথাক্রমে অধ্যায় চার ঃ তথ্য সমন্বিত করণ ও বিশ্লেষণ, অধ্যায়- পাঁচঃ রাজনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান উন্মোচন, এবং সবশেষে ছিল অধ্যায় ছয় – প্রধান ফলাফল ও সুপারিশমালা।

১(ছ) *গবেষণার অনুসৃত পদ্ধতি ঃ*

১.ছ.১. *ভূমিকা ঃ*

গবেষণা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন জ্ঞান, নতুন তথ্য এবং নতুন সত্যের সন্ধান লাভ করার প্রচেষ্টা, অর্থ্যাৎ মানুষের আত্ম জিজ্ঞাসার একটা সুনিশ্চিত রূপ হচ্ছে গবেষণা। আলোচ্য গবেষণাটির মাধ্যমে বাংলাদেশের নারীদের কিছু সত্য উদঘাটনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ২০০২ এর আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রকৃত পরিস্থিতি উন্মোচনে গবেষণাকর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। এজন্য প্রয়োজনীয় যথাপোযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে।

১.ছ.২. *গবেষণা কৌশল ঃ*

আলোচ্য গবেষণাটিতে বিশ্লেষণধর্মী বর্ণনামূলক গবেষণার কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণত বর্ণনামূলক গবেষণা বর্তমান সমস্যার উপর ভিত্তি করেই করা হয় । আলোচ্য গবেষণায় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য যে সকল কৌশল, বাধা, পন্থা তথ্য রীতিনীতি প্রচলিত আছে, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সর্ম্পকে যে সকল দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব পোষণ করা হচ্ছে, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে যে সকল প্রক্রিয়া চলছে এবং প্রতিক্রিয়া অনুভূত হচ্ছে অর্থ্যাৎ যে সকল প্রবণতা দেখা যাচ্ছে সে সমস্ত বিষয়াবলীর উপর ভিত্তি করেই এ গবেষণাটি করা হয়েছে। অর্থ্যাৎ নির্ধারিত গবেষণাকর্মটি পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলীর আলোকে পরিচালিত হয়েছে। গবেষণাটিতে যথার্থ ও নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও তথ্য সংগ্রহ কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.ছ.৩. তথ্য সংগ্রহের উপকরণ প্রস্তুতিঃ

গবেষণাটির উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন- ২০০২ ইং এর আলোকে নারীর ক্ষমতায়নের স্বরূপ উদঘাটনে নিম্নোক্ত উপকরণ সমূহ প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হয়েছে-

ক) *দলিলাদি বিশ্লেষণ* (Document analysis) ঃ যে কোন গবেষণার ক্ষেত্রে দলিলাদি বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরী। আলোচ্য গবেষণায় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা, জার্নাল, বা যে কোন ধরণের প্রকাশনা, সংবিধান, নারী বিষয়ক নীতিসমূহ ও আইন, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এবং এর নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে নানা প্রকৃতির ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছিল। অবশেষে এই ডকুমেন্টসমূহের আলোকে বিশ্লেষণ তৈরী করা হয়েছে।

খ) *প্রশ্নমালা* (Questionnaire)ঃ বর্ণনামূলক গবেষণায় সর্বাধিক ব্যবহৃত গবেষণা উপকরণ। আলোচ্য গবেষণায় মোট তিনটি প্রশ্নমালা ভিন্ন ভিন্ন উদ্দ্যেশ্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ গুলো হচ্ছে-

১. মহিলা কমিশনারদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণে প্রশ্নমালা;

২. সমাজে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীদের মতামত জরীপ প্রশ্নপত্র;

৩. জন সাধারণের মতামত জরীপ প্রশ্নপত্র।

মহিলা কমিশনারদের প্রতি প্রথম প্রশ্নমালাটিতে তাদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী থেকে শুরু করে পারিবারিক তথ্যাবলী, রাজনীতি, নির্বাচন, অংশগ্রহণ, নির্বাচন পরিচালনা, দায়িত্ব পালনের উপর প্রশ্নাবলীর সাথে সাথে রাজনীতির কয়েকটি বিষয় সর্ম্পকে তাদের মতামত যাচাই করার জন্য প্রশ্নমালা অন্তর্ভূক্ত ছিল।

এর পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত নারীদের জন্য প্রশ্নমালায় উত্তরদাতার পরিচিতি এবং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত নানান বিষয়ে উন্মুক্ত মতামত প্রকাশের জন্য ১১টি প্রশ্ন অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং সর্বশেষ প্রশ্নমালার মূল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ জনসাধারণের দৃষ্টিতে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে চিত্রিতকরণ এবং উপায় নির্ধারণ।

প্রাথমিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট দলিলাদি বা ডকুমেন্ট, প্রাসঙ্গিকতা ও বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে তিনসেট প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়। তারপর লক্ষ্য দলের

Dhaka University Institutional Repository

কয়েকজন করে ব্যক্তির উপর প্রশ্নমালা গুলি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাক-পরীক্ষণ করা হয় এবং প্রাক-পরীক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে প্রশ্নমালা পরিমার্জন, পরিবর্ধণ করে চূড়ান্ত করা হয়েছে। চূড়ান্ত প্রশ্নমালাগুলোর প্রতিটির মাধ্যমে উদ্দীষ্ট উত্তরদাতাদের অনুভূতি, বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা কার্যকলাপসমূহ ও সুপারিশমালা সর্ম্পকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গ) সাক্ষাৎকার গ্রহণ **(Interviews)** ঃ সু-শৃঙ্খলভাবে তথ্য সংগ্রহের জন্য সমাজের ৫০ জন প্রতিষ্ঠিত নারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ (Interviews) করা হয়েছে। এছাড়াও নির্বাচনে পরাজিত ১২ জন মহিলা প্রার্থী এবং ২০ জন নির্বাচিত মহিলা কমিশনারের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এর জন্য পূর্বেই সাক্ষাৎকার গ্রহণে একটি সুনির্দ্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরী করা হয়েছিল।

ঘ) *জীবন বৃত্তান্ত* (case study) ঃ আলোচ্য গবেষণার উদ্দ্যেশার্জনে নির্বাচিত মহিলা কমিশনারদের জীবনমান, রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ, নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সুগভীর তথ্য সংগ্রহের জন্য তাদের জীবন বৃত্তান্ত সংগৃহীত হয়। সর্বমোট ২০ জনের জীবন বৃত্তান্ত সংগৃহীত হয়েছিল, সেখান থেকে দৈবক্রমে বাছাই করে ১২ জনের জীবন বৃত্তান্ত প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও ১২ জন পরাজিত মহিলা প্রার্থীর জীবন বৃত্তান্ত সংগৃহীত হয়েছিল, সেখান থেকে দৈবক্রমে বাছাই করে ৬ জন পরাজিত মহিলা প্রার্থীর জীবন বৃত্তান্ত প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা হয়েছে।

ঙ) *মতামত জরীপ* (Opinion Surveys): ২০০২ সালের ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের স্বরূপ উদঘাটনে সমাজে বিভিন্ন স্তরের ৩০০ ব্যক্তির মতামত জরীপ করা হয়। মতামত জরীপে বিশেষ ধরণের প্রশ্নমালা ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে ১৫০ জন ছিলেন পুরুষ, ১৫০ জন মহিলা, প্রতিটি সংরক্ষিত মহিলা আসন হতে ১০ জনের (৫জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলা) মতামত গ্রহণ করা হয়। মতামত গ্রহণের জন্য তাদেরকে দৈবচায়িত ভাবে নির্বাচিত করা হয়।

১.ছ.৪. নমুনায়ন কৌশল ঃ

গবেষণাটিতে প্রশ্নমালার মাধ্যমে মহিলা কমিশনারদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে দৈবচায়িত ব্যবহারিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। এতে করে ৩০ জন হতে ২০ জন মহিলা কমিশনার নির্বাচিত করা হয়েছে। অপর

Dhaka University Institutional Repository

দিকে পুরুষ কমিশনার ও পরাজিত মহিলা প্রার্থীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য উদ্দেশ্য মূলক (Purposive sampling) নমুনায়ন ব্যবহৃত হয়েছে।

সীমিত দৈবচায়িত পদ্ধতির মাধ্যমে জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করার জন্য ২০ মহিলা ওয়ার্ড কমিশনার এবং ১২জন পরাজিত মহিলা প্রার্থীকে বাছাই করা হয়। তাদের কাছ থেকে কেসষ্টাডি সংগ্রহের পর সরল দৈবচায়িত পদ্ধতিতে মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারদের ১২টি ও ৬ জন পরাজিত মহিলা প্রার্থীদের জীবন বৃত্তান্ত বাছাই করা হয় এবং রির্পোটের জন্য মনোনীত করা হয়েছে।

মতামত জরীপ করার জন্য স্তরীভূত দৈবচায়িত (Stratefied Random) নমুনায়ন কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে যেন সমাজে প্রায় সকল প্রধান পেশাও শ্রেণীর জনগনের মতামত অন্তভূর্ক্ত থাকে।

১.জ. গবেষণার ভৌগোলিক প্রেক্ষিতঃ

গবেষণাটি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৯০টি ওয়ার্ডের উপর পরিচালিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় মাঝে এই সিটি কর্পোরেশনের অবস্থান যা ঢাকা জেলায় দক্ষিনাংশে অবস্থিত। শহরটি তথা গবেষণা এলাকাটির দক্ষিণে শহরের প্রধান নদী বড়িগঙ্গা নদী দিয়ে পরিবেষ্টিত, পূর্বদিকে বালুনদী ও শীতলক্ষ্যা নদীর অবস্থান, উত্তরে টঙ্গী এবং পশ্চিমে তুরাগনদী, গবেষণা এলাকাটির সমুদ্র সমতল তথা স্তর হতে গড় উচ্চতা ১.৫ মিটার হতে ১৩ মিটার পর্যন্ত এবং অধিকাংশ অঞ্চল বন্যামুক্ত উচু ভুমি নিয়ে অবস্থিত। কিন্তু উত্তর ও পশ্চিম অংশের কিছু নিম্নাঞ্চল বছরে প্রায় চার মাস বন্যা কবলিত থাকে।[৪২] ঢাকা নগর তথা গবেষণা এলাকার অবস্থান ২৪.৪০' হতে ২৪.৫৪' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০.২০' হতে ৯০.৩০' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে মূল শহরের আয়তন ৩০০ বর্গ কি.মি হলেও The Dhaka Statistical Metropoliton Area (DSMA) এর আয়তন ১৬৬৪ কি.মি।[৪৩]

[৪২] ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ওয়েবসাইট www.dhakacity.org
[৪৩] বাংলাদেশ পপুলেশন সেনসাস' ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ম্যাপ

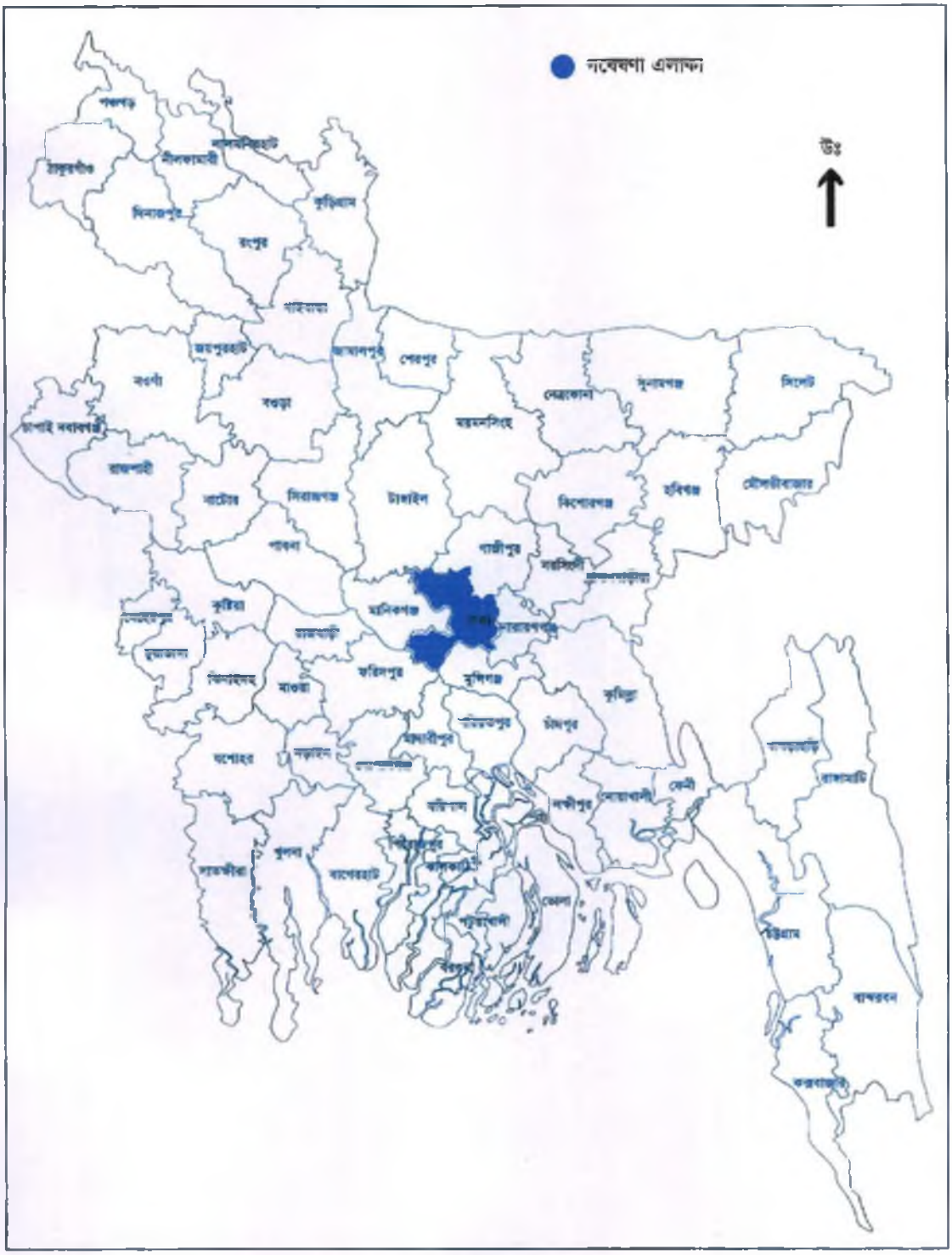

চিত্র ১.১ : বাংলাদেশের মানচিত্র (ঢাকা চিহ্নিত)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১.২ : ঢাকা মহানগর মানচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

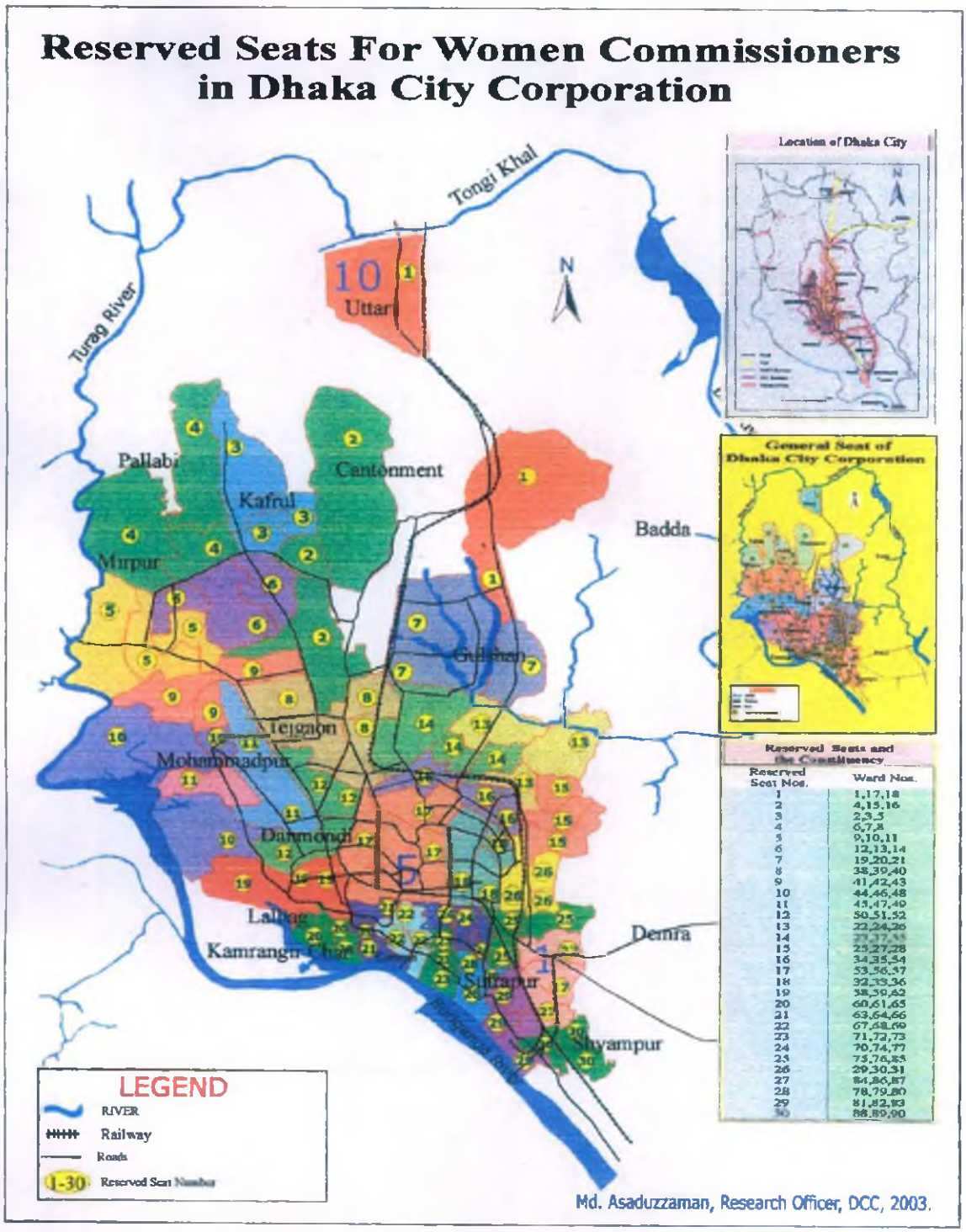

চিত্র ১.৩ : ৯০টি ওয়ার্ডকে ৩০ সংরক্ষিত ওয়ার্ডে বিভক্ত

Dhaka University Institutional Repository

১.ঝ. গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ, সমন্বিতকরণঃ

"Concepts of analysis and synthesis are opposites, but both essential to the writing a research paper. Analysis (from the Greek Word meaning 'break up') describes the taking a part of the ideas and evidence and looking at all sides of them. On the other hand synthesis (from the Greek work meaning to put together) denotes the combining of all the elements[৪৪]. অর্থাৎ গবেষনার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণই যথেষ্ঠ নয়, চূড়ান্ত পর্যায়ে সংশ্লেষণের ও প্রয়োজন আছে। বিশ্লেষণ অর্থাৎ অনুপুঙ্খ 'ভেঙ্গে' ভাগ করে বিচার করা এবং এই পৃথক পৃথক উপাদানের সমন্বিত যুক্তিসিদ্ধ একত্রীকরণ হলো সংশ্লেষণ।[৪৫]

আলোচ্য গবেষণাটিতে যথাযথভাবে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অনুসন্ধান করে তথ্য সংগ্রহের পর বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ উভয় কৌশলই ব্যবহৃত হয়েছে। বিশ্লেষণের মাধ্যমে তথ্যের প্রকৃতি, সমস্যার ধরণ অনুধাবণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সংশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্লেষণের প্রাপ্ত ফলাফলকে একত্রিত করে উপসংহারে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।

গবেষণাটিতে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমূহ বিশ্লেষণের নিমিত্ত একই সাথে গুণগত (Qualitative) ও পরিমানগত (Quantitative) বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। পরিমানগত বিশ্লেষণ ধারার বিভিন্ন পরিসংখ্যান পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে এবং উপাত্ত সমূহকে টেবিল ও গ্রাফের সাহায্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। সংগৃহীত ডকুমেন্ট সমূহের গভীর পর্যালোচনা পূর্বক বিশ্লেষণ করা হবে।

১.ঝ.১.তথ্যের ত্রিভুজায়ন (Traingulation)

আলোচ্য গবেষণার গুনগত (ক্ষেত্র বিশেষে পরিমানগত) তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভুলতা যাচাই করার জন্য তথ্যের ত্রিভুজায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে এর ফলে গবেষণাটিতে প্রকৃত সত্য পরিস্থিতি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

---

[৪৪] Robert Ross, Research Methology, chapter 6. P-104

[৪৫] ড.সুরভি বন্দোপাধ্যায় (১৯৯৫), গবেষণা ঃ প্রকরন ও পদ্ধতি, কলিকাতা ঃ দেশ পাবলিশিং, ৩য় অধ্যায়, পৃ-৩৮

Dhaka University Institutional Repository

A Traingulation may be defined as the use of two or more methods of data collection in the study of some aspects human behavior. (Lowrence, Mainon/1995. p233)

১.(ঞ) গবেষণার সীমাবদ্ধতাঃ

ক) গবেষণাটির সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল গবেষণার জন্য নির্ধারিত সময় সীমা। সময়সীমা কম হওয়াতে অনেকক্ষেত্রে বিস্তৃত আকার তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয়নি।

খ) গবেষণাটির জন্য আরেকটি সীমাবদ্ধতা ছিল, ঢাকা শহরে বিরাজমান সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থা, অর্থ্যাৎ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২ শেষ হবার পর দেশের রাজনৈতিক ও আর্থ সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটে, সন্ত্রাস ভয়াবহ আকার ধারন করে । ফলে সন্ত্রাস দমনে সরকার সামরিক বাহিনী মোতায়েন করে । এই বাহিনীর যৌথ অভিযান অনেক কমিশনার গ্রেপ্তার হন এবং অনেকে আত্মগোপন করেন। ফলে অনেক কমিশনারকে সাক্ষাৎকারের জন্য পাওয়া যায়নি।

গ) সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের পরে ঢাকা শহরে একের পর বেশ কয়েকজন ওয়ার্ড কমিশনার খুন হয়। এর ফলে নির্ধারিত সকল ওয়ার্ড কমিশনারই চরমভাবে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে এবং তাদের মাঝে অজানা শংকা কাজ করে। মহিলা ওয়ার্ড কমিশনাররা পর্যন্ত এই ভয়ে পুলিশ প্রহরায় চলাচল শুরু করেন এবং কর্মক্ষেত্র সীমিত করে ফেলেন। ফলে অনেকে সাক্ষাৎকার প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করেন।

(ঘ) যথাযথ তথ্যের অভাবে গবেষণাটিতে নির্বাচিত পুরুষ ও মহিলা কমিশনারদের ব্যক্তিগত অবস্থান প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সমূহের সম্পূর্ণ তুলনামূলক পর্যালোচনা অনেক ক্ষেত্রে করা সম্ভব হয়নি । গবেষণাটির জন্য বিস্তৃত পরিসরের তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন ছিল এবং তথ্যের গভীরে পৌছাবার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন ছিল। এক্ষেত্রে সময় বাধা হিসেবে কাজ করেছে।

(ঙ) গবেষণাটির আরেকটি সীমাবদ্ধতা ছিল ছোট আকারের নমুনাদল। গবেষণার প্রয়োজনে আরো বৃহৎ আকারের নমুনাদলের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এ জন্য প্রচুর সময় ও অর্থের প্রয়োজন বিধায় ক্ষুদ্র দল নির্বাচন করা হয়।

(চ) অনেক কমিশনারদের জ্ঞানীয় সীমাবদ্ধতা গবেষণার জন্য প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছে। অনেকক্ষেত্রেই তারা ছিলেন নিজ রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। তাদের কাছ থেকে নিরপেক্ষ তথ্য অনেকক্ষেত্রেই পাওয়া যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

২.ক. ভূমিকা ঃ

আলোচ্য অধ্যায়টিতে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের তাত্ত্বিক দিক সমূহ আলোচিত হয়েছে। অধ্যায়টিতে গবেষণা সংশ্লিষ্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো ধারণা ও প্রপঞ্চের কার্যকরী ও তাত্ত্বিক তথা ধারণাগত দিক তুলে ধরা হয়েছে। অধ্যায়টির প্রথমেই রয়েছে নির্বাচন-এর ধারণাগত ব্যাখ্যা, এরপর যথাক্রমে গণতন্ত্র বিকাশে নির্বাচনের ভূমিকা এবং বাংলাদেশে নারীর নির্বাচনের ধারণা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর পর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন দিকের আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমাতায়নের স্বরূপ উদঘাটনের ধারণাগত ও তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অতীত ও বর্তমান, ঢাকা শহরের ইতিকথা ইত্যাদি বিষয় তাত্ত্বিকভাবে আলোচনার মাধ্যমে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ইতিহাস বিশদভাবে ব্যাখ্যা প্রদানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। সর্বশেষে নারীর ক্ষমতায়নের আলোকে ২০০২ এর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের সার্বিক গুণগত ও পরিমাণগত ধারণার বিশদ আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। নিম্নে অধ্যায়টির বিভিন্ন বিষয়সমূহের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

২. খ. নির্বাচন ঃ

বাংলাদেশের বিগত ত্রিশ বছরের রাজনীতি পর্যবেক্ষণ করে রাজনীতি বিশেষজ্ঞরা অন্তত একটি বিষয়ে একমত হতে পেরেছেন যে, '... প্রকৃত জবাবদিহিমূলক সরকার ছাড়া (এ দেশে) দারিদ্র্য-বিমোচন সম্ভব নয়।'[৪৬] আরও শাক্তিশালী গণতন্ত্র ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ব্যতীত প্রকৃত জবাবদিহিমূলক সরকারের আশা করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী গণতন্ত্র ব্যবস্থার মূল নিয়ামক হলো নির্বাচন।[৪৭]

কোন প্রতিষ্ঠানাদির কোন পদের জন্য একাধিক ব্যক্তির মধ্য থেকে এক বা ততোধিক নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিকে বাছাই করে নেয়ার পদ্ধতিকে নির্বাচন বলে। বর্তমানকালে নির্বাচনের জন্য যে মতামত

---

[৪৬] ডঃ আহমেদ কামাল, জবাবদিহিতা মূলক শাসন ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন, প্রান্তজন (মানবিধিকার বিষয়ক জার্ণাল) নভেম্বর' ২০০১ (সূচনা সংখ্যা), পৃ-৭

[৪৭] ইয়াসমিন আহমেদ, সরকারের সমস্যাবলীর রূপরেখা, ঢাকা , পৃ-১৪-১৫

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করা হয়, তাকে রায় দেয়া বা ভোট দেয়া (Vote) বলে।[৪৮] অপরদিকে Encyclopaedia of social science এ নির্বাচনের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে,

"Election might be defined as a form of procedure, recognized by the rules of an organization, whereby all or some of the members of the organization choose a smaller number of persons or one person to hold office of authority in the organization[৪৯]

ইংরেজিতে প্রতিটি শব্দেরই একাধিক অর্থ রয়েছে। "Election" (provided it is "free") would be deemed democratic and therefore good, but for certain positions only.[৫০]

ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, খুব সম্ভবত নির্বাচনের ধারণার উদ্ভব হয় প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলিতে। এই গ্রীক নগর রাষ্ট্রসমূহে নির্বাচনের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠী নির্বাচিত হতেন। বর্তমানকালে বিশ্বের সর্বত্র নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা গঠিত যে আইনসভা রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ন্ত্রন করে, তার সৃষ্টি সপ্তদশ শতকের শেষভাগে ইংল্যান্ডে। আর ভারত উপমহাদেশে নির্বাচন প্রথা প্রচলিত হয় ইংরেজ শাসনামলেই। আধুনিক গণতন্ত্রের সাধারণনীতি 'এক ব্যক্তি ঃ একভোট'। যাতে প্রত্যেকের ভোট বা মতামতের মূল্য মোটামুটিভাবে সমান থাকে, তার জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে প্রতিটি নির্বাচকমন্ডলীর জনসংখ্যার মধ্যে সমতা রাখার চেষ্টা করা হয়। নির্বাচন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দুইভাবেই হতে পারে। বর্তমানে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রচলিত রয়েছে। বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী R.C. Agarwal এর মতে,

> "Direct Election means election of the representatives by the voters themselves. Each voter goes to the polling station and casts his/her vote in favour of the candidate of his choice for this purpose he is given a Ballot paper and he puts it in the ballot box after marking his/her choice on it. The candidate securing maximum number of votes is declared elected." [৫১]

[৪৮] ফিরোজা বেগম, সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়ন, ঢাকা , কাকলী প্রকাশনী ,পৃ-২৯০
[৪৯] Encyclopaedia of social science/ Reference 1972, Vol-5, New York.
[৫০] ibid
[৫১] R.C. Agarwal, Political Theory, Principles of political Science, New Delhi, S. Chandand Company Ltd. 1993, p-350.

Dhaka University Institutional Repository

২.গ. স্থানীয় সরকার ও নির্বাচন ঃ

স্থানীয় সরকার বলতে বুঝায় স্থানীয় পর্যায়ের সরকার ব্যবস্থা অর্থ্যাৎ কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা, থানা (উপজেলা), ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম সরকার এবং অপরাপর সংস্থার কর্মতৎপরতা। এ সমস্ত কর্মতৎপরতা সাধারণত কোন নির্দিষ্ট এলাকা বা স্থানের জনগণের কল্যানার্থে গ্রহণ করা হয়।[৫২]
অধ্যাপক আর. এস. জ্যাকসন স্থানীয় সরকারের সংজ্ঞা দিয়েছেন এই ভাবে,

> "Local government is essentially a method of getting various services ran for the benefit of the community. It is a practice business and it we think of it in this way. We are more likely to see its real nature than if are think in terms of training for citizenship."[৫৩]

অর্থ্যাৎ স্থানীয় সরকার মূলতঃ সম্প্রদায়ের কল্যাণে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ পরিচলনা করার এক পদ্ধতি বিশেষ। আর বাংলাদেশে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় সরকার কাঠামো হচ্ছে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন। জাতীয় উন্নয়নে স্থানীয় সরকার সমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। আর স্থানীয় সরকার গঠনে সরকারের মনোনয়নের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটের মাধ্যমে জনগণের অংশীদারিত্ব বজায় থাকে। তাই স্থানীয় সরকার গঠনের সর্বোত্তম পন্থা হলো প্রত্যক্ষ নির্বাচন, 'জনগণের প্রতিনিধি জনগণ নির্বাচন করবে'- এ নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা স্থানীয় সরকারগুলোর জনগণের কাছে কিছুটা হলেও দায়বদ্ধতা থাকে।[৫৪]

২.ঘ. বাংলাদেশে নির্বাচনঃ-

বর্তমানে বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠিত। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সংসদে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থানুযায়ী সরকার গঠিত হয়। শুধু কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রে নয় স্থানীয় সরকার কাঠামোতেও নির্বাচন পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এ পর্যন্ত এ দেশে স্বাধীনতার পর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ধারা প্রদর্শিত হলোঃ-

---

[৫২] ইয়াসমিন আহমেদ, সরকারের সমস্যাবলী ও রূপরেখা, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ- ৩৮১
[৫৩] R.M. Jeckson, The Macinery of Local Government ch. 1.
[৫৪] H. Finner, Theory and practices of modren government.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে একনজরে সম্পন্ন হওয়া নির্বাচন

বাংলাদেশে ইতোপূর্বে যে সব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তার ধারা নিম্নরূপ-

টেবিল ২.১ : এক নজরে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সমূহ[৫৫]

পর্যায়	নির্বাচন	সংখ্যা	অনুষ্ঠিত হবার সাল	মন্তব্য
জাতীয় পর্যায়	১. সংসদ নির্বাচন	৮টি	১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬, ১২ জুন ১৯৯৬, ২০০১	জনগণের প্রত্যক্ষ ভোট
	২. রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (রাষ্ট্রপতি শাসনামলে)	৩টি	১৯৭৮, ১৯৮১, ১৯৮৬	ঐ
	৩. রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (সংসদীয় পদ্ধতিতে)	৪টি	১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০২, ২০০২	পরোক্ষ (সংসদ সদস্যদের) ভোটে
স্থানীয় সংস্থা / পরিষদ সমূহে নির্বাচন	গণভোট (Referendums)	৩টি	১৯৭৭, ১৯৮৫, ১৯৯১	জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে
	ইউনিয়ন পরিষদ	৭টি	১৯৭৩, ১৯৭৭, ১৯৮৩-৮৪, ১৯৮৮, ১৯৯২, ১৯৯৭ এবং ২০০২-০৩	ঐ
	সিটি কর্পোরেশন	৩টি	১৯৮৮, ১৯৯৪, ২০০২-০৩	ঐ
	পৌরসভা	৬টি	১৯৭৩, ১৯৭৭, ১৯৮৪, ১৯৮৯, ১৯৯৩, ২০০১-০২	ঐ
	পার্বত্য জেলা পরিষদ	১টি	১৯৮৯	ঐ
	উপজেলা পরিষদ	২	১৯৮৫, ১৯৯০	ঐ

অর্থাৎ এদেশে স্থানীয় পরিষদের নির্বাচন সমূহ গণতন্ত্র বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ বিগত ৩০ বছরের রাজনীতি পর্যবেক্ষণ করে রাজনীতি বিশেষজ্ঞরা একমত হয়েছেন যে, এদেশের জনসমাজ স্বৈরতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা- এ দুয়ের যাতাকালে নিঃষ্পেশিত।[৫৬]

[৫৫] ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইট www. dhakacity.org

[৫৬] ড. আহমেদ কামাল, জবাবদিহিতা মূলক শাসন ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন, মানবাধিকার জার্নাল 'প্রান্তজন', সংখ্যা-১,২০০১ পৃ-৭

Dhaka University Institutional Repository

২.৬. *নির্বাচনের গুরুত্ব ও গণতন্ত্র ঃ-*

নির্বাচনের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য প্রথমেই গণতন্ত্র প্রত্যয়টির যথাযথ অনুধাবন প্রয়োজন। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, সাধারণভাবে জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বলে। আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকনের মতে, 'গণতন্ত্র হল জনগণ দ্বারা গঠিত, জনগণের জন্য নির্বাচিত, জনগণের সরকার'। সরকারের সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ এটা হল গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল নাগরিকের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়। অধ্যাপক সিলির মতে,"Democracy is a government in which everyone has a share."[৫৭] অপরদিকে বলা যায়, সাধারণ অর্থে গণতন্ত্র হচ্ছে গণমানুষের ক্ষমতা বা জনসাধারণের শাসন। অভিধানিকভাবে বিশ্লেষণ করলে গণতন্ত্রের বিবিধ অর্থ হতে পারে যেমন-

ক. দেশের জনসাধারণ দ্বারা বিশেষ করে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত একটি সরকার ব্যবস্থাই গণতন্ত্র। (Democracy is a system of government by all the people of a country usually thought of allowing freedom of speech, religion and political opinion)

খ. গণতন্ত্র হচ্ছে একটা মতবাদ যা বক্তব্য, ধর্ম এবং রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করে। (Democracy is a thought of allowing freedom of speech, religion and political opinion)

গ. কোন প্রতিষ্ঠান তার সদস্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়াই হচ্ছে গণতন্ত্র, সদস্যরাই যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখে । (Control of an organisation by it's Members, who take part in the decision makings)

ঘ. জনসাধারণের একে অপরের প্রতি কোন প্রকার শ্রেণী বিভেদ না করে ন্যায্য ও সমান ব্যবহারই হচ্ছে গণতন্ত্র। (Democracy in the fair and equal treatment of each other by citizens, without social clas division)

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা গণতন্ত্রের অনেক রকম সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। সব সংজ্ঞারই মূল কথা- গণতন্ত্র এমন একটা শাসন ব্যবস্থা যাতে রাষ্ট্রের সবারই অংশগ্রহণ থাকবে।

[৫৭] ড. আহমেদ কামাল, জবাবদিহিতা মূলক শাসন ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন, মানবাধিকার জার্নাল 'প্রয়োজন', সংখ্যা-১, ২০০১, ঢাকা: ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার, পৃ-৭।

Dhaka University Institutional Repository

"Encyclopaedia of Social Science"-এ গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নিরূপন করা হয়েছে এভাবে, "The tern democracy indicats both a set of ideals and a political system a feature if the share as with the terms communism and socialism."[৫৮] অনেকে অনেক রকম সংজ্ঞা প্রদান করলেও গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে আব্রাহাম লিংকনের সংজ্ঞাটি সবচেয়ে জনপ্রিয়। তিনি গণতন্ত্রের সংজ্ঞা প্রদান করতে যেয়ে বলে, 'Government of the people, by the people and for the people'[৫৯] অতএব দেখা যাচ্ছে গণতন্ত্র বলতে বুঝায় সেই সরকার ব্যবস্থা যেখানে জনমতের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় এবং যেখানে জনপ্রতিনিধি কর্তৃক শাসন কার্য পরিচালিত হয়।

যে কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই জনগণের মতামতের উপর প্রতিষ্ঠিত, যাতে নির্বাচনের ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু রাষ্টবিজ্ঞানী ম্যাকাইভারের উক্তি প্রমাণ করে যে, "গণতন্ত্র যতই কাংখিত হোক না কেন একে বাস্তবায়ন কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া খুবই দুরূহ।"[৬০]

তাই সত্যিকার অর্থে, যথার্থ নির্বাচনই একমাত্র গণতন্ত্রকে দিতে পারে সুদৃঢ় ভিত্তি। যে কোন দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশের ন্যায় তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালীকরণ এবং জাতীয় উন্নয়নে নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। একটি শক্তিশালী গণতন্ত্র গড়ে ওঠে বিজ্ঞ ও আগ্রহী নাগরিকদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ...।[৬১]

প্রকৃতপক্ষে অবাধ, সুষ্ঠু নিবার্চনই একটি দেশের গণতন্ত্রের বিকাশ এবং এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভের চাবিকাঠি।[৬২] নির্বাচন আসলে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। প্রকৃতপক্ষে নির্বাচনের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে, যেখানে নাগরিকগণ তাদের অধিকার সর্ম্পকে পূর্ণ সচেতন থাকেন এবং সে সঙ্গে ভোটার হিসেবে তার দায়িত্বসমূহ সর্ম্পকে অবগত থাকেন, এতে জনগণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও পরিবর্তনে উজ্জীবিত হয়। নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রায়নের ফলে অনগ্রসর, বিশেষ করে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। অর্থ্যাৎ এক কথায়- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারা জনগণের সাংবিধানিক অধিকার।

---

[৫৮] ইয়াসমিন আহমেদ, সরকারের সমস্যাবলী রূপরেখা, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ-২৫

[৫৯] প্রাগুক্ত, পৃ-২৫

[৬০] ড. এম. নজরুল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ও মার্কিন গণতন্ত্রঃএকটি পর্যালোচনা, ইমদাদুলহক ও নজরুল ইসলাম সম্পাদিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমাজ ও সংস্কৃতি, সংখ্যা-৮,১৯৯৯, পৃ-৮২

[৬১] সুসংহত গণতন্ত্রের পথেঃ ২০০১ নির্বাচনের সমন্বিত কার্যক্রম, ঢাকা, দি এশিয়া ফাউন্ডেশন, ২০০২, পৃ-১

[৬২] ফেমা, বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণঃ সুপারিশমালা, ঢাকা, মার্চ, ২০০০, পৃ-ii

Dhaka University Institutional Repository

এই অধিকার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন কমিশনকে অবশ্যই স্বাধীন ভাবে কাজ করতে হয়। বাস্তবিক অর্থে নির্বাচন হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের একটি হাতিয়ার স্বরূপ।

২(চ) নারীর ক্ষমতায়নে নির্বাচনের ভূমিকা বা প্রভাবঃ-

বাস্তবিক পক্ষে যেদিন থেকে এদেশের নারী সমাজ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ ও ভোটাধিকারের অধিকার লাভ করে; সে দিন থেকেই নারীর ক্ষমতায়নের নতুন দিগন্ত সূচিত হয়। নারীর ক্ষমতায়নে নির্বাচনের ভূমিকা বা প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে এ সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় যেমন ক্ষমতায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়ের উপর পরিস্কারভাবে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

২.চ.১ ক্ষমতায়ন

১৯৮০ 'র দশকের মাঝামাঝি থেকে ক্ষমতায়ন প্রত্যয়টি একটি বহুল ব্যবহৃত পরিভাষা হিসেবে কল্যাণ, উন্নয়ন, অংশগ্রহণ, দারিদ্র্য বিমোচনের মত শব্দগুলির স্থলাভিসিক্ত হয়।[৬৩] ক্ষমতায়ন উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, একটি প্রক্রিয়া, যার দ্বারা মানুষ নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করে বাধা বিপত্তি প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয়। বিশেষত ক্ষমতায়ন হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ এবং প্রভাবিত করার অধিকার, ক্ষমতা ও সুযোগ অর্জন। ক্ষমতায়ন পদ্ধতির স্পষ্ট ও বিশেষ সংজ্ঞায়ন করেছে Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN). DAWN ১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব উইমেন এর আগে কিছু নারী ব্যক্তিত্ব এবং নারী সংগঠনকে নিয়ে গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য বিশ্বের নারীসমাজের অবস্থাকে বিশ্লেষণ করা নয়, বরং একটি বিকল্প সমাজব্যবস্থা গঠনের চিন্তাশক্তি গঠন করা যার মূল উদ্দেশ্য এমন এক পৃথিবী গঠন করা প্রত্যেকটি দেশে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে শ্রেণী, লিঙ্গীয় সম্পর্ক এবং বর্ণের ভিত্তিতে বৈষম্য থাকবে না। এই ভবিষ্যৎ পৃথিবী গঠনের দূরদৃষ্টির

[৬৩] আবেদা সুলতানা, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তি একটি বিশ্লেষন, ক্ষমতায়ন সংখ্যা-২-১৯৯৮, উইমেন ফর উইমেন, পৃ-৫০

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী রূপে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কথা এসে পড়ে। যে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী তার নিজের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারবে।[৬৪]

২.চ.২ ক্ষমতায়নঃ- তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট ঃ

সাধারণভাবে বলা যায় "Empowerment refers to give or deliver power to do something or to act" অর্থাৎ কাউকে কোন কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত ক্ষমতা হস্তান্তর বা প্রদান করাকে ক্ষমতায়ন বলে। ক্ষমতায়নের শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা যায়, "empower" ক্রিয়াটিকে Websters II New Rivisside University Dictionary এবং Funk and Wagnalls Canadian College Dictionary তে বলা হয় "invest with legal power," "to authorize" and "to enable" অর্থাৎ আইনসঙ্গতভাবে ক্ষমতা চর্চা, কর্তৃত্ব প্রদান ও ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধ ব্যবস্থা প্রদান।[৬৫]

ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।[৬৬] অথ্যাৎ ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা মানুষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং সকল বাধা বিপত্তি প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয়।[৬৭] এই সক্ষমতা অর্জন বা ক্ষমতায়নের সূচক হচ্ছে : সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, পারিবারিক অর্থ লেনদেনে অংশগ্রহণ, সম্পদ অর্জনের ক্ষমতা, বিচরণ গন্ডির প্রসারতা।[৬৮] এর পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস, আত্ম-মর্যাদা অর্জনের ক্ষমতা ও ক্ষমতায়নের অন্যতম সূচক বলে পরিগনিত।[৬৯] "ক্ষমতা" মানুষকে সামাজিক স্বীকৃতি, মর্যাদা, সম্মান, সমৃদ্ধি, সম্পত্তি, মূল্যবোধ ও নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। একারণেই বলা হয়, "Empowerment had acquired a considerable aura of "respectability" even "social status" within the vocabulary

---

[৬৪] মেঘনা গুহঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলনঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ, গুহঠাকুরতা ও অন্যান্য সম্পাদিত, নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃঃ ১৮০

[৬৫] আবেদা সুলতানা, ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষণের ভূমিকা একটি বিশ্লেষণ; লোক প্রশাসন সাময়িকী, পৃষ্ঠা-৩

[৬৬] S.R. Mondol. Status of Himalaayan women, *Empowerment, Vol 6:40-56*

[৬৭] আবেদা সুলতানা, প্রাগুক্ত, *লোক প্রশাসন সাময়িকী*, পৃ-৩

[৬৮] SM Khaanum.,Gateway to hell: the impact of migration RMP on the women's teritory, position and power in england, *Empowerment*, vol6:87-90

[৬৯] SM Khaanum.,knocking at the doors: the impact of RMP on the women falk in the project areas, *Journal of Institute of Bangladesh studies*, vol23, p 6-15

Dhaka University Institutional Repository

of development"[৭০] জ্ঞান, আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ ও প্রভাবিত করার সক্ষমতা ও সুযোগ অর্জনই হল ক্ষমতায়ন।

অপর একটি দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতায়ন বলতে বুঝায়ঃ

১. বস্তুগত সম্পদ, যার মধ্যে রয়েছে, স্থানীয় সম্পদ যেমন, জমি, জলাশয় ও বনভূমি ইত্যাদি, মানবিক সম্পদ যেমন, মানব দেহ এবং আর্থিক সম্পদ, যেমন-অর্থ;

২. বুদ্ধি ভিত্তিক সম্পদ যেমন, জ্ঞান, তথ্য এবং ধারণা ইত্যাদি;

৩. আদর্শিক সম্পদ যেমন, একটি নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক পরিবেশে মানুষ যেভাবে উপলব্ধি করে এবং সক্রিয় হয়;- এই তিন ধরনের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা[৭১]।

ক্ষমতায়ন এভাবেই সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় অধিকার দেয়, কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈধ ক্ষমতা ব্যক্তিকে ক্ষমতাবান করে। যার ফলে ক্ষমতাবান ব্যক্তি নিজের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈধতার অধিকার থেকে সম্পদের উপর মালিকানা লাভ করে। ক্ষমতায়ন এভাবেই ক্ষমতা এবং উন্নয়নের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কিত কিছু মৌলিক ধারণা সম্পর্কে নতুন দিক নির্দেশনা দান করে। Chen(১৯৯০) ক্ষমতায়নের চারটি মাত্রা (Dimension) কে চিহ্নিত করেন,[৭২] যেমন ঃ সম্পদ, শক্তি, সম্পর্ক, আত্মোপলব্ধি ও অবলোকন । এই মাত্রাগুলোকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ঃ

১. সম্পদ ঃ সম্পদ বলতে বুঝায় বস্তুগত দ্রব্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণ, তা অর্জনের সুযোগ বা তার মালিকানা। এর অন্তর্ভূক্ত হতে পারে সম্পত্তি, ভূমি, অর্থ। আয় সৃষ্টিমূলক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টতাও এর অন্তর্ভূক্ত হতে পারে কারণ তা সম্পদ সৃষ্টি বা তার উপর মালিকানা সৃষ্টির সুযোগ করে দেয়।

২.শক্তি ঃ শক্তি বলতে এ ক্ষেত্রে বুঝায় নিজের পারিপার্শ্বিকতা পরিবর্তনের বা নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা। এটি হতে পারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, ঋণ-বাজারে প্রবেশের যোগ্যতা ইত্যাদি।

৩. সম্পর্কঃ ক্ষমতায়নের এই মাত্রা বা সূচকটির ব্যাখ্যা হচ্ছে সকল সম্পর্ক গড়ে উঠবে চুক্তির ভিত্তিতে। এটি হতে পারে বিবাহ বা কর্মক্ষেত্রের চুক্তি। এছাড়া পরিবার

[৭০] Tendon, Yash (1995); poverty, processes of impoverishment and empowerment: a review of current thinking and action, in empowerment: towards sustainable development. London: Zed Books Ltd.P-31

[৭১] শাহীন রহমান, জেন্ডার পরিভাষা শব্দ কোষ, উন্নয়ন পদক্ষেপ,৭ম সংখ্যা,১৯৯৭, পৃঃ ৯০-৯১

[৭২] M. chen, conceptual model for women's Empowerment, seminer paper, organized by the save the children USA

Dhaka University Institutional Repository

বা প্রতিবেশী সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্কের ধরনের পরিবর্তনও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৪. আত্মোপলব্ধি ও অবলোকন ঃ এই উপলব্ধিকে দুটো প্রেক্ষাপট হতে দেখা যেতে পারে-

(i) নারীদের নিজের উত্তরণ ও অবস্থান সম্পর্কে নিজস্ব উপলব্ধি।

(ii) নারীদের এই উত্তরণ সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের বা সম্প্রদায়ের জনগণের উপলব্ধি, মনোভাব ও আচরণ।

২.চ.৩. উন্নয়ন সাহিত্যের আলোকে ক্ষমতায়ন ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঃ

উন্নয়ন সাহিত্যের আলোকে ক্ষমতায়ন বলতে বুঝায়, "Good governance, legitimacy and creativity, for a flourishing private sector, transformation of economies to self-reliant, endogenous, human center development; promotion of community development through self help with an emphasis on the process rather than on the completion of particular projects; a process enabling collective decision-making and collective action; and popular participation, a concept that has gained popularity within the development agenda." এ উপাদানগুলো ক্ষমতায়নের রাজনৈতিক দিকগুলোকেই নির্দেশ করে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে "empowerment affirm the need to build the capacity of communities to respond to a changing environment by inducing appropriate change internally as well as externally and through innovatin"(Singh,1995:13)[৭৩] অধিকন্তু "Political empowerment is not only for sharing policy and decision making but also for the survival of women with dignity and to project and promote basic human rights of women" (UP, 2000:67)[74] আরো একটু স্পষ্ট করে বলা যায়- "Empowerment means

[৭৩] Naresh sing, Vanglie Tiji, Empowerment: Towards sustainable Development. Zed Boks Ltd; London 1995, P-13
[74] Unnyan Podokkep(200), April-June 2000, Vol. 5, No. 2, Dhaka: Steps towards development. P-67

Dhaka University Institutional Repository

strengthening the meaning and reality of the principles of "inclusiveness" "transparency" and "accountability" held in common with notions of democracy and sustainable development. The concept goes beyond the notions of democracy, of human rights, and of participation to include enabling people to understand the reality of their environment (social, political, economic, ecological and cultural) to reflcet on the factors that their enironment and to take steps to effect changes to improve their situation (Sing, 1995: 13)[৭৫].

২.৮.৪ নারীর ক্ষমতায়নঃ

এক্ষেত্রে ক্ষমতায়ন বলতে নারীর ক্ষমতায়নকেই প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে।[৭৬] নারীর ক্ষমতায়ন এমনই একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারী তার নিজ অবস্থান বা আপেক্ষিক সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হবে, বিরাজমান সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানগত বৈষম্যের প্রতিবাদে সোচ্চার হবে। সর্বোপরি আপন শক্তিমত্তা অর্জনের জন্য সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সকল বৈষম্য দূরীকরণ তথা নারী-পুরুষ সমতার লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবে।[৭৭] নারীর ক্ষমতায়ন বলতে নারীর নিজস্ব শক্তিবৃদ্ধি, তার জীবন, তার অবস্থান, তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শক্তি বৃদ্ধি বুঝানো হচ্ছে। একজন মানুষ যখন জীবন নির্বাহের পাশাপাশি কারো উপর নির্ভরশীল না হয়ে তার সম্পর্কিত সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে- এ অবস্থাটিই হচ্ছে ক্ষমতায়ন। ক্ষমতায়নের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক বিদ্যমান। যিনি অর্থনৈতিকভাবে কারো উপর নির্ভর না করে নিজের সংস্থান করতে পারেন, অন্যের কাছে যার নির্ভরশীল হতে হয় না তাকে আমরা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান বলবো। সামাজিক প্রতিষ্ঠানে যখন একজন মানুষের জন্য অভিগম্যতা (access) সৃষ্টি হয় এবং এসব প্রতিষ্ঠান থেকে যখন সে সুফল ভোগ করতে পারে তখন তার সামাজিক ক্ষমতায়ন হয়। একজন ব্যক্তি যখন রাজনৈতিকভাবে মতামত দিতে পারে, ভোট দিতে পারে, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে

[৭৫] Singh & Tiji, ibid,p-13
[৭৬] Singh & Tiji, ibid, P-13
[৭৭] সুলতানা প্রাগুক্ত, ১৯৯৮, পৃ-৫১

Dhaka University Institutional Repository

পারে তখন আমরা তার এ অবস্থাকে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন বলবো। মানুষের জন্য সাংস্কৃতিকভাবে ক্ষমতায়নের বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২.চ.৫ নারীর ক্ষমতায়ন পূর্বশর্ত ঃ

১ শিক্ষা ঃ

শিক্ষা হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়নের প্রথম শর্ত। মৌলিক শিক্ষার মাধ্যমে নারীর স্বাক্ষরতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে সবক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। শিক্ষার মাধ্যমে নারীকে তার অধিকার ও ক্ষমতা সর্ম্পকে সচেতন করার মাধ্যমে, (শুধু নারীকেই নয়) সমগ্র জাতির মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে নারীর ক্ষমতায়ন আরো নিশ্চিত করা যায়। শিক্ষা যেহেতু কুসংস্কার দূর করে; সেহেতু নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে যেসব কুসংস্কার প্রতিবন্ধক হিসেবে আমাদের সমাজে রয়েছে তা একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে দূর করা সম্ভব।[৭৮]

২. অংশগ্রহণ

ক্ষমতায়নের অপরিহার্য দিক হল অংশগ্রহণ। পারিবারিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মকান্ডে ব্যবহারিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হয়। ভোটাধিকারের মাধ্যমে নারী রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করতে পারে ।

৩. অর্থনৈতিক মুক্তিঃ

নারীর ক্ষমতায়নের আরেকটি শর্ত হল অর্থনৈতিক মুক্তি। অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হয়। নারীর ক্ষমতায়নের অর্থনৈতিক মুক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করে সরকার এবং বিভিন্ন এন.জি.ও ঋণপ্রদান কর্মসূচী ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সরাসরি ক্ষেত্রে কোটা বৃদ্ধি করেছে ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে।

৪.আইনী ব্যবস্থাঃ

আইনী ব্যবস্থা দ্বারা নারীর সার্বিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ অনিশ্চিত করা যায় এবং নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। অপরদিকে ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধক আইন বাতিলের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নকে কার্যকর করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ সূর্যাস্ত আইনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

---

[৭৮] M.M. Verma, Human Resources Development strategic approaches and experiences, Japan: Arrant Publishers, 1989

Dhaka University Institutional Repository

২.চ.৬. *নারীর ক্ষমতায়নের সামাজিক দিকঃ*

নারীর ক্ষমতায়ন সমাজের একটি অপরিহার্য দিক । নারীদের অংশগ্রহণ ছাড়া একটা দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। বস্তুত দুই ধরনের ক্ষমতায়ন জনপ্রিয়। (১) Empowerment of the poor (2) Empowerment of the Women.

নারীর ক্ষমতায়ন বলতে প্রধানত নারী ও পুরুষের মধ্যে ভিন্নতা দৈনন্দিন কাজ ও ভূমিকার ক্ষেত্রে, দায় দায়িত্বের ক্ষেত্রে, অবকাশ ও বিনোদনের ক্ষেত্রে, পুরুষের তুলনায় নারীর সীমিত অধিকার সম্পদের ক্ষেত্রে, পছন্দের ক্ষেত্রে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রকে বুঝায়।

যে প্রক্রিয়ায় সকল ক্ষেত্রে অসমতা ও বৈষম্য দূর করে নারীকে পুরুষের সমকক্ষতায় সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তাই নারীর ক্ষমতায়ন।

২.চ.৭. *নারীর ক্ষমতায়ন কাঠামো*

টেবিল ২.২ : নারীর ক্ষমতায়ন কাঠামো

সমতা স্তর	সমতা বৃদ্ধি ▲	ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি ▲
নিয়ন্ত্রন অংশগ্রহণ সচেতনতা শিক্ষা ভোটাধিকার অর্থনৈতিক মুক্তি সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির অধিকার আইনী ব্যবস্থা		

২.চ.৮ ক্ষমতায়নের পদ্ধতি বা Empowerment Approaches:

নারীর ক্ষমতায়নের জন্য পাঁচটি প্রধান এ্যাপ্রোচ রয়েছে। যেমন-

Dhaka University Institutional Repository

ক. Job Matters বা কার্যে অংশগ্রহণের মাধ্যমে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখা অর্থাৎ তাকে যে দায়িত্ব দেয়া হবে তা যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হবে।

খ. নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতা বা Control & accountability

গ. দৃষ্টান্ত স্থাপন বা Role Models

ঘ. উৎসাহিত করণ বা Reinforcement & persuasion

ঙ. আবেগীয় সর্মথন বা Emotional Support.

২.চ.৯ নারী আন্দোলন, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন ঃ তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত

"মানবজাতির ইতিহাস হচ্ছে নারীর উপর পুরুষের ক্রমাগত পীড়ন ও বলপ্রয়োগের ইতিহাস, যার লক্ষ্য নারীর উপর পুরুষের একচ্ছত্র স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা"-(এলিজাবেথ কেডি ষ্ট্যান্টন ঃ ১৮৪৮)[৭৯]

সম্ভবতঃ মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস নয় বরং পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই শুরু হল নারীর উপর পুরুষের স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। এই ইতিহাস নারীর ক্ষমতায়নের নীলনক্সা তৈরী করে তার মাঝেই রাষ্ট্রীয় ও আইনগত কাঠামোর ফ্রেমে তার পথের প্রতিবন্ধকতাগুলো দৃঢ়তর করে তাকে পিছনে হটানোর প্রহসনের ইতিহাস। পুরুষের এই স্বৈরাচার, এই পীড়ন ও বল প্রয়োগ রাষ্ট্রীয় নীতি বা আইন বহির্ভূত নয়-

"সততঃ আইন প্রণীত হয়েছে পুরুষ কর্তৃক, যেখানে সর্বদাই পুরুষ স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে আর বিচারকরা এই বিধি-বিধানকে বৈধ করেছে নীতির স্তরে এগুলোর উত্তরণ ঘটিয়ে-" (গলাঁ দ্যা লা বার)[৮০]

'পুরুষতন্ত্র' এবং 'লিঙ্গ বৈষম্যের ধারণা' পুরুষকে দান করেছে শ্রেষ্ঠত্ব, তাকে প্ররোচিত করেছে নারী ও পুরুষের জন্য ভিন্ন পরিমন্ডলের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত ও লালন করতে। এই ভিন্ন পরিমন্ডলের ধারণার' উদ্ভব ঘটিয়েছে 'লিঙ্গ বৈষম্যভিত্তিক শ্রম-বিভাজন' অথবা উল্টোভাবে এই লিঙ্গ বৈষম্যের ধারনাই' হয়তোবা সৃষ্টি করেছে ভিন্ন পরিমন্ডলের আওতাধীন বৈষম্যমূলক শ্রম-বিভাজনের নীতিমালা। যেভাবেই দেখা হোক এই লিঙ্গ বৈষম্যমূলক শ্রম-বিভাজন হল নারীর ক্ষমতায়নের জন্য পুরুষের ছুঁড়ে দেয়া প্রথম অস্ত্র। এঙ্গেলস্ (১৮৮৪) যথার্থই বলেছেনঃ "মাতৃতন্ত্রের উচ্ছেদ নারী জাতির ঐতিহাসিক মহা পরাজয়"

---

[৭৯] নিউ ইয়র্কের সেনেকা ফলস এ প্রথম নারী অধিকার সম্মেলনে ঘোষিত প্রস্তাবে উচ্চারিত এলিজাবেথ কেডি ষ্ট্যানটন এর উক্তি।

[৮০] সুলতানা মোসতফা খানম, নারী ঃ ধরিত্রীর আদলে, লোকপত্র, সংখ্যা-৯ম, ২০০০, পৃষ্ঠা-১২-১৮,

Dhaka University Institutional Repository

মাতৃতন্ত্র হতে পিতৃতন্ত্রে উত্তরণের প্রথম ধাপটি হল নারীকে সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্র হতে বহিস্কৃত করে তাকে গৃহস্থালির কাজে আবদ্ধ করে ফেলা, যাকে এঙ্গেলস্ "ঘরোয়া ঝি" বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই "ঘরোয়া ঝি" রা ক্ষেত্র বিশেষে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হলেও তার ক্ষেত্র ও নীতিমালাগুলো ছিল বৈষম্যমূলকত, নিপীড়নমূলক। এই নিপীড়নমূলক। এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে নারী আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত ঘটে ১৮৫৭ সালের ৮ই মার্চ, যে দিনটি বর্তমানে সারা পৃথিবীতে "আন্তর্জাতিক নারী দিবস" হিসাবে পালিত হয় । ঐ দিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের শ্রমিক নারীরা সমঅধিকারের দাবিতে প্রথম রাস্তায় নেমে আসে। এরই সূত্র ধরে নারীর ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলনের মুখে ১৯১৩ সনের ১২ই জুন নারীবাদী এমিলি ওয়াইল্ডিং ডেভিসন শহীদ হন।

নারী আন্দোলন ১৮৫৭ সনে শুরু হলেও এর পেছনে ক্রিয়াশীল যে চেতনা 'নারীবাদ', তার উদ্ভব ঘটে মূলতঃ ১৭৯২ সনে ম্যারি ওলষ্টেন ক্র্যাফটের রচিত গ্রন্থ "ভিভিকেশন অব দ্যা রাইটস অব ওম্যান" প্রকাশের মধ্য দিয়ে। যাই হোক, এমিলির আত্মহুতির পথ ধরে ১৯২০ সনের ২৬ আগষ্ট "মার্কিন কংগ্রেসে নারী ভোটাধিকার (১৯তম) সংশোধনী বিল" পাশ হয়। ভারতীয় নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে ১৯২১ সনে। এই ভোটাধিকার রাজনীতির ক্ষেত্রে নারীদের পদচারণার দ্বার খুলে দেয়। ১৯৬০ সন হতে নারীরা সরকার প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণেও সক্ষম হতে থাকে। চিরায়ত গন্ডির বাইরে যখন নারীর পদাচারণা শুরু হল তখনই উদ্ভব ঘটল "উন্নয়নে নারীর অংশ গ্রহণ" এর প্রত্যয়টি, যা Women is Development বা WID নামে পরিচিত। সময়ের দাবি ও কালের বিবর্তনে 'উন্নয়নে নারীর অংশ গ্রহণের' ধারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হতে থাকে, ৫টি পর্যায়ে এই ধারাকে বিন্যস্ত করা যায়, যেমনঃ

১. কল্যাণমুখী অ্যাপ্রোচ (Welfare Approach) ঃ ১৯৫০-৬০-এর দশকে উন্নয়নে নারীর অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রটি ছিল ভাল 'স্ত্রী' বা ভাল 'মা' রূপে নারীকে গড়ে তোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ, যে মা উৎকৃষ্ঠ নাগরিকের জন্ম দিয়ে সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। এ সময় পরিবার পরিকল্পনা, সেনিটেশন ইত্যাদি বিষয়ে নারীকে দক্ষ করে তোলার পদক্ষেপ নেয়া হয়।

২. সমতাভিত্তিক অ্যাপ্রোচ (Equity Approach) ঃ ১৯৭৫-৮৫ সময়কাল অর্থাৎ জাতিসংঘ নারী দশকে এই প্রত্যয়টি জোরদার হয়। এরই প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের বিভিন্ন অধিবেশনে

Dhaka University Institutional Repository

নারীর সমঅধিকারের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হতে থাকে এবং ১৯৭৯ সনের ১৮ই ডিসম্বের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ ও তার দক্ষতায়নের সনদ 'সিডও' (CEDAW)। CEDAW শব্দটির পূর্ণরূপ হচ্ছে 'Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women' অর্থাৎ "নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ"। ইতিমধ্যে ১২৫টি দেশ এই সনদ অনুমোদন করে স্বাক্ষর দান করেছে। বাংলাদেশ ১৯৮৪ সনের ৬ নভেম্বর এই সনদে স্বাক্ষর করে।

৩. দক্ষতা বৃদ্ধি অ্যাপ্রোচ (Efficiency Approach) ঃ ১৯৮০-৯০-এর দশকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় নারীর দক্ষতা বৃদ্ধির উপর, যাকে মূলতঃ নারীর উন্নয়ন বলা চলে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষা, চাকুরি, রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীদের জন্য আলাদা কোটা ও বিশেষ বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

৪. দারিদ্র বিমোচন অ্যাপ্রোচ (Anti-Poverty Approach) ঃ এটিও ৮০-এর দশকে হতে শুরু হয়। এই কর্মসূচীর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে নারীদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও তাদের কর্মসংস্থানের যোগান দিয়ে জাতীয় দারিদ্র দূরীকরণ আন্দোলনে নারীদেরকে সম্পৃক্ত করা।

৫. ক্ষমতার অ্যাপ্রোচ (Empowerment Approach) ঃ নব্বইয়ের দশক হতে এই অ্যাপ্রোচটি জোরদার হয়ে ওঠে। এই অ্যাপ্রোচের সার কথা হচ্ছে নারীকে কেবল অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলাই যথেষ্ট নয়, বরং জীবনের সকল পর্যায়ে তার নিজস্ব ভাবনার প্রতিফলন ঘটানো এবং নিজের জীবনকে অন্যের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখার শক্তি অর্জনের যোগ্যতা সৃষ্টি করাও প্রয়োজন, যাকে এক কথায় বলা চলে ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি নব্বইয়ের দশক হতে নারী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ভিয়েনা সম্মেলন (১৯৯৩), কায়রো সম্মেলন (১৯৯৪), বেইজিং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন (১৯৯৫) এবং জাতিসংঘ নারী সম্মেলন (২০০০)-এ

২.৮.১০ রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

সাম্প্রতিককালে তৃতীয় বিশ্বে নারীদের ক্ষমতায়নে সংশ্লিষ্ট তৃণমূল সংগঠন নারীবাদী লেখক ও কর্মীগণ সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।[৮১] নারীবাদী লেখক, নারী সংগঠনসমূহ লিঙ্গীয় সম্পর্কের পরিবর্তন

[৮১] মেঘনাগুহঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলনঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ, সমাজ নিরীক্ষণ সংখ্যা ৬২, ১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ লৈঙ্গিক বৈষম্য বিলোপ সাধনকে নারী ক্ষমতায়নের উপায় বলে চিহ্নিত করেছেন। তৃণমূল সংগঠনসমূহ সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায় অর্থে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রত্যয়টি ব্যবহার করে। Marty Chen ক্ষমতায় দৃষ্টিকোণ[৮২] থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তিনি স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা ও স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ, স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি, সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত দাবি আদায় এবং উচ্চ মজুরি বা ইতিবাচক শর্তযুক্ত কাজের জন্য দাবি জানানোর সামর্থ্যকে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৮৩] অন্যান্য গবেষক রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে দেখেছেন সচেতনতা ও আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে। সচেতনতা নারীদের স্বাধীন ও স্বনির্ভর হতে সহায়তা করে; অপরদিকে আন্দোলনই নারীদের ক্ষমতা চর্চার নির্দেশক।

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ কেবলমাত্র ভোট প্রদানের মাধ্যমে হয় না। এর জন্য প্রয়োজন ক্ষমতা কাঠামোয় প্রতিনিধিত্ব লাভ, স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণের সামর্থ্য ও নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি। কিন্তু চলমান লিঙ্গীয় বৈষম্যমূলক সমাজে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্ভব কিনা তাই এ প্রবন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

২.চ.১১ *নারীর রাজনৈতিক অধিকার কিভাবে নিশ্চিত করা যায়ঃ*

প্রথমত *ঃ* গণতন্ত্র ও সমতার প্রশ্ন, নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন। জনসংখ্যার অনুপাতে রাজনীতিতে তাদের প্রতিনিধিত্বের দাবী অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয়ত *ঃ* নারীর দুর্বল উপস্থিতি রাজনীতির অঙ্গনে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও গণতান্ত্রিক বৈধতা সর্ম্পকে প্রশ্ন তোলে। কেননা, রাজনৈতিক কাঠামো ও প্রক্রিয়ায় অপ্রতুল উপস্থিতি ও সীমিত অংশগ্রহণের কারণে নারীসমাজ ও রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে রয়ে যায় এক বিরাট ব্যবধান।

তৃতীয়তঃ যুক্তি নারী পুরুষের স্বার্থের ভিন্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত। নারীরা তাদের মৌলিক সমস্যা ও প্রয়োজন সর্ম্পকে সম্যকভাবে ওয়াকেবহাল। কিন্তু যদি রাজনীতিতে যথার্থ প্রতিনিধিত্ব না থাকে তাহলে তারা তাদের স্বার্থ উপস্থাপন ও সংরক্ষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

---

[৮২] কে এম মহিউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ-১৭৬

[৮৩] Marty Chen," Conceptual Model for women's Empowerment" DRAFT., April,1993.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থতঃ নারীর সবল সংখ্যায় রাজনীতিতে প্রবেশ রাজনীতির মূল ফোকাসে বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন ও বিস্তৃতি ঘটাবে। কেননা নারীর জীবনও সমস্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত, যে সমস্ত সমস্যা নেহায়েত ব্যক্তিগত বলে চিহ্নিত এবং যথার্থ রাজনীতির আওতা বহির্ভূত বলে বিবেচিত, সেগুলিও রাজনীতির প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

সবশেষে দেশের মানব সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের প্রয়োজনেও রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর সবল উপস্থিতি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য আবশ্যক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

জনগণের সার্বিক কল্যাণ রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনা কৌশলের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সম্পৃক্ত। জনগণ অর্থাৎ নারী এবং পুরুষ উভয়েই রাষ্ট্রপরিচালনা-কৌশলের সমান অংশীদার। তেমনি প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়েই রাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন, রাষ্ট্র পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল বিষয় এবং কলাকৌশল নির্ণয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তাই নারী স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পরিবার, সমাজে, রাষ্ট্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সম অংশগ্রহণ একটি অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমতা আবার নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অপরিহার্য।

নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা, উদ্যোগ এবং আন্তরিক ইচ্ছার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচানায় এবং রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে নারীর উচ্চ কণ্ঠ এবং নারীর দৃষ্টি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রশাসনের উচ্চ স্তরে সংযোজন হওয়া প্রয়োজন।

সর্বোপরি নারীর ক্ষমতায়নই নারীর উন্নয়নের ভিত্তি। "দেশের অর্ধেক মানবসম্পদ এবং নাগরিক হিসেবে নারী দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে যদি দূরে থাকে তবে কাঙ্খিত উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়।" গণতন্ত্র ও উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন সর্বস্তরে বিশেষতঃ রাজনৈতি ক্ষমতায়ন নারী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। কেননা নারীর সমস্যা সংশ্লিষ্ট বিষয় নীতি নির্ধারনে নারী ইস্যু ইত্যাদি বিষয়গুলো নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সংযোজিত হবে। নতুবা যতই কাগজেকলমে করনীয় উদ্ভাবন হোকনা কেন তার সত্যিকার বাস্তবায়নে সরকারি উদ্যোগ ও আন্ত রিকতাসহ গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন সম্ভব হবে না যদি সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে নারী সত্যিকার অর্থে ক্ষমতায়িত না হয়। অর্থাৎ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী ইস্যুকে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে গুরুত্ব দিতে সক্ষম হবে যা সুষম উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

Dhaka University Institutional Repository

২.ছ. ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ও নির্বাচনের পটভূমি ঃ

২.ছ.১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

স্থানীয় সরকার বিভাগের মধ্যে শহর এলাকার স্থানীয় সরকার অন্যতম। এর আবার দু'টি বিভাগ রয়েছে। সিটি করপোরেশন এবং পৌরসভা। প্রতিটি বিভাগ আবার আইনানুগ ব্যক্তি আইন ও বিধি-বিধান কর্তৃক নির্বাহ হয়। বস্তুত এ প্রেক্ষিতে চারটি সিটি কর্পোরেশন পৃথক পৃথক অধ্যাদেশ বলে গঠিত। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন তন্মধ্যে অন্যতম। ১৯৮৩ সালের ৪০ নং অধ্যাদেশ দ্বারা ঢাকা সিটি কর্পোরেশন সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত অধ্যাদেশে কর্পোরেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে কিছু বলা না হলেও উহার অংশ ২-এর অধ্যায় ৩ ও ৪ এবং অংশ ৪-এ যে কার্যাবলী সম্পাদনের বিষয় বর্ণিত হচ্ছে তদ্দৃষ্টে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান যে, ঢাকা সিটি করপোরেশন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উহার জনগণের স্বাচ্ছন্দ্যময় আধুনিক জীবন যাপন নিশ্চিতকরণ এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণই হলো উহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে ঢাকা সিটি করপোরেশনের জনগণের চাহিদা পূরণ, স্থানীয় সমস্যার সমাধান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থায় সার্বিক তথা প্রত্যাশিত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

আরো সুনির্দিষ্টভাবে ইহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য[৮৪] বলতে গেলে -

ক) গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রয়োজন ও প্রত্যাশা জনগণ দ্বারাই পূরণ হয়।

খ) কেন্দ্রীয় সরকারের দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা তাদের কর্মকান্ডে সহায়তা দান।

গ) নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করবে।

ঘ) পারস্পরিক জবাবদিহিতার নীতি ও কৌশল প্রতিষ্ঠা।

ঙ) কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আধুনিক ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া অবলম্বন।

২.ছ.২ বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিট হিসাবে ঢাকা ঃ

➢ ঢাকা জিলা ও ঢাকা বিভাগের সৃষ্টি মূলতঃ ব্রিটিশ আমলে। আইন-এ-আকবরী (মুঘল সম্রাট আকবররের অন্যতম সভা সভ্য আবুল-ফাদল কর্তৃক রচিত) অনুসারে যাতে প্রশাসনিক ইউনিটের

[৮৪] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন পরিচালনা ম্যানুয়াল,

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীনতম পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। তৎকালীন বাংলা ছিল ১৯টি সরকারে বিভক্ত এবং প্রতিটি সরকার আবার কয়েকটি মহল বা পরগনায় বিভক্ত ছিল।

- সাবেক (খৃঃ ১৯৮৪ পূর্ববর্তী) ঢাকা জিলা, যা বর্তমানে ৬টি জিলার বিভক্ত, গযুহ্য ও সোনারগাঁও নামক দুটি সরকারের অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত ছিল।

(১৯৭২ সালে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট ১৯৩২ বলে ঢাকাকে মিউনিসিপ্যাল বোর্ড করা হয়। ১৯৫৬ সালে টাউন কমিটি এবং ১৯৬০ সালের ধারা বলে মিউনিসিপ্যালিটি করা হয়। ১৯৭৩ সালের পি, ও ২২ দ্বারা ঢাকাকে 'ক' শ্রেণীর পৌরসভার ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৯৮৩ সালের ৪০ নং অধ্যাদেশ বলে একটি মিউনিসিপ্যাল করর্পোরেশন এ রূপান্তর করা হয়। ১৯৯০ সালের ৫৬ নং আইন দ্বারা উহাকে সিটি করপোরেশন নামকরণ করা হয়েছে।)

২.ছ.৩(১) *এক নজরে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক বিবর্তন চিত্রঃ-*

রেখাচিত্র ২.১ : ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক বিবর্তন

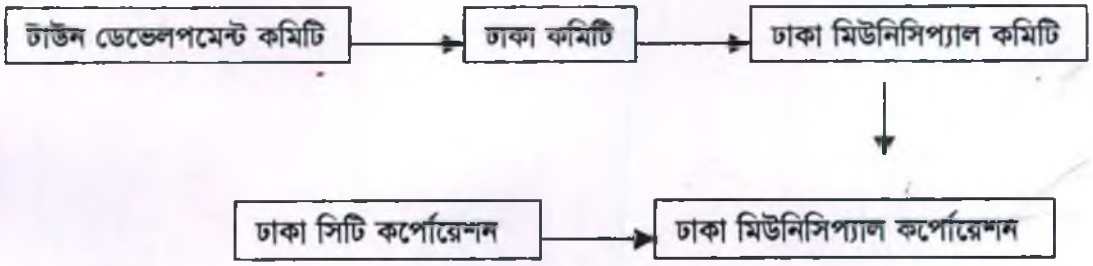

২.ছ.৩(২) *ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান কার্য কাঠামোঃ*

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে ইহার দায়িত্বের বিন্যাসিত রূপই উহার সাংগঠনিক কাঠামো। সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ফলপ্রসূ করণে মোট এলাকাকে দশটি জোনে বিভক্ত করা হয়েছে। এছাড়া কর্পোরেশনটি ৯০টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। মেয়র হচ্ছেন কার্যনির্বাহীর প্রধান। ১২০জন নির্বাচিত কমিশনার সহ অসংখ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী সিটি কর্পোরেশনের কার্যে নিয়োজিত রয়েছেন। নিম্নে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কাঠামো দেওয়া হলোঃ -

Dhaka University Institutional Repository

রেখাচিত্র ২.২ : ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কাঠামো

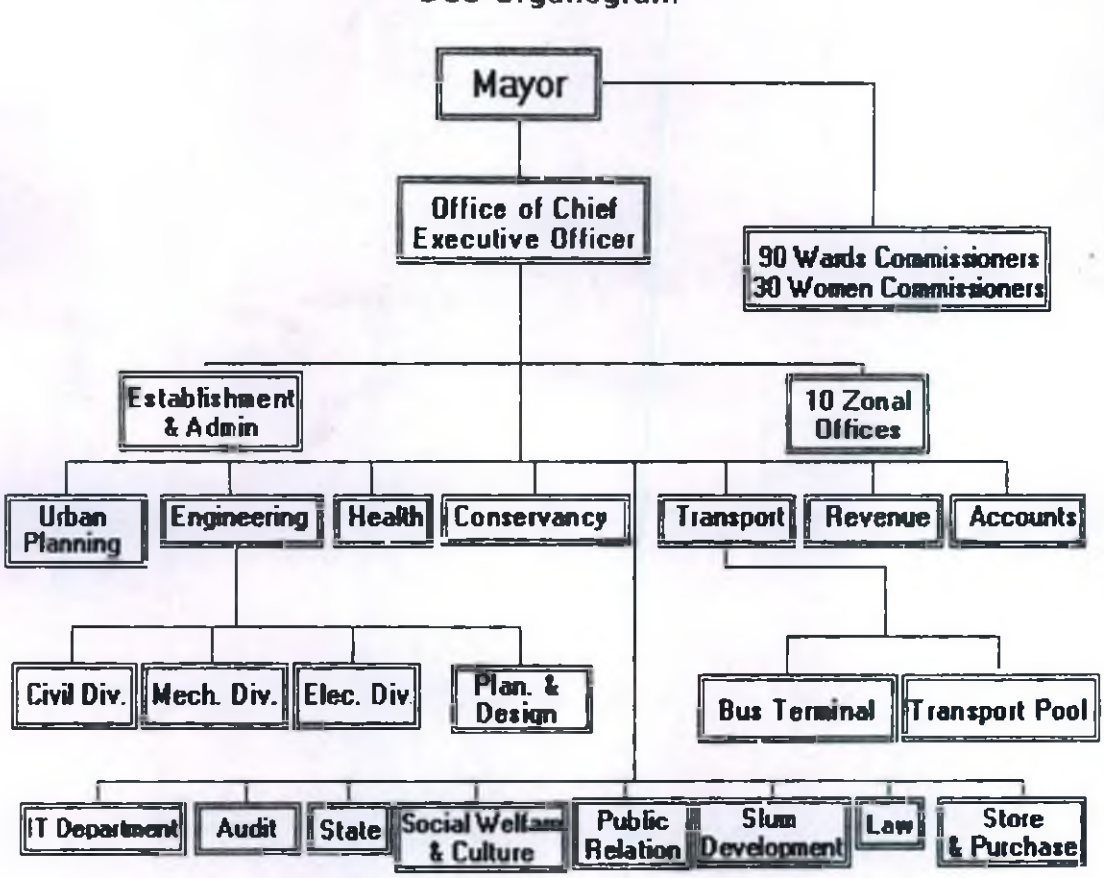

২.ছ.৪ ঢাকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ

ঢাকা একটি প্রাচীন শহর যার ইতিহাস ৭ম শতাব্দী থেকে পাওয়া যায়। ঢাকার এই ইতিহাসকে ৬টি ভাগে ভাগ করা যায়[৮৫]।

(টেবিল ২.৩ : এক নজরে ঢাকার ইতিহাসের শ্রেণী বিভাগ)

নং	ইতিহাসের পর্যায়	সময়কাল
১	মোঘলদের আগমনের পূর্বে ঢাকা	১৬০৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত
২	মোঘল অধীনে ঢাকা	১৬০৮-১৭৬৪
৩	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ঢাকা	১৭৬৪-১৮৫৮
৪	বৃটিশ শাসনের অধীন ঢাকা	১৮৫৮-১৯৪৭
৫	পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী হিসাবে ঢাকা	১৯৪৭-১৯৭১
৬	স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হিসেবে ঢাকা	১৯৭১ থেকে বর্তমান পর্যন্ত

[৮৫] ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ওয়েবসাইট www.dhakacity.org

Dhaka University Institutional Repository

১.মোঘল পূর্ব আমলে ঢাকা ঃ

৭ম ও ৮ম শতকে ঢাকা (মোঘল পূর্ব আমলে) ঢাকা বৌদ্ধিক রাজ্য কামরূপের অধীনে ছিল। প্রায় ৯ম শতাব্দী থেকে ঢাকা বিক্রমপুরের সেন বংশীয় রাজাদের অধীনে শাসিত হতে থাকে। প্রায় ঐ সময়ে রাজা বল্লালসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে ঢাকা নামটির উদ্ভব বলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ঐ সময় ঢাকা বেঙ্গালা (Bengalla) নামে পরিচিত ছোট একটি শহর (যেখানে ৫২ বাজার, ৫৩ গলি ছিল) যা নদী এবং ধোলাইখালের মাঝামাঝি বর্তমান বাংলা বাজার (Birt, ১৯০৬, পৃ- ৯৪ এবং Rudduck. ১৯৬৪, পৃ-৭৪) কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। হিন্দু শাসনের পর ঢাকা দীর্ঘ সময় তুর্কী ও পাঠানদের শাসনাধীন (১২৯৯ থেকে ১৬০৮) ছিল। তাদের তৈরী আফগানফেটি বর্তমান কেন্দ্রীয় জেলে অবস্থিত ছিল। পাঠানদের পর ঢাকা মোঘলদের হস্তগত হবার পূর্বে পর্যন্ত সোনার গায়ের বারোভূইয়াদের শাসনাধীন ছিল।

২.মোঘল শাসনাধীন ঢাকা ঃ

ইসলামখান (১৬০৮-১৩) প্রথমে বাংলার মোঘল বাদশাহ কর্তৃক শাসনকর্তা নিয়োজিত হন। এবং ১৬১০ সালে বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। তিনি ঢাকার নাম রাখেন জাহাঙ্গীর নগর (Taifoor, 1952. P. xxiv)

এরপরে পর্যায়ক্রমে ইব্রাহীম খা (১৬১৬-১৬২০) পর্যন্ত ঢাকা শাসন করেন। তখন থেকে দক্ষিন-পূর্ব-এশিয়ার বাণিজ্যিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এরপর শাহসুজা রাজধানী পুনরায় রাজমহলে স্থানান্তরিত করেন। মীর জুমলা রাজপ্রতিনিধি হিসেবে ঢাকা প্রেরিত হন। তবে ঢাকা শহরের সবচেয়ে বেশী সমৃদ্ধি আসে শায়েস্তা খানের আমলে (১৬৬২-১৬৭৭ এবং ১৬৭৯-১৬৮৯)। ১৭১৭ সালে রাজধানী আবার রাজমহলে স্থানান্তরিত হয়, সম্রাট আজি উস-শাহ এবং সুবেদার মুর্শিদ কুলিখার ব্যক্তিগত বিরোধের ফসল হিসাবে। এরপর প্রায় এক শতাব্দী ধরে ঢাকা প্রায় ঘুমিয়ে পড়ে, উন্নয়ন হয়ে পড়ে স্থবির।

৩.ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ঢাকা ঃ

মোঘল শাসনের শেষ দিকে ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতা স্তিমিত হবার পর বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে (১৭৫৭-১৮৬৪) ঢাকার গুরুত্ব, সৌন্দর্য, কমতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা একটি পুরাতন বাণিজ্য কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। এ সময়ের মধ্যে ঢাকার মিউনিসিপ্যাল কমিটি গঠিত হয় এবং ঢাকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২২ সালে নারীরা এ নগরে ভোটাধিকার লাভ করে।

৪.বৃটিশ অধীনে ঢাকা শহর (১৮৫৮-১৯৪৭)

এ সময়ে ঢাকার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হলে ঢাকা আবার রাজধানী স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। এসময় বিভিন্ন নারীবাদী আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে এবং নারীরা পর্দার আড়াল থেকে শিক্ষা দীক্ষা এমনকি রাজনীতিতে এগিয়ে আসেন।

৫.প্রাদেশিক রাজধানী হিসাবে ঢাকা শহর ঃ (১৯৪৭-১৯৭০)

১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাগ ঘটলে ঢাকা তৎকালীন পাকিস্তানের একটি প্রদেশ পূর্বপাকিস্তানের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। ফলে ঢাকা নগরের গুরুত্ব আবার বৃদ্ধি পায়। এ সময়কালে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময় ঢাকার আয়তন, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ঢাকা নগরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। প্রশাসনে অত্যন্ত নগন্য হলে ও নারীর অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়।

৬.স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হিসেবে ঢাকা ঃ

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ঢাকার প্রকৃত উন্নয়ন শুরু হয়। ঢাকা নগর পরিষদে আসে ব্যাপক পরিবর্তন। ঢাকা প্রথমে কর্পোরেশনে উন্নীত হয় এবং পরবর্তীতে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নাম ধারণ করে। নারীদের অধিকহারে রাজনীতিতে আগমণ এ সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য চিত্র। (ঢাকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, তথ্যসূত্রঃ)

২.ছ.৫ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ক্রম বিকাশের ধারা ঃ

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ক্রমবিকাশের ধারাকে চারটি ধাপে ভাগকরা যায়ঃ

ডিসিসি[৮৮] ১ম ধাপ ঃ ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি ১৮৬৪ সালের ১লা আগষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের লক্ষ্যে মিউনিসিপ্যালিটির পূর্বে ১৮২৩ সাল থেকে 'Committee of Improvement' নামে একটি সংস্থার অস্তিত্ব ছিল। তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে ছিলেন মিস্টার ওয়ালটারস (Mr. Walters) এছাড়াও তৎকালীন ঢাকার কালেক্টর ছিলেন এর সদস্য।

[৮৮] ডিসিসি-ঢাকা সিটি কর্পোরেশন

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪০ সালে আরেকটি কমিটিকে এ কমিটির স্থলাভিষিক্ত করা হয় যার নাম ছিল ঢাকা কমিটি। এই কমিটি কোন আইনের অধীনে নয়, সরাসরি সরকার কর্তৃক মনোনীত হত। জেলা মিউনিসিপ্যালিটি উন্নয়ন বা District Municipal Improvement (Act III B.C. of 1864) ১৮৬৪ সালের ১লা আগষ্টে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আইনের অধীনেই ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কমিটি (Dhaka Municipal Committee) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পদাধিকার বলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এর চেয়ারম্যান এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভাইস চেয়ারম্যন নির্বাচিত হতেন। ঢাকার অধিবাসীদের মধ্যে কমপক্ষে ৭ জনকে মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হিসাবে নিয়োগদানের ক্ষমতা ছিল লেফটেন্যান্ট গর্ভনরের হাতে। সভা, অনুষ্ঠানের জন্য কমপক্ষে পাঁচজন সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হত। তৎকালীন ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. স্কিনার (Mr. Skinner) ছিলেন পদাধিকার বলে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। ১৮৮৪ সালের আইনেই প্রথমবারের মত অস্পষ্টভাবে নির্বাচনের কথা উল্লেখ ছিল। চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং কমিশনারদের দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত করার বিধান রাখা হয়। ঢাকা সিটির ইতিহাসে প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং ভাই চেয়ারম্যান ছিলেন যথাক্রমে মিষ্টার অনন্দ চন্দ্র রায় এবং খাজা আমিরুল্লাহ। উল্লেখ্য নির্বাচনকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নির্বাচিত ঢাকা মিউনিসিপ্যাল প্রশাসনই ছিল উপমাহাদেশে সকল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মধ্যে প্রথম এবং সকলের জন্য অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত।

তাই দেখা যাচ্ছে যে, সীমিত আকারে হলেও এই ঢাকা সিটিই এদেশে সবচেয়ে প্রাচীন গণতন্ত্র চর্চার প্রাণকেন্দ্র। তাই রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে সূতিকাগার হিসাবে অবহিত করা যায়।

২য় ধাপ ঃ

এর পরবর্তী তৎপর্বপূর্ন মাইলফলক হলো, দি বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট, ১৯২২, (The Bengal Municipality Act. of 1922। এই আইনের মাধ্যমেই প্রকৃতপক্ষে উপমহাদেশে তথা ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের যাত্রা শুরু হয়। মনোনীত কমিশনারদের অনুপাত এক তৃতীয়াংশ এক পঞ্চমাংশ করা হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য কিছু সীট সংরক্ষিত থাকত। এরকম একটি সম্প্রদায়ের মোট কত জনসংখ্যা এই মিউনিসিপ্যালিটিতে আছে, সেই অনুপাতে তাদের জন্য আসন সংরক্ষিত করা হত।

Dhaka University Institutional Repository

৩য় ধাপ ঃ

ভারত বিভাগের পর ১৯৪৭ সালে ঢাকা পাকিস্তানের একটি প্রদেশের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে সরকার প্রথম বারের মত ১৯ নভেম্বর, ১৮৯৭ সালে নির্বাচিত কমিটি বাতিল করে। নির্বাচনের কোন নীতিমালা, নিয়মকানুন প্রস্তুত না করার কারণে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত স্থগিত অবস্থায় থাকে। সেই সময় সরকার মনোনীত প্রশাসক নিয়োগ দেয়া হত। ডিসেম্বর ১৯৫৩ সালে আবার নির্বাচিত পরিষদ শপথ নেয় এবং দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু ১৯৫৯ এর আগষ্টে আবার বাতিল করা হয়েছিল।

১৯৬০ সালে The Municipality Admission Ordinance জারীর মাধ্যমে পূর্বের বিদ্যমান মিউনিসিপ্যালের সকল আইন পুনরায় কার্যকরী করে চেয়ারম্যান মনোনয়নের বিধান কার্য করা হয়। সরকারের সন্তুষ্টির উপর চেয়ারম্যানের মেয়াদকাল নির্ভরশীল ছিল। সরকার কর্তৃক মহিলা এবং পিছয়ে পড়া জনগোষ্ঠির জন্য এই আইন ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মনোনীত অফিসিয়ালি কমিশনাররা ভোট দিয়ে তাদের মধ্য যে কোন একজনকে ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত করত। ১৯৬০ সালে সরকার শহরটিকে ২৫ টি ইউনিয়নে ভাগ করে যা পরবর্তীতে ১৯৬৪ সালে ৪৪টি ইউনিয়নে রুপান্তরিত হয়। সে সময় ইউনিয়নের চেয়াম্যানরা পদাধিকার বলে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য ছিলেন।

৪র্থ ধাপ ঃ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ঢাকা একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখন শহর ৫০টি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল Pourashava Ordinance (পৌরসভা অর্ডিন্যান্স), ১৯৭৭, অনুসারে ওয়ার্ড কমিশনাররা ভোট দিয়ে তাদের মধ্যে যে কোন একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচন করেন।

ঢাকা ইতিহাসে একটি মাইল ফলক হলো ১৯৭৮ সালে। এই সালেই ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের মর্যাদা লাভ করে এবং চেয়্যারম্যানকে কর্পোরেশনের মেয়র হিসাবে পদায়ন করা হয়। ১৯৮২ সালে সামরিক আইন প্রবর্তনের পর আবার মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন স্থগিত করা হয় এবং একই বছরে গুলশান ও মিরপুর মিউনিপ্যালিটিকে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাথে অঙ্গীভূত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

যার ফলে ওয়ার্ডের সংখ্যা ৫৬তে উন্নীত করা হয়। এর পর ১৯১৩ সালে পূর্বের পৌরসভা অর্ডিন্যান্স ৭৭কে ঢাকা মিউনিপ্যালে কর্পোরেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৯৩ দ্বারা পুনঃ কার্যকর করা হয়। এরপর ওয়ার্ডের সংখ্যা ৭৫এ উন্নীত করা হয় এবং ১৯৯৪ পর্যন্ত প্রশাসক বা মেয়র সরকার কর্তৃক মনোনীত হতে থাকেন। এর মাঝে ১৯৯০ সালে ঢাকা মিউনিপ্যাল কর্পোরেশনের নাম পরিবর্তন করে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন করা হয় এবং বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যার্জনে কয়েকটি জোনে ভাগ করা হয়।

১৯৯৩ সালে সরকার সিটি কর্পোরেশনকে গণতান্ত্রিক করার জন্য ১৯৮৩ সালের অর্ডিন্যান্সে সংশোধনী আনে। তখন থেকে মেয়র ও কমিশনার পদ ভোটাধিকার লাভকারী প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত হবার বিধান করা হয়। ওয়ার্ড পূনর্বিন্যাস করে ৯০টি করা হয়, যেখানে প্রতিটি থেকে একজন প্রতিনিধি কমিশনার হিসাবে নির্বাচিত হবেন এবং এর বাইরে তখন মহিলাদের জন্য ১৮টি সিট সংরক্ষণ করা হয় এবং মেয়র ও কমিশনারদের ভোটে তাদের নির্বাচিত হবার বিধান রাখা হয়। নাম পরিবর্তনের পর ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচন হয় ১৯৯৪ সালে এবং জনাব মোহাম্মদ হানিফ প্রথম মেয়র হিসাবে নির্বাচিত হন। এরপর সরকার স্থানীয় সরকারে $^{১}/_{৩}$ অংশ আসন মেয়েদের জন্য সংরক্ষণের নীতি ঘোষণা করলে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ৩০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়।

বর্তমানে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের আয়তন ৩৬০ বর্গ কিঃমিঃ এবং ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ৩৩,৯৭, ১৮৭ জন। ঢাকা মেট্রোপলিটন সিটির মোট আয়তন প্রায় ১৫৩০ বর্গ কিঃ মিঃ এবং অনুমিত জনসংখ্যা ৯.৩ মিলিয়ন। বিদ্যমান আইনানুযায়ী কর্পোরেশনের সকল নির্বাহী ক্ষমতা মেয়রের হাতে, প্রতি পাঁচ বছরের জন্য কর্পোরেশনের পরিষদ নির্বাচিত হয়। কমপক্ষে মাসে একবার বৈঠকে মিলিত হবার বিধান রাখা হয়। প্রতিষ্ঠানের সুবিস্তৃত কার্যাবলীর দিকনির্দেশনা পর্যবেক্ষণের জন্য ৮টি ষ্ট্যান্ডিংকমিটি সহ অন্যান্য কমিটি গঠন করা হয়। কর্পোরেশনে প্রশাসনিক দিক থেকে দেখলে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মেয়রকে বিভিন্ন বিষয়ে সহায়তা ও নির্দেশ পালন করে। অপর দিকে সচিব বিভাগীয় প্রধান এবং জোনাল নির্বাহী কর্মকর্তাদের কৃতকর্ম প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার অধীনে সম্পাদিত হয় এবং তারা তাদের কর্মকান্ডের জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে, তেমনি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তার কর্মের জন্য মেয়রের নিকট দায়ী থাকেন। জনগণের, বিভিন্নমুখী চাহিদা পূরণ ও সেবা প্রদানের জন্য বর্তমানে কর্পোরেশনে প্রায় ১২,২০০ কর্মকর্তা কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

২.ছ.৬ এক নজরে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বিবর্তন ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

টেবিল ২.৪. : ডিসিসির পরিবর্তনের ধারা

সাল	পরিবর্তন বা উল্লেখযোগ্য অবদান	ইউনিয়ন/ওয়ার্ড
১৮২৩	টাউন ডেভেলপমেন্ট কমিটি	
১৮৪০	ঢাকা কমিটি	
১৮৬৪	ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কমিটি; সিলেক্টেড/মানোনীত চেয়ারম্যন	৭ কমিশনার
১৮৮৪	১ম নির্বাচন প্রক্রিয়ার উন্মেষ, ১ম নির্বাচিত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ	
১৯২২	• মহিলা ভোটধিকার প্রতিষ্ঠা • সরকার মনোনীত কমিশনারদের অনুপাত ১/৩ থেকে ১/৫ অংশে কমিয়ে আনা • সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষিত আসন	
১৯৪৭	মিউনিসিপ্যালিটি কমিটি বাতিল	
১৯৫৩	পুনরায় নির্বাচিত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ	
১৯৫৯	মিউনিসিপ্যালিটি পুনরায় স্থগিত করন	
১৯৬০	মিউনিসিপ্যাল আইন বাতিল ও কমিশনারদের মনোনয়ন দান	২৫ ইউনিয়ন
১৯৬৪	ইউনিয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি	৩০ ইউনিয়ন
১৯৭১	ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী হওয়ায় ঢাকা নগরের গুরুত্ব বৃদ্ধি	৫০ ওয়ার্ড
১৯৭৭	পৌরসভা অর্ডিন্যান্স ১৯৭৭ প্রবর্তিত, ওয়ার্ড কমিশনাররা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করন	৫০ ওয়ার্ড
১৯৭৮	ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিকে কর্পোরেশনে উন্নীত করন এবং মেয়র সরকার কর্তৃক মনোনীত করার ব্যবস্থা প্রর্বতন	৫০ ওয়ার্ড
১৯৮২	মার্শাল'ল বা সামরিক আইনের দ্বারা মিউনিপ্যাল কর্পোরেশন বাতিল, একই সময় গুলশান ও মিরপুর পৌরসভাকে কর্পোরেশনে একীভূত করা হয়। ওয়ার্ডের সংখ্যা বাড়ানো হয়।	৫৬ ওয়ার্ড
১৯৮৩	ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে পুনঃবহাল করা হয় এবং Dhaka Municipal Ordinance, 1983 প্রবর্তিত হয়	৭৫ ওয়ার্ড
১৯৯০	ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নাম পরিবর্তন করে ঢাকা সিটি	৯০ ওয়ার্ড

Dhaka University Institutional Repository

	কর্পোরেশন (DCC) করা হয় এবং ১০টি জোনে ভাগ করা হয়	
১৯৯৩	সংসদের ১জন মেয়র ও ৯০ জন কমিশনারের সরাসরি প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের বিধি অনুমোদিত হয়। মহিলাদের জন্য ১টি কমিশনার পদ সংরক্ষিত রাখা হয়, এবং এরা মেয়র ও ৯০ কমিশনারের ভোটে নির্বাচিত হবার বিধান রাখা হয়।	৯০ ওয়ার্ড
১৯৯৪	প্রত্যক্ষ ভোটে ১ম মেয়র নির্বাচিত	
১৯৯৬	ডিসিসি সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাসমূহের মাঝে সমন্বয়ের জন্য স্থানীয় সরকার ও সমাবায় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ঢাকা সিটি সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়ে, যেখানে মেয়র কো-সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে।	৯০ ওয়ার্ড
১৯৯৮	নগরের আয়তন বাড়ানো হয় এবং ওয়ার্ড সংখ্যা ১০০তে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়, কিন্তু কিছু সীমানা নির্ধারণে দ্বন্দ্বের কারণে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।	৯০ ওয়ার্ড
২০০২	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে মহিলা কমিশনারদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি প্রত্যক্ষ নির্বাচন, এবং মহিলা কমিশনারের সংখ্যা ১৮ থেকে ৩০ এ, উন্নতি ।	৯০ ওয়ার্ড

তথ্যসূত্র ঃ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ওয়েব সাইট

Dhaka University Institutional Repository

২.হ.৭ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন: আইনগত ভিত্তি

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর গুরুত্বপূর্ণ ধারা সমূহ (সর্বশেষ সংশোধনীসহ)

টেবিল ২.৫. : ডিসিসির আইনগত ভিত্তি ঃ ১৯৮৩ এর অধ্যাদেশের সর্বশেষ সংশোধন

ধারা	উপাত্তটিকা	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৩	কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নামে অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক সিটি কর্পোরেশন গঠিত হবে এবং এটি একটি বিধিবদ্ধ, সংস্থা হবে।
৪	কর্পোরেশন গঠন	সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে একজন মেয়র, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক কমিশনার এবং কমিশনার গনের এক তৃতীয়াংশের সমসংখ্যক সংরক্ষিত আসনের মহিলা কমিশনারগণের সমন্বয়ে কর্পোরেশন গঠিত হবে।
৬	কর্পোরেশনের মেয়াদ	প্রথম সভা অনুষ্ঠানের তারিখ থেকে ৫ বছর। তবে উক্ত মেয়াদ পূর্তির পরও পরবর্তী কর্পোরেশন গঠনক্রমে প্রথম সভা অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবে।
৭	শপথ গ্রহণ	কার্যভার গ্রহণের পূর্বে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়ে মেয়র ও কমিশনারগণ শপথ গ্রহণ করবেন।
৮	সম্পত্তির ঘোষনা	মেয়র ও কমিশনারগণ দায়িত্বভার গ্রহণের পূর্বে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিজের ও পরিবারের সদস্যগণের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে লিখিত ঘোষনা দিবেন।
৯	মেয়র ও কমিশনারগনের পদত্যাগ	মেয়র সরকারের উদ্দেশ্যে এবং কমিশনারগণ মেয়রের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করতে পারবেন।
১০	মেয়র ও কমিশনারগনের অপসারন	৪টি ক্ষেত্রের যে কোন এক বা একাধিক কারণ উদ্ভব হলে মেয়র বা কমিশনারকে অপসারন করা যাবে। সে ক্ষেত্রে কারন দর্শানোর সুযোগ প্রদান, প্রয়োজনে তদন্ত অনুষ্ঠান এবং রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রয়োজন হবে।
১১	মেয়র ও কমিশনার পদে নির্বাচনে যোগ্যতা ও অযোগ্যতা	কোন ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত কমপক্ষে ২১ বছর বয়স্ক যে কোন বাংলাদেশের নাগরিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। কিন্তু কতিপয় ক্ষেত্রে উপরোক্ত যোগ্যতা থাকলেও নির্বাচনে অংশ গ্রহণের যোগ্য হবেন না।
১২	মেয়র ও কমিশনারগণের পদ শুন্যতা	শপথ গ্রহণে ব্যর্থ হলে, পদত্যাগ করলে, অপসারিত হলে বা যেসব ক্ষেত্রে নির্বাচনে অংশগ্রহণে অযোগ্য হন তার কোনটির উদ্ভব হলে পদ শুন্য হবে।
১৩	আকস্মিক পদ শূণ্যতা	কর্পোরেশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৮০ দিন পূর্বে কমিশনারদের পদ শূণ্য হলে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে এবং মেয়রের পদ শুন্য হলে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে। এভাবে নির্বাচিত কমিশনার/মেয়র কর্পোরেশনের বাকী মেয়াদ পর্যন্ত থাকবেন।
১৪	কমিশনারগণের ভাতা	একজন কমিশনার কর্পোরেশনের বা কোন স্ট্যান্ডিং কমিটি বা অন্য কোন কমিটির সভায় যোগদানের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে ভাতা পাবার অধিকারী হবেন।
১৫	মেয়রের সম্মানী ও অন্যান্য সুবিধা	মেয়র সরকারের অনুমোদনক্রমে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানী ও অন্যান্য সুবিধা পাবেন।
১৬	মেয়র ও কমিশনারগণের রেকর্ডপত্র দেখার অধিকার	মেয়র প্রশাসন সম্পর্কে প্রধান নির্বাহী কর্তৃকর্তা বা যে কোন কর্মকর্তার নিকট রিপোর্ট চাইতে পারেন। কমিশনারগণ অফিস সময়ে নোটিশ দিয়ে রেকর্ড পরিদর্শন করতে পারেন।
১৭	মেয়রের সাময়িক অনুপস্থিতি বা আকস্মিক পদশূন্যতায় দায়িত্ব পালন	মেয়রের অনুপস্থিতিতে তার ন্যস্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত এবং পদশূন্যতায়র সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে কোন কমিশনার মেয়রের দায়িত্ব পালন করবেন।
২৬	কর্পোরেশনের কার্যাবলী	তহবিলের সংগতি সাপেক্ষে ৪র্থ ভাগে বর্ণিত কার্যাবলী এবং সরকার কর্তৃক ঘোষিত অন্য কোন কার্যাবলী সম্পাদন করবে।
২৭	কার্যাবলী হস্তান্তর	সরকার কর্পোরেশনের কোন কাজ সরকারের নিয়ন্ত্রনে নিতে পারবে এবং সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন কোন কাজ

Dhaka University Institutional Repository

		কর্পোরেশনে হস্তান্তর করতে পারবে।
৩০	সভা	কর্পোরেশন মাসে অন্তত ১ বার সভায় মিলিত হবে। মেয়র বা তার অনুপস্থিতিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনার সভা আহ্বান করবেন এবং মোট কমিশনারের দুই তৃতীয়াংশের লিখিত অনুরোধপত্র পেলে তারা সভা আহবান করবেন। মোট কমিশনারের এক তৃতীয়াংশের সার্বক্ষনিক উপস্থিতি ব্যতিত কোরাম হবে না। ভিন্নরূপ বিধান না থাকলে সংখ্যাগরিষ্ঠ কমিশনারগনের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। প্রত্যেক কমিশনার একটি করে ভোট দিতে পারবেন। ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতি ভোট দিবেন। মেয়র বা তার অনুপস্থিতিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনার সভাপতিত্ব করবেন। সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্তিত কর্মকর্তাগণ কর্পোরেশনের আমন্ত্রনে সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে ভোট দিতে পারবেন না।
৩১	স্থায়ী কমিটি গঠন	কর্পোরেশন প্রত্যেক বছর উহার প্রথম সভায় অথবা যথাশীঘ্র সম্ভব তৎপরবর্তী কোন সভায় নির্দিষ্ট ৮টি বিষয়ে প্রত্যেকটির জন্য একটি করে স্থায়ী কমিটি গঠন করবে। সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে অন্যান্য বিষয়েও স্থায়ী কমিটি করা যাবে। প্রত্যেক কমিটিতে অনুর্ধ ৬জন সদস্য কমিশনারগণের মধ্য হতে তাদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। কোন কমিশনার ২ এর অধিক কমিটিতে থাকতে পারবেন না, তবে মেয়র পদাধিকার বলে প্রত্যেক কমিটির সদস্য হবেন। প্রত্যেক কমিটি উহার সদস্যদের মধ্য থেকে সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন করবে। সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সদস্যগণ পদত্যাগ করতে পারবেন এবং নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের পদ পূরন হবে। পরবর্তী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্বের কমিটি দায়িত্ব পালন করবে।
৩২	স্থায়ী কমিটি সমূহের কার্যাবলী	কর্পোরেশন বিধান দ্বারা স্থায়ী কমিটির কাজ নির্ধারন করবে। এ কমিটির সকল কার্যধারা কর্পোরেশনের অনুমোদন সাপেক্ষে চূড়ান্ত হবে।
৩৩	অন্যান্য কমিটি গঠন	কর্পোরেশন প্রয়োজন বোধে কমিশনারগণের মধ্য থেকে যে কোন সংখ্যক সদস্যের সমন্বয়ে যে কোন বিষয়ে যে কোন কমিটি গঠন করতে পারবে।
৩৪	কর্পোরেশনের কাজে যে কোন ব্যক্তিকে সম্পৃক্ত করন	কর্পোরেশন যে কোন কমিটির কাজে সহায়তার জন্য যে কোন ব্যক্তিকে সম্পৃক্ত করতে পারবে। উক্ত ব্যক্তি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন, তবে ভোট দিতে পারবেন না।
৩৫	সভায় জনসাধারনের প্রবেশাধিকার	সভায় উপস্থিত অধিকাংশ কমিশনারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কোন বিষয় একান্তে আলোচনার প্রয়োজন না হলে কর্পোরেশনের প্রত্যেক সভা জনসাধারনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা জনসাধারনের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রন করতে পারবে।
৩৬	ভোট দিতে না পারা	নিজস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মিটিংএ কোন কমিশনার ভোট দিতে পারবেন না।
৩৭	সভার কার্যপরিচালনার বিষয়ে প্রবিধান	অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে কর্পোরেশন এর সভা বা যে কোন কমিটির সভার কার্য পরিচালনা বা কার্য পদ্ধতির বিষয়ে প্রবিধান করতে পারবে।
৩৮	কার্যবিবরনী লিপিবদ্ধ করন ও সংরক্ষন	কর্পোরেশনের, প্রত্যেক স্থায়ী কমিটির ও অন্যান্য কমিটির সভার কার্য বিবরনী লিপিবদ্ধ ও সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে। পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হবে। উহা উন্মুক্ত থাকবে। ১০ দিনের মধ্যে অনুলিপি সরকারের নিকট পাঠাতে হবে।
৩৯	কার্যাবলী ও কার্যধারা বৈধ করন	অধ্যাদেশের বিধান অনুসারে কৃত কোন কাজ বা গৃহীত কোন কার্যধারা সম্পর্কে মামুলী অজুহাতে বৈধতার প্রশ্ন তোলা যাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

২.জ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সৃষ্টির পর এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত নির্বাচন সমূহের মধ্যে ২০০২ সালের নির্বাচনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা ২০০২ সালেই সর্বপ্রথম ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে নারীদের জন্য কমিশনার পদের সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৩০এ উন্নীত করা হয় অর্থ্যাৎ প্রতি ৩টি সাধারণ ওয়ার্ড এর সমন্বয়ে একটি সংরক্ষিত ওয়ার্ড গঠন করা হয়। এবং এই ৩০টি সংরক্ষিত আসনের নারী প্রতিনিধি তথা মহিলা কমিশনার নির্বাচনে পূর্বের সিলেকশান পদ্ধতির পরিবর্তে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন পদ্ধতি প্রর্বতন করা হয়। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২ এর উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ নিম্নে আলোচিত হলো-

২.জ.১ মেগা সিটি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনঃ

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২ পর্যালোচনার পূর্বে একটি প্রশ্ন বিবেচনা অত্যন্ত জরুরী যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন একটি মেগা সিটি কিনা?। কেননা যে কোন মেগা সিটির নির্বাচনই সে দেশের সামগ্রিক রাজনীতি ও অন্যান্য নীতির উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে।

তাই, ঢাকা সিটি করপোরেশন কি মেগাসিটি-প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধানে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বিষয়গুলো হল, মেগাসিটি কাকে বলে এবং ইহার বৈশিষ্ট্যাবলী কি কি ইত্যাদি।

মেগাসিটি আলোচনার আগে সিটি বলতে সাধারণত কি বুঝায় জেনে নিলে ভাল হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্সাস ব্যুরোর মতে, আয়তন নির্বিশেষে যে কোন শহরাঞ্চলকে সিটি হিসেবে আখ্যায়িত করা যাবে। যার অধিবাসী সংখ্যা ২৫০০ এর অধিক এবং তার অধিবাসীগণ কৃষির ন্যায় প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর নয়, বরং বিশেষ কলা, ক্রাফট, সেবা বা পেশা নির্ভর। আর এ পেশা রেসট্রেকটিভ ও সনাতন নয়, বরং ইহা স্বাধীন ও অধুনা তথা প্রগতিশীল।

অনুরূপ যে সিটির লোকসংখ্যা ১০ মিলিয়নের অধিক তাকে মেগাসিটি বা সুপার সিটি বলে। এবং এর দু'টি উপাদান পুশ ও পুল (Push & Pull) বিদ্যমান। মেগাসিটিতে যেমন থাকবে স্বাচ্ছন্দ্যময় নিরাপদ জীবন যাপনের আয়োজন তেমনি থাকবে আর্কষণ।

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু মনুষ্য বসবাসকারী স্থানে কোন না কোন সমস্যা থেকেই থাকে। যেহেতু মেগাসিটি বা সুপার সিটির বেলায় তার কোন ব্যত্যয় নেই। এ সমস্যা উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন । যেমন- উন্নয়নশীল দেশের মেগাসিটি বা সুপার সিটির সাধারণ সমস্যাগুলো হলো-ট্রাফিক ও জানজট, বায়ু দূষণ, ড্রয়ঃপ্রণালী ও পানি দূষণ ও আবাসন ইত্যাদি।

যাহোক উপরোক্ত আলোচনায় বলা যায়, ঢাকা একটি মেগাসিটি বা সুপার সিটি। উন্নয়নশীল দেশের রাজধানী হিসেবে উহার রয়েছে অনেক সমস্যা। আর এ সমস্যা নিরসনের নিমিত্তেই সৃষ্টি হয়েছে সিটি করপোরেশন বা মহানগর।

তাই মেগাসিটি হিসেবে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামোতে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান করছে। স্বাভাবিক কারণেই এই মেগাসিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান একদিকে যেমন, জটিল, অপরদিকে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। এই মেগাসিটি ২০০২ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের বিভিন্ন দিক, নীতি ও পদ্ধতি নিম্নে আলোচিত হলোঃ-

২.জ.২ বাংলাদেশে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনী কাঠামোঃ-

নির্বাচন কমিশন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কমিশনার এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে কমিশনার পদে নির্বাচনের ব্যবস্থাপনা, অনুষ্ঠান ও পরিচালনা করে থাকে। নির্বাচন কমিশন সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে গঠিত।[৮৭] এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশন অধ্যাদেশ/আইন এর ২৩ ও ২৪ ধারা অনুসারে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন পরিচালনা করে থাকে।[৮৮]

মেয়র এবং কমিশনারদের সাধারণ নির্বাচনঃ

কারণ মেয়র ও কমিশনারদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সাধারণতঃ-

(ক) ঢাকা সিটি করপোরেশন গঠনের উদ্দেশ্যে;

(খ) করপোরেশনের মেয়াদ সমাপ্তির পর একশত আশি দিনের মধ্যে কর্পোরেশন গঠনের উদ্দেশ্যে;

[৮৭] ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, ১৯৯৭, ফেমা কর্তৃক প্রনীত প্রতিবেদন, ১৯৯৮, পৃ-১৪

[৮৮] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন পরিচালনা ম্যানুয়াল, পৃ-১

Dhaka University Institutional Repository

(গ) করপোরেশনের মেয়াদ পুরতির পূর্বে যদি করপোরেশনটি অপসারিত হয় তাহলে অপসারণের মেয়াদান্তে করপোরেশন গঠনকল্পেঃ

তবে ৮৩'র অধ্যাদেশ এর দফা (খ) ৬ (গ)-এর অধীন সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত মেযর বা কমিশনার করপোরেশনের মেয়াদান্তে বা অপসারণ কাল শেষ না হওয়া অবধি যেরূপ প্রযোজ্য,কার্যভার গ্রহণ করবেন না।

ভোটাধিকারঃ কোন ব্যক্তির নাম যে ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় আপাতঃ লিপিবদ্ধ থাকবে তিনি সে ওয়ার্ডের কমিশনার নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন।

২.ঝ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২ অনুষ্ঠানের পদ্ধতিঃ

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠান ও পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেকগুলি ধাপ রয়েছে এ ধাপসমূহ সংরক্ষিত আসনের মহিলা কমিশনারসহ সাধারণ কমিশনার ও মেয়র নির্বাচনের জন্য প্রযোজ্য। নিম্নে এ ধাপসমূহ আলোচিত হলোঃ-

ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণ-নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন দায়িত্ব প্রদান করে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (কমিশনার নির্বাচন) বিধিমালা, ১৯৮৩ এর ৪(১)৮নং বিধি অনুযায়ী সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা ধারা ২০ অনুযায়ী সাধারণ আসনের কমিশনারগণের এবং ধারা ২২কে (এস আর ও নং ২১০ তারিখ ১৩-৭-১৯৯৯ইং দ্বারা বিধি ৪(১) প্রতিস্থাপিত) অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনের কমিশনার গনের ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারন করে । প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করেন। এবং উক্ত তালিকা প্রকাশের ১৫দিনের মধ্যে জনগনকে কোন আপত্তি বা পরামর্শ থাকলে তা দাখিল করতে বলা হয়। আপত্তি না থাকলে ওয়ার্ডের সীমানা চূড়ান্ত করে তা প্রকাশ করা হয়।

২.ঝ.১ ভোটার তালিকা প্রকাশঃ-

এরপর প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য নির্বাচন কমিশন (উপবিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা) কর্তৃক প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য একটি করে ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয় যাতে মহিলা ও পুরুষ ভোটারগণের জন্য পৃথক তালিকা অন্তর্ভূক্ত থাকে। ভোটার হবার যোগ্যতার ১৯৯৯ সালের ১নং আইন বলে ঢাকা সিটি কোন ব্যক্তির ভোটার হবার যোগ্যতা নিম্নরূপ-

Dhaka University Institutional Repository

(১) বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে

(২) আঠারো বৎসরের কম বয়স্ক হলে চলবে না

(৩) কোন আদালত কর্তৃক যদি ব্যক্তি অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত না হয় এবং

(৪) সে ওয়ার্ডের ভোটার হবেন যদি সে ওয়ার্ডের বাসিন্দা হন।

২.ঝ.২ *নির্বাচন পরিচালনা ও অনুষ্ঠানঃ-*

প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা নিয়োগ- নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ দেন।

২.ঝ.৩ *প্রয়োজনীয় ভোটকেন্দ্র ও ভোট কক্ষ নির্ধারণঃ-*

প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ নির্ধারণ করা হয় এবং নির্বাচনের কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে তা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়।

২.ঝ.৪ *নির্বাচনের বিভিন্ন কার্যক্রমের তারিখ নির্ধারণ ও তফসিল ঘোষণা-*

নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা-

১) প্রার্থী মনোয়ন, মনোনয়ের ক্ষেত্রে আপত্তি ও বাছাইয়ের তারিখ

২) প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের তারিখ এবং

৩) ভোট গ্রহণের তারিখ (যা সাধারণত প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের তারিখ হতে কমপক্ষে ১৫দিনের পরের কোন একটি তারিখ) প্রকাশ করে।

২.ঝ.৫ *প্রার্থী মনোনয়নের নিয়ম-*

মনোনয়ন পত্র কমিশন কর্তৃক ঘোষিত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নির্ধারিত স্থানে দাখিল করতে হয়। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন অধ্যাদেশ' ১৯৮৩ অনুযায়ী যোগ্য ব্যক্তিরাই মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ডে কমিশনার, সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ডে কমিশনার পদে মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে পারেন। এক্ষেত্রে কমিশনার তথা সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কমিশনারদের জন্য মনোনয়ন পত্রে নিজ নিজ ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে এরকম একজন ব্যক্তির প্রস্তাবক হিসেবে এবং অন্য একজন ব্যক্তির সমর্থক হিসেবে স্বাক্ষর থাকতে হয়। সংরক্ষিত মহিলা কমিশনারদের নির্বাচনের জন্য নিধারিত ফরম ক-১ পূরন করে দাখিল করতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২.ঝ.৬ *ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আচরণ বিধিমালা*[১৯] ঃ

ক) প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান প্রদান ইত্যাদি নিষিদ্ধ- নির্বাচন তফসিল ঘোষণার পর হইতে ভোট গ্রহণের দিন পর্যন্ত কোন প্রার্থী কর্তৃক কিংবা তাঁহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার করিবেন না।

খ) সরকারী সার্কিট হাউস, ডাক-বাংলা, রেষ্ট হাউস ইত্যাদির ব্যবহার বাধা-নিষেধ- কোন প্রার্থী নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সরকারী ডাক বাংলো, রেষ্ট হাউস বা সার্কিট হাউস এ অবস্থান করিতে পারিবেন না।

গ) প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রার্থী নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার থাকিবে, প্রতিপক্ষের কোন সভা, মিছিল এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পন্ড করা বা উহাতে বাধা প্রদান করা যাইবে না।

ঘ) কোন প্রার্থীর পক্ষে আয়োজিত সভা বা মিছিলের দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে পূর্বেই স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে;

ঙ) পুলিশ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত জনগণের জন্য ব্যবহার্য কোন সড়কে কোন জনসভা করা যাইবে না;

চ) কোন সভা, সমাবেশ বা মিছিলে বাধাদানকারী বা অন্য কোনভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রার্থী বা অন্য কোন ব্যক্তি অবশ্যই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার শরণাপন্ন হইবেন, নিজেরা কোন সহিংস বা অন্যবিধ প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন না;

ছ) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কেহ নির্বাচনী কাজে সরকারী প্রচার যন্ত্র, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী বা সরকারী যানবাহন ব্যবহার অথবা অন্য কোন প্রকার সরকারী সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবেন না;

জ) নির্বাচনী প্রচরের উদ্দেশ্যে কোন তোরণ নির্মান, আলোকসজ্জা অথবা জাকজমকপূর্ণ প্রচারণা করা যাইবে না।

ঝ) কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করা যাইবে না, নির্বাচনী ক্যাম্প যথাসম্ভব অনাড়ম্বর হইতে হইবে, নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা যাইবে না;

---

[১৯] : সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন পরিচালনা ম্যানুয়াল (বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন) পৃষ্ঠা- ৮৫-৮৬

Dhaka University Institutional Repository

ঞ) সরকারী ডাক-বাংলো, রেষ্ট-হাউস, সার্কিট-হাইস অথবা কোন সরকারী কার্যালয়কে কোন প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না;

ট) নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহার্য পোষ্টার দেশে তৈরী কাগজে সাদা-কালো রঙের হইতে হইবে এবং উহার আয়তন কোন অবস্থাতেই ২৩" x ১৮" এর অধিক হইতে পারিবে না;

ঠ) কোন প্রার্থী একই সঙ্গে একটি ওয়ার্ডে একটির বেশী মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধণকারী অন্যবিধ যন্ত্র (amplifier) ব্যবহার করিতে পারিবেন না; এবং উক্ত মাইক শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের (amplifier) ব্যবহার দুপুর ০২.৩০ ঘটিকা হইতে রাত ০৮.০০ ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে;

ড) নির্বাচনী প্রচারণা হিসাবে কোন প্রকার দেয়াল লিখন করা যাইবে না;

ঢ) ট্রাক, বাস, মোট সাইকেল কিংবা অন্য কোন যানবাহন সহকারে মিছিল কিংবা মশাল মিছিল বাহির করা যাইবে না;

ণ) নির্বাচনী প্রচারণাকালে কোন প্রকার তিক্ত, উস্কানীমূলক বা কাহারো ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করা যাইবে না;

ত) সম্পত্তি ক্ষতিসাধন ও শান্তিভংগ নিষিদ্ধ- নির্বাচন উপলক্ষ্যে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অবস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা যাইবে না এবং গোলযোগ বা উচ্ছৃংখলা আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি ভংগ করা যাইবে না;

থ) যান্ত্রিক যানবাহন চালানো ও "অস্ত্র ইত্যাদি বহন নিষিদ্ধ- নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তি ভোট কেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে বা নির্ধারিত স্থানের মধ্যে মোটরসাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালান এবং Arms Act. 1878 এর সংজ্ঞায় উল্লেখিত অর্থে firearms বা অন্য কোন arms বহন করিবেন না।

ন) নির্বাচন প্রভাবমুক্ত রাখা - কোন ব্যক্তি অর্থ, অস্ত্র, পেশীশক্তি, স্থানীয় প্রভাব বা সরকারী ক্ষমতার দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করিবেন না।

প) ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার- ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বে নিয়োজিত নির্বাচনী কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রার্থী নির্বাচনী এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট, ভোটার এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীরেকে অন্য কেহ ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

২.ঝ.৭ *জামানতঃ*

মনোনয়নপত্র জমাদানের সাথে জামানত হিসেবে নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ ট্রেজারী চালান বা ব্যাংক রসিদ বা রিটার্নিং অফিসার প্রদত্ত রসিদে জমা দিতে হবে। মেয়র পদে নির্বাচনের জন্য ৫০০০ টাকা এবং কমিশনার পদে নির্বাচনের জন্য ২০০০ টাকা জমা দিতে হয়। নির্বাচনের কোন প্রার্থী যদি প্রদত্ত ভোটের এক আটমাংশ (১/৮) অপেক্ষা কম ভোট পান, তবে তার জমানত বাজেয়াপ্ত বলে ঘোষিত হয়।

২.ঝ.৮ *বাছাই ও প্রার্থী পদ প্রত্যাহার*

নির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী রিটার্নিং অফিসার মনোয়ন প্রার্থীদের মধ্য থেকে যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে দাখিলকৃত প্রার্থীদের বৈধ ঘোষণা করে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেন এবং এর পর প্রার্থীতা প্রত্যাহারের জন্য নির্দিষ্ট তারিখের পর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়। তবে বাতিলকৃত মনোনয়ন এর বিরুদ্ধে বাতিলের ২দিনের মধ্যে আপিল করা যায়।

২.ঝ.৯ *নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দঃ-*

নির্বাচনের একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় হচ্ছে প্রতীক বরাদ্দ, ২০০২ সালের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন ।

Dhaka City Corporation (Election) Rules, 1983 এর তফসিল-II এ সাধারণ আসনের কমিশনার পদে নির্বাচনের জন্য মোট ২০ (বিশ)টি প্রতীক, তফসিল- IIA এ সংরক্ষিত আসনের মহিলা কমিশনার পদের জন্য মোট ১২(বার)টি প্রতীক এবং তফসিল- III এ মেয়র নির্বাচনের জন্য মোট ১৪ (চৌদ্দ)টি প্রতীকগুলি নিম্নরূপঃ

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ২.৬ : ২০০২ সালের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের নির্ধারিত নির্বাচনী প্রতীক

বিধিমালার তফসিল- II অনুসারে সাধারণ আসনের কমিশনার পদে নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রতীকসমূহের তালিকা		বিধিমালার তফসিল IIA অনুসারে সংরক্ষিত আসনের কমিশনার পদে নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রতীক সমূহের তালিকা		বিধিমালার তফসিল- III অনুসারে মেয়র পদে নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রতীক সমূহের তালিকা	
১। আনারস	১১। তারা	১। আম	৭। বৈদ্যুতিক পাখা	১। কম্বুতর	৮। জাহাজ
২। উড়োজাহাজ	১২। দোয়াত-কলম	২। কলস	৮। বৈদ্যুতিক বাল্ব	২। গরুর গাড়ী	৯। তালা
৩। কাপ-পিরিচ	১৩। পদ্মফুল	৩। কেটলী	৯। রিক্সা	৩। গোলাপ ফুল	১০। বাই-সাইকেল
৪। কাস্তে	১৪। প্রজাপতি	৪। কোদাল	১০। হরিণ	৪। ঘড়ি	১১। বই
৫। গাভী	১৫। বাস	৫। টেলিফোন	১১। হাঁস	৫। চেয়ার	১২। বাঘ
৬। ঘুড়ি	১৬। বালতি	৬। ডাব	১২। সেলাই মেশিন	৬। চাঁকা	১৩। মাছ
৭। চাবি	১৭। মোরগ			৭। ছাতা	১৪। হারিকেন
৮। চাঁদ	১৮। মোমবাতি				
৯। টেবিল	১৯। মই				
১০। টেলিভিশন	২০। হাতি				

তথ্যসূত্র ঃ পরিশিষ্ট -১২

–তবে উল্লেখ্য যে যদি নির্ধারিত প্রতীক অপেক্ষা প্রার্থী সংখ্যা বেশী হয় তবে অতিরিক্ত প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হয়। প্রতীক বরাদ্দের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, রিটার্নিং অফিসার প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখের পূর্বে কোন প্রার্থীকে প্রতীক বরাদ্দ দিতে পারবেন না।

২.ঝ.১০ ভোট গ্রহণ তথা নির্বাচন অনুষ্ঠানঃ-

নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভোট গ্রহণ তথা ভোট প্রদান। এর মাধ্যমেই প্রার্থী নির্বাচিত হয়। ভোট গ্রহণের কিছু নিয়মাবলী রয়েছে। যেমন-

১) যদি ভোট গ্রহণের পূর্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী কোন প্রার্থীর মৃত্যু হয় তা হলে ভোট গ্রহণ অবশিষ্ট প্রার্থিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

২) যদি কোন পদে কেবল মাত্র ১জন বৈধ ভাবে মনোনীত প্রার্থী হয়। তবে সে প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয় এবং ঐ পদের জন্য ভোট গ্রহণের প্রয়োজন হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

৩) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে থেকে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য গোপন ব্যালট মারফর ভোট গ্রহণ করা হয়।

৪) প্রতি প্রার্থী তার পদে নির্বাচনের জন্য নিদিষ্ট কৃত ভোট কেন্দ্র ও ভোট কক্ষ (বুথ) এর জন্য ১জন করে পোলিং এজেন্ট বা নির্বাচন প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারেন, যারা ভোটের দিন ঐ নির্ধারিত বুথে উপস্থিত থাকতে পারেন।

৫) রিটানিং অফিসার নির্বাচনের পূর্বেই নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে ভোট গ্রহণের সময়সূচী নির্ধারণ ও জনসাধারনের অবগতির জন্য প্রকাশ করেন।

৬) একই সাথে একই সময় ও দিনে মেয়র, সাধারণ কমিশনার ও সংরক্ষিত আসনের কমিশনারদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

৭) নির্বাচনের পূর্বে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালট ফরম ছাপানো হয় এবং নির্বাচনের দিন প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালট সরবরাহ করা হয়।

৮) নির্বাচন কর্তৃপক্ষ ভোট গ্রহণের দিনের শান্তি শৃংখলা রক্ষার বিধান নিশ্চয়তা বিধান করবেন।

২.ঝ.১১ ভোটদান পদ্ধতিঃ-

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সহ সকল নির্বাচনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ভোটদান পদ্ধতি। নিম্নে ভোটদান পদ্ধতি আলোচিত হলো-

(১) যখন ভোট প্রদানের জন্য কোন ভোটার ভোট কেন্দ্রে স্বয়ং উপস্থিত হন তখন প্রিজাইডিং অফিসার স্বয়ং ভোটারের পরিচয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার পর তাকে (সাধারণ আসনের কমিশনার নির্বাচনের জন্য একটি, সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নির্বাচনের জন্য একটি এবং মেয়র নির্বাচনের জন্য অপর একটি ব্যালট পেপার প্রদান করবেন।

(২) কোন ভাটারকে ব্যালট পেপার প্রদানের পূর্বে-

(ক) তার হাতের বৃদ্ধাংগুলিতে বা অন্য কোন আংগুলিতে অমোচনীয় কালির দ্বারা একটি চিহ্ন প্রদান করতে হবে;

(খ) ভোটার লিষ্টে লিপিবদ্ধ ভোটার সংখ্যা এবং নাম ধরে ডাকতে হবে;

(গ) তাকে ব্যালট পেপার প্রদান করা হয়েছে তা নির্দেশের জন্য সংশ্লিষ্ট ভোটার সংখ্যা ও নামটি চিহ্নিত করে রাখতে হবে;

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) ব্যালট পেপারের পিছনে সরকারী চিহ্নের সীলমোহর এবং প্রদানকারী অফিসারের অনুস্বাক্ষর থাকবে;

(ঙ) প্রিজাইডিং অফিসার ভোটার তালিকার চেক মুড়িতে ভোটার সংখ্যা লিখে রাখবেন এবং সরকারী চিহ্নের দ্বারা চেক মুড়িতে মোহর অংকিত করবেন।

(৩) ভোট গ্রহণ শুরু না হওয়া পর্যন্ত সরকারী চিহ্ন গোপন রাখা হবে।

(৪) যদি কোন ভোটার অমোচনীয় কালির দ্বারা ব্যক্তিগত চিহ্ন গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, অথবা পূর্ব হতে তার অংগুলিতে অনুরূপ চিহ্ন থাকে বা অনুরূপ চিহ্ন অবশিষ্টাংশে থাকে, তা হলে সেই ভোটারকে কোন ব্যালট পেপার প্রদান করা হবে না।

(৫) ভোটার ব্যালট পেপার পাওয়ার পর-

(ক) অবিলম্বে ভোট চিহ্ন প্রদান কক্ষে যাবেন;

(খ) তিনি যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীকে ভোট দিতে চান সেই প্রার্থীর প্রতীক সম্বলিত ব্যালট পেপারের সংশ্লিষ্ট স্থানটি প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরবরাহকৃত চৌকোণবিশিষ্ট একটি সীলমোহর দ্বারা চিহ্নিত করবেন;[৯০]

(গ) অনুরূপভাবে প্রতিটি ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার পর তা ভাজ করে ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করবেন।

(৬) ভোটার অযৌক্তিক বিলম্ব না করে ভোট প্রদান করবেন এবং তাঁর ব্যালট পেপার ব্যালট বাক্স প্রবেশ করার পর অবিলম্বে ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করবেন।

(৭) যদি কোন ভোটার অন্ধ হন অথবা অন্য কোন কারণে এরূপ অসমর্থ হন যে, তিনি অন্য কোন ব্যক্তির সহায়তা ছাড়া ভোট প্রদান করতে অপারগ, তা হলে প্রিজাইডিং অফিসার তাঁকে অনুরূপ কোন ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করবেন এবং এর পর উক্ত ভোটদাতা উক্ত ব্যক্তির সাহায্যে এই বিধিমালা অনুযায়ী ভোটার হিসাবে তাঁর যা করা প্রয়োজনীয় বা যা করার জন্য তাঁর অনুমতি রয়েছে তা করতে পারবেন।

২.ঝ.১২ *ভোট গণনা ও ফলাফল প্রকাশঃ*

এর পরবর্তী ধাপ হচ্ছে ভোট গণনা ভোটদান শেষ হলে ভোট বাছাই ও গণনা করে কেন্দ্র অনুযায়ী তা প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করা হয়। এবং রিটার্নিং অফিসার সকল কেন্দ্রের ভোট একত্রিত করেন এবং যে প্রার্থীর অনুকূলে সর্বাধিক সংখ্যা ভোট প্রদত্ত হয়েছে তাকে নির্বাচিত বলে ঘোষনা করেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যদি দুই বা ততোধিক প্রাপ্ত প্রার্থীর ভোট সংখ্যা সমান হয় তাহলে রিটার্নিং অফিসার লটারীর মাধ্যমে একজন প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করেন। এবং নির্বাচিত

[৯০] উপরোক্ত এস আর ও দ্বারা বিধি ৩৪(১) সংশোধিত

Dhaka University Institutional Repository

প্রার্থীদের তালিকা নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করেন। এবং নির্বাচন কমিশন তা গেজে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করেন।

উপরোক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন ২০০২ অনুষ্ঠিত হয়।

২.ঝ.১৩ *অন্যান্য বিধানাবলী*

- ✡ নির্বাচনে যদি কোন কেন্দ্রে গোলযোগ হয় তাহলে কতৃপক্ষ সে কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত করতে পারেন এবং পুনরায় ভোট গ্রহণ করতে পারেন।
- ✡ নির্বাচনে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ নির্বাচনের দূর্নীতিমূলক বা অবৈধ কার্যকলাপ ও অন্যান্য নির্বাচনী অপরাধের জন্য দন্ড প্রদান করতে পারেন।

যে কোন নির্বাচনী বিরোধ এবং উহার বিচারও নিস্পত্তির জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচন ট্রাইবুনাল নিয়োজিত করেন। প্রার্থীদেরকে নির্বাচনী ব্যায়ের হিসাব দাখিল করতে হয় এক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় করা আইনগত দন্ডনীয়। প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণ বিধি মেনে চলতে হয়। আচরণ বিধি লংঘন আইনগত দন্ডনীয় অপরাধ বলে গন্য হয়।

২.ঞ. *এক নজরে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২ ও মহিলা ওয়ার্ড কমিশনার নির্বাচন*

সর্বমোট সাধারণ ওয়ার্ড-৯০টি

সংরক্ষিত ওয়ার্ড (মহিলাদের জন্য) সংখ্যা-৩০টি

তফসিল ঘোষণা-১২ মার্চ ২০০২ (সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী)(পরিশিষ্ট-১০)

রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়ন পত্র দাখিলের তারিখ-২০ মার্চ ২০০২ মোতাবেক ৬ চৈত্র ১৪০৮ বুধবার

-মনোনয়ন পত্র দাখিলের সময়-সকাল ৯টা হতে বিকেল ৪টা

-মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ের তারিখ ২১ মার্চ ২০০২, ৭চৈত্র ১৪০৮ (বৃহস্পতিবার)

প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখ-৩০ মার্চ ২০০২, ১৬ চৈত্র ১৪০৮ (শনিবার)

ভোট গ্রহণের তারিখ-২৫ এপ্রিল ২০০২, ১২ বৈশাখ ১৪০৯ (বৃহস্পতিবার) (পরিশিষ্ট-১০)

Dhaka University Institutional Repository

২.ঞ.১ ভোটার সংখ্যাঃ

টেবিল ২.৭: ভোটার সংখ্যা

মোট ভোটার	২৮ লক্ষ ৬৯ হাজার ২৮
পুরুষ ভোটার	১৭ লক্ষ ১১ হাজার ২৩৩
মহিলা ভোটার	১১ লাখ ৪৭ হাজার ৭৯৫

তথ্যসূত্র ঃ পরিশিষ্ট-৭

উপরোক্ত টেবিল নং ৮ অনুযায়ী দেখা যায় মোট ভোটারের প্রায় ৪০ % ই মহিলা, অতএব এই বিপুল সংখ্যক মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য ২০০২ এর নির্বাচনে ৩০টি সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন বিশেষ অর্থ বহন করে, যা ঢাকা নগর সহ সারাদেশে মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করবে বলে অনুমতি হয়।

২.ঞ.২ প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীঃ-

(টেবিল ২.৮ : নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী সংখ্যা) [১১]

পদ	পুরুষ	মহিলা	মোট
মেয়র	১৯	১	২০
সাধারণ কমিশনার	৫৬৭	৪	৫৭১
সংরক্ষিত আসন	-	১০৩	১০৩

উপরোক্ত টেবিলে #৮ এ লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, মেয়র পদে ১জন মহিলা প্রার্থী ছিলেন, বেগম নূরজাহান উট মার্কায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, অপরদিকে সংরক্ষিত আসনে আসন প্রতি গড়ে ৩.৪ জন প্রার্থী ছিলেন। এবং ২টি সংরক্ষিত আসনে মহিলা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়।

২.ঞ.৩ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২ এর নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ ঃ-

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২ সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড কমিশনার, সাধারণ কমিশনার ও মেয়র নির্বাচন পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব প্রদান করেছে।

[১১] দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫/০৪/২০০২ পৃ-২

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ২.৯ : ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন পরিচালনায় দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিবর্গ

ক্রমিক নং	রিটার্নিং অফিসার	সহকারী রিটার্নিং অফিসার
১	২	৩
(১)	উপ-নির্বাচন কমিশনার, ঢাকা	(১) সহকারী নির্বাচন কমিশনার, ঢাকা (২) জেলা নির্বাচন অফিসার-১, ঢাকা (৩) জেলা নির্বাচন অফিসার-২, ঢাকা (৪) জেলা নির্বাচন অফিসার-৩, ঢাকা (৫) জেলা নির্বাচন অফিসার-৪, ঢাকা (৬) জেলা নির্বাচন অফিসার-১, সিরাজগঞ্জ (৭) জেলা নির্বাচন অফিসার-১, নোয়াখালী (৮) জেলা নির্বাচন অফিসার, নেত্রকোনা (৯) জেলা নির্বাচন অফিসার-১, ময়মনসিংহ (১০) জেলা নির্বাচন অফিসার, মানিকগঞ্জ (১১) জেলা নির্বাচন অফিসার-২, টাংগাইল (১২) জেলা নির্বাচন অফিসার, জামালপুর (১৩) জেলা নির্বাচন অফিসার, পাবনা (১৪) জেলা নির্বাচন অফিসার-২, নোয়াখালী (১৫) জেলা নির্বাচন অফিসার, লক্ষীপুর
(২)	আপীল কর্তৃপক্ষ	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), ঢাকা

তথ্যসূত্র ঃ পরিপত্র - ১০

(রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক বাতিলকৃত মনোনয়নের বিরুদ্ধে বাতিল ঘোষণার দুইদিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করা যায়। এ ক্ষেত্রে মনোনয়ন বৈধতার প্রশ্নে আপীল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ই চুড়ান্ত বলে পরিগনিত হয়।)

২.এ.৪ মনোনয়ন পত্র দাখিল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী

মনোনয়ন পত্র দাখিল, বাছাই, বাতিল, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী, প্রার্থীতা প্রত্যাহার ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

টেবিল ২.১০ : মনোনয়ন পত্র দাখিল, বাছাই, বাতিল, বৈধ প্রার্থী, প্রত্যাহর ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী।[৯২]

পদ	মনোনয়ন পত্র দাখিল সংখ্যা	বাছাইয়ে বাতিল	আপীল সংখ্যা	গৃহীত আপীল সংখ্যা	বৈধ প্রার্থী সংখ্যা	প্রার্থীতা প্রত্যাহার	প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী মোট প্রার্থী
মেয়র	২৬	০৩	০১	০১	২৪	০৪	২০
সাধারণ ওয়ার্ডের কমিশনার	৯৮৭	৭৭	৪৯	২৬	৯৩৬	৩৫৮	৫৭১
সংরক্ষিত	১৫৩	১৫	০৯	০৩	১৪১	৩৮	১০৩

[৯২] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

Dhaka University Institutional Repository

২.ঞ.৫ *ভোট কেন্দ্র ও বুথ সংখ্যা* (পরিশিষ্ট ৭)

টেবিল ২.১১ : মোট ভোটকেন্দ্র ও বুথ

ভোট কেন্দ্র	১৩৪২
বুথ	৭৫১৫

উপরোক্ত টেবিল#১২ হতে দেখা যাচ্ছে ২০০২ নির্বাচনে সর্বমোট ২৮,৬৯০,২৮জন অর্থ্যাৎ প্রায় প্রতি ২১৩৮ জন ভোটারের জন্য ১টি ভোটকেন্দ্র এবং গড়ে প্রায় প্রতি ৩৮১ জন ভোটারের জন্য ১টি করে বুথ ছিল। আরো দেখা যায় যে সাধারণ ওয়ার্ড প্রতি গড়ে প্রায় ১৪ থেকে ১৫টি ভোট কেন্দ্র এবং গড়ে প্রায় ৮৩-৮৪টি বুথ ছিল। উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী প্রতিটি সংরক্ষিত (মহিলা) ওয়ার্ডে গড়ে ৪৫টি ভোটকেন্দ্র এবং প্রায় গড়ে ২৫১টি বুথ ছিল।

২.ঞ.৬ *নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পদমর্যাদাঃ*

মেয়র, কমিশনার, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সরকারী কর্মচারীঃ-

কর্পোরেশনের মেয়র, কমিশনারগণ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ সরকারী কর্মচারী হিসেবে গণ্য হবেন। মেয়র এবং প্রত্যেক কমিশনার ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং কর্পোরেশনের প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং কর্পোরেশন কর্তৃক যথাযথ কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তি বাংলাদেশ দন্ডবিধির (১৮৬০ সালের ৪৫নং আইন) ধারা ২১-তে যে ভাবে সরকারী কর্মচারী বিধৃত হয়েছে, সেভাবে সরকারী কর্মচারী হিসেবে গন্য হবে।[৯৩]

২.ট. *ইতিহাসের আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মাইলফলকঃ-*

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ইংরেজ আমলে প্রাথমিক বিধিবদ্ধভাবে নারীদের জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৮৪ সালে সিটি কর্পোরেশনের প্রথম সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও সে নির্বাচনে নারীদের কোনো ভোটাধিকার ছিল না। কিন্তু ১৯২২ সালের (Bengal Municipality Act) নগরে নারীর অধিকার আদায়ে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত । বহু আন্দোলন ও আলোচনা

[৯৩] *তথ্য সূত্র ঃ- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন আইন ম্যানুয়াল-পি-১০৪*

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচনার ফসল হিসেবে এই আইনের দ্বারাই ঢাকা নগরে মহিলারা প্রথম ভোটাধিকার লাভ করে। শুরু হয় নতুন অধ্যায়। তখন থেকে অনেক মহিলা ভোট দিতে গিয়ে রাজনীতির প্রতি উৎসাহী হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে প্রার্থী হতে উৎসাহিত হয়। এরপর ১৯৯৩ সালের Dhaka Municipal Corporation ordinance দ্বারা ১৯৮৩ সালের অর্ডিন্যান্সের অধিকতর সংশোধন করে পূর্বের ১৯৭৭ সালের পৌরসভা অধ্যাদেশকে পুনঃকার্যকর করা হয় এবং ওয়ার্ডের সংখ্যা ৯০টি করা হয় এবং মহিলা কমিশনারদের জন্য ১৮টি সংরক্ষিত সীট রাখা হয়। এই সংরক্ষিত আসনের মহিলারা মেয়র ও নির্বাচিত অপরাপার ৯০ কমিশনারের ভোটে নির্বাচিত হবার বিধান করা হয়। এবং ১৯৯৪ সালের নির্বাচন এই বিধানের প্রতিফলন ঘটানো হয়। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ভোটাধিকার লাভের পর থেকে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে নারী কমিশনারদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য সীট সংরক্ষণ করা হয়। যদিও সরোক্ষ ভোটে তারা নির্বাচিত হতেন, তার পরেও পরিষদে তথা রাজনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মতামত প্রদানে নারীদের প্রতিনিধিত্ব অনেকটা নিশ্চিত হয়। তখন গড়ে প্রায় ৫টি ওয়ার্ডের জন্য একজন মহিলা কমিশনার ছিলেন, তাদের কাজ করা ও দায়িত্ব পালন ছিল কঠিন, তার পরেও ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা অবশ্যই একটা মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত । ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে নারীর ক্ষমতায়ন নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকল্পে, ২০০২ সালের নির্বাচনে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়। মহিলাদের জন্য প্রতিটি তিনটি ওয়ার্ড মিলিয়ে একটি করে সর্বমোট ৩০টি ওয়ার্ড গঠন করা হয় এবং যেখান ঐ ওয়ার্ড তিনটির ভোটারদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন ঐ তিন ওয়ার্ডের (পরিবর্তিত এক ওয়ার্ড) সংরক্ষিত আসনের মহিলা কমিশনার । এর ফলে মহিলারা সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের জন্য পুরুষ কমিশনারদের ন্যায় রাজনৈতিক কর্মকান্ড (যেমন নির্বাচনী প্রচারনা, মিছিল, মিটিং, পোষ্টার, ভোট প্রার্থনা ইত্যাদি) সম্পাদন করেন। যা তাদেরকে রাজনীতিতে এক নতুন দিগন্তে নিয়ে যায়। আলোচ্য গবেষণায় এই সর্বশেষ ব্যবস্থার দ্বারা (২০০২ নির্বাচনে) নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন গুণগত ও পরিমাণগত কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা তা দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

২.৪. রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ঢাকা সিটি নির্বাচন ঃ

সাধারণ ভাবে কোন ব্যাক্তির নিজের ইচ্ছানুযায়ী কোন কিছু করা বা না করার ক্ষমতাকেই আমরা সাধারণত স্বাধীনতা বলে থাকি। লাস্কির সংজ্ঞা অনুসারে স্বাধীনতা হচ্ছে।

The eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves. এই সংজ্ঞানুসারে রাষ্ট্র ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সক্রিয়

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণ করে সেখানে এমন অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করবে যেন জন সাধারণ নির্বিবাদে তাদের সুপ্ত প্রতিভাগুলোকে প্রকাশ করার সুযোগ পায়। আর রাজনৈতিক স্বাধীনতা হচ্ছে, রাষ্ট্রের বা কোন স্তরের শাসন পরিচালনার ব্যাপারে জন সাধারণের অংশ গ্রহণের অধিকারকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আখ্যা দেয়া যায়। এ স্বাধীনতা মানুষকে রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন করে তোলে। বিগত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত মহিলারা শাসন কার্যে তথা কর্পোরেশনের কার্যে নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছে ঠিকই কিন্তু তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সকল ক্ষেত্রে পরিষ্কার নয়, অনেক ক্ষেত্রেই কার্য সম্পাদনে তাদেরকে নানাবিধ হস্তক্ষেপের সম্মুখীন হতে হয়। বিভিন্ন বাধা বিঘ্ন তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে। অপরদিকে তারা নগরের সিংহভাগ নারীদের রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করতে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়। তাই নারীদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা কথা সিটি কর্পোরেশনের মহিলা প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইন প্রনয়নের পাশাপাশি বাস্তবায়ন থাকতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ আরো শক্তিশালী করতে হবে।

২.ড. *সিটি নির্বাচন ও রাজনৈতিক সাম্য ঃ*

বর্তমান যুগে সাম্য অর্থ প্রত্যেককে নিজ যোগ্যতানুযায়ী সমান সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে যাতে প্রত্যেকটি নাগরিক তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে কোন রকম বাধার সম্মুখীন না হয় ।আর রাজনৈতিক সাম্য হচ্ছে সকল নাগরিকের রাষ্ট্রীয় কার্য কলাপে সক্রিয় অংশ গ্রহণ, রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মকান্ডে সম অংশ গ্রহণ বুঝায়।

গবেষণায় পরিদৃষ্ট হয় যে, সিটি নির্বাচন, ২০০২ এর মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠায় বিশেষ প্রয়াস চালানো হয়েছে। কিন্তু পুরুষদের তুলনায় নারী কমিশনারদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা তথা, অর্পিত কাজের পরিমানে গুনগত ও পরিমানগত পার্থক্য দেখা যায়, অনেকক্ষেত্রেই মেয়রের সাথে ভাল সম্পর্ক না থাকলে অনেক মহিলা কমিশনার গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ পান না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সিটি কর্পোরেশন সভায় অংশ গ্রহনই তাদের মূখ্য কাজ। কিন্তু সভাতে ও তাদের বক্তব্য এবং মতামতের বিশেষ কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। সিটি কর্পোরেশনে মহিলাদের মতামতের বিশেষ কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। সিটি কর্পোরেশনে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ ও সরাসরি নির্বাচন প্রক্রিয়া সিটি কর্পোরেশনে নারীর অনুপাতিক হার বাড়িয়েছে। যদিও এ হার ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত ১২০ জন কমিশনারের মধ্যে পূরষ ৮৭ জন মহিলা ৩৩ জন। প্রকৃত রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় পুরুষ মহিলা হারের পুরোপুরি সমতা আনয়ন সম্ভব হলেও পার্থক্য খুব বেশী না হওয়াই উচিত, সার্বিক অর্থে বাহ্যিক দৃষ্টিতে সিটি নির্বাচন

Dhaka University Institutional Repository

নারীদের রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় পরিমানগত (Qualitative) দৃষ্টিকোন থেকে রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় এখনো অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হবে।

২.ঢ. *রাজনৈতিক অধিকার ও সিটি নির্বাচন ঃ*

কোন কিছু করার বা না করার অবাধ ক্ষমতাকেই অধিকার বলা যায় না। এই কোন কিছু করাটা হবে অবশ্যই আইনের অধীনে এবং অপরের অধিকার ক্ষুন্ন না করে। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের বিশেষ ক্ষেত্রে স্বাধীন কার্য-ক্ষমতা অবশ্যই থাকতে হবে কারণ এইগুলো ছাড়া তাদের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পারেনা এবং সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেনা। রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র শাসনে জনগণের অংশগ্রহণের অধিকার বর্তমানে সব গণতান্ত্রিক দেশেই স্বীকৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ঃ দলিলাদি বিশ্লেষণ

৩.ক. ভূমিকা ঃ

আলোচ্য অধ্যায়টিতে বিভিন্ন জাতীয় ও আর্ন্তজার্তিক ডকুমেন্ট ও দলিলপত্রের পর্যালোচনার আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিভিন্ন দিক সমূহ আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়টিতে গবেষণা সংশ্লিষ্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের নানান অজানা অধ্যায়ের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান, নীতিমালা, আইন ও বিভিন্ন পরিকল্পণা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘোষণা পত্রের আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ধারণাগত দিক এবং বাস্তব চিত্র চিত্রিত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। অধ্যায়টির প্রথমেই রয়েছে বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে নারীর (রাজনৈতিক) অধিকার এর পর পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পণা, জাতীয় বাজেট বরাদ্দের আলোকে নারীর ক্ষমতায়ন এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ঘোষণাপত্রের আলোকে নারীর (রাজনৈতিক) অধিকার, বিশেষ করে নির্বাচনের অংশগ্রহণ, আসন সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। একই সাথে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ের অবতারনার মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়নের বিভিন্ন দিকের অবতারণা করা হয়েছে। নিম্নে অধ্যায়টির বিভিন্ন বিষয়সমচূহের বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ

৩ (খ) বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে নারীর (রাজনৈতিক) অধিকার ঃ

বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার নিমিত্ত বেশ কয়েকটি বিধান সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আর এই সংবিধানের মাধ্যমে বাংলাদেশের নারীর রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত। এই সংবিধানে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিতকরণে বিশেষকরে অনুচ্ছেদ ৭(১৩২), ৯, ১০, ২৬(১,২ ও ৩), ২৭,২৮(১,২ ও ৩), ২৯(৩), ধারা সন্নিবেশিত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর মানবাধিকার ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। নিম্নে এতদসংক্রান্ত ধারাসমূহ আলোচনার জন্যে অবতায়না করা হলো।

- সংবিধনের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতিতে ১০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।"
- ২৭ ধারা অনুযায়ী 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।'

Dhaka University Institutional Repository

- সংবিধনের ২৮(১) ধারায় উল্লেখ রয়েছে, কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।
- ২৮(২) ধারায় আছে, 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরের নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।'
- ২৮(৩)-এ আছে, কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।
- ২৮(৪)-এ উল্লেখ আছে যে, নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতি জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত করিবেন না।
- ২৯(১)- এ রয়েছে 'প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে'।
- ২৯(২)-এ আছে কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি প্রদর্শন করা যাইবে না।
- ৬৫(৩) ধারায় নারীর জন্য জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল এবং এ ধারার অধীনে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর প্রতিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছিল।

– এছাড়াও সংবিধানে সকল নারী পুরুষকে রাজনৈতিক অধিকার সহ (অনুচ্ছেদ ৩৬-৩৯) মৌলিক অধিকার সমভাবে অর্জনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জনপ্রতিনিধিত্ব করার জন্য যে কোন পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও ভোট প্রদানের ক্ষেত্রেও নারী পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৫৬, ১২২)। রাজনৈতিক অধিকার অর্জন বিশেষ করে ভোটের অধিকার, সমিতি ও সংস্থার অধিকার এবং প্রতিনিধি হবার অধিকার অর্থ্যাৎ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংবিধানে নারী পুরুষের মধ্যে কোন ভিন্নতা করা হয়নি। সংবিধানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নারীর বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে এবং জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের নীতি বিধৃত করা হয়েছে (ধারা-৯)। অতএব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষত রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্যই রাখা হয়নি। উপরন্ত ক্ষেত্রবিশেষে নারীদের অগ্রাধিকারের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং সংবিধানের বিভিন্ন ধারা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, জাতির উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীকে সম্পৃক্তকরণ তথা নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে

Dhaka University Institutional Repository

হবে। এর জন্য সমাজে নারী পুরুষের বৈষম্য থাকলে চলবে না। এই বৈষম্য বিলোপ করে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

৩.গ. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি এবং নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনার আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঃ

বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সহ সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি এবং পরবর্তীতে বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশনের বাস্তবায়নে নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা (Plan of Action) ঘোষণা করেছে। এই পরিকল্পনায় সমষ্টিক, অর্থনৈতিক কাঠামোতে নারীর চাহিদা ও স্বার্থ রক্ষার বিষয় অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সুদূর প্রসারী কর্মসূচী গ্রহণ করার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে।

৩.গ.১ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য সমূহ ঃ

১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে ঘোষিত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির প্রধান লক্ষ্য হবে, 'যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত এ দেশের বৃহত্তর নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা।'[১৪] অন্যান্য লক্ষ্য সমূহ হচ্ছে ঃ

- জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীপুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করা।
- রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;
- নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা;
- নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসাবে গড়ে তোলা;
- নারী সমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা;

[১৪] মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ৮মার্চ,১৯৯৭, পৃ-১১

Dhaka University Institutional Repository

- নারীপুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য দূর করা;
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা;
- নারী ও মেয়ে শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূর করা;
- নারী ও মেয়ে শিশুর বৈষম্য দূর করা;
- রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্র, আর্থসামাজিক কর্মকান্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারীপুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা;
- নারীর স্বার্থের অনুকুল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আমদানী করা এবং নারীর স্বার্থ বিরোধী প্রযুক্তির ব্যাবহার নিষিদ্ধ করা;
- নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যাবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা;
- নারীর জন্য উপযুক্ত আশ্রয় একং গৃহায়ণ ব্যাবস্থায় নারীর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা;
- প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্থ নারীর পুর্নবাসনের ব্যাবস্থা করা;
- বিশেষ দূর্দশাগ্রস্থ নারীর চাহিদা পূরণের ব্যাবস্থা করা;
- বিধবা, অভিভাবকহীন, স্বামীপরিত্যাক্তা, অবিবাহিতা ও সন্তানহীন নারীর নিরাপত্তার ব্যাবস্থা করা;
- গণমাধ্যমে নারী ও মেয়েশিশুর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরাসহ জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা;
- মেধাবী ও প্রতিভাময়ী নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা দেওয়া;
- নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা।

নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সমাজে নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূর করে নারী পুরুষের মধ্যে সমতা স্থাপন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে, অংশগ্রহণে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ নারীর ভাগ্যোন্নয়নের দিকনির্দেশনা রয়েছে এই লক্ষ্য সমূহে। আর এই লক্ষ্য সমূহ অর্জনে নারীর রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতায়নের কোন বিকল্প নেই। এই নারী উন্নয়ন নীতির ৮ নং অনুচ্ছেদে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিকনির্দেশনা কি হবে তা বিবৃত রয়েছে।[৯৫] তাই এ ৮ নং অনুচ্ছেদটি নিম্নে দেওয়া হল:-

৩.গ.২ নারী উন্নয়ন নীতিঃ অনুচ্ছেদ-৮. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন-

- *রাজনীতিতে অধিক হারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচার মাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;*

- নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ এবং এর সুফল সর্ম্পকে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;

- নির্বাচনে অধিকহারে নারী-প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা;

- নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করা এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা;

- রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণে তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনসহ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা;

- জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে চলতি সময়সীমা শেষ হবার পর ২০০১ সালে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোগ নেওয়া'

- স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সকল পর্যায়ে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা;

- সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ স্তর মন্ত্রি পরিষদে, প্রয়োজনে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ করা।

উপরোক্ত নীতি সমূহ বাস্তবায়িত হলে দেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নতুন দিগন্ত সূচিত হবে। ফলে পিছিয়ে পড়া নারী সমাজ প্রকৃত পক্ষেই দেশে উন্নয়নের অংশীদার রূপে পরিগণিত হবে। অপরদিকে ১৯৯৫ সালে বেইজিং এ অনুষ্ঠিত ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন (পিএফএ) বাংলাদেশ কোন শর্ত ছাড়াই অনুমোদন করে। এই পিএফএ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার নারী

[৯৫] মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ৮মার্চ,১৯৯৭, পৃ-১৭

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা ঘোষণা করে।এই কর্মপরিকল্পনার ১.১ নং অনুচ্ছেদে নারীর ক্ষমতায়নের যে মূল ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে তা হচ্ছে [৯৬]ঃ-

- নারী সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নারীর সম অংশগ্রহণ;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে তাদের সম্পৃক্ততা;

উপরোক্ত নীতি দুটির সঠিক বাস্তবায়নের জন্য নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কোন বিকল্প নেই।

৩.ঘ. *জাতীয় বাজেট ও নারীর ক্ষমতায়ন:*

নারী উন্নয়নের জাতীয় নীতিতে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হচ্ছে জাতীয় বাজেটকে জেন্ডার সংবেদনশীল করার উদ্যোগ গ্রহণ। নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করতে হলে নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রজনন সেবা সহ সকল মৌলিক অধিকার নিশ্চিত এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের হার বাড়াতে হবে। তাই জাতীয় বাজেটে নারীদের জন্য ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি ও প্রাপ্ত বরাদ্দ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও তা পরিবীক্ষণের জন্য বাজেটকে জেন্ডার সংবেদনশীল করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু বিগত বছরের বাজেট সমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়-

৩.ঘ.১ *নারীর জন্য বাজেট ঃ গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলঃ জুলাই ২০০১-২০০২*

সিটি কর্পোরেশনে মহিলাদের অবস্থা অনুধাবন করতে হলে প্রথমেই সারা দেশের নারীদের অবস্থান অনুধাবন করতে হবে। জাতীয় বাজেটের বিশ্লেষণ থেকে পরিস্কার..... কেননা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে আর্থিক স্বচ্ছলতা।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে রাজস্ব ও উন্নয়ণখাত মিলে বরাদ্দ ৯০ কোটি টাকা যা মোট রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয়ের শতকরা ০.২২ ভাগ। অন্যদিকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য এ হার প্রায় ৪০ গুণ বেশি, শতকরা ৮.৬৫ ভাগ।[৯৭]

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ, পল্লী ও সমাবায়, তথ্য, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে নারী সমাজের প্রত্যক্ষ উন্নয়নের জন্য ১১৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৭টি প্রকল্প গ্রহণ।[৯৮]

---

[৯৬] মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা, খন্ড ৫.৫, ১৯৯৭, পৃ-৫

[৯৭] মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নারী উন্নয়ন বার্তা, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০১,পৃ-৫

[৯৮] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

- ভিজিডি, ভিজিএফ, দুঃস্থ মহিলা ভাতা, বয়স্ক ভাতা কর্মসূচীর মাধ্যমে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসরত নারীদের দারিদ্র বিমোচন প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করা উদ্যোগ গ্রহণ।
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় গৃহীত ১৯২ টি নতুন প্রধান কর্মসূচীর মধ্যে সমাজ কল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং যুব উন্নয়ন খাতের আওতায় ৬টি নতুন প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
- মহিলা ও শিশু উন্নয়নে ১০ কোটি টাকার দুটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত দুটি কারিগরী প্রকল্পসহ ২১ টি চলতি প্রকল্পের ব্যয় ৫৮.২৫ কোটি টাকা।[৯৯]

৩.ঘ.২ *নারীর বাজেট ঃ অগ্রাধিকারের বিষয়*

- গৃহস্থালী সামগ্রী ও রান্নার জন্য ব্যবহৃত জ্বালানী যেমন কেরোসিন ও গ্যাসের ক্ষেত্রে কর কমানো হলে নারী সমাজ উপকৃত হবে।
- শিশুদের জন্য দিবা-যত্ন কেন্দ্র, নারীর জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধা, নারীর জন্য আলাদা পরিবহন ব্যবস্থা, দুঃস্থ ও অসহায় নারীদের জন্য বর্ধিত ভাতাদি এবং স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ভবিষ্যত বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হলে নারী সমাজ সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

৩.ঘ.৩ *নারীর জন্য বাজেট ঃ কিছু সুপারিশ*

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের জন্য থোক বরাদ্দ প্রদান করা। এই বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থ স্থানীয় পর্যায়ে গ্রামীণ অপরাধমূলক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ, বাল্য বিবাহ, শিশু ও নারী পাচার, এসিড নিক্ষেপ প্রতিরোধ ও নারী নির্যাতনসহ যৌতুক প্রথা রোধে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে ব্যবহার করতে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের সাহায্য করবে। তাছাড়া এ অর্থের সাহায্যে তারা স্থানীয় পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।
- নারীর জন্য পৃথক গণপরিবহন হিসেবে ডাবল ডেকার বাসের প্রচলন করা । যাতায়াতে নারীর হয়রানি হ্রাস, অর্থ সাশ্রয়, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট লাঘব

[৯৯] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সর্বোপরি নারীর নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় রেখে রাজধানী ও বিভাগীয় শহরগুলোতে নারীর জন্য পৃথক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

- নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা। বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প সুদে হারমুক্ত ঋণ প্রদানের সহজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাকে পৃষ্টপোষকতা প্রদান করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ভর্তুকি প্রদানের প্রস্তাব করা হচ্ছে যার ফলে নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে ঋণের সুদের হার কমানো সম্ভব হবে।
- স্বল্প আয়ের শ্রমজীবী নারী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও সঙ্গতি বিবেচনায় রেখে কর্মজীবি দুঃস্থ নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ভবিষ্যত বাজেটে দিক নির্দেশনা ও বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন।
- নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নে বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থা করা ।
- নারী সহায়ক ক্ষুদ্র প্রযুক্তির সহজলভ্যতার জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নারী সহায়ক প্রযুক্তি বলতে সে সকল প্রযুক্তিকে বোঝানো হচ্ছে, যা নারী নিজেই চালনা করতে সক্ষম । যেমন ধান, গম মাড়াই যন্ত্র, সিদ্ধ ও শুকানোর যন্ত্রসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি।

৩.৬, *বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও নারীর ক্ষমতায়ন-*

বাংলাদেশে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত ছিল না। নারী ইস্যু এসেছে কেবল মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ নারীদের পুর্নবাসনের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ খাতের অধীনে।[১০০]

১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ের অধীনে মহিলা বিষয়ক বিভাগ নামে একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। এ বিভাগ নারীদের জন্য জাতীয় মহিলা একাডেমী, মহিলা উন্নয়ন কেন্দ্র, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং ঢাকায় কর্মজীবী মহিলাদের জন্য হোষ্টেল নির্মাণ ইত্যাদি প্রকল্প গ্রহণ করে। কিন্তু পরিকল্পনাধীন সময়ের

[১০০] নাজমা চৌধুরী, "রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহনঃ প্রাক্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা", নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত' নারী ও রাজনীতি', ঢাকাঃ উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪, পৃ১৫

Dhaka University Institutional Repository

মধ্য এসব প্রকল্পের কোনটিই বাস্তবায়িত হয়নি।[১০১] পরে আরো দুটি নতুন নারী উন্নয়ন প্রকল্প সংযোজন করে সব প্রকল্পগুলো ১৯৭৮-৮০ সালে অন্তবর্তীকালিন দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সময়ে নারী ইস্যুকে কল্যাণমূলক থেকে উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে রূপান্তরের ক্ষীণ উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। তবে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ দিকে ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশে মহিলা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় যা পরবর্তীতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত হয়।[১০২]

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫) এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) নারী উন্নয়নের বিষয়টি স্থান পায় এবং বিশেষ ও পৃথক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) প্রথমবারের মত 'মূলধারা', এবং 'লিঙ্গ' এই শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় এবং 'উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল ধারায় নারীদের নিয়ে আসা' ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে গৃহীত হয়।[১০৩] পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়নের মূল ধারায় নারীদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস করা।[১০৪]

উপরোক্ত পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা সমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রথম পরিকল্পনায় নারীদের উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকাই ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে নারীদের মূল ধারায় আনার জন্য পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমূহে নানাবিধ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পূর্ব শর্ত হচ্ছে মুক্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করন, এজন্য প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা। পরবর্তী পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা সমূহে নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে নানাবিধ প্রকল্প ও কার্যক্রম গৃহীত হয়। যা পরোক্ষভাবে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিকাশে সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

৩ .চ. *নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নঃ বিশ্ব প্রেক্ষাপট*

বর্তমানে সারা বিশ্বে অনুরণিত হচ্ছে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সূর। ব্রজিলে বর্তমানে আইন পাশ করা হয়েছেযে, ন্যূনতম ৩০ শতাংশ মহিলাকে মনোনয়ন না দিলে কোন পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না।[১০৫] তিউনিসিয়ায় বহু বিবাহ বন্ধের আইন পাশ করা হয়েছে। ইসরাইলের সুপ্রিম কোর্টের রায়ের

---

[১০১] প্রাগুক্ত

[১০২] শাহীন রহমান, জেন্ডার প্রসঙ্গ, ষ্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ১৯৯৮, পৃ-১৫

[১০৩] Rounaq Jahan, The Exclusive Agenda: Mainstreaming women in Development, Dhaka: University press limited, 1985, p-26

[১০৪] শাহীন রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ২২

[১০৫] আবেদা সুলতানা, *"নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তি একটি বিশ্লেষণ"*, ক্ষমতায়ন, সংখ্যা-২,১৯৯৮, পৃ-৬১

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তিতে সকল পাবলিক সেক্টার কর্পোরেশনের বোর্ডে অন্তত: ২৫ শতাংশ মহিলা নিয়োগের বিধি চালু হয়েছে। ৬ টি আরব দেশে আইন বিদ্যার পাঠক্রমে সিডও, নারীর মানবাধিকার বিষয় অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। এ সকল বিষয় অবলোকনে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে সংহঠিত ও সুসংহত করার উদ্দেশ্যে এবং নারীর সমস্যাকে রাজনীতির অংগনে প্রতিভাত ও সর্বোপরী নারী পুরুষ সমতা সৃষ্টির (যা নারীর ক্ষমতায়নের মূল সুর)।[১০৬]

৩.ছ. *রাজনীতিতে নারীঃ বৈশ্বিক চালচিত্র*

- ✡ বিশ্বের আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীর অংশগ্রহণ মাত্র ৫ থেকে ১০ ভাগ;[১০৭]
- ✡ বিশ্বব্যাপী নারীরা সংসদীয় আসনের মাত্র ১০ ভাগ অর্জন করতে পেরেছে; ১৯৮৯-৯৩ পর্বে এই হার প্রায় ৩ ভাগে নেমে এসেছে, বিশেষতঃ সাবেক পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ ও সোভিয়েত ইউনিয়নে;
- ✡ ১৯১৩ সালে ১৭১টি দেশের মধ্যে ১৬০টি জাতীয় সংসদে নারীর আসন ২০ ভাগের বেশি ছিল না। ৩৬টি দেশে নারীরা ০.৪ ভাগের বেশি আসন পায়নি।
- ✡ বিশ্ব জুড়ে মন্ত্রী পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ মাত্র ৪ ভাগ। ৮০টিরও বেশি দেশে মন্ত্রী পর্যায়ে কোন নারী নেই। নারী নেতৃত্বাধীন মন্ত্রণালয়গুলোর অধিকাংশই আবার স্বাস্থ্য, কল্যাণ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, নারী ইত্যাদি তথাকথিত 'নারী বিষয়' সংশ্লিষ্ট;
- ✡ জাতিসংঘের প্রস্তাব অনুসারে সমস্ত স্তরে অন্তত ৩০ শতাংশ নারী প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পেরেছে শুধুমাত্র নরডিক দেশগুলো। এদের মধ্যে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির হার ফিনল্যান্ড ৩৯%, নরওয়ে ৩৯%, সুইডেন ৩৪%, ডেনমার্ক ৩৩%। কেবলমাত্র সুইডেন ১৯৯৫ সাল নাগাদ মন্ত্রিসভায় মোট মন্ত্রীর মধ্যে অর্ধেক নারী অন্ত র্ভুক্ত হয়েছে। আর এ যাবৎকাল বিশ্বের ইতিহাসে রাষ্ট্রপ্রধান হতে পেরেছেন মাত্র ২১জন নারী। উন্নয়নশীল ৫৫টি দেশের জাতীয় সংসদ নারী প্রতিনিধিত্বের হার ৫শতাংশ বা তারও কম। ব্যতিক্রম শুধু কিউবা (২৩%), চীন (২১%) এবং উত্তর কোরিয়া (২০%)।

---

[১০৬] প্রাগুক্ত

[১০৭] শাহীন রহমান , প্রাগুক্ত, পৃ ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

✡ ১৯৯০-এর শেষে ১৫৯ দেশের মধ্যে মাত্র ৬টি দেশের জাতিসংঘ প্রতিনিধি প্রধান ছিল নারী;[১০৮]

৩.জ. *বিশ্বে বর্তমান রাষ্ট্রীয় কর্ণধার*

বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সহ এযাবৎ আধুনিক বিশ্বে মোট ১৫ জন এর বেশী মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বীকৃত শ্রীমাভো বন্দর নায়েক একজন শ্রীলংকার নাগরিক তথা এশীয়। আধুনিক বিশ্বে এ পর্যন্ত ৫জন মহিলা প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। এখানেও এশীয়ানদের সংখ্যাধিক্য। নির্বাচিত এ সকল প্রেসিডেন্ট হলেন আর্জেন্টিনার ইসাবেল পেরন সোবেট, ফিলিপাইনের কোরাজান এক্যুইনো, নিকারাগুয়ার ভেলিয়াটা জুলিয়াস, শ্রীলংকার চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা ও আইসল্যান্ডের ভিগদিস ফিনবুগাদাত্তির।[১০৯]

সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে সরকারের সিদ্ধান্তগ্রহণের চারটি উচ্চ পর্যায়ে ইউরোপে ১৫ শতাংশ, ল্যাটিন আমেরিকায় ১৪ শতাংশ আফ্রিকায় ৭.৫ শতাংশ এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে মাত্র ৫.৪ শতাংশ মহিলা রয়েছে। বিশ্ব পরিসংখ্যানে মাত্র ৯ শতাংশ মহিলা সিদ্ধান্তগ্রহণে ক্ষমতায়িত হয়েছে। এমনকি জাতিসংঘেই ১৮৫টি সদস্য রাষ্ট্রের স্থায়ী সদস্য পদে মাত্র ৮জন মহিলা নিযুক্ত রয়েছেন।[১১০]

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ একজন মহিলা উপ-মহাসচিব নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ঘটনা জাতিসংঘের ইতিহাসে এই প্রথম। জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান একজন মহিলাকে উপ-মহাসচিবের পদে নিয়োগের চিন্তা ভাবনা করছেন। এই পদে কানাডার প্রতিরক্ষা উপমন্ত্রী লুইস ফ্রিচেটকে নিয়োগ দান করার ব্যাপারে জল্পনা কল্পনা চলছে। উল্লেখ্য ফ্রিচেট (৫৩) ১৯৯২ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৯৪ সালের শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘে তার দেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[১১১]

জাতিসংঘ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফান্ড ফর ফেমিনিষ্ট মেজরিটি দ্বারা পরিচালিত এক সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ক্ষমতায়নে নারী-সম্পৃক্ততার বর্তমান গতি বহাল থাকলে উচ্চ পর্যায়ে নারী পুরুষের সমতা আনতে অন্তত আর ৪৫০ বছর সময় লাগবে এবং ২৪৬৫ থেকে ২৪৯০ সালের মধ্যে সম্ভবত ক্ষমতার অংশীদারিত্বে নারী-পুরুষের সমতা থাকবে, সেই কারণেই বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন অত্যাবশ্যকীয়।[১১২]

---

[১০৮] প্রাগুক্ত

[১০৯] হোসেন আলআমিন, *"ইউরোপে জেন্ডার রেভ্যুলেশন"*, দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ জুলাই ১৯৯৭.

[১১০] সালামা খান,"সিডও সনদ দীর্ঘ ত্রিশ বছরের সংগ্রামের ফসল", অনন্যা, পাক্ষিক পত্রিকা, বর্ষ ১০ঃ সংখ্যা ৩, নভেম্বর ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ-১৪

[১১১]দৈনিক ইনকিলাব, ২০ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ইং

[১১২] সালামা খান, পূর্বোক্ত, পৃ-১৪

Dhaka University Institutional Repository

এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয়, ইউরোপের প্রধান দুটি দেশ বৃটেন এবং ফ্রান্স। গত মে ৯৭তে দেশ দুটিতে সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। উভয় দেশের এই সংসদ নির্বাচনে মহিলারা উল্লেখযোগ্য তথা রেকর্ড সংখ্যক আসন পেয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। পশ্চিমা বিশ্লেষকগণ এটিকে বলেছেন "জেন্ডার রেভ্যুলেশন।"[১১৩] বৃটেনের হাউস অব কমন্সের ৬৫৯টি আসনের মধ্যে মহিলারা লাভ করেছেন ১২০টি, গতবারের তুলনায় এবার মহিলা সাংসদ প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইউরোপের আরেকটি দেশ ফ্রান্স, যেখানে রাজনীতি পুরুষের খেলা। সম্প্রতি সেখানে ৫৭৭টি সদস্যের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ৫৭৭ জনের মধ্যে ৬২জন মহিলা নির্বাচিত হয়েছেন, যা গতবারের তুলনায় দ্বিগুণ। মন্ত্রী পরিষদে ৬জন নারী গুরুত্বপূর্ণ পদ যেমন, বিচার, পরিবেশ, যুব ও ক্রীড়া এবং সরকারি চাকুরি মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। শুধু মন্ত্রণালয়ই নয়, সংস্কৃতি মন্ত্রী ক্যাথরিন স্টেটম্যানকে জসপিনের মুখপাত্র নিয়োগ করা হয়, এ ছাড়া শ্রমমন্ত্রী মার্টিন আব্রে, জসপিন না থাকলে তার স্থলাভিষিক্ত হবেন বলে ঘোষণা দেয়া হয়। অথচ ফ্রান্সে নারীর ভোটাধিকারের ইতিহাস দীর্ঘ নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালে এখানে নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত ফরাসী মহিলা আইনজীবি জিসলী হালিমি বলেছেন, মহিলাদের জন্য এটা একটা ব্যাপক পরিবর্তন শুধু সংখ্যাধিক্যের দিক থেকে নয়, গুণগতভাবেও তার ভাষায়, কোন নির্দিষ্ট নীতি পরিবর্তনের জন্য নয়, বরং সমাজপরিবর্তনে এর একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।[১১৪]

নির্বাচন দুটির মাধ্যমে লক্ষণীয় বিষয় যেটি সেটি হচ্ছে-বৃটেন ও ফ্রান্স উভয় দেশে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল থেকেই মহিলা সাংসদ অধিক হারে নির্বাচিত হয়েছেন। এ থেকে এটিই স্পষ্ট যে, রক্ষণশীলতা নারীর রাজনৈতিক প্রতিবন্ধক। গতিশীল সমাজে এই প্রতিবন্ধকতা ক্রমশঃ দূরীভূত হচ্ছে। যেহেতু রাজনীতি ও উন্নয়ন পরস্পর সম্পৃক্ত, তাই নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ তাদের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন। কেননা অংশগ্রহণের ফলেই নারীর কণ্ঠস্বর সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে পৌঁছবে, যা নারীর সার্বিক অবস্থার পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। সুতরাং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারীর চিন্তাভাবনা, ধ্যান, ধারণা, প্রয়োজন তাগিদকেই রাজনৈতিক দলতথা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে সংযুক্ত করতে সমর্থ হবে। কারণ নারীর ক্ষমতায়নে শুধু নারী নয়, রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দল সকলেই সম্পৃক্ত।[১১৫]

---

[১১৩] হোসেন আল আমিন, পূর্বোক্ত, ৫ জুলাই ১৯৯৭

[১১৪] পূর্বোক্ত, ৫ জুলাই ১৯৯৭

[১১৫] আবেদা সুলতানা, *"নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তিঃ একটি বিশ্লেষণ"*, *ক্ষমতায়ন, সংখ্যা-২,১৯৯৮, পৃ-৫৬*

Dhaka University Institutional Repository

৩.ঝ. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র ও বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঃ-

৩.ঝ.১ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বঃ-

বিশ্বায়নে নারী উন্নয়ন ইস্যুটি বিশেষ করে রাজনীতিতে নারী বিষয়টি ক্রমবর্ধমানভাবে উন্নয়ন কর্মকান্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। কারণ নিকট অতীতেই উন্নয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে নারীর ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ও অদৃশ্যমান। বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর কাছে জেন্ডার ইস্যু, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী উন্নয়ন বিষয়টি অন্যতম উপাদান হিসেবে বিবেচিত। তাই শুরুতেই নারী উন্নয়ন রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত ভাবধারার বিকাশের (ইতিহাসে) যে সব মহান ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ না করলে পরিতৃপ্ত হবনা, তাই শুরুতেই সংক্ষিপ্তকারে তা তুলে ধরা হলো। এসব মহান ব্যক্তিত্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তারা হচ্ছেন-মার্গারেট লুকাস (নারীবাদী প্রথম সাহিত্য হিসেবে 'নারী ভাবণ' প্রকাশ করেন),[১১৬] ফরাসী নারী পলেইন ডি লা ব্যারে (নারীবাদী হিসেবে), ইংল্যান্ডের মেরি ওলষ্টোন ক্রাফট (নারীবাদীকে সংগঠিত এবং নারী অধিকারের ন্যায্যতা গ্রন্থ প্রকাশ), আমেরিকার ডুডিথ সারজেন্ট মুরে (বহুসংখ্যক নারীবাদী সাহিত্য প্রকাশ), এলিজাবেথ কেডি ষ্টাইন, লুক্রেশিয়া মটো সুশান বি অ্যান্থনী, লুসিষ্টোন, এঞ্জেলিক ই গ্রিমকো, সারা এম গিমকো প্রমুখ নারীবাদী বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে। উপমহাদেশে নারীরাও এ আন্দোলন থেকে পিছিয়ে ছিলেন না। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকেই কৃষ্ণভাবিনী দাসী, কামিনী সুন্দরী, রামা সুন্দরী দেবী, মোক্ষদাদারিনী, নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী লেখালেখির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেন। বাংলার প্রথম নারীবাদী সংগঠন 'সখি সতিতি' প্রতিষ্ঠা করেন স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৮৫ সালে। সরোজীনি নাইডু ও সরলা দেবী চৌধুরাণী প্রমুখ নারী নেত্রীরা কংগ্রেসের সভা প্রধানের পদে উন্নীত হন। ১৮৮৯ সালে ভারতবর্ষের প্রথম নারীবাদী আন্দোলনের সংগঠিত রূপকার মহারাষ্ট্রের পন্ডিতা রমা বাঈ (১৮৫৮-১৯২২) প্রকাশ্য আন্দোলনে নামেন। অন্যদিকে বাংলার প্রথম নারীবাদী রূপে খ্যাত সরলা দেবী চৌধুরাণী ১৯১০ সালে সর্বভারতীয় নারী সংগঠন ভারত স্ত্রী মহামন্ডল প্রতিষ্ঠিত করেন।

তবে বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বাংলার প্রথম নারীবাদী প্রবন্ধ স্ত্রী জাতির অবনতি প্রকাশের মাধ্যমে যে অনন্য সাধারণ নারী বাদী প্রবক্তার উত্থান ঘটে তিনি হলেন রোকেয়া সাখাওয়াত। রোকেয়ার সমগ্র জীবন ও কর্ম বাংলার আধুনিক নারীবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছে। মুসলিম সমাজের পশ্চাৎপদ অংশের ভেতর থেকে কিভাবে রোকেয়া এমন বৈশ্বিক মানের নারীবাদী চৈতন্য অর্জন করলো তা আজো পাশ্চাত্যের

---

[১১৬] সাহেদুল আকবর খান, *"নারীবাদঃসামাজিক প্রেক্ষিত"*, ক্ষমতায়ন,সংখ্যা-৪,২০০২,উইমেন ফর উইমেন, পৃ২৮

Dhaka University Institutional Repository

কাছে বিস্ময়ের কারণ। তাই কেতকী কুশারী ডাইসন তাকে মূল্যায়ন করেছেন এভাবে যে, যদিও বঙ্গদেশে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে হিন্দু সমাজই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে; তবুও বিশ শতকের গোড়ায় বঙ্গ ললনাদের মধ্যে রেডিক্যাল, বৈপ্লবিক প্রতিবাদী দৃঢ় কণ্ঠস্বর একজন মুসলমান মহিলা যার নাম বেগম রোকেয়া। রোকেয়াই আধুনিক অর্থে বাংলার প্রথম প্রকৃত ফেমিনিষ্ট (নারীবাদী) নারী। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে তাই রোকেয়া সাখাওয়াত, সরলা দেবী এবং পন্ডিত রমা বাঈ হলো তৎকালীন অবিভক্ত ভারতবর্ষের নারীবাদী চিন্তার জনক। নারী আন্দোলনে তৎকালীন সময়ে নারী বিভিন্ন ধারায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু আলোচনার সীমিত পরিসরে তা উল্লেখ করা সম্ভব হলো না।

উল্লেখ্য, যে একজন মানুষ হিসেবে নারীর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামস্বরূপ এই নারীবাদী আন্দোলনে যে কেবল নারীরাই সামিল হয়েছেন তা নয়, দেশে দেশে উদার যুক্তিবাদী গণতান্ত্রিক মানসিকতা সম্পন্ন মহৎ পুরুষরাও যুক্ত হয়েছেন। এক্ষেত্রে দার্শনিক ও আইনজ্ঞ জন ষ্টুয়াট মিল উইলিয়াম টমা, আর্কস এঙ্গেলস্, অগাষ্ট বেবেলের নাম উল্লেখযোগ্য। আমাদের বাংলাদেশে তথা তৎকালীন অবিভক্ত ভারতবর্ষে নারীর অধিকারের পক্ষে প্রথম সোচ্চার হন একজন নারীবাদী পুরুষ রাজা রামমোহন রায়। অন্যদিকে নারীকে ধর্মশাস্ত্রের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হন আরেক মহৎ পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

এছাড়া আরো অনেক মহিয়সী নারী ও সংস্কার বাদী পুরুষ এগিয়ে এসেছিলেন নারীর ক্ষমতায়ন তথা রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠায়। তাদের সকলের ইতিহাস এখানে তুলে ধরা সম্ভবপর নয় বিধায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্রের দিকে আলোকপাত করা হলো--

৩.ঋ.২) *জাতিসংঘের সার্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার সনদ ঃ*

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসম্বর জাতিসংঘের সাধারণ সভার তৃতীয় অধিবেশনে অনুমোদিত মানবাধিকার সম্পর্কিত সার্বজনীন ঘোষণা পত্রেও নারীর রাজনৈতিক অধিকারের কথা বিধৃত রয়েছে।[১১৭] উক্ত সনদের কয়েকটি অনুচ্ছেদ পর্যালোচানা করলে দেখা যায়–

অনুচ্ছেদ-১ঃ সকল মানুষ স্বাধীনতা প্রাণীরূপে এবং সম মর্যাদাও সমান অধিকার নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে। তারা বিচার বুদ্ধি ও বিবেকের অধিকারী এবং তাদের উচিত ভ্রাতৃত্বের মনোভাব নিয়ে পরস্পরে সাথে আচরণ করা ।

[১১৭] জাতিসংঘ, *মানবাধিকার সম্পর্কে সার্বজনীন ঘোষণা (১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর* জাতিসংঘে ৩য় সাধারণ অধিবেশনে অনুমোদিত)

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ-২৪ জাতি, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক কিংবা অন্য কোন প্রকার মতাদর্শ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি। সম্পত্তি অথবা অন্য যে কোন মর্যাদার ভিত্তিতে কোন রূপ ভেদাভেদ ব্যতীত প্রত্যেকেই এই ঘোষণায় উল্লেখিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী।

অনুচ্ছেদ-৩৪ প্রত্যেকের জীবন, স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-২০৪(১) প্রত্যেক ব্যক্তির শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়া ও সংগঠনের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-২৩৪(১) প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার, স্বাধীনভাবে পেশা নির্বাচনের অধিকার, ন্যায় ও সন্তোষজনক কর্মের শর্ত এবং বেকারত্বের বিরুদ্ধে রক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-২৮৪ এই ঘোষণায় বর্ণিত অধিকার স্বাধীনতা সমূহ পূর্ণ বাস্তবায়নের উপযোগী সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পদ্ধতি লাভের অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির আছে।

মানবাধিকার সনদের উপরোক্ত অনুচ্ছেদ সমূহের বিশ্লেষণের দ্বারা এ কথা প্রমানিত হয় যে, সমাজে রাজনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার রয়েছে এবং সমাজে নারীদের সংগঠন করার অধিকার তথা রাজনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই মানবাধিকার সনদের পুর্নাঙ্গ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নারীর রাজনৈতিক জীবন ধারা ও অধিকার বিষয়ে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহে জোর দেয়া হয়েছে।

⇒ সকল পর্যায়ে, যেকোন প্রকার নির্বাচনে নারীর অবাধ ভোটাধিকার প্রধানের সুযোগ ও অধিকার থাকতে হবে।

⇒ সরকারী নীতি নির্ধারণীতে ও সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

⇒ বেসরকারী ও এন, জি, ও পর্যায়ের সকল কর্মকান্ডে নারীর পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে নিজ নিজ দেশের নারী প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে।

বাংলাদেশ এই সনদে স্বাক্ষরদানকারী দেশ হিসেবে সনদ অনুযায়ী নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন তথা রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

৩.ঝ.৩) *জাতিসংঘ সনদের আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঃ-*

আন্তর্জাতিক সংস্থা সম্পর্কিত জাতিসংঘ সম্মেলন সমাপ্তির পর ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন সান ফ্রান্সিকো নগরীতে জাতি জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর তা কার্যকর হয়। এই সনদে ও নারীর অধিকার তথা রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের উপর জোর দেয়া হয়েছে। এই সনদের কয়েকটি ধারা নারীর অধিকার আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ধারা ১৩(১) এর (খ) অনুচ্ছেদে[১১৮] বলা হয়েছে "অর্থনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগতি বৃদ্ধি এবং জাতিগোষ্ঠী, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা বা ধর্ম নির্বিশেষে মানবিক অধিকার ও মৌল স্বাধীনতাসমূহ অর্জনে (সাধারণ পরিষদ পর্যালোচনা এবং সুপারিশ করবে) সহায়তা দান।"

ধারা ৫৫ এ বলা হয়েছে "জাতিসংঘের দায়িত্ব হচ্ছে (গ) জাতিগোষ্ঠী, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা বা ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান অধিকার ও মৌলিক অধিকার সমূহ সংরক্ষিত ও সর্বজনীন মর্যাদা অর্জন করা।"

উপরোক্ত জাতিসংঘের সনদ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নারী পুরুষের মধ্যে সমধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর যথাযথ অধিকার অর্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই সমধিকার প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে বাধা দিলে চলবে না, তাই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরী একটি বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে।তাই জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী এ পর্যন্ত নারীর অধিকার তথা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে অনেক গুলো কার্যক্রম গৃহীত হয়েছ।

৩.ঝ.৪ *জাতিসংঘের নারী বিষয়ক কার্যক্রম*

এক নজরে জাতিসংঘের নারী কার্যক্রমের ৫০ বছর ঃ১৯৪৫-১৯৯৫[১১৯]

১৯৪৫ ঃ জাতিসংঘ সনদে নারী-পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষা নির্বিশেষে সবার সমঅধিকারের নীতি ঘোষণা।

১৯৪৬ ঃ জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে নারী মর্যাদা সংক্রান্ত কমিশন (সিএসডব্লিউ) গঠন।

---

[১১৮] জাতিসংঘ সনদ, Archibald Macleish কর্তৃক রচিত এবং ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন সানফ্রানসিসকো নগরীতে স্বাক্ষরিত, যা ১৯৪৫ এর ২৪ অক্টোবর থেকে কার্যকর হয়।

[১১৯] জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫২ ঃ বিবাহিত মহিলাদের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত ঘোষণা।

১৯৬২ ঃ বিবাহে সম্মতি সম্পর্কিত ঘোষণা।

১৯৬৭ ঃ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে নারীর প্রতি সর্বপ্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত ঘোষণা অনুমোদন।

১৯৭৫ ঃ জাতিসংঘের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ পালন। মেক্সেকো সিটিতে প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ১৯৭৬-৮৫ সালকে জাতিসংঘ নারী দশক ঘোষণা।

১৯৭৯ ঃ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে নারীর প্রতি সর্বপ্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত সনদ অনুমোদন।

১৯৮০ ঃ ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনে জাতিসংঘ মহিলা দশকের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন।

১৯৮১ ঃ নারীর প্রতি সর্বপ্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত সনদ কার্যকর করা।

১৯৮২ ঃ নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কমিটির (সিইডিএডব্লিউ) কাজ শুরু।

১৯৮৫ ঃ কেনিয়ার নাইরোবীতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনে ২০০০ সাল নাগাদ নারীর অগ্রগতির লক্ষ্যে দূরদর্শী নীতি-কৌশল অনুমোদন।

১৯৯০ ঃ নারীর মর্যাদা সংক্রান্ত কমিশন কর্তৃক নাইরোবী সম্মেলনের দূরদর্শী নীতি ও কর্মকৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা শুরু।

১৯৯৩ ঃ অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনায় বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলনে নারী অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতিদান এবং নারী নির্যাতন সংক্রান্ত এক জন বিশেষ যোগাযোগ রক্ষাকারী কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশ।

সাধারণ পরিষদে নারী নির্যাতন নির্মূল সংক্রান্ত ঘোষণা অনুমোদন।

১৯৯৪ ঃ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের জন্য আঞ্চলিক প্রস্তুতিমূলক প্রক্রিয়া; ইন্দোনেশিয়া, আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রিয়া, জর্দান ও সেনেগালে আঞ্চলিক বৈঠকে অনুষ্ঠিত।

মিশরের কায়রোতে আর্ন্তজাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলনে সমস্ত উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে নারী স্বাধীনতা সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৫ ঃ ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে বিশ্ব সামাজিক উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলনে দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং সামাজিক সংহতি সম্পর্কিত সমস্যা বিমোচনে মহিলাদের কেন্দ্রীয় ভূমিকার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এবং চীনের বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন।

উপরোক্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে পরিদৃষ্ট হয় যে, জাতিসংঘ সর্বদাই নারী পুরুষ বৈষম্য নিরসনে সচেষ্ট এবং এ জন্য নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, ভোটাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছে।

৩.ঝ.৫. জাতিসংঘ বিশ্ব নারী সম্মেলন- পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে নারীর মুক্তি, অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে আন্দোলন হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে নারীরা জাতিসংঘের সহযোগীতা পেয়েছেন।[১২০] ১৯৪৫ সালে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতার নীতিমালা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রথম আন্তর্জাতিক সনদ গৃহীত হয়। ১৯৪৬ সালে নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রসারের উদ্দেশ্যে নারীর মর্যাদা সম্পর্কিত কমিশন গঠিত হয়।[১২১] ১৯৫২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নারীদের অধিকার প্রসঙ্গে এক ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে বলা হয়েছিল যে, নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত সকল সংস্থায় নারীর ভোটদান ও নির্বাচনের অধিকার এবং সরকারি যে কোনো দায়িত্ব পালনের অধিকার থাকবে।[১২২] ১৯৬২ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ বিবাহে সম্মতি, বিবাহের নূন্যতম বয়সসীমা এবং বিবাহ রেজিষ্ট্রিকরণ সম্পর্কিত কনভেনশন অনুমোদন করে।[১২৩]

১৯৬৭ সালের ৭ই নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত হয় নারীদের ক্ষেত্রে বৈষম্যর বিলোপ সাধন বিষয়ক ঘোষণাপত্রটি। উক্ত ঘোষণাপত্রে নারীর প্রতি বৈষম্যকে ন্যায়সঙ্গতভাবে 'মানবিক মর্যাদার বিরুদ্ধে মহা অপরাধ' বলে উল্লেখ করা হয়। ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের নারীদের অবস্থা সংক্রান্ত কমিশনের ২৫তম অধিবেশনে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের বিষয়ে আলোচনা উত্থাপিত হয় এবং আলোচ্য দলিলটির খসড়া প্রণয়ন ও অনুমোদনের প্রক্রিয়া স্থিরকৃত হয়। উক্ত কমিশনের অধিবেশনে গৃহীত দলিলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধির দ্বারা মাতৃত্ব রক্ষা, সমান কাজে সমান মজুরি, নারীর শ্রমরক্ষা, শিশুর নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে আইন প্রণয়নের বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করে। ইতোমধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত নারীবর্ষকে (১৯৭৫) সামনে রেখে দেশে দেশে নারী সমাজের প্রতি

---

[১২০] ফারাহদীবা চৌধুরী, বিশ্ব নারী সম্মেলন ও বাংলাদেশের নারী, আলমাসুদ হাসানুজ্জামান সম্পাঃ বাংলাদেশে নারী বর্তমান অবস্থানও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, ২০০২ম ইউপিএল পৃঃ ২৬১-২৬২

[১২১] শাহিন রহমান, *জেন্ডার প্রসঙ্গ, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট*,১৯৯৮, *পৃ.১৫*

[১২২] মালেকা বেগম,"নারীর সমঅধিকারেরপ্রশ্নে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ", *নারী ঃ রাষ্ট্র, উন্নয়ন ও মতাদর্শ*, মেঘনাতহ ঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম, সম্পাদিত, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা,১৯৯০, পৃ-১০০

[১২৩] শাহিন রহমান, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

প্রদর্শিত বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে নারীর স্বার্থে নতুন নতুন আইন তৈরির তৎপরতা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। দীর্ঘ তিন শতকের উপলব্ধিকে সামনে রেখে, জাতিসংঘের নানাবিধ পদক্ষেপের পরেও ফললাভের কেন্দ্রে আশানুরূপ সাফল্য লাভে ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে নারীবর্ষ ঘোষণার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিল জাতিসংঘ।[১২৪]

৩.ঞ. গুরুত্বপূর্ন আর্ন্তজাতিক সম্মেলন ঃ

এছাড়াও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বেশ কয়েকটি আর্ন্তজাতিক সম্মেলন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যা নিম্নে আলোচিত হলোঃ-

৩.ঞ.১.মেক্সিকো সম্মেলন (১৯৭৫)[১২৫]ঃ

মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে 'সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি'- এই শ্লোগান ঘোষিত হয়। এই সম্মেলনে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা' (The World Plan Action) গৃহীত হয়। মেক্সিকো ঘোষণার প্রারম্ভে স্বীকার করা হয় যে, বিশ্বব্যাপী নারীরা নির্যাতিত। এটি নির্যাতনকে অসমতা এবং অনুন্নয়নের সমস্যার সাথে সর্ম্পকিত করে এবং নারীদেরকে যে কোনো ধরণের সহিংসতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানায়।

মেক্সিকো সম্মেলনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যার প্রধান কয়েকটি হলোঃ

ক. আন্তর্জাতিক নারী বর্ষের (১৯৭৫) উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা (World Plan of Action) অনুমোদন করা।

খ. ১৯৭৬-৮৫ সময়কে জাতিসংঘের নারী দশক ঘোষণা করা।

গ. নারী দশকের জন্য সেবামূলক তহবিল প্রতিষ্ঠা করা।

ঘ. নারীবিষয়ক বিভিন্ন ইস্যু আলোচনা ও গবেষণা করার জন্য একটি বিশেষ সংস্থা গঠন করা-যার নাম দেয়া হয় United Nations International Research and Training Institute for the Advancement Women (INSTRAW).

–মেক্সিকো সম্মেলনটি নারীর রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও সার্বিক ক্ষমতায়ন উপর সারা বিশ্বে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

---

[১২৪] মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ-১০৬১-১০২

[১২৫] Jahanara Huq et.al, *Beijing process and followup.Bangladesh perspective,W'omeen for women,1997,p-14-16*

Dhaka University Institutional Repository

৩.ঞ.২. *নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ* [১২৬]

১৯৭৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি সব ধরণের বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক সনদ বা CEDAW (সিডও) । বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপ, নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশন এবং সাধারণ পরিষদের মধ্যে পাঁচ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা ও পর্যালোচনার সফল, পরিণতি ছিল এই সনদ। সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক, নাগরিক ইত্যাদি সকল বিষয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সেই সাথে জাতীয় পর্যায়ে আইন প্রণয়ন করে বৈষম্যমূলক আচরণ অবসানের জন্য সনদে আহবান জানানো হয়েছে। এছাড়া কনভেনশনে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমতা স্থাপন দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য এবং প্রচলিত যেসব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারা বৈষম্যকে স্থায়ী করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, সেগুলো পরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে এই সুপারিশমালায় রয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নারীর সমান অধিকার, শিক্ষায় সমান সুবিধা ও পাঠক্রমে অনুসরণে সমান সুযোগ, নিয়োগ ও বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতা এবং বিবাহ ও মাতৃত্বের ক্ষেত্রে চাকুরির নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান। সনদে পারিবারিক জীবনে নারীর পাশাপাশি পুরুষের সমান দায়িত্বের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। সিডও সনদে রয়েছে মোট ৩০টি ধারা। ১ থেকে ১৬ ধারা নারী পুরুষের সমতা সংক্রান্ত, ১৭ থেকে ২২ ধারা সিডওর কর্মপন্থা ও দায়িত্ব বিষয়ক, এবং ২৩ থেকে ৩০ ধারা সিডওর প্রশাসন সংক্রান্ত। সনদে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে,

> "নারীর প্রতি বৈষম্য অধিকারের সমতা ও মানব মর্যাদার প্রতি সম্মানের নীতির লংঘন ঘটায়; নিজ দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পুরুষের মত সমান শর্তে নারীর অংশ গ্রহনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; সমাজ ও পরিবারের সমৃদ্ধি বিকাশ ব্যহত করে এবং নিজ দেশ ও মানবতার সেবায় নারীর সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ আরও কঠিন করে তোলে।"

এ সনদের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সকল বৈষম্য দূরীভূত হবার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নব ধাপের সুচনা হয় বলে এ সনদকে অবিহিত করা যায়।

৩.ঞ.৩. *কোপেনহেগেন সম্মেলন (১৯৮০)*[১২৭]

এই সম্মেলনে ১৯৭৫ সালের প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত বিশ্ব কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়। সম্মেলনে নারী দশকের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি শীর্ষক

---

[১২৬] জাতিসংঘ ঃ নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ, ইউনিসেফ,১৯৭৯

[১২৭] Jahanara Huqe et.al, Beijing process and followup, Bangladesh prespective, Women for Women, 1997, P-14-16

Dhaka University Institutional Repository

কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। কোপেনহেগেন সম্মেলনের উপবিষয় (Sub-theme) ছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থান।

কোপেনহেগেন সম্মেলনের মূল প্রস্তাবসমূহ ছিল নিম্নরূপ।

১) জাতিসংঘের নারী দশকের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

২) পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্পে নারীর স্বার্থ নিশ্চিত করতে হবে।

৩) উন্নয়নে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা জন্য যথার্থ প্রশাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪) নারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য দাতা এবং গ্রহীতা দেশগুলো যেন সর্তক দৃষ্টি রাখে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৫) জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে অর্থ সাহায্য বৃদ্ধি এবং অন্যান্য ইনপুট দিয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে সমতা আনতে হবে।

৬) তথ্য, শিক্ষা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় উপায় যোগানোর মাধ্যমে পারিবারিক আয়তন নির্ধারণ করার অধিকার দিতে হবে।

৭) নারীদের বিরুদ্ধে সব ধরণের বৈষম্য দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৩.ঞ. ৪. নাইরোবি সম্মেলন (১৯৮৫)[১২৮]

জাতিসংঘ নারীদশকের (১৯৭৬-৮৫) শেষ প্রান্তে তৃতীয় নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নাইরোবীতে। এর উদ্দেশ্য ছিল নারী দশকের বিষয়বস্তু 'সমতা, উন্নয়ন এবং শান্তি' কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা পর্যালোচনা এং মূল্যায়ন করা। এই সম্মেলন ২০০০ সাল নাগাদ নারী উন্নয়নের জন্য নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশলসমূহ (The Nairobi forward-looking strategies for the advancement of women) গৃহীত হয়। এতে লিঙ্গীয় সমতা, নারীর ক্ষমতা, মজুরিযুক্ত কাজের অগ্রগতি, নারীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা, উন্নত শিক্ষার সুযোগ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয়।

উক্ত ঘোষণার বিভিন্ন অংশ হিসেবে রয়েছে, যেমনঃ নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশলের পটভূমির; সমতা; উন্নয়ন ও শান্তি; বিশেষ বিবেচ্য বিষয় এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগীতা । বিশেষ বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে ১৪টি অবহেলিত গ্রুপ চিহ্নিত করা হয়েছিল যেমন, (১) খরায় আক্রান্ত নারী, (২) শহরের দরিদ্র নারী,

[১২৮] *The Nairobi Forward looking strategeis for the Advancement of Women, UN-1985*

Dhaka University Institutional Repository

(৩) বৃদ্ধ নারী, (৪) যুবতী নারী, (৫) অপমানিত (Abused) নারী, (৬) দুঃস্থ নারী, (৭) পাচার এবং অনিচ্ছাকৃত পতিতাবৃত্তির শিকার নারী, (৮) জীবিকা অর্জনের সনাতন উপায় থেকে বঞ্চিত নারী, (৯) পরিবারের একক উপার্জনশীল নারী, (১০) শারীরিক এবং মানসিকভাবে অক্ষম নারীর, (১১) বিনা বিচারে আটক নারী, (১২) শরণার্থী এবং স্থানচ্যুত নারী ও শিশু, (১৩) অভিবাসী নারী, (১৪) সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী নারী।

নারীর অগ্রগতির পথে বাধাসমূহ দূর করার সুস্পষ্ট পদক্ষেপের কথা নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশলে বর্ণিত আছে যার সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছিল ১৯৮৬-২০০০ সাল পর্যন্ত। এই দলিলটি তৈরি করা হয়েছে সমতা নীতির ভিত্তিতে যা সমর্থিত হয়েছে জাতিসংঘ সনদ, সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা, মানবাধিকার বিষয়ক অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিল এবং নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদে।

৩.এ.৫ *নারী এবং পরিবেশের উপর জাতিসংঘ সম্মেলন ঃ রিওডিজেনেরো (১৯৯২)*[১২৯]

এ সম্মেলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হচ্ছে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি । তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে জনসংখ্যার অর্ধেক নারী এবং তারা হচ্ছে সবচাইতে দরিদ্র। সুতরাং ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত পরিবেশ বিপর্যয়ের সময় তারাই সবচাইতে দুর্ভোগের শিকার হন। এই কারণেই নারীর জীবন খাদ্য, জ্বালানী, পানি, আশ্রয়সহ প্রাকৃতিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। তারা শুধু ভোক্তা হিসাবেই প্রকৃতির সাথে জড়িত নন, পরিবেশগত সম্পদের উৎপাদক এবং ব্যবস্থাপক হিসাবেও সম্পর্কিত। সুতরাং উন্নয়ন, পরিবেশ রক্ষা অথবা যে কোন বিষয়ের জন্য কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন, পরিবেশ এবং নারী বিষয়টি পারস্পরিক সম্পর্কিত। এ সম্মেলনে রাষ্ট্রসমূহের পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশলসমূহ বাস্তবায়ন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছিল।

400907

৩.এ.৬. *জাকার্তা ঘোষণা (১৯৯৪) এবং কর্মপরিকল্পনা* [১৩০]

১৯৯৪ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় এশীয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় নারী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল নারীর অগ্রগতির জন্য নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশলসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে কি না তা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা এবং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রস্তুতি নেয়া।

---

[১২৯] ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ-২৩
[১৩০] ঐ.পৃ-৩৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

এই সম্মেলনের মাধ্যমে নারীর অগ্রগতির উপর বিশ্বব্যাপী এং আঞ্চলিক পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা গেছে ১৯৮৫ সাল থেকে নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশল গৃহীত হবার পর অনেক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যা নারীর উপর নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয় প্রভাব ফেলেছে। এই সম্মেলনে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এই কর্ম-পরিকল্পনা ১৪টি বিশেষ বিবেচ্য বিষয়কে চিহ্নিত করে যেমন; নারীর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে সুযোগ এবং অংশ গ্রহণে নারীর অসমতা, পরিবেশ এবং জাতীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকা এবং গুরুত্বের স্বীকৃতির অভাব, ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগের অভাব, নারীর মানবিক অধিকার খর্ব, স্বাস্থ্য সেবায় সুযোগের অভাব এবং অসমতা, গণমাধ্যমে নারীর নেতিবাচক চিত্র, নারীর অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদ্ধতির অভাব, শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর ভূমিকার স্বীকৃতির অভাব ইত্যাদি।

৩.ঞ.৭. *আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলন (ICPD) ১৯৯৪*[১৩১]

১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত হয় জনসংখ্যা এবং উন্নয়নের তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন। কায়রো সম্মেলনের উদ্দেশ্যে ছিল পৃথিবীর দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে স্থিতিশীল রাখা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা । কারণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ ও অপুষ্টির জন্য দায়ী। সম্মেলনের রিপোর্ট ব্যাখ্যা করে যে পরিবারের আয়তন সীমাবদ্ধ রাখতে নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নারীরা সবসময় কমসংখ্যক শিশু চায়, কারণ তারাই এতে সরাসরি ভুক্তভোগী। সম্মেলনে সবাই একমত হন যে, সবচাইতে প্রয়োজন হচ্ছে দায়িত্বশীল যৌন আচরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ঠিক রাখা এবং গর্ভধারণ, অনিরাপদ গর্ভপাত এবং যৌনবাহিত রোগ থেকে কম বয়সীদের রক্ষা করা।

তবে যৌনতা এবং প্রজনন, স্বাস্থ্য বিষয়, বয়োঃসন্ধিকালে যৌন শিক্ষা ও সেবা এবং গর্ভপাত সম্মেলনের সবচাইতে বিতর্কিত বিষয় ছিল। বেশ কিছু মুসলিম দেশ ও ক্যাথলিক পন্থীগণ সম্মেলনের খসড়া কর্মপরিকল্পনার কিছু সুপারিশের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। জাতিসংঘ এবং ধর্মীয় গ্রুপের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল গর্ভপাতের অধিকার নিয়ে। অবশেষে কিছু আপত্তি সত্ত্বেও সম্মেলনে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনায় নারীদেরকে কেন্দ্রীয় অবস্থানে রাখা হয়।

---

[১৩১] ঐ, পৃ-৩৮-৪০

Dhaka University Institutional Repository

৩.এ.৮ সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন (১৯৯৫)[১৩২]

সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশ্ব শীষ সম্মেলন ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ১১৭টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন এবং এর উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্র্য দূরীকরণ, পুর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্য অর্জন এবং নিরাপদ ও যর্থাথ সমাজ নির্মাণ। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতিশ্রুতির মাঝে অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল নারী পুরুষের মধ্যে সমতা আনয়ন। এই সম্মেলনেও একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল।

৩.এ.৯ বেইজিং সম্মেলন (১৯৯৫)[১৩৩]

নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তজার্তিক সম্মেলন হচ্ছে বেইজিং সম্মেলন।

১৯৯৫ সালে জাতিসংঘের আয়োজনে সর্ববৃহৎ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ১৮৯টি দেশ অংশগ্রহণ করে। বিশ্বব্যাপী নারী উন্নয়নের সামগ্রিক রূপরেখা হিসেবে একটি কর্ম-পরিকল্পনা (Platform for action) গৃহীত হয়। এই কর্ম-পরিকল্পনা নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, নাইরোবী কর্ম-কৌশল, জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং সাধারণ পরিষদের প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তগুলোকে সমর্থন করে। বিগত বছরগুলোতে জাতিসংঘ আয়োজিত শিশু, পরিবেশ, মানবাধিকার ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে বিশ্ব সম্মেলন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অর্জনের উপর গুরুত্ব দিয়েছে বেইজিং কর্ম-পরিকল্পনা। আরো গুরুত্ব দিয়েছে বিশ্ব আদিবাসী আন্তর্জাতিক বর্ষ, আর্ন্তজাতিক পরিবার বর্ষ, সহনশীলতার জন্য জাতিসংঘ বর্ষ, গ্রামীণ নারীর জন্য জেনেভা ঘোষণা এবং নারী নির্যাতন বন্ধ সংক্রান্ত ঘোষণার প্রতি। বেইজিং ঘোষণার বলা হয়েছে, ২০০০ সালের মধ্যে নাইরোবী অগ্রমুখী কর্ম-কৌশলের লক্ষ্য সমূহ অর্জনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়টি। বেইজিং কর্ম-পরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়ন এক অন্যতম এজেন্ডা। নারী অগ্রগতির লক্ষ্যে নাইরোবী অগ্রমুখী কর্মকৌশল দ্রুত বাস্তবায়িত করাই এর লক্ষ্য। বেইজিং কর্ম-পরিকল্পনা স্পষ্ট করে দেখিয়েছে যে নারীর অধিকার, সমতা ও উন্নয়নে বাধা আছে বহু রকমের । ৩৬২ প্যারাগ্রাফসমৃদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা বা 'প্লাটফরম ফর এ্যাকশন' ১২টি বিষয়কে নারী প্রগতি ও উন্নয়ন সমতার বাধা হিসেবে বিবেচনা করে তা থেকে উত্তরণের কৌশল ও সরকারি-বেসরকারী স্তরে সংশ্লিষ্ট সকলের করণীয় নির্দিষ্ট করেছে। বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে: (১) নারী ও দারিদ্র্য, (২) নারীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, (৩) নারী ও স্বাস্থ্য, (৪) নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, (৫) নারী ও সশস্ত্র সংঘাত, (৬) নারী ও অর্থনীতি, (৭) ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী, (৮)

---

[১৩২] ঐ, পৃ. ৪২-৪৩

[১৩৩] জাতিসংঘে চতুর্থ নারী সম্মেলন, ঘোষনা ও কর্মপরিকল্পনা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

নারীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, (৯) নারীর মানবাধিকার, (১০) নারী ও তথ্যমাধ্যম, (১১) নারী ও পরিবেশ, এবং (১২) মেয়ে শিশু।

৩.ট. *বৈশ্বিক পর্যায়ে নারী উন্নয়ন তথা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উন্নয়নের ক্রমবিকাশ ও উদ্যোগসমূহঃ*

নিম্নে বৈশ্বিক পর্যায়ে নারী উন্নয়ন তথা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উন্নয়নের ক্রমবিকাশ ও উদ্যোগসমূহ উল্লেখ করা হলোঃ

বিশ্বজুড়ে নারী উন্নয়নের ধারণাটির উপলব্ধি, তাৎপর্য এবং বিস্তৃতি একদিনের কোন একটি ঘটনা নয়। বরং বৈষম্য ও বঞ্চনার সম্মিলিত উপলব্ধির মাধ্যমে এই দেশকে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বধারায় নিরিখে নারী অধঃস্তনতার সার্বিক কারণগুলো একাধিক ঘটনার মাধ্যমে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান নানা ধরনের নারী আন্দোলনের প্রভাবে নারীর সামগ্রিক পশ্চাৎপদতার মূল উৎস খুঁজে বের করার প্রয়াস তাই শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় '৯০-এর দশকে এবং একবিংশ শতাব্দীতে অতীতে নারী উন্নয়নের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি নয়া নারী উন্নয়নের পথ উন্মোচনের সন্ধান দেয়। যার অন্যতম লক্ষ্য নিছক নারী উন্নয়ন নয়-নারী ও পুরুষের অসম সম্পর্ক উন্নয়ন ও সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নারীকে আর সমস্যা হিসেবে নয় বরং সমস্যা সমাধানের কারক রূপে চিহ্নিত করে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় সম অংশগ্রহণ সর্বোপরি বৈষম্যমূলক সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নিয়ামকসমূহ দূরীকরণপূর্বক পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন যেখানে নারী ও পুরুষ সমাজে উভয়ই সমভাবে অধিষ্ঠিত হবে এমন একটি অবস্থান্তর।

নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির পিছনে যেসব ঘটনাবলী সহায়তা করেছে তা সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে উল্লেখ করা হলো[১০৪]-

- ১৮৪৮ সালের ১৯শে জুলাই নারীবাদীদের উদ্যোগে নিউইয়র্কের সেনেকা ফলস ও বিশ্বের প্রথম নারী অধিকার সম্মেলন।
- ১৮৫৭ সালের ৮ই মার্চ আমেরিকার নিউইর্য়ক শহরে একটি সূচ কারখানায় মহিলা শ্রমিকগণ মানবেতর পরিবেশ, অসম মজুরী, কর্মঘন্টা ইত্যাদির বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদন এবং প্রতিবাদের উপর পুলিশী নির্যাতন।

[১০৪] তাহমিনা আক্তার, উন্নয়নে নারী, ঢাকা, পৃ২৯-৩০

Dhaka University Institutional Repository

- ১৮৬০ সালের ৮ই মার্চ পুলিশী নির্যাতনকে স্মরণ রেখে মহিলারা একত্রিত হয়ে মহিলা শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করে।
- ১৯০৫-১৯০৭ সাল পর্যন্ত মহিলা শ্রমিকগণ রাশিয়ার জার স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।
- ১৯০৮ সালের ৮ই মার্চ পোষাক ও বস্ত্র শিল্পের মহিলা শ্রমিকগণ পরিবেশ উন্নতকরণ শিশুশ্রম বন্ধ, কাজের সময় হ্রাস, ভোট প্রদানের অধিকারের দাবীতে প্রতিবাদ মিছিল করে।
- ১৯১০ সালের ৮ই মার্চ ডেনমার্কের রাজধানী কোপেন হেগেনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে জার্মানীর মহিলা নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দেন। বস্তুতঃ দেখা যায় যে বিশ্বজুড়ে উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত নারীবাদী আন্দোলন ও শ্রমজীবী নারী আন্দোলন হাত ধরাধরি করে চলেছে।
- ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৬ সালে Commission of the status of women (C.S.W) প্রতিষ্ঠিত হয়। যা নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।
- ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে নারীর অধিকারকে মানবাধিকার বলে ঘোষণা করে। এ ঘোষণায় বলা হয়েছে সকল মানুষ সমভাবে জন্মগ্রহণ করে এবং জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের উল্লেখিত অধিকারসমূহ ভোগ করার অধিকার আছে।
- ১৯৫২ সালে সি.এস.ডব্লিউ মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকার, ভোট প্রদানের অধিকার, দাপ্তরিক কাজ করার অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন আহবান করে।
- ১৯৫৭-১৯৬২ সালের কনভেনশনে নারীর বিয়ে ও বিয়ে বাতিলের ব্যাপারে সমান অধিকার।
- ১৯৭২ সালে সাধারণ পরিষদে ১৯৭৫ সালকে বিশ্ব নারীবর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে। বিশ্ব নারী বর্ষের উদ্দেশ্য ছিল নারী পুরুষের সমতা উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীদের সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত করা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর অবদান বৃদ্ধি করা।
- ১৯৭৫ সালের ১৫ই জুন হতে ২রা জুলাই মেক্সিকো শহরে জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৬-৮৫ সালকে নারী দশক ঘোষণা করা হয়। নারী দশকের লক্ষ্য ছিল সমতা উন্নয়ন ও শান্তি।

Dhaka University Institutional Repository

- ১৯৮০ সালের ২৪-২৯ জুলাই জেনমার্কের রাজধানী কোপেন হেগেনে দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে নারী দশকের ৫ বছরের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও প্রধান লক্ষ্যের সাথে কর্মসংস্থান স্বাস্থ্য ও শিক্ষা অন্তভুর্ক্ত করা হয়।
- ১৯৮৫ সালের ১৫-২৬ জুলাই কেনিয়ার রাজধানীতে তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম নারী দশকে অর্জিত লক্ষ্য মূল্যায়ন করে তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনে নাইরোবী ফরওয়ার্ড লুকিং ষ্ট্রাটেজিস ফর এডভ্যান্সমেন্ট অফ ওম্যান গৃহীত হয়।
- ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যের অবসানকল্পে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে Convention of the Elimination all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) সনদ প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হয়।
- ১৯৯৩ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলনে নারী ও মেয়েদের অধিকারকে মানবাধিকারের অবিভাজ্য অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
- ১৯৯৪ সালে জাকার্তায় জার্কাতা ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনকে সামনে রেখে ক্ষমতাবন্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী অসমতা দূরীকরণের ব্যবস্থাকরণ।
- ১৯৯৫ সালে কমনওয়েলথ জেন্ডার ও উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।
- ১৯৯৫ সালে ৪-১৯ সেপ্টেম্বর বেইজিং এ ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনা (Beijing Platform for Action or PFA) গৃহীত হয়। মোট ১২টি বিষয়কে নারী প্রগতি ও উন্নয়ন সমতার বাধা হিসেবে বিবেচনা করে তা থেকে উত্তোরণের কৌশল ও সরকারী ও বেসরকারী স্তরের সকলের করণীয় দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা হয়।
- ২০০০ সালের ৫ জুনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ২৩তম সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন বেইজিং মাত্র কয়েকদিন আগেই শেষ হয়েছে। নারী ২০০০ বা বেইজিং পরবর্তী ৫ বছরে নারীর সমতা উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে সর্বসম্মত কর্ম পরিকল্পনা কতটুকু বিভিন্ন দেশে প্রতিপালিত হলো-তার পর্যালোচনাসহ ভবিষ্যতের কর্মসূচী বিষয়ে গ্লোবাল রিপোর্ট গৃহীত হয়েছে।

উপরোক্ত বৈশ্বিক পর্যায়ে নারী উন্নয়নের ক্রম বিকাশের উদ্যোগ সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নারীরা যুগে যুগে উন্নয়নের লক্ষ্যে আনন্দোলন করেছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে তাদের অংশীদারিত্ব । ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর গঠিত

Dhaka University Institutional Repository

CSW নারীর রাজনৈতিক সহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং ৪৮ সালে নারীর অধিকার মানবিক অধিকার রূপে স্বীকৃত হয়। ৫২ সালে CSW মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকার। ভোট প্রদানের অধিকার ও দাপ্তরিক কাজ সংক্রান্ত কনভেনশন আহবান করে, যাতে সকলেই একমত হন যে, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে নারীর উন্নয়ন প্রায় ক্ষমতায়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৩.ঠ. রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের নিম্নহার - বিশ্বব্যাপী প্রবনতাঃ

বৈশ্বিক পর্যায়ে এতসব ঘোষণাপত্র থাকা সত্ত্বেও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও সার্বিক বিবেচনায় এ হার এখনো আদর্শ সীমার অনেক নীচে অবস্থান করেছে।[১৩৫] ১৯৮৮ সনে প্রকাশিত একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বের মোট ১৪৫টি রাষ্ট্রের (যেখানে আইনসভা প্রতিষ্ঠিত বা চালু ছিল) আইন পরিষদের (এক কক্ষ বিশিষ্ট এবং নিম্ন কক্ষের) মোট ৩১,১৫৪ আসনের মধ্যে মাত্র শতকরা ১৫টি আসন নারী অধিকার করেছিলেন বলে প্রাককলন করা হয়। যদিও বিগত দশকে নারীর উপস্থিতির হার বৃদ্ধির সামান্য প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, সর্বক্ষেত্রে এই হারের গতি একরকম নয়। আবার কোথাও সাময়িক বিপরীতমুখী প্রবনতাও লক্ষ্য করা গেছে। ৭৩টি দেশের প্রাপ্ত বিস্তারিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে বলা যায় সংসদে (এক কক্ষ বিশিষ্ট এবং নিম্নকক্ষ) নারীর প্রতিনিধিত্ব ১৯৭৫ সনে শতকরা ১২.৫ থেকে ১৯৮৮ সনে শতকরা ১৪.৫ এ উন্নীত হয়েছে। ১৯৮৭ সনে প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এশীয় ও প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের ২৭টি দেশের আইনসভায় (এক কক্ষ বিশিষ্ট এবং নিম্নকক্ষ) নারীর উপস্থিতির হার শতকরা ৭.০।[১৩৬] ১৯৮৭ সনে ইন্টার-পার্লামেন্টারী ইউনিয়ন প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে সার্কভুক্ত রাষ্ট্রে নারীর পার্লামেন্ট বা আইন পরিষদ উপস্থিতি সম্বন্ধে বলা যায়, ভূটানের জাতীয় পরিষদে (১৯৭৫) শতকরা ১.৩ জন মহিলা; ভারতীয় লোকসভায় (১৯৮৪) শতকরা ৭.৯; শ্রীলংকার আইনসভায় (১৯৭৭ সনে নির্বাচিত, ১৯৮২ সনে ১৯৮৩ থেকে ৬ বৎসরের জন্য মেয়াদ বর্ধিত) শতকরা ৪.৭; মালদ্বীপে পিপলস কাউন্সিলে (১৯৭৯) শতকরা ৪.০; নেপালে জাতীয় পঞ্চায়েতে (১৯৮৬) শতকরা ৫.৭ এবং পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদে (১৯৮৫) শতকরা ৮.৮। উল্লেখ্য, পাকিস্তানে ২০টি আসনই (মোট ২৩৭) মহিলাদের জন্য

---

[১৩৫] নাজমা চৌধুরী, "*রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ঃ প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা*", নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, নারী ও রাজনীতি, ঢাকা,উইমেন ফর উইমেন,১৯৯৪ পৃ২২

[১৩৬] প্রাগুক্ত পৃ২২

Dhaka University Institutional Repository

সংরক্ষিত; উল্লেখিত অন্যান্য রাষ্ট্রে কোথাও সংরক্ষণ অথবা মনোনয়ন প্রথার মাধ্যমে নারী সংসদে অন্তর্ভূক্তি পেয়েছেন কি না, উল্লেখ নেই।

নারী কি সংসদীয় রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশের জন্য রাজনৈতিক দলগুলি দ্বারা মনোনীত হন? তারা কি নির্বাচনে প্রার্থী হবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহী? পূণাঙ্গ তথ্যের অভাবে কেবল ভারতীয় অভিজ্ঞতা এখানে তুলে ধরা হলো। ১৯৮৪ সনে ভারতে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে শতকরা ৩.০৩ জন ছিলেন মহিলা; ১৯৮৯ এর নির্বাচনে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৩.০৮-এ। এছাড়া, বিভিন্ন রাষ্ট্রে নারীর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণে দেখা যায়, রাজনৈতিক দলের কাঠামোগত চরিত্র, কার্যপদ্ধতি, মনোনয়ন পদ্ধতি ও এলিট রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়া সংসদীয় রাজনীতিতে নারীর আগমনকে নিরুৎসাহিত ও বাধাগ্রস্ত করে।

জাতিসংঘের ইকোনমিক ও সোশ্যাল কমিশন ১৯৯৫ সন নাগাদ পার্লামেন্ট, রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, স্বার্থগোষ্ঠী ইত্যাদিতে নারীর অংশগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৩০-এ স্থাপন করেছে।১০ বর্তমান পর্যালোচনার আলোকে বলা যায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষ সমতার পথে এই মাইল ফলকে পৌঁছতে বহু দেশের জন্যই আরো দীর্ঘমেয়াদী সময় লাগবে এবং ২০০০ সনকে চিহ্নিত করা হলেও বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর আরো অনেক রাষ্ট্রের জন্যই প্রয়োজন হবে উপযোগী কলা-কৌশল উদ্ভাবনের । বর্তমানে পৃথিবীর মাত্র কয়েকটি দেশে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত বা উত্তীর্ণ হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে নর্ডিক রাষ্ট্রসমূহ। নারী ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যে দুরত্ব বিশ্বব্যাপী পরিলক্ষিত হয়, তা আরো চূড়ান্তভাবে উপলব্ধি করা যায় রাষ্ট্রের একজিকিউটিভ ক্ষমতার ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে। বিশ্বের ইতিহাসে (মে ১৯৯১ পর্যন্ত) মাত্র ১৮ জন নারী রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন বা আছেন। এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অধিকাংশই উন্নয়নশীল রাষ্ট্র এবং ৪টি রাষ্ট্রই দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত। একটি সাধারণ প্রবণতা বা বৈশিষ্ট্র হিসেবে লক্ষ্য করা যায় যে এসব অনেক ক্ষেত্রে পরিবার ও পুরুষ-ভিত্তিক রাজনৈতিক সূচনা ও উত্থান, রাজনৈতিক সংকট ও ভায়োলেন্স পটভূমিগত বা সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। ১৯৯০ সনে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মন্ত্রী পরিষদসমূহের মধ্যে মাত্র শতকরা ৩.৫ জন ছিলেন মহিলা মন্ত্রী। ৯৩টি দেশে কোন মহিলা মন্ত্রী ছিলেন না।[১০৭] অধিকাংশ মহিলা মন্ত্রীই 'সফট' বা নরম অর্থাৎ তুলনামূলক ভাবে গুরুত্বহীন বিষয় হিসেবে বিবেচিত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত হয়ে থাকেন।

---

[১০৭] প্রাগুক্ত পৃ২৩

Dhaka University Institutional Repository

তারপরে ও মধ্যযুগীয় ব্যবস্থায় যেখানে নারীর অংশগ্রহন ছিলনা বললেই চলে, সে অবস্থা হতে ধীরে ধীরে ধনাত্মক উত্তরনের দিকে যাচ্ছে।এর জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত সময়। ধীরে ধীরে একদিন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে বলে আধুনিক সমাজতন্ত্র বিশারদরা বিশ্বাস করেন।

৩.ড. *নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিভিন্ন ঘোষণাপত্রের প্রভাবঃ-*

উপরোক্ত বিভিন্ন ঘোষণাপত্রে অনেকাংশই বাংলাদেশ সরকার অনুমোদন করেছে। এর সুদুর প্রসারী প্রভাব পড়েছে এদেশের নারী উন্নয়ন ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপর। যা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১) পূর্বের সীমিত গন্ডি অতিক্রম করে নারী আন্দোলন বর্তমানে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হচ্ছে এবং সংহত রূপ লাভ করছে।

২) নারী আন্দোলনে জেন্ডার ইস্যুকে সংকীর্ণ দৃষ্টিতে আবদ্ধ না রেখে একটি সার্বিক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করছে। নারীর মৌলিক মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং সার্বিক সমাজ পরিবর্তনের দাবী এখন নারী আন্দোলনের মূল দাবীতে পরিণত হয়েছে।

৩) বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ এবং কর্মকান্ডের পরিধি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সমমনা সংগঠনের সঙ্গে গড়ে উঠেছে কার্যকরী সম্পর্ক।

৪) নারী আন্দোলনের কর্মীবৃন্দের (সংগঠক, গবেষক, মাঠকর্মী) চিন্তাচেতনা, ধ্যানধারণা, নানাদিকে সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং নানারূপে প্রকাশিত হচ্ছে।

৫) প্রশাসনে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং বিচার ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি। একবিংশ শতাব্দীতে অর্থাৎ ২০০০ সালের জুন মাসে বাংলাদেশে প্রথম একজন মহিলা বিচারক পদে নিয়োগ পেলেন।

৬) নারী ও পুরুষের সামাজিক অসম অসহায় ও মর্যাদা সম্পর্ক সচেতনতা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭) বিগত দশকে নারীর প্রতি বিরাজমান বৈষম্য ও নির্যাতন অবসানের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি আইনগত পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। নারী নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ, পাচার, দেহব্যবসা ইত্যাদি প্রতিরোধ আন্দোলন ক্রমশই শক্তিশালী হচ্ছে।

৮) রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

৯) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩.ঢ. *বিভিন্ন ঘোষণা পত্রের আলোকে বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ও অগ্রগতি ঃ*

নারীর অগ্রগতি এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা অর্জনে সরকারের অগ্রণী ভূমিকা মূলত কয়েকটি কারণে অনস্বীকার্য[১৩৮]।

ক. সরকার হচ্ছে দেশের মূল পরিকল্পনাকারী ও সম্পদ বন্টনকারী।

খ. বেসরকারী ও ব্যক্তি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান/সংস্থা যাতে নারী উন্নয়নে কাজ করতে পারে সে বিষয়ে সরকারের অনুকূল পরিবেশ গঠনে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

গ. নারী উন্নয়নের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ পালনে সরকার দায়বদ্ধ এবং এ ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা প্রধান।

ঘ. নারীর মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সরকারী ভূমিকাই মুখ্য।

৩.ণ. *এক নজরে বাংলাদেশে নারী উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ ঃ*

১৯২৯ : বাংলায় নারীরা ভোটাধিকার অর্জন করে।

১৯২৯ : সারদা অ্যাক্ট পাস করা হয় বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য। ছেলেদের বিয়ের বয়স ১৮ বছর ও মেয়েদের ১৪ বছর নির্ধারণ করা হয়।

১৯৩৫ : ভারতবর্ষে নারী সমাজের ভোটাধিকার আইন পাস হয়।

১৯৩৯ : মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনে বিবাহিতা মহিলাকে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দেয়।

১৯৪৪: Immoral Trafic Bill সংশোধিত হয় ।

১৯৫৬: হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইন পাস হয়।

১৯৬১: মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ জারি ও পরে সংশোধিত আইন হয়।

১৯৭২: বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর সমান অধিকারের দ্বারা মৌলিক অধিকার অর্জিত হয়।

১৯৭২: বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন।

১৯৭৩: জাতীয় সংসদে সদস্য পদে মহিলাদের জন্য কোটা ব্যবস্থা প্রবর্তন।

১৯৭৪: বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ডকে 'নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন'-এ রূপান্তর।

---

[১৩৮] ফারজানা নাইম, জেন্ডার নীতি প্রাতিষ্ঠানিক করন সরকারের ভূমিকা জেন্ডার এবং উন্নয়ন নীতিমালা, কৌশল এবং অভিজাত্য বিষয়ক বিশেষ সংকলন, জেন্ডার ট্রেইনার্স কোর গ্রুপ, ১৯৯৮, পৃ-৩২

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৪: মুসলিম বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ রেজিষ্ট্রিকরণ আইন প্রণীত হয়।

১৯৭৫: প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহন এবং বর্ষ ধারার পক্ষে ভোট দান।

১৯৭৬: পুলিশ ও অনসার বাহিনীতে নারীদের নিয়োগ করার অধ্যাদেশ জারি হয়।

১৯৭৬: ক. বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থা গঠন, খ. মহিলা সেল গঠন, গ. মহিলা বিষয়ক বিভাগ গঠন ঘ. সরকারি খাতের সাংগঠনিক কাঠামোতে কোটাভিত্তিক মহিলাদের পদ সৃষ্টি।

১৯৭৮: মহিলা মন্ত্রণালয় ও মহিলা মন্ত্রী নিয়োগ হয়।

১৯৭৮: মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন।

১৯৮০: দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ এবং সম্মেলনে সিদ্ধান্তপত্রে স্বাক্ষর।

: যৌতুক নিরোধ আইন পাস।

১৯৮৩ ও ১৯৯৫: নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধের আইন হয়।

১৯৮৪: মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর গঠন।

১৯৮৪: আন্তর্জাতিক নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সনদে (সিডও) সংরক্ষিত ধারাসহ সরকারের স্বীকৃতিদান।

১৯৮৫ : পরিবারিক আদালত অধ্যাদেশ জারি হয়।

১৯৮৫: দশক সমাপনী সম্মেলনে অংশগ্রহণ এবং সম্মেলনে Nairobi Forward Locking Strategy অবদান ।

১৯৮৫-৯০: নারী ও পুরুষের উন্নয়নে অসাম্য দূর করতে লক্ষ্য নির্ধারণ এবং বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ।

১৯৮৯: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে মহিলা মন্ত্রণালয় পৃথক।

১৯৯০: মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর গঠন।

১৯৯১: জাতীয় মহিলা সংস্থাকে বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত।

১৯৯১: WID Focal Point তৈরী ।

১৯৯৪: শিশু বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

১৯৯৫: ক. NCWD {National Council For Womens Developmen}

খ. চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ এবং সুপারিশ।

১৯৯৬: নারী উন্নয়ন পরিষদ দেশের সর্বোচ্চ নারী উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষিত হয়। নারী উন্নয়নে সরকারকে সহযোগিতার জন্য মহিলা বিষয়ক মন্তণালয়ের অধীনে একটি ইউনিট

Dhaka University Institutional Repository

'PLAGE' নামে গঠিত হয়েছে। শিশু অধিকার ও নারী অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক প্রায় সব সনদে সরকার স্বীকৃতি দেয়। নারী অধিকার আন্দোলনের প্রতি সম্মান জানিয়ে দেশের নারী সমাজের অগ্রগতিতে যে নারী নেত্রীবৃন্দ অবদান রাখছেন তাঁদেরকে রোকেয়া পদক দেয়ার আইন প্রবর্তিত হয়।

১৯৯৬: ক. PFA বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্স গঠন।

খ. PFA বাস্তবায়নে Core Group গঠন।

১৯৯৭: মার্চ নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষিত হয়।

১৯৯৭: সিডও সনদের ১৩(এ) এবং ১৬.১ (এফ) ধারা প্রত্যাহার করা হয়।

১৯৯৭: ক. নারী উন্নয়নে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন।

খ. স্থানীয় সরকারসমূহে নির্বাচনে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোট গ্রহণ।

১৯৯৯: পৌরসভার নির্বাচনে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন বরাদ্দ।

২০০১: ক. ইউনিয়ন পরিষদে ১৩টি স্থায়ী কমিটির মধ্যে সমাজ উন্নয়নে কমিটির সভাপতি মহিলা সদস্য থেকে নিযুক্ত হবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

খ. সরকারি চাকুরিজীবী মহিলাদের প্রসূতিকালীন (মাতৃকালীন) ছুটির মেয়াদ তিনমাসের স্থলে চারমাস নির্ধারণ।

২০০২: সিটি কর্পোরেশন সমূহের নির্বাচনে প্রথমবারের মতো প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং এক-তৃতীয়াংশ কমিশনার আসন নারীদের জন্যে সংরক্ষণ।

৩ .ড. *নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিভিন্ন স্তরে আসন সংরক্ষণ ও বাস্তবতা :*

৩.ড.১ *নারীদের জন্য সরকারী ব্যবস্থায় কোটা পদ্ধতি নারীর অবস্থান ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নঃ*

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে সরকারী আধা সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত এবং আইন স্থানীয় শাসন নীতি ও সংস্থা সমূহে নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহণের লক্ষ্যে কোটা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়[১৩৯]। এমনকি রাজনীতি তথা আইন প্রনয়ণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য আসন সংরক্ষণ তথা সংসদেও কোটা রাখা হয়। কোটা পদ্ধতি বলতে বুঝায় যে কোন ক্ষেত্রে কিছু পদ সুনির্দিষ্টভাবে নির্দিষ্ট কোন এলাকা বা জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষণ রাখা। ১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের নারী সদস্যদের জন্য সরকারী চাকুরীতে শতকরা ১০ভাগ পদ কোটা সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রথম বারের মতো বাংলাদেশে নারীদের জন্য

[১৩৯] মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *নারী উন্নয়ন বার্তা*, আগষ্ট ২০০১, পৃ-১

Dhaka University Institutional Repository

কোটা পদ্ধতির প্রচলন হয়।[১৪০] এরপর সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের এক আদেশ বলে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা পূরণের প্রেক্ষিতে ১৯৭৬ সালে নারীদের জন্য মোট পদের শতকরা ১০ ভাগ পদ সংরক্ষিত রাখা হয়। ১৯৮৫ সালে প্রথম বারের মতো গেজেটেড ও ননগেজেটেড পদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে শতকরা ১০ ভাগ ও ১৫ ভাগ কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ মোট গেজেটেড পদের শতকরা ১০ ভাগ পদ নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং ননগেজেটেড পদের ক্ষেত্রে এই হার মোট পদের শতকরা ১৫ ভাগ। ১৯৮৫ সালে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত এক অফিস আদেশ বলে মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের নারীদের জন্য সংরক্ষিত ১০ ভাগ কোটা বাতিল করা হয়। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে চিন্তা করলে দেখা যায় যে সংবিধানের ১৮(৪) ১০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নারীদের জন্য নির্বাচনে আসন সংরক্ষণ করা হয়।

৩.৩.২ *কোটা ব্যবস্থা প্রচলনের যৌক্তিকতাঃ*

- সরকারী চাকুরী ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারী কর্মকর্তার সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত বলে চাকুরী বা নীতি নির্ধারণ ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে কোটার মাধ্যমে নারীকে উৎসাহিত করা হয় যাতে করে নারী পর্যায়ক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হয়।
- রাজনীতি সহ চাকুরী ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূর করার মাধ্যমে নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক কোটা বজায় রাখা প্রয়োজন।
- নির্বাচনে পুরুষের সাথে সরাসরি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করেও নারী প্রার্থীরা কোটা পদ্ধতির কারণে নির্বাচিত পরিষদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পায় এবং নিজেদের অধিকার তুলে ধরতে সক্ষম হয়।
- নারীদের জন্য নির্ধারিত কোটা পূরনের বিষয়ে নারী সংগঠন, নারী আন্দোলনের কর্মী ও রাজনৈতিক দলের বক্তব্য নীতি নির্ধারকদের নিকটে তুলে ধরার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি বজায় থাকায় নারীরা উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহী হয় এবং রাজনীতিতে কোটা পদ্ধতি বজায় থাকায় নারীরা অধিকহারে রাজনীতির প্রতি আগ্রহী হয় এবং নির্বাচনে দাড়াতে উৎসাহ পায়।
- নির্দিষ্ট সংখ্যক কোটা বরাদ্দ থাকার কারণে নারীদের পক্ষে রাজনীতি ও চাকুরীতে আসা সহজ হচ্ছে।
- শিক্ষা ও চাকুরী ক্ষেত্রে তথা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে আনতে কোটা পদ্ধতি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।
- অসম সামাজিক অবস্থার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে সমতা প্রতিষ্ঠাসহ নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

---

[১৪০] প্রাগুক্ত, পৃ-১

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩.৩ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ ঃ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মক্ষেত্রে ও রাজনীতি ও নীতি নির্ধারণী কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য কোটা ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে। দক্ষিন এশিয়ার দেশ সমূহ যেমন ভারত শ্রীলংকা নেপাল ও পাকিস্তান নারীদের জন্য চাকুরী ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে।

রাজনীতিতে পিছিয়ে থাকা নারী সামাজের ক্ষমতায়ন তথা, রাজনৈতিক জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরনের লক্ষ্যে নারীর জন্য নির্বাচনে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সরকার অর্থ্যাৎ রাজনৈতিক কাঠামোতে সংরক্ষণ করা হয়। এই আইন সংরক্ষণ শুধুমাত্র বাংলাদেশেই নয়, উন্নত পশ্চিমা বিশ্বে পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর বহুদেশে রাজনীতিতে জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিধান ও রাষ্ট্রীয় নির্বাচনী ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরার জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়। নিম্নে কয়েকটি দেশের নারী আসন সংরক্ষণের উদাহরন তুলে ধরা হলো ঃ

নরওয়ের লেবার পার্টি ঃ

নরওয়েতে নারীরা ১৯০৭ সালে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ১৯৩৫ সালে ভোটের অধিকার লাভ করেছে। ১৯৮১ সাল থেকে লেবার পার্টির অভ্যন্তরে সব কমিটিতে নারী কোটা প্রবর্তিত হয়। ফলে ১৯৮৫ সালে নির্বাচিত সাংসদের ৪২% নারী ছিল। বর্তমানে নরওয়ের লেবার পার্টিতে সমসংখ্যক নারী-পুরুষ সদস্য রয়েছেন।

আইসল্যান্ড অ্যালায়েন্স পার্টি ঃ

কোয়ালিশন গঠনের মাধ্যমেই দল কেন্দ্রীয় কমিটিতে ৫০% নারী সদস্য নির্বাচিত করতে পেরেছে।

ভারতের কংগ্রেস দল ঃ

ভারতীয় নারীরা সীমিতভাবে ১৯২৯ সালে ভোটধিকার লাভের পর সার্বজনীন ভোটাধিকার লাভ করে ১৯৫০ সালে । ১৯৫৯ সালে কংগ্রেস দল ঘোষণা করে নির্বাচনে ১৫% আসনে নারী প্যার্থী মনোনয়ন দেয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। অতিসম্প্রতি সব রাজনৈতিক দল ৩৩% আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখার প্রস্তাবে সমর্থন জোগালেও তা ফলপ্রসূ হয়নি।

ফ্রান্স ঃ

১৯৭৯ সালে ফ্রান্স সরকার আইনত ঘোষণা দিয়েছে যে, কোনভাবে ৮৫%-এর বেশি প্রার্থী একক ভাবে পুরুষ বা নারী হতে পারবে না।

Dhaka University Institutional Repository

নেদারল্যান্ড ঃ

ডাচ লেবার পার্টি ১৯৮৭ সালে ঘোষণা দিয়েছে যে, দলের অভ্যন্তরীণ সব কমিটিতে ও সংসদীয় দলে ২৫% নারী কোটা থাকবে। ড্যানিশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি জাতীয় ও স্থানীয় পৌর নির্বাচনী ব্যবস্থায় ৪০% নারী কোটা নির্ধারণ করেছে।

নেপাল ঃ

সংসদের বিধানে ৫% নারী পার্টি কোটা সব দলের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

আর্জেন্টিনা ঃ

১৯৯১ সালে আর্জেন্টিনায় সব রকম নির্বাচনী পদে মহিলাদের জন্য ৩০% কোটা নিধারিত হয়েছে।

অন্যান্য দেশের উদাহরণ ও বিশ্লেষণঃ

সংরক্ষিত মহিলা আসনের বিধান রয়েছে তাঞ্জানিয়ায় (জাতীয় সংসদের ২৪৪ আসনের ১৫টি), পাকিস্তানে (২৩৫ আসনের ২০টি), মিসরের পার্লামেন্টে (৩৬০টি আসনে ৩১টি) ।

বিশ্বের ৬টি দেশের সংসদ নারী বর্জিত; যথা- আরব, কমোরস, জিবুতি, কিরিবাতি কুয়েত ও সলোমান দ্বীপপুঞ্জ।

৩৪টি দেশের ৫৬টি রাজনৈতিক দলের কোন না কোন ধরণের সংরক্ষণ বিধান রয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ শুধু আমাদের দেশেই নয় পশ্চিমা উন্নত দেশসমূহে ও স্বীকৃত।

<u>৩.ত.৪ ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে আসন সংরক্ষণ ঃ</u>

বাংলাদেশের এই ভূখন্ডে ১৯৪৭ সাল থেকে সদস্য মনোনীত করা ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের সূত্রপাত ঘটে। বিভিন্ন সময়ে এই মহিলা প্রথমত, পাকিস্তান আমলে ১ থেকে ৭টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। সময়ে সময়ে কেন এটি ১ থেকে ৭-এর মধ্যে ওঠানামা করেছে সে বিষয়ে স্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়া যায়নি। তবে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় এ সংখ্যা শুরুতে ১ থেকে ৫-এ উন্নীত হয় এবং নির্বাচন পদ্ধতি ও মনোনায়ন থেকে নির্বাচনের ধারায় উন্নীত হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার পর সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যাগত ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সময়কালে জাতীয় নির্বাচনে সাধারণ আসনে মহিলা প্রার্থীদের অংশগ্রহণের হার খুবই নগণ্য যা ১৯৭৩

Dhaka University Institutional Repository

সালে ৩ জন, ১৯৭৯ সালে ১৭ জন, ১৯৮৬ সালে ২০, ১৯৮৮ সালে ৭ জন, ১৯৯১ সালে ৪৭ জন, ১৯৯৬ সালে ৪৮জন। এর বিপরীতে ১৯৭৯ সালে ২জন, ৮৬ সালে ৩জন, ৮৮ সালে ৪জন, ৯১ সালে ৮ জন এবং ৯৬ সালে ১১জন মহিলা সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হন।[১৪১]

সংরক্ষিত মহিলা আসনে সদস্য মনোনায়ন দেয়ার ক্ষমতা স্বীকৃত রয়েছে শুধু সংখ্যাগরিষ্ট সাংসদের দলের। এ পদ্ধতি ১৯৭২ সাল থেকে চালূ রয়েছে। ১৯৬৪ সালের পদ্ধতি আর কখনই চালূ হয়নি। সংরক্ষিত আসনের সংখ্যাও ৭ থেকে ক্রমান্বয়ে ১৫ এবং ৩০ হয়েছে। বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে আইনসভা ও সংসদ বিষয়ক পরিচ্ছেদের ৫৬ ধারায় ৩০০ ও ৩০টি আসনে প্রার্থীদের নির্বাচনী অধিকার বিষয়ে আইন বা নীতি রয়েছে।

সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন প্রক্রিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল বলে প্রার্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বের প্রতি দূর্বল থাকেন এবং তাদের ইচ্ছার ওপরই সংরক্ষিত মহিলা আসনের ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে। সংরক্ষিত এ মহিলা আসনের নির্বাচনী এলাকাও অনেক বড় আর নির্বাচন প্রক্রিয়া যেহেতু শুধু মনোনায়ন তাই নির্বাচনী এলাকার জনগণের সংঙ্গে এ ধরণের সাংসদের নির্বাচিত হওয়ার আগে কোন ধরণের জনসংযোগ থাকে না এবং এ বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রেই নির্বাচনের পরেও বহাল থাকে। ফলে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাংসদরা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন বা জনসাধারণের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা । এছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জনগণের রায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মহিলা সাংসদরা নির্বাচিত হন না বালে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে কাজ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। অনেক ক্ষেত্রে জনগণকে সার্ভিস প্রদানেও বায়াদ্ধ তুলনামূলকভাবে অনেক কম পান। মূলত উপরি কাঠামোর পরোক্ষ নির্বাচনের পদ্ধতি সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাংসদরে অবস্থান দূর্বল করেছে।

অতএব আসন সংরক্ষনের বাস্তবতার উপসংহারে বলা যায়, জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনের নেতিবাচক অভিজ্ঞতা থেকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন আরো শক্তিশালী করার জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশনে এক তৃতীয়াংশ কমিশনার পদ নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হয় এবং এ আসন সমূহে প্রত্যক্ষ্য ভোটে নির্বাচনের বিধান করা হয়। যারই ফলশ্রুতিতে ২০০২ সালের ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মোট ৯০ টি ওয়ার্ডের এক তৃতীয়াংশ অর্থ্যাৎ প্রতি তিনটি ওয়ার্ড মিলিয়ে একটি করে মোট ৩০টি

[১৪১] আবেদা সুলতানা, প্রাগুক্ত, *ক্ষমতায়ন সংখ্যা-২,১৯৯৮*, পৃ-৫৬

Dhaka University Institutional Repository

সংরক্ষিত ওয়ার্ড করা হয়। এবং এই ৩০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডে মহিলা কমিশনার নির্বাচনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।(পরিশিষ্ট-৫ ও ৬)

৩.ত.৫ *বাংলাদেশে নারীর জন্যে আসন সংরক্ষণ ঃ সংবিধানের আলোকে বাস্তবতা*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর সংবিধানের ২৮ নং ধারার ২ ও ৪ উপধারা এবং ২৯ ধারার অধীনস্থ উপধারা সমূহে কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য কোটা পদ্ধতি প্রবর্তনের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে।

ধারা-২৮

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষ সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

ধারা ২৯

(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মের নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুইঃ নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন। সেই উদ্দেশ্যে তাহার অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হইতে, রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

৩.ত.৬ *বাংলাদেশে নারীর জন্যে আসন সংরক্ষণ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট (সিডোও) বিবেচনা* [১৪২]

সিডোও ধারা-৪ঃ নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাময়িক বিশেষ ব্যবস্থা।

"নারী পুরুষে সমান মর্যাদা ও সমতা প্রতিষ্ঠা তরান্বিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রসমূহ কিছু বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে। রাষ্ট্র এ ধরণের কোন ব্যবস্থা নিলে তা বৈষম্য বলে বিবেচিত হইবে না।"

[১৪২] নারী উন্নয়ন বার্তা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আগষ্ট-২০০১, পৃ২

Dhaka University Institutional Repository

৩.ত.৭. রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কোটা ব্যবস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য[১৪৩] *ঃ-*

(১) জাতীয় সংসদ,

(২) আঞ্চলিক পরিষদ নির্বাচন,

(৩) উপজেলা পরিষদ নির্বাচন,

(৪) সিটি কর্পোরেশন,

(৫) পৌরসভা,

(৬) ইউনিয়ন,

(৭) গ্রাম সরকার,

(৮) সরকারী চাকুরী,

৩.ত.৮ নারীর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বর্তমান কোটা অবস্থা ঃ

নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন তথা উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার প্রথম উদ্যোগ গ্রহন করা হয় ১৯৭২ সালে। সরকারী চাকরিতে দশ ভাগ কোটা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হয়। ১৯৭৩ সালে দুজন নারীকে প্রথম বাংলা একডেমীর মহাপরিচালক নিয়োগ করা হয়। বর্তমান সরকার প্রধান ও বিরোধীদলীয় নেত্রী দুজনই নারী। গত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩৭ জন মহিলা প্রার্থী ৪৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

* ইউনিয়ন পরিষদের ১২টি সদস্যপদের মধ্যে ৯টিতে সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা সহ সংরক্ষিত ৩টি আসনে নারীর প্রতিযোগিতার সুযোগ রাখা হয়েছে।

* ফেব্রয়ারী ১৯৯৯ পৌরসভা নির্বাচনেও মহিলারা এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত আসন লাভ করে। গ্রাম পরিষদেও ৩০% নারীর অংশগ্রহণ সংরক্ষন হয়েছে।

* বাংলাদেশের প্রশাসনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব এবং উপ-সচিবগণ নীতিনির্ধারনে ভূমিকা পালন করে থাকেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমতুল্য পদসহ সচিবদের পদ ৬৪টি এবং এর মধ্যে মাত্র একজন নারী রয়েছেন। অতিরিক্ত সচিবদের মধ্যে তিনজন, যুগ্ম সচিবদের মধ্যে আটজন এবং উপসচিবদের মধ্যে পনের জন নারী রয়েছেন। রাষ্ট্রদূত, বিচারপতি এবং কাস্টমস কমিশনার পদে মাত্র একজন করে নারী রয়েছেন। পুলিশ বিভাগে পুলিশ সুপারসহ কয়েকজন নারী রয়েছেন। সম্প্রতি ডিসি পর্যায়ে চার জন মহিলা নিয়োগ লাভ করেছেন।

---

[১৪৩] প্রাগুক্ত, পৃ-৪

Dhaka University Institutional Repository

* সরকার নারীর ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য গেজেটেড পদে শতকরা ১০ ভাগ এবং ননগেজেটেড পদে শতকরা ১৫ ভাগ কোটা নির্দিষ্ট করেছে।

* প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষাক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬০ ভাগ কোটা নারীদের জন্য সংরক্ষণ করেছেন সম্প্রতি সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীতে অফিসার পদে মহিলাদের নিয়োগ বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়নের ইতিহাস জন্ম দিয়েছে নতুন অধ্যায়ের।

৩.ত.৯ *কোটা ব্যবস্থা কি রাজনৈতিক নেতৃত্বের গুনগত মানের ক্ষেত্রে অন্তরায়*

অবশ্যই নয়। কেননা শুধু রাজনীতি নয়; কর্মক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থা সফল। এক গবেষণায় দেখা যায়, কোটা ব্যবস্থায় নিয়োগ প্রাপ্ত নারীদের কর্মদক্ষতা মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্ত নারীদের তুলনায় শতকরা ৯ ভাগ কম। যা অত্যন্ত নগন্য। কাজেই কোটা ব্যবস্থা সরকারী চাকুরী তথা রাজনৈতিক নেতৃত্বের গুণগতমান কমিয়ে ফেলেছে এ ধরনের ধারনা গবেষণালব্ধ ফলাফলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

নিয়মানুবর্তিতা, বিচক্ষণতার সাথে কোন কিছু বিবেচনা করার দক্ষতা, সমন্বয় করার ক্ষমতা, পদক্ষেপ গ্রহনের ইচ্ছা, সাহায্যের মনোভাব দায়িত্ব পালনের দক্ষতা, সততা, সংবেদনশীল আচরণ ও নির্ভরতা ইত্যাদি মৌলিক মানদন্ডের ভিত্তিতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দক্ষতার উপযুক্ত পরিমাপ করা হয়েছে। এই হিসেবে নিকেশের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোটার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্ত নারীদের কর্মদক্ষতার একটি ইতিবাচক চিত্র পাওয়া যায়। কর্মদক্ষতা নিরুপনের এই হিসেবের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ব্যক্তিগত দক্ষতা আইটেম, ব্যক্তিগত আচরণ সূচক (Individual Item Skill Skill-ID) (Personal Trait Index-PTI) কর্ম সম্পাদনের সূচক (Task Accomplishment Index -TAI) এবং ব্যবস্থাপক হিসেবে দক্ষতার সুচক (Managerial Capacity Index-MCI) এর আওতায় উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩.ত.১০ *ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২ ঃ সংরক্ষিত আসন ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন আইনগত ভিত্তি*

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২১১ বিধির (১১ উপ-বিধি অনুযায়ী The Dhaka City Corporation Amendent Bill 1999.) পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি সংসদ উত্থাপন করেন।[১৪৪] এর পূর্বে ঢাকা সিটি

[১৪৪] পরিশিষ্ট-৫ এ দ্রষ্টব্য

Dhaka University Institutional Repository

কর্পোরেশনে মহিলা কমিশনার নির্বাচনের লক্ষ্যে কর্পোরেশনের মোট কমিশনার পদের এক তৃতীয়াংশের সমান সংখ্যক আসন সংরক্ষণ এবং এই সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাকরণের জন্য The Dhaka City Corporation (Amendent) Act 1999 সনের ১নং আইন এর মাধ্যমে Dhaka City Corporation ordinance, 1983 X lof 1983 এর অধিকতর সংশোধন কল্পে ৭ম জাতীয় সংসদের চীফ হুইপের প্রস্তাবক্রমে ১০ জন সদস্য সমন্বয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থানীয় কমিটি পুর্নগঠন করা হয়। বিলটি সংসদে উত্থাপনের পর বিপুল সংখ্যাধিক্যে পাসন হয় এবং ২২ মার্চ ১৯৯৯ (৮ চৈত্র ১৪০৫) তারিখে মাননীয় রাষ্ট্রপতি এই আইনে সম্মতি প্রদান করেন এবং একই দিন গেজেট বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশিত হয়।[১৪৫] এর ফলে বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি নব মাইল ফলকের সৃষ্টি হয়। ঢাকা নগরে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন তথা ওয়ার্ড সংখ্যা ১৮ হতে ৩০এ উন্নীত হয় এবং প্রত্যক্ষ ভোটে ভালের নির্বাচন নিশ্চিত হয়।

[১৪৫] পরিশিষ্ট-৬ এ দ্রষ্টব্য

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ঃ তথ্য সমন্বিত করণ ও বিশ্লেষণ

৪ (ক) ১৯৯৪ সালের নির্বাচনে মহিলা ওয়ার্ড কমিশনার ঃ

৪.ক.১ অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ ঃ-

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এর ১৯৯৪ তৎপূর্বে বিদ্যমান অধ্যাদেশ / আইন অনুযায়ী মহিলাদের জন্য মাত্র ১৮টি আসন সংরক্ষিত ছিল।[১৪৬] অর্থাৎ প্রতি পাঁচটি ওয়ার্ডের জন্য একজন মহিলা কমিশনার নির্ধারিত ছিল। এক্ষেত্রে তাদের কাজের পরিধি ব্যাপক হলে ও তারা নানাবিধ সমস্যায় নিপতিত ছিলেন। আর তাদের মনোনয়ন তথা নির্বাচন পদ্ধতিটি ও ছিল অনেকটাই ত্রুটিপূর্ণ। কর্পোরেশন সাধারণ নির্বাচিত ৯০ জন ওয়ার্ড কমিশনার ও মেয়র এর ভোটে নির্বাচিত হতেন সংরক্ষিত মহিলা কমিশনাররা, এক্ষেত্রে তাদেরকে মনোনয়ন ও নির্বাচিত হওয়ার জন্য নির্ভর করতে হত সাধারণ কমিশনারও মেয়রের উপর। এমনকি কাজের ক্ষেত্রেও তাদেরকে মেয়রের অনুকম্পা লাভের চেষ্টা করতে হত। নিম্নে ১৯৯৪ সালের সংরক্ষিত আসনের মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারদের অভিজ্ঞতার আলোকে তৎকালীন তাদের সমস্যা ও অন্যান্য দিক তুলে ধরা হলো ঃ

৪.ক.২ মনোনীত ওয়ার্ড কমিশনার থাকাকালীন সময়ের সমস্যা ঃ

- পুরুষ কমিশনাররা সার্বক্ষণিক ভাবে করুণার চোখে দেখতেন কারণ তাদের ভোটে মহিলা কমিশনাররা নির্বাচিত হয়েছিল।
- সিটি করপোরেশনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হবার কোন সুযোগ তাদের ছিল না।
- সিটি করপোরেশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ও মতামত প্রদানে অংশগ্রহনের সুযোগ তাদের ছিলোনা ।
- যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোন কমিটি বা উপ-কমিটির চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান হবার সুযোগ ছিলোনা। তাদের নামে মাত্র সদস্য করা হতো।
- মনোনীত হবার কারণে উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত না থাকায় ফলে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে তারা পুরোপুরি ব্যর্থ ছিল।

[১৪৬] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনী ফলাফল ১৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ ঐ সময় তারা কর্পোরেশনে বিশেষ কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি বলে পরিদৃষ্ট হয়।

তবে ১৯৯৪ সালের মনোনীত কমিশনারদের এত সমস্যা, প্রতিকূলতার মাঝেও স্বীয় যোগ্যতা বলে জনগণের জন্য কাজ করতে তারা সচেষ্ট ছিলেন। তাই এ সময়ে রয়েছে তাদের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অর্জন।

৪.ক.৩. ১৯৯৪ সালের মনোনীত ওয়ার্ড কমিশনার থাকাকালীন সময়ের অর্জন ঃ

- বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছাকাছি যেতে সক্ষম হয়েছেন।
- বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক সমস্যার সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন।
- নারী নির্যাতন বিষয়সক সমস্যাগুলি বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের সহযোগিতার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করেছেন।
- শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে এলাকাবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন।
- কোন প্রকার অনুদান না থাকা সত্বেও এলাকাবাসীর সহযোগিতায় এবং নিজস্ব উদ্যোগে সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে রাস্তাঘাট, পানি, গ্যাস ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা তারা করেছিলেন।

১৯৯৪ সালের উপরোক্ত অর্জনগুলো সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগ ও যোগ্যতায় তারা অর্জন করেছেন। তারাপরেও তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নে ছিল নানবিধ সমস্যা।

৪.ক.৪ মনোনীত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নির্বাচিত হবার পর কার্যক্রম বাস্তবায়নের সমস্যা ঃ-

- নির্বাচিত ওয়ার্ড কমিশনারদের পাশাপাশি সংরক্ষিত আসনের কমিশনারদের জন্য অফিস এবং আনুসাঙ্গিক ব্যবস্থাদি ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

- সংসদ সদস্য নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়ে সরকারীভাবে যে সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছে, মহিলা কমিশনররাও নির্বাচিত একজন জনপ্রতিনিধি হয়েও সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল এবং হচ্ছে ।
- স্ট্যান্ডিং কমিটি ও উপ-কমিটিতে ওয়ার্ড কমিশনার ও সংরক্ষিত কমিশনারদের সমানভাবে মূল্যায়ন করা হত না।
- জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত কমিশনারদের অর্ন্তভূক্ত করা হয় নি।
- সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে কোন দক্ষতাবৃদ্ধি ও দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কিত প্রশিক্ষণে ব্যবস্থা ছিল না।
- স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে উন্নয়নমূলক অনুদানে ওয়ার্ড কমিশনার এবং সংরক্ষিত আসনের কমিশনারদের মধ্যে অসম বন্টন ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল।
- করপোরেশনের কার্যবিধি সংক্রান্ত সুস্পষ্ট কোন ম্যানুয়েল ছিল না।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যায়, ১৯৯৪ সালের মহিলা ওয়ার্ড কমিশনাররা ছিলেন কর্পোরেশনের অলংকারের ন্যায় শোভাবর্ধনের প্রতীকস্বরূপ। বাস্তবিক পক্ষে তাদের কাজ করার কোন সুযোগ বা পরিসর ছিল না। মনোনয়নের মাধ্যমে নামে মাত্র তাদের ক্ষমতায়ন হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবিক তারা ছিলেন ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পক্রিয়ার বাধা।

৪(খ) ২০০২ সালের নির্বাচনে মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারঃ

অপরদিকে ২০০২ সালে নির্বাচন ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এবারই প্রথম সরাসরি ভোটে সংরক্ষিত আসনে মহিলা কমিশনার নির্বাচিত করা হয়। তাই নির্বাচনের জয় লাভের পর ১৯৯৪ এর ন্যায় তারা অন্যান্য সাধারণ কমিশনার ও মেয়রের অনুকম্পার বা কৃপার উপর নির্ভর ছিলেন না। তাই ২০০২ সালের ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত মহিলা কমিশনারা ১৯৯৪ সালের মহিলা কমিশনারদের তুলনায় অনেক বেশী ক্ষমতা লাভ করেছেন। স্থায়ী তথা ষ্ট্যান্ডিং কমিটিতেও তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এ নির্বাচনে প্রথম পর্যায় সরাসরি পুরুষদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৩ জন মহিলা সাধারণ কমিশনার হিসেবে নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে সাধারণ ওয়ার্ডের কমিশনারদের মৃত্যুর কারণে

Dhaka University Institutional Repository

আসন শূন্য হলে আরো ৩ জন মহিলা সরাসরি নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সাধারণ কমিশনারের পদ অলংকৃত করেন।

৪.খ.১. সাধারণ ওয়ার্ডে পুরুষদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারঃ-

টেবিল ৪.১ : সাধারণ ওয়ার্ডে মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারবৃন্দ।

নং	সাধারণ ওয়ার্ড নং	নির্বাচিত মহিলা প্রার্থীর নাম	মন্তব্য
১	১২	রুনু আক্তার	সরাসরি নির্বাচিত
২	৮	ফেরদৌসি আহমেদ (মিষ্টি)	স্বামীর মৃত্যুর পর উপ-নির্বাচন
৩	২৩	বিনা আলম	সরসারি নির্বাচিত
৪	৪৪	আরজুদা বাশার লাকী	স্বামীর মৃত্যুর পর উপ-নির্বাচন
৫	৫৪	শরমিলা ইমাম	সরাসরি নির্বাচিত
৬	৭২	সারীকা সরকার	স্বামীর মৃত্যুর পর উপ-নির্বাচন

তথ্যসূত্রঃ নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য

উপরোক্ত টেবিল ৪.১ তথ্য প্রমান করে যে, নিঃসন্দেহে এটা একটা ইতিবাচক দিক যে, মহিলারা শুধু তাদের জন্য নির্ধারিত আসনেই নয়; সাধারণ ওয়ার্ডেও নির্বাচনের যোগ্যতা রাখে এবং নির্বাচিত হবার মত যোগ্যতা তাদের রয়েছে। জনগণের কাছে রয়েছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা। লক্ষ্যণীয়, এই ৯০টি ওয়ার্ডের নির্বাচনে মাত্র ৪ জন প্রার্থী ভোটযুদ্ধে অবতীর্ন হয়েছিলেন। এরা হচ্ছেন, ৫৪ জন ওয়ার্ডের শরমিলা ইমাম, ২৩ নং ওয়ার্ডে বিনা আলম ১২ নং ওয়ার্ডের রুনু আক্তার এবং ৯ নং ওয়ার্ডের সাহিদা আফাজ।

৪.খ.২ প্রাথমিক নির্বাচনে সরাসরি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মহিলাদের নির্বাচনের অবস্থানচিত্র-

টেবিল ৪.২ : প্রাথমিক সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের অবস্থান।

ওয়ার্ড নং	মহিলা প্রার্থীর নাম	মোট প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী	পুরুষ প্রার্থী	ফলাফল
৯	*সাহিদা আফাজ*	০৫	০৪	পরাজিত
১২	*রুনু আক্তার*	০৭	০৬	জয়ী
৫৪	*শরমিলা ইমাম*	০৭	০৬	জয়ী
২৩	*বিনা আলম*	০৬	০৫	জয়ী

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত টেবিল ৪.২ অনুযায়ী লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে যদিও সাহিদা আফাজ পরাজিত হয়, তারপরও তিনি ৪ জন পুরুষ প্রার্থীর সাথে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতা গড়ে তুলেছিলেন। অপরদিকে রুনু আক্তার ৬ জন পুরুষ প্রার্থীর বিপক্ষে বিনা আলম ৫জন পুরুষ প্রার্থীর বিপক্ষে ভোট যুদ্ধে নেমে জয়লাভ করেন, এতে প্রমানিত হয় যে আমাদের সমাজে এখন ধীরে ধীরে মহিলাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে, নারী নেতৃত্বের বিকাশ ঘটছে।

এ নির্বাচনের সাথে বিগত ১৯৯৪ সালের নির্বাচনের তুলনা করলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়ে যে, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ২০০২ নির্বাচন একটা মাইল ফলক।

৪.খ.৩ সংরক্ষিত আসন ও সরাসরি নির্বাচন ঃ

এবারই প্রথম ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এক তৃতীয়াংশ আসন (৩০টি) মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এতে মহিলাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় ব্যাপক উদ্দীপনার, অনেক নারী উৎসাহিত হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এ নির্বাচনে ২ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং ৮ রিনা নাসির এবং সংরক্ষিত আসন তথা ২৪ এ মমতাজ চৌধুরী টুটু নির্বাচিত হন।

এক নজরে সংরক্ষিত ৩০টি আসনের ভোট চিত্র

টেবিল ৪.৩ : সংরক্ষিত ৩০টি আসনের ভোট চিত্র

মোট ভোট কেন্দ্র		১৩৪২
মোট ভোট কক্ষ		৭৫১৫
ভোটার	পুরুষ	১৭২১২৩৩
	মহিলা	১১৪৭৭৯৫
	মোট	২৮৬৯০২৮

তথ্যসূত্র ঃ পরিশিষ্ট-৮

৪.খ.৪ সংরক্ষিত মহিলা আসনে কাস্টিং ভোটঃ

টেবিল ৪.৪ : সংরক্ষিত মহিলা আসনে কাস্টিং ভোটের হার

প্রদত্ত ভোটের হারের সীমা (%)	ওয়ার্ড সংখ্যা
১০%-২০%	১
২১%-৩০%	৪
৩১%-৪০%	১১
৪১%-৫০%	১১
৫১%-৬০%	১
মোট ওয়ার্ড	২৮*

তথ্যসূত্র ঃ পরিশিষ্ট - ৯

নির্বাচনে ২জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়াতে মোট ২৮টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০০২ এ নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা আসনে ভোট কাস্ট হবার ক্ষেত্রে দেখা যায়, সর্বোচ্চ ৫৫.০৭%

Dhaka University Institutional Repository

ভোট কাস্ট হয় ২৮ নং সংরক্ষিত আসনে, আর সর্বনিম্ন মাত্র ১৪.৫৭% কাস্ট হয় ৭নং সংরক্ষিত আসনে।

৪.খ.৫ মহিলা ও পুরুষ প্রার্থীদের তুলনামূলক মনোনয়ন, বাছাই, আপীল, প্রত্যাহার

টেবিল ৪.৫ : প্রার্থীদের মনোনয়ন, বাছাই, আপীল, প্রত্যাহার

	মহিলা প্রার্থী	পুরুষ প্রার্থী
মনোনয়নপত্র দাখিলকারী	১৫৩	৯৮৭
বাছাইয়ের বাতিল	১৫	৭৭
আপীল সংখ্যা	০৯	৪৯
গৃহীত আপীল সংখ্যা	০৩	২৬
বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা	১৪১	৯৩৬
প্রার্থিতা প্রত্যাহার সংখ্যা	৩৮	৩৫৮
প্রতিদ্বন্দ্বী	১০৩	৫৭১

তথ্যসূত্র ঃ উপনির্বাচন কমিশন ঢাকা বিভাগ

উপরোক্ত টেবিল ৪.৫ অনুযায়ী দেখা যায়, মনোনয়নপত্র দাখীলকারী মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে মাত্র ৯.৮% এর মনোনয়ন বাছাইয়ে বাতিল হয়। ৭.৮% সাধারণ ওয়ার্ডের প্রার্থীদের মনোনয়ন বাছাইয়ে বাতিল হয়ে যায়। বাছাইয়ে বাতিল হওয়া প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সংরক্ষিত মহিলা আসনে ৬০% আপীল দায়ের করেন, এবং সংরক্ষিত মহিলাদের ক্ষেত্রে ৩৩.৩৩% আপিল গৃহীত হয় অপরদিকে সাধারণ ওয়ার্ডে পুরুষদের ৬৩.৬৩%দায়ের করেন ও ৫৩.৬%এর আপীল গৃহীত হয়। সংরক্ষিত মহিলা আসনের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের প্রত্যাহারের হার ২৬.৯৫%, অপরদিকে সাধারণ ওয়ার্ডে পুরুষদের প্রার্থীতা প্রত্যাহারের হার ৩৮.২৪%

উপরোক্ত টেবিল অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনে মহিলা প্রার্থী ও সাধারণ ওয়ার্ডের সিংহভাগ পুরুষদের প্রার্থীতার একটি তুলনামূলক চিত্রে মহিলাদের রাজনৈতিক সচেতনতা পুরুষদের তুলনায় কম হলেও নিঃসন্দেহে আশা ব্যাঞ্জক।

পরিসংখ্যানে দেখা যায় আসন প্রতি গড়ে সাধারণ ওয়ার্ডে প্রার্থী সংখ্যা ১৯.৩৩জন এবং সংরক্ষিত আসনে প্রার্থীদের গড় ৩.৪ জন। এই তুলনায় দেখা যায় নির্বাচনে অংশগ্রহণে মহিলারা এখনো পিছিয়ে রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে সংরক্ষিত আসনে মহিলাদের ৬৯ জন জামানত প্রাপ্ত যোগ্য প্রার্থী অর্থাৎ মোট কাস্টিং ভোটের $^{১}/_{৮}$ অংশ বা তার বেশী লাভ করেছে। অপরদিকে মাত্র ৩৪ জনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।

দেখা যায় প্রায় $^{১}/_{৩}$ অংশ মহিলার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়, যা প্রত্যাশিত নয়। কিন্তু সাধারণ ওয়ার্ডে পুরুষদের জামানত বাজেয়াপ্ত হার আরো বেশী বলে পরিলক্ষিত হয়েছে।

৪. গ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীঃ

সর্বশেষ আইন অনুযায়ী ঢাকা সিটি কর্পোরেশন মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিম্নরূপ[১৪৭]ঃ

১। দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ড অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মহানগর এলাকায় নাগরিক সুবিধা প্রদান ও সম্প্রসারণে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে কমিশনারগণের ভূমিকা অপরিসীম।

২। সিটি কর্পোরেশন সমূহের অধ্যাদেশ/আইনে কর্পোরেশনের কার্যাবলী নির্ধারণ করা রয়েছে। গবেষক মনে করেন যে, এ সকল কার্যাবলী সর্ম্পকে কমিশনারগণের অনেকেই ভাল করে অবহিত নন বা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে মনযোগী নন। উক্ত প্রেক্ষাপটে সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন এবং কার্যকর অংশ গ্রহণ, অধিকতর সম্পৃক্তি নিশ্চিত করনের জন্য সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের কমিশনারগণের দায়িত্বাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ-

(১) সাধারণ আসনের কমিশনার সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিভিন্ন পেশাজীবি প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ওয়ার্ড আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি গঠন করবেন। ভিসি (সাধারণ আসনের কমিশনার) উক্ত কমিটির সভাপতি এবং সংরক্ষিত আসনের কমিশনার উহার উপদেষ্টা হবেন। কমিটি ওয়ার্ড এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ, বিশৃঙ্খলা ও চোরাচালান দমনার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও এ সংক্রান্ত বিষয়ে সিটি

[১৪৭] স্থানীয় সরকার বিভাগ ২৩-৯-২০০২ তারিখের পৌর/এম-০২/২০০২/১১৩৩নং স্মারকে জারীকৃত পরিপত্র।

Dhaka University Institutional Repository

কর্পোরেশনকে অবহিত করবে। এছাড়া, কমিটি অপরাধমূলক ও বিপদজনক ব্যবসা সর্ম্পকে সিটি কর্পোরেশনকে অবহিত করবে।

(২) সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের কমিশনার বিভিন্ন আয় বর্ধক প্রকল্প যেমন-কুটির শিল্প, হাঁস মুরগী ও গবাদী পশু পালন, মৎস্য চাষ, বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা ইত্যাদি কর্মকান্ডে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবেন এবং এ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের জন্য সুপারিশ পেশ করবেন;

(৩) সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পরিবার পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য, ইপিআই ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সর্ম্পকে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবেন এবং এ সংক্রান্ত প্রকল্প প্রণয়ন ও কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত হলে উহা বাস্তবায়ন করবেন। কর্পোরেশন পরিচালনাধীন প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করবেন;

(৪) সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের কমিশনার মহিলা ও পুরুষদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত গণশৌচাগার নির্মাণের প্রস্তাব করতে পারবেন এবং এর সঠিক ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবেন;

(৫) সাধারণ আসনের কমিশনার ওয়ার্ড এলাকার জন্ম-মৃত্যু, মৃত ব্যক্তির পোষ্য সংক্রান্ত উত্তরাধিকার, জাতীয়তা ও চারিত্রিক সনদপত্র প্রদান করবেন;

(৬) সাধারণ আসনের কমিশনার ওয়ার্ড এলাকার আদমশুমারীসহ সকল ধরণের শুমারী পরিচালনায় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করবেন;

(৭) সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের কমিশনার খেলাধুলার উন্নতিসাধন, গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের ব্যবস্থা করবেন এবং জাতীয় উৎসব পালনের ব্যবস্থা করবেন। এছাড়া ওয়ার্ড এলাকায় শরীরচর্চা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে উৎসাহ প্রদান এবং সহায়তা করবেন;

(৮) সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের কমিশনার অগ্নি, বন্যা, ক্ষরা, শিলাবৃষ্টিসহ ঝড়, ভূমিকম্প, জ্বলোচ্ছাস ও অন্যান্য প্রাকৃতি দুর্যোগ সর্ম্পকে জনগণকে সচেতন করবেন এবং সাধারণ আসনের কমিশনার ওয়ার্ড এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও যুব সমাজসহ বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করবেন। সাধারণ আসনের কমিশনার উক্ত কমিটির সভাপতি এবং সংরক্ষিত আসনের কমিশনার উপদেষ্টা হবেন;

Dhaka University Institutional Repository

(৯) সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের কমিশনার ওয়ার্ড এলাকায় পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য রাস্তায় আবর্জনা সংগ্রহ, নিষ্কাশন, রাস্তা-ঘাট, ডোবা-নালা, হাজা-মজা, পুকুর পরিষ্কার, মৃত পশুর দেহ অপসারণ, কসাইখানা স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে তদারকি করবেন সিটি কর্পোরেশনকে সহায়তা করবেন;

(১০) সাধারণ ও সংরক্ষিতি আসনের কমিশনার নিরাপদ পানি ব্যবহারের জন্য কূয়া, নলকুপ জলাধার, পুকুর ও পানি সরবরাহ অন্যান্য উৎস সংরক্ষন এবং দুষিতকরণ রোধকল্পে নির্ধারিত গোসলখানা, ধোপীঘাট ইত্যাদি যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা তদারকি করবেন;

(১১) সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নারী ও শিশু নির্যাতন এবং যৌতুক ও এসিড নিক্ষেপ নিরোধ, বাল্য বিবাহ রোধ এবং বিবাহ নিবন্ধন করণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবেন তিনি এ সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং নারী ও শিশু কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

(১২) সিটি কর্পোরেশনের স্থায়ী (ষ্ট্যান্ডিং) কমিটিগুলোর প্রতিটিতে মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য হবে সংরক্ষিত আসনের কমিশনারগণ, মোট স্থায়ী কমিটির এক-তৃতীয়াংশের চেয়ারম্যান হবেন সংরক্ষিত আসনের কমিশনার।

(১৩) সংরক্ষিত আসনের কমিশনার সর্ব মোট প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (যদি থাকে) এক-তৃতীয়াংশ প্রকল্প কমিটির সভাপতি হবেন।

(১৪) সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের কমিশনার প্রাথমিক শিক্ষা ও সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের সরকারী কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগীতা করবেন এবং প্রাথমিক স্কুলগামী শিশুদের বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য এলাকাবাসীদের উদ্বুদ্ধ করবেন;

(১৫) কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধি ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের কমিশনার ওয়ার্ড এলাকায় কর, রেট ফি প্রদানে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবেন;

(১৬) সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের কমিশনারগণ সরকার ও সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.গ.১ মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারদের দায়িত্ব বন্টনে মহামান্য হাইকোর্টের একটি রুল ও বাস্তবতঃ

মহিলা কমিশনারদের দায়িত্ব বন্টনের চিঠি স্থগিত করেছে হাইকোর্ট

হাইকোর্ট সিটি কর্পোরেশনের সংরক্ষিত আসনের মহিলা কমিশনারদের প্রতি বৈষম্যমূলক- আচরনকে নিবৃত্ত করতে কেন নির্দেশ দেয়া হবে না। এবং কেন সিটি কর্পোশেনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব সম্পর্কিত পরিপত্রের ২(৫), ২(৬) ও ২(১১) উ পধারাকে আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ও সংবিধান পরিপন্থি ঘোষণা করে বাতিল করা হবে না- এর কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিয়ে রুল জারি করেছেন। একই সঙ্গে রুলের নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পরিপত্রের সংশ্লিষ্ট অংশের কার্যকারিতা স্থগিত করা হয়েছে।

বিচারপতি মোঃ হামিদুল হক ও বিচারপতি জিনাত আরা সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এই রুল ও স্থগিতাদেশ দেন। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে গত বছর ২৩ সেপ্টম্বর একটি পরিপত্র জারি করা হয়। এর ২(৫) উপধারায় বলা হয়, সাধারণ আসনের কমিশনার ওয়ার্ড এলাকার জন্ম-মৃত্যু ব্যক্তির পোষ্য সংক্রান্ত উত্তরাধিকার, জাতীয় ও চারিত্রিক সনদপত্র প্রদান করবেন। ২(৬) উপধারায় বলা আছে সাধারণ আসনের কমিশনার ওয়ার্ড এলাকার আদম শুমারীসহ সব ধরনের শুমারী পরিচালনায় কর্তপক্ষকে সহায়তা করবেন। এছাড়া ও ২(১১) উপধারায় বলা হয়েছে, সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নারী ও শিশু নির্যাতন এবং যৌতুক ও এসিড নিক্ষেপ নিরোধ, বাল্যবিবাহ রোধ এবং বিবাহ নিবন্ধনকরণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবেন। তিনি এ সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং নারী ও শিশু পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কর্পোরেশনের সংরক্ষিত আসনের ১০ জন মহিলা কমিশনার পরিপত্রের সংশ্লিষ্ট অংশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করেন। প্রাথমিক শুনানির পর এসব উপধারার কার্যকারিতার উপর স্থগিতাদেশ দেয়া হয়।[১৪৮]

[১৪৮] যুগান্তর রিপোর্ট ঃ ৪/৫/০৩

Dhaka University Institutional Repository

৪(ঘ) মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারদের জীবন বৃত্তান্ত ঃ

আলোচ্য গবেষণার উদ্দ্যেশার্জনে নির্বাচিত মহিলা কমিশনারদের জীবন মান, রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ, নির্বাচন পক্রিয়া প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সুগভীর তথ্য সংগ্রহের জন্য তাদের জীবন বৃত্তান্ত সংগৃহীত হয়। সর্বমোট ২০ জনের সাক্ষাৎকার ও জীবন বৃত্তান্ত সংগৃহীত হয়েছিল, সেখান থেকে দৈবক্রমে বাছাই করে ১২ জনের জীবন বৃত্তান্ত নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

কেসস্টাডি নং -১

কাজী নাসিমা মান্নান

কমিশনার

সংরক্ষিত আসন সংখ্যা - ১১

ওয়ার্ড নং- ৪৫, ৪৭, ৪৯

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন

"স্বেচ্ছায় পুলিশ অফিসারের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে নিঃস্বার্থ ভাবে দেশ ও জনগণের সেবা করার জন্য কমিশনার নির্বাচিত হয়েছি।"

কাজী নসিমা মান্নান ১৯৫৫ সালে মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর থানার অন্তর্গত হরিনা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা কাজী মোঃ তবিব ছিলেন সৎ ও যোগ্য পুলিশ অফিসার । তার স্বামী এম.এ মান্নান নবাবপুরের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দু'সন্তানের জননী।

পেশাগত জীবনে কাজী নাসিমা মান্নান ১৯৭৬ সালে প্রথম ব্যাচের মহিলা পুলিশ অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। ৪ বছর চাকুরী করার পর তিনি পুলিশ অফিসারের পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বলেন দেশ ও জনগণের অধিকতর সেবা প্রদানের জন্যই স্বেচ্ছায় চাকুরী থেকে অবসর নিয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য হলে ও তার রাজনীতিতে আগমন ঘটে দলীয় নেতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। রাজনীতিতে আসার ক্ষেত্রে তার নিজের উৎসাহ ও ছিল ব্যাপক তা তিনি উল্লেখ করেন। নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে বাধার ক্ষেত্রে পারিবারিক ও সামাজিক বাধাকেই তিনি অধিকতর প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে একটা সময়ে অর্থ্যাৎ যখন নারীরা সবকিছু বুঝতে শেখে এবং তাদের বিয়ে হয়ে যায় ও সন্তান জন্ম লাভ করে তখন নারীরদের রাজনীতিতে সময় দেয়া খুবই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। যার ফলে নারীরা রাজনীতিতে আগেপিছে একটা ব্যবধানে পিছিয়ে আছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি বলেন, সিটি কর্পোরেশন ও সাহায্য সংস্থার মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা, নারীদের কর্মমুখী প্রশিক্ষন ও কর্মসংস্থান, বিভিন্ন ওয়ার্ডে শিশুদের জন্য কেয়ার সেন্টার গড়ে তোলা, শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ সৃষ্টি করে শিশুদের বিকশিত জীবনের সুযোগ করে দেয়াই তার একমাত্র লক্ষ্য।

তিনি আরো বলেন, আত্মনির্ভরশীল ও সামাজিক সচেতনতা শুধু একটি দেশ বা জাতির বেলায়ই নয় বরং প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে ও প্রযোজ্য। কারণ আত্ম নির্ভরশীল ব্যক্তিরা নিজেদের পাশাপাশি দেশ ও সমাজ তথা সাধারণ মানুষের কল্যাণে মূল্যবান অবদান রাখতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। জনগণের অনুপ্রেরণা নিয়ে তিনি এগিয়ে যাবেন এটাই তার প্রত্যাশা।

Dhaka University Institutional Repository

কেসস্টাডি নং -২

শামসুন নাহার ভূঁঞা
কমিশনার
সংরক্ষিত আসন সংখ্যা - ২১
ওয়ার্ড নং - ৬৩, ৬৪, ৬৬
ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ।

"নারীরা আজও পিছিয়ে আছে; নারী সমাজে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমেই সুন্দর ও সুশৃংখল সমাজ গঠন সম্ভব।"

দৃঢ় মনোবল ও পরিকল্পনা থাকলে যে কোন মানুষই জীবনে বহুদূর অগ্রসর হতে পারে এবং সেই সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন অবদান রাখতে পারে তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সংরক্ষিত আসন-২১ এর কমিশনার শামসুন নাহার ভূঁঞা।

তিনি ১৯৬৫ সালের ৭ মার্চ কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার চিওড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা ডাঃ আব্দুল হালিম ভূঁঞা চৌদ্দগ্রামের চিওড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন। তার স্বামী সিরাজুল ইসলাম একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সরকারী কর্মকর্তা।

অত্যন্ত দৃঢ় মনোবলের অধিকারী শামসুন নাহার ভূঁঞা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে বি.এস.এস (অনার্স) সহ এম.এস.এস ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি বলেন দৃঢ় মনোবল ও সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমেই কমিশনার নির্বাচিত হয়েছি।

রাজনীতিতে আগমন সম্পর্কে তিনি বলেন -কলেজ জীবনেই আমি সক্রিয় ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলাম। তবে বিয়ের পর স্বামী রাজনীতিতে আসার ক্ষেত্রে তাকে বেশ উৎসাহ দিয়েছে। বর্তমানে তিনি একটি রাজীনৈতিক দলের একটি ওয়ার্ডের মহিলা শাখার সভানেত্রী।

তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বলেন মাদকমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত, চাঁদাবাজিমুক্ত ও সকল ধরনের দূষণমুক্ত সুস্থভাবে বসবাস উপযোগী একটি এলাকা এবং রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, আবর্জনার সুষ্ঠু অপসারণ ও নারী সমাজের ব্যাপক উন্নয়ন তার লক্ষ্য।

তিনি বলেন শিক্ষার দিক থেকে মহিলারা আজও অনেক পিছিয়ে আছে। সুতরাং মহিলাদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য আরো গঠনমূলক ও উদার মনোভাব নিয়ে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি আরো বলেন শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমেই নারীরা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও জাতিগঠন মূলক কাজে মূল্যবান অবদান রাখতে পারবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। নারী শিক্ষা ও এলাকার উন্নয়নই তার একমাত্র লক্ষ্য।

Dhaka University Institutional Repository

কেসস্টাডি নং -৩
মোসাঃ সানজিদা খানম
কমিশনার
সংরক্ষিত আসন - ৩০
ওয়ার্ড- ৮৮, ৮৯, ৯০
ঢাকা সিটি কর্পোরেশন

"মেধা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমেই নারী সমাজকে এগিয়ে যেতে হবে।"

গৌরবান্বিত জীবনের অধিকারী মোসাঃ সানজিদা খানম ১৯৬৫ সালে মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার কবুতর খোলা গ্রামে এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। সৎ ও সুশিক্ষিত হিসেবে সমাজে পরিচিতি সানজিদা খানম ১৯৯০ সালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে বাংলায় বি.এ (অনার্স) সহ এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর তিনি এল.এল. বি সমাপ্ত করে সরাসরি আইন পেশায় নিয়োজিত আছেন। তার স্বামী মোঃ আসাদুজ্জামান পরিকল্পনা কমিশনের একজন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ১ ছেলে ও ১ মেয়ের জননী।

সানজিদা খানম একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি ছাত্র রাজনীতির সাথে সক্রিয় ছিলেন। তখনই তার রাজনীতিতে আগমন ঘটে। তিনি বলেন - দলের আদর্শতো বটেই তবে একজন জাতীয় নেতার আদর্শ সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করেছে আমাকে। তবে রাজনীতি ও নির্বাচন করার ক্ষেত্রে স্বামীর সহযোগীতা পেয়েছি সবচেয়ে বেশী।

এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সানজিদার রয়েছে ব্যাপক পরিকল্পনা । তিনি এলাকার রাস্তাঘাট উন্নয়ন, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বৃদ্ধিসহ সামাজিক সমস্যার সমাধান, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা, যুব সমাজকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত করে তাদের ভবিষ্যৎ গড়তে সহায়তা প্রদান, নারীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাছাড়া তিনি দুঃস্থ মহিলাদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

উন্নত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এডভোকেট সানজিদা খানম জুয়াইন আশ্রাফ মাষ্টার হাইস্কুলের গভর্নিং বডির সদস্য। তিনি ঢাকা আইনজীবি সমিতির প্রাক্তন সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট ও সংরক্ষিত আসন -৩০ এর কমিশনার হিসেবে জনসেবা মূলক কাজের মাধ্যমে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

তিনি বলেন জনসেবাই আমার এক মাত্র লক্ষ্য।

Dhaka University Institutional Repository

কেসস্টাডি নং -৪

বিনা আলম

কমিশনার

সাধারণ ওয়ার্ড নং - ২৩

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন

"স্বামীর আদর্শ বাস্তবায়ন ও স্বামীর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য ।"

শোককে শক্তিতে পরিনত করে স্বামীর আদর্শ বাস্তবায়ন ও স্বামীর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার অঙ্গীকার নিয়ে বিনা আলম ২৩ নং ওয়ার্ডের কমিশনার নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর জন্ম ১৯৬৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা এস.এস.সি পাশ হলে ও একজন আদর্শ নারী ও সমাজ সেবিকা হিসেবে জনগণের হৃদয়ের মাঝে তিনি স্থান দখল করে আছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ৩ সন্তানের জননী।

তাঁর স্বামী মরহুম আলমগীর হোসেন আলম গত ১৯ জনু ১৯৯৯ সালে নির্মমভাবে নিহত হন। জনপ্রিয় এবং সাবেক কমিশনার জনাব মনসুর আলীর পুত্র জনাব আলম যখন জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তখনই তিনি নিহত হন। সেই শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন বর্তমান কমিশনার বিনাআলম।

রাজনীতিতে আগমন সম্পর্কে তিনি বলেন স্বামী জীবিত থাকাকালীন সময়েই জনগণকে সেবা করার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেছিলাম। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর সব দায়িত্ব যখন নিজের উপর চলে আসে তখন স্বামীর সে পথকে আমি বেছে নিলাম। স্বামীর রাজনৈতিক আদর্শই আমার রাজনৈতিক শিক্ষা। তিনি মহিলাদের রাজনীতিতে আসার ক্ষেত্রে বাধা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন নারীদের ঘরে বসে থাকলে হবে না। সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা ভেঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। তা না হলে দেশ ও জাতি দিন দিন পিছিয়ে পড়বে।

তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা যে কোন ভাবেই হোক দূর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি মুক্ত করে ২৩ নং ওয়ার্ডেকে একটি আদর্শ ওয়ার্ডের মডেল তৈরী করা । এজন্য আমি এলাকার গুনীজন ও সর্বসাধারণের সহযোগিতা চাই । তিনি সকল দল ও মতের জনগণের সেবা করাকে জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নিজ এলাকায় সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠাই তার একমাত্র স্বপ্ন।

Dhaka University Institutional Repository

কেসস্টাডি নং -৫

মাহমুদা বেগম

কমিশনার

সংরক্ষিত আসন-২

ওয়ার্ড নং- ৪, ১৫, ১৬

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন

"দুঃখী মানুষের কষ্ট লাঘব ও নারীদের অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করাই আমার প্রধান অঙ্গীকার ।"

মাহমুদা বেগম ১৯৬৬ সালে ফরিদপুরের মধুপুর উপজেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি ঢাকা শাহীন স্কুল ও কলেজ থেকে পাস করেছেন। তিনি বদরুন্নেছা কলেজ থেকে বি.এ (পাশ) করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে এম.এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তার পিতা মরহুম হাজী মোঃ তৈয়ব আলী ছিলেন এয়ার ফোর্সের একজন ওয়ারেন্ট অফিসার। তার স্বামী একজন আইনজীবি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ১ কন্যা সন্তানের জননী।

রাজনীতি সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি উদার। তিনি বলেন রাজনীতিতে নারীপুরুষের কোন ভেদাভেদ নেই। যদিও নারীরা রাজনীতিতে এখনো পিছিয়ে আছে তারপরেও নারীরা ধাপে ধাপে এগুচ্ছে এ কথা অস্বীকার করা যাবে না। রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিতে আগমন সম্পর্কে তিনি বলেন আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী থেকে নির্বাচিত হয়েছি। তাই এ মুহূর্তে আমার কাছে এলাকার সবাই এখন সমান। তবে একথা বলবনা যে, রাজনীতি করিনা।রাজনীতি করি জনগণের জন্যে। ছাত্রাবস্থাতেই ছাত্ররাজনীতির সাথে সক্রিয় ছিলাম। এখনো রাজনৈতিক দল ও রাজনীতির সাথে জড়িত আছি।

তিনি বলেন আমি ১৯৯৪ সালের সালের ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনের কমিশনার ছিলাম। তখন নারীদের কষ্ট লাঘব করার জন্য ১৫০টি চাপ কল ও ট্যাঙ্কি স্থাপন করেছি। স্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য এডিবি, ডিসিসি ও ইউনিসেফের সহযোগীতায় ১০০টি স্যানিটারী টয়লেট স্থাপন এবং দুস্থ মানুষের সাহায্য করেছি। এজন্যই জনগণ আমাকে নির্বাচিত করেছে।

মাহমুদা বেগম তাঁর এলাকার যে কোন সমস্যা সমাধানে বদ্ধপরিকর।

Dhaka University Institutional Repository

কেসস্টাডি নং -৬

শরমিলা ইমাম

কমিশনার

সাধারণ ওয়ার্ড নং- ৫৪

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন

"শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে সন্ত্রাস নির্মূলের অঙ্গীকার নিয়েই কমিশনার নির্বাচিত হয়েছি।"

স্বামীর শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে সন্ত্রাস নির্মূলের অঙ্গিকারকারী কমিশনার শরমিলা ইমাম ১৯৫৯ সালে নেত্রকোনা জেলার মুক্তার পাড়া গ্রামের এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। বিগত ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ সালে যখন বাংলাদেশ সহ সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিদায়ী বর্ষের শেষ মুহূর্তে নববর্ষকে বরণ করার আনন্দঘন ক্ষনের অপেক্ষায় অপেক্ষমান সেই সময় দুস্কৃতকারীর হাতে তার স্বামী ৫৪ নং ওয়ার্ডের কমিশনার খালেদ ইমামকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়। তিনি স্বামী হারানোর সকল ব্যাথা-বেদনা শোক ত্যাগ করে মরহুম খালেদ ইমামকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ২ সন্তানের জননী।

শরমিলা ইমাম একজন শিক্ষিতা, সদালাপী, ধার্মিক ও পরিশ্রমী সমাজকর্মী। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে প্রখ্যাত ভূঁইয়া বাড়ীর স্বনামধন্য পুলিশ কর্মকর্তা মরহুম খোরশেদ আলী ভূঁঞা (এ.এস.পি) এর কন্যা শরমিলা। তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে স্নাতক পাশ করেন।

রাজনীতিতে আগমন সম্পর্কে বলেন স্বামীর মৃত্যুর পর সন্ত্রাসীদের নির্মূল করার জন্যই রাজনীতিতে এসেছি এবং এটাই আমার প্রথম অঙ্গীকার । তিনি এলাকার উন্নয়ন প্রসঙ্গে বলেন, এলাকার পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পয়ঃনিষ্কাশন সমস্যার সমাধান, রাস্তাঘাট, স্কুল কলেজ বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন সর্বোপরি সমাজ থেকে সকল প্রকার সন্ত্রাস ও দূর্নীতি নির্মূল করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞতি বদ্ধ।

এছাড়া শরমিলা ইমাম এলাকায় একজন দানবীর হিসেবে বেশ পরিচিত। তিনি অনেক এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেছেন, নিজ খরচে এর ব্যয় নির্বাহ করে আসছেন। সাভারের শিশুপল্লীও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তিনি আশা করেন যে হাতে একদিন অস্ত্র ছিল সে হাতে আজ থেকে কলম থাকবে এটাই হোক সকলের অঙ্গীকার।

Dhaka University Institutional Repository

কেসস্টাডি নং -৭

শাহিদা তারেখ দীপ্তি

কমিশনার

সংরক্ষিত আসন-৪

ওয়ার্ড নং- ৬,৭,৮

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন

"আমার কাছে মানুষের দুঃখ কষ্ট অনেক বড়।
তাই আমার রাজনীতি সাধারণ মানুষের জন্য।"

শাহিদা তারেখ দীপ্তি পল্লবীর স্থায়ী বাসিন্দা হলেও তার জন্ম মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে। মিসেস দীপ্ত মিরপুর বাংলা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি, বাংলা কলেজ থেকে এইচ.এস.সি ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করেন। তার স্বামী তারেখ মিন্টু একজন পেশায় সাংবাদিক ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাথে সম্পৃক্ত।

নির্বাচন করার কারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন- আমি জনগণের জন্য কিছু করতে চাই। কমিশনার নির্বাচিত হলে মানুষের দুঃখ কষ্ট গুলো ভাগ করে নিতে পারব। বিশেষ করে নারীদের অধিকার আদায় করা, বঞ্চিতদের মুখে অন্ন তুলে দেয়ার জন্যই নির্বাচন করেছি এবং জনগণ আমাকে নির্বাচিত করেছে।

রাজনীতি সম্পর্কে বলেন- প্রত্যেক মানুষই কোন না কোন দলকে একটু হলে ও ভালবাসে। ঠিক তেমনি আমিও একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য। এ নির্বাচনে আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী। কেননা কমিশনার নির্বাচন কোন ও দলীয় নির্বাচন নয়। যদি ও আমি মনে করি নির্বাচনে দলের একটা প্রভাব রয়েছে। তবে আমার এলাকার জনগণের কাছে আমি স্বতন্ত্র।

নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে তিনি বলেন দেশের মহিলা সমাজের উন্নয়নের জন্য নারী নির্যাতন রোধ করে সঠিক শিক্ষায় নারীকে শিক্ষিত করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাই আমার অঙ্গীকার।

মিসেস দীপ্তি বিগত দিনে এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ধর্মীয় ও সামাজিক সাংস্কৃতিক জনকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

আর তাই দলমত নির্বিশেষে সকলের জন্য কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

কেসস্টাডি নং -৮

নার্গিস বেগম বেবী

কমিশনার

সংরক্ষিত আসন-৫

ওয়ার্ড নং ৯, ১০, ১১

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন

"মানুষের উপকার করাই আমার স্বভাব তাই জনগণ আমাকে নির্বাচিত করেছে।"

উপমহাদেশের প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক তথা কেরানীগঞ্জ থানার তারানগর ইউনিয়নস্থ ঐতিহ্যবাহী ভাওয়াল খান বাড়ির মরহুম নূর মোহাম্মদ খান সাহেবের কন্যা নার্গিস বেগম বেবী সংরক্ষিত আসন-৫ থেকে কমিশনার নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর স্বামী আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল জব্বার একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ।

রাজনীতি সম্পর্কে নার্গিস বেগম বলেন আমাদের পরিবার বহু আগে থেকেই রাজনীতির সাথে জড়িত। আমি ও একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য এবং রাজনৈতিক পরিবারেই আমার জন্ম। তবে স্থানীয় নির্বাচন দলের মধ্যে পড়ে না। এখানে দলীয় প্রভাব ছাড়া মানুষের উপকার করতে পারব বলে নির্বাচন করেছি এবং জনগণ আমাকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করেছে।

তিনি বলেন এলাকাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে সন্ত্রাস দমন, চাঁদাবাজি নির্মূল, অবহেলিত, বঞ্চিত ওয়ার্ড গুলোকে আদর্শ ওয়ার্ড হিসেবে গড়ে তুলতে কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এছাড়া বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান, বিদ্যালয়ে অনুদান, অভাবী ও দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনা বেতনে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার ব্যবস্থা করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

নার্গিস বেগম তাঁর এলাকার যে কোন সমস্যা সমাধানে বদ্ধপরিকর।

Dhaka University Institutional Repository

কেসস্টাডি নং -৯

মোসাম্মৎ শিরিন রুখসানা

কমিশনার

সংরক্ষিত আসন-৬

ওয়ার্ড নং ১২, ১৩, ১৪

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন

"ছয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে নির্বাচিত হয়েছি: অবহেলিত সমাজের উন্নয়নই আমার একমাত্র লক্ষ্য।"

মোসাম্মাৎ শিরিন রুখসানা ১৯৬৭ সালে কুষ্টিয়ার আমপাড়া নামক স্থানে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৫ সালে কুষ্টিয়ার সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি পাস করেন। ১৯৮৭ ও ১৯৮৯ সালে নিরপুর বাংলা কলেজ থেকে এইচ.এস.সি ও বি.এ পাশ করেন। তার স্বামী একজন ব্যবসায়ী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুসন্তানের জননী।

প্রতিভাময়ী নারী শিরিন রুখসানা রাজনীতি সম্পর্কে বলেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন কোন দলীয় নির্বাচন নয়। এখানে রাজনীতি মূখ্য নয়। তবে আমার রাজনীতিতে আগমন ঘটে কলেজ জীবনেই। তবে আমি আমার এলাকার জনগণের কাছে রাজনীতির উর্ধ্বে। এজন্য দলমত নির্বিশেষে সকলের ভোটে আমি নির্বাচিত হয়েছি। একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে মিসেস শিরিন রুখসানা বলেন, জনসেবার মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিশেষ করে অবহেলিত মহিলা সমাজের উন্নয়ন ও নারী নির্যাতন রোধে অবদান রাখার জন্য তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। কারণ আমাদের দেশের মহিলারা আজও পিছিয়ে আছে, তাই তিনি নারী হয়ে নারীদের জন্য নতুন কিছু কাজ করবেন বলে অঙ্গীকার করেন।

সাংস্কৃতিমনা শিরিন রুখসানা বর্তমানে বাংলাদেশ বেতারের একজন খবর পাঠিকা, তিনি শিল্পী আবৃত্তিকার ও উপস্থাপিকা।

মেয়েদেরকে আত্মনির্ভরশীল করা ও এলাকার উন্নয়নই এখন একমাত্র লক্ষ্য।

Dhaka University Institutional Repository

কেসস্টাডি নং -১০

সাজেদা আলী হেলেন

কমিশনার

সংরক্ষিত আসন - ১৪

ওয়ার্ড নং- ৫৫, ৩৭, ২৩

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন

"এলাকার মাস্তান, চাঁদাবাজি, বিশেষ করে নারীর মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্যই আমাকে নির্বাচিত করা হয়েছে।"

সাজেদা আলী হেলেন ১৯৬৬ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর ঢাকার মগবাজারের এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার স্বামী মোঃ জয়নাল হোসাইন একজন সাবেক ছাত্রনেতা যিনি বর্তমানে চাকুরীতে নিয়োজিত আছেন। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ.এস.সি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ২ সন্তানের জননী।

রাজনীতিতে আগমন সম্পর্কে তিনি বলেন, আমাদের পরিবারের সকল সদস্যই কোন না কোনভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত। যদিও বাবার প্রভাবেই আমার রাজনীতিতে আসা। আমার বাবাই আমাকে রাজনীতিতে আসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ দিয়েছেন। নারীদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ বাধার ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন- সমাজের কুসংস্কার প্রথা, নারী ও পুরুষের বৈষম্যের কারনেই নারীরা রাজনীতিতে আসতে অনীহা প্রকাশ করে। এসব বাধা অতিক্রম করেই নারীদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন, দেশের এই সময়ে সমাজ ও এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে কোন বিরোধ নয় আপোষ, ধ্বংস নয় সৃষ্টি, হতাশা নয় কর্মোদ্যম, দারিদ্র নয় সমৃদ্ধিই আজকের শ্লোগান। এছাড়া তিনি এলাকার উন্নয়নের জন্য যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে আছে আইন -শৃঙ্খলার উন্নয়ন, রাস্তাঘাট সংস্কার বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি, মাদকাশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন, বিধবা ভাতা, গৃহায়নও আশ্রায়ন বাস্তবায়ন ইত্যাদি।

অর্থ্যাৎ সমাজ থেকে অভিশাপ মুক্তই আমার একমাত্র অঙ্গীকার ।

Dhaka University Institutional Repository

কেসস্টাডি নং -১১

তাহমিনা চৌধুরী জ্যোতি

কমিশনার

সংরক্ষিত আসন নং- ১৫

ওয়ার্ড নং ২৫, ২৭, ২৮

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন

"নারী শিক্ষার মাধ্যমেই নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব।"

তাহমিনা চৌধুরী জ্যোতি ১৯৬৩ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। তার পিতা মরহুম ডাঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক অবর্ণনীয় নির্যাতিত এবং একজন আদর্শ সমাজ সেবক ছিলেন। তার স্বামী আব্দুল আউয়াল চাকুরীর পাশাপাশি ব্যবসাতেও নিয়োজিত আছেন। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা বি. এ (পাশ)। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ২ সন্তানের জননী।

মিসেস তাহমিনা চৌধুরী রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে অদ্যাবধি সমাজ উন্নয়নে বিভিন্ন অবদান রেখেছেন। নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে অংশগ্রহণ, দুস্থ মহিলাদের কর্মস্থানের ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গরীব ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ফান্ড দান সহ সমাজ উন্নয়নে আত্ম নিয়োগ করেছেন।

রাজনীতি সম্পর্কে তার ধারনা ইতিবাচক। তিনি বলেন, রাজনীতির মাধ্যমেই মানুষ তার অধিকার গুলো সম্পর্কে বুঝতে শিখে। তাহমিনা চৌধুরীর পরিবার গোড়া থেকেই রাজনীতির সাথে জড়িত। তাঁর রাজনীতিতে আগমন ঘটে একজন জাতীয় নেতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। তিনি বলেন স্থানীয় সরকার নির্বাচন কোন দলীয় নির্বাচন নয়। এখানে দলের প্রভাব মুক্ত হয়ে জনসেবা করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা অনুযায়ী সন্ত্রাস মুক্ত এলাকা গঠন করে মাস্তানী, চাঁদাবাজি দূর করে, পয়ঃনিষ্কাশন ও রাস্তাঘাটের উন্নয়ন করে আধুনিক ঢাকা শহর গঠন করার আঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

অর্থ্যাৎ সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই সমাজকে আরো গতিশীল করে তুলতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

কেসস্টাডি নং -১২

রহিমা বেগম

কমিশনার

সংরক্ষিত আসন- ২৭

ওয়ার্ড নং- ৮৪, ৮৬, ৮৭

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন

"নারী শিক্ষার প্রসার যত ঘটবে প্রতিকূলতা তত দূর হবে অর্থ্যাৎ শিক্ষার মাধ্যমেই নারী সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।"

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। আর এই শিক্ষার আলোকে শিখা ছড়িয়ে দিয়ে যুগে যুগে মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে যারা নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন তারা হলেন আজকের শিক্ষক সমাজ। এই শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থেকেও যিনি দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তিনি হলেন কমিশনার রহিমা বেগম।

রহিমা বেগম ১৯৫২ সালে মুন্সিগঞ্জের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে বি.এস.সি ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯৮১ সালে ঢাকা হোমিওপ্যাথি কলেজ থেকে ডি.এইচ.এস.এস. পাশ করেন। তাঁর স্বামী একজন ব্যাংকার। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ৪ সন্তানের জননী।

রাজনীতিতে রহিমা বেগমের আগমন ঘটে ছাত্রাবস্থাতেই। তখন একজন জাতীয় নেতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ছাত্র রাজনীতিতে যোগ দেন। যার ধারাবাহিকতা এখনো বিরাজমান। তিনি বলেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন দলীয় ব্যানারের নির্বাচন নয়। এখানে রাজনীতি মুখ্য বিষয় নয়। জনগণ এখানে যোগ্য লোককেই নির্বাচিত করে।

তাঁর পরিকল্পনা হলো নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য সঠিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দলমত নির্বিশেষে সবার জন্য কাজ করা । তিনি আরো বলেন-মাদকমুক্ত সমাজ গঠন করে যুব সমাজকে বিভিন্ন ধরনের বই পড়ায় উদ্বুদ্ধ করা তার একটি নির্বাচনী অঙ্গীকার।

তিনি দৃঢ় মনোবল নিয়ে বলেন- সঠিক নেতৃত্বই সঠিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে যোগান দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪.ঘ.১ নির্বাচনে জয়লাভকারী মহিলাদের জীবন বৃত্তান্ত সমূহ বিশ্লেষণ ঃ

উপরোক্ত জীবন বৃত্তান্ত সমূহ বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্ট যে, নির্বাচিত সকল মহিলা কমিশনারই রাজনৈতিক ভাবে সচেতন এবং নারী অধিকার আদায়ে বিভিন্ন কর্মকান্ড গ্রহণ ও স্বীয় নির্বাচনী ওয়ার্ডের উন্নয়নের জন্য তারা কাজ করতে আগ্রহী। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তারা নানাবিধ বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাদেরকে উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষ ও সহকর্মী পুরুষ কমিশনাররা সহযোগিতা করেন না। অনেকক্ষেত্রেই তারা অবহেলার স্বীকার হচ্ছেন। সকলেই পারিবারিক জীবনের সাথে সাথে রাজনৈতিক জীবনেও সফল। অধিকাংশের রাজনীতিতে আগমন কোন না কোন দলের প্রতিষ্ঠাতা বা জাতীয় কোন মহান নেতার আদর্শের অণুপ্রাণিত হয়ে আবার অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় পারিবারিক রাজনৈতিক ঐতিহ্যের কারনে তারা রাজনীতিতে এসেছেন। যদিও ছাত্রজীবন বা পুর্বজীবনের তাদের রাজনীতির প্রতি ততটা আগ্রহ ছিল না। তারা প্রায় সকলেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আমাদের সমাজ কাঠামোই নারীদের উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা, সমাজে বিরাজমান কুসংস্কার, ধর্মীয় গোড়ামি, পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা, শিক্ষায় নারীদের অনগ্রসরতা ইত্যাদিকে তারা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে বড় বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাদের মতে রাজনৈতিক দল গুলোর কাঠামোতে নীতি নির্ধারনী পর্যায় নারীদের অন্তর্ভুক্তি এবং কার্যকরী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায় অনেকটা সম্ভব হবে, সাথে সাথে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, নারীর শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে, সর্বোপরি নারীর অধিকার আদায়ে নারীদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে।

৪(ঙ). মহিলা সংরক্ষিত আসনে পরাজিত প্রার্থী ঃ

গবেষণার নিমিত্তে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২ এ সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী কয়েকজন পরাজিত প্রার্থী জীবনালেখ্য ও অভিমত নেয়া হয়।

৪.ঙ.১ মতামত বিশ্লেষণ ঃ

তাদের অধিকাংশের মতামতেই নিম্নের বিষয়াবলী প্রতিফলিত হয়েছে ঃ

- ☐ অধিকাংশ পরাজিত প্রার্থী অভিযোগ করেন যে, ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডাদের ভয়ে সঠিকভাবে প্রচারনা করতে পারেন নি।

Dhaka University Institutional Repository

- ☐ অনেকেই নির্বাচনের পূর্বে সরে দাড়াতে বলা হয়েছে বা চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে।
- ☐ এদের অধিকাংশই স্বতন্ত্র প্রার্থী হলেও পরোক্ষভাবে ক্ষমতার বাইরে থাকা একটি রাজনৈতিক দলের সমর্থক।
- ☐ তাদের অনেকের মতেই, নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হলেও, সুষ্ঠু হয়নি, ব্যাপক কারচুপি হয়েছে, জাল ভোট পড়ছে প্রচুর।
- ☐ তাদের অনেকের মতে, আমাদের এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া হয়েছে।
- ☐ ৮০% মতামত ব্যক্ত করেছেন, নির্বাচন সুষ্ঠু হলে সে ক্ষেত্রে তার বিজয় সুনিশ্চিত ছিল।
- ☐ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে ২০০২ সালের নির্বাচনের প্রভাবে সম্পর্কে সবাই এক বাক্যে বলেছেন, এ নির্বাচন একটি মাইল ফলক।
- ☐ ৪০% মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, পরিবার তাদেরকে সার্বক্ষনিক সহায়তা করেছেন।
- ☐ যদিও এ নির্বাচন নিদর্লীয় নির্বাচন তারপরেও পরাজিতদের ৯০% বলেছেন নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের সাথে একত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়া উচিত, যাতে কোন প্রার্থী তার দলীয় প্রভাব বিস্তার করতে না পারে।
- ☐ নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীদের তিন-চতুর্থাংশই নির্বাচন পূবে হুমকি, বা খারাপ মন্তব্যের শিকার হয়েছেন।
- ☐ ৩০% পরাজিত প্রার্থী শখের বসে নির্বাচনে দাড়িয়ে ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।
- ☐ পরাজিত প্রার্থীদের ৬০% বলেছেন ঢাকায় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য শুধু সংরক্ষিত ওয়ার্ড ভিত্তিক নয়, বিভিন্ন স্তরের (যেমন বস্তিবাসী) ও বিভিন্ন পেশার নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত কল্পে পদক্ষেপ নেয়া জরুরী।

৪.৬.২ *পরাজিত কয়েকজন প্রার্থীর জীবন বৃত্তান্ত ঃ*

কেস নং-১ , সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং - ১৮

শিরিন নাইম পুনাম

জন্ম : চুয়াডাঙ্গা শহরে।

শিক্ষা : এস.এস.সি আইডিয়াল স্কুল, এইচ.এস.সি সেন্ট্রাল উইমেন্স থেকে পাস করেন।

ঠিকানা : ১০২/১ আরামবাগ ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

কমিশনার প্রার্থী : মতিঝিল থানার ৩২,৩৩, ৩৬ নং ওয়ার্ড, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং - ১৮

প্রতীক : রিকশা

নির্বাচন প্রসঙ্গে : মানুষের উপকার করাই আমার স্বভাব। এখনও সমাজসেবামূলক কাজে সব সময় অংশ গ্রহণ করি। শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার জন্য এলাকায় অনেক এনজিও স্কুল তৈরি করেছি। গরিব ও দুঃখি মেয়েদের বিয়ে দিচ্ছি। এলাকায় মানুষ চায়, যাতে আমি নির্বাচন করি। এবারই আমার জীবনে প্রথম নির্বাচন। ধর্ষন, এসিড নিক্ষেপ বন্ধ এবং নারীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে নির্বাচন করেছি।

দল প্রসঙ্গে : স্থানীয় নির্বাচন দলীয় পর্যায়ে পড়ে না। তাই এ ব্যাপারে দল হস্তক্ষেপ করবে না। দলের বাইর আমাকে পারিবারিক পরিচয় আছে আমার পারিবারকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছি। তারা সব সময় আমার পাশে ও ছিল নির্বাচন করার ক্ষেত্রে।

প্রতিবন্ধকতা : আমার জনপ্রিয়তার কারনেই অনেকেই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে বলেছিল।

নির্বাচনী ফলাফলঃ সতন্ত্রপ্রার্থী শিরিন আক্তার পুনম ছিলেন নিকটতম প্রতিদ্বন্দী, সর্বমোট ৩২,৩৩,৩৬ জন ভোটারের মধ্যে কষ্ট হয় ২৬, ৫১১ ভোট, এর মধ্যে পুনম লাভ করেন ৫৬৮০ ভোট। তিনি ৯০৮৫ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। তবে এ ফলাফল সম্পর্কে তার অভিমত একটই ব্যাপক জালভোট পড়েছে।

কেস নং - ২ : সংরক্ষিত আসন - ১৬

মিসেস জলি কবির

জন্ম : কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানার ইছাপুর গ্রামে।

শিক্ষা : এস.এস.সি কুমিল্লা ফয়জুন্নেছা, এইচ.এস.সি কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ, বি.এ ঢাকা ইডেন কলেজ থেকে পাস করেন।

ঠিকান : সি/১৫ শাহজাহানপুর রেল কলোনি, ঢাকা।

নির্বাচনী এলাকা : মিতিঝিল ও রমনা থানার ৩৪,৩৫, ৫৪ নং ওয়ার্ড।

প্রতীক : কলস।

নির্বাচন : আমি এখন নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত। এই এলাকায় আট বছর ছিলাম। জনগনের জন্য কাজ করেছি। তাদের জন্য নির্বাচনে এসেছি ; যা একজন নতুন কমিশনারের পক্ষে অসম্ভব। জনগণের ভালবাসা, মমতা, শ্রদ্ধাবোধ আমাকে নির্বাচনে এনেছে, তাই নির্বাচন করছি।

Dhaka University Institutional Repository

দল প্রসঙ্গে: দর আমাকে নির্বাচন করতে নিষেধ করেনি। আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী। স্থানীয় নির্বাচনে দলের প্রভাব নেই বলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি। তাই দল আমার প্রতি কোনও ব্যবস্থা নিবে বলে মনে করি না।

পরিবার প্রসঙ্গে : আমার স্বামী, দেবর নির্বাচনের জন্য পরিশ্রম করে যাচ্ছে। নির্বাচনী প্রচার প্রপাগান্ডায় তারা আমার পাশে রয়েছে।

এলাকার জনগণের মনোভাব ঃ আমি নির্বাচন করি, এটা এলাকাবাসীর প্রত্যাশা । তারা প্রতিটি কাজে সাড়া দিচ্ছে।

ভোটাচারণঃ মোট ১০৩৯৫৪ জনের মধ্যে ভোট দিয়েছে ৩০,৭৮৮ জন। স্বতন্ত্র প্রার্থী মিসেস কবীর ছিলেন বিজয়ী প্রার্থীর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রাপ্ত ভোট ১১,৯৩৮। তিনি মাত্র ৩,৩৬১ ভোটের ব্যবধানে পরাজয় বরণ করেন।

কেস নং - ৩ , সংরক্ষিত ওয়ার্ড - ১৫

সাহিদা খানম

জন্ম : ঘোড়াশাল, নরসিংদী।

শিক্ষা ঃ এস.এস.সি ঘোড়াশাল হাইস্কুল, এইচ.এস.সি হাবিবুল্লাহ বাহার ডিগ্রী কলেজ থেকে পাস করেন।

ঠিকানা ঃ ৩৭ কদমতলা, বাসাবো

নির্বাচনী এলাকা ঃ সবুজবাগ থানা, ২৫, ২৭, ২৮ নং ওয়ার্ড ।

এলাকার জনগণের মনোভাব : আমি এই এলাকার বউ। আমাকে সবাই পছন্দ করে। সবাই বলেছে আমাকে নির্বাচন করতে হবে। দলমত নির্বিশেষে সবাই আমাকে কমিশনার হিসেবে দেখতে চায়।

পরিবারের মনোভাবঃ আমার স্বামী একজন রাজনীতিবিদ। অনেকেই নির্বাচন করতে ভয় পাচ্ছে। কিন্তু ভয় পেয়ে সমাজসেবা করা যায় না। স্বামী, সন্তান, আত্মীয়স্বজন নির্বাচন করার জন্য উৎসাহী। কেউ কখনও নির্বাচন বর্জন করার জন্য হুমকি দেয় নি।

কেন এ নির্বাচন : নির্বাচন করছি এলাকার উন্নয়নের জন্য। দীর্ঘ আট বছর কমিশনার ছিলাম। নারী, পুরুষদের সাহায্য করছি। যদি নির্বাচন না করি, তাহলে এ সকল মানুষের কি হবে? তারা ভাববে আওয়ামীলীগ নেই, আমাদের ক্ষমতাও নেই, তাদের জন্য মূলত নির্বাচন ।

নির্বাচনী ফলাফলঃ সিটি করপোরেশন কমিশনার নির্বাচন দলীয় পর্যায়ে পড়ে না। তাই এইখানে দলের কোনও কথা আসতে পারে না। মোট ১১২৭১৫ জন ভোটারের মধ্যে মাত্র ৪৮ ৪৮৫৪১ (৪৩.০৬%) জন

Dhaka University Institutional Repository

ভোট প্রদান করে। এতে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ৬১২৬ ভোটের ব্যবধান পরাজিত হলেও ১৬,৩২৮ ভোট লাভ করেন। তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী।

কেস নং - ৪, সংরক্ষিত ওয়ার্ড - ২০

আলেয়া পারভীন রঞ্জু

জন্ম : রংপুরে এক শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারে।

শিক্ষা : এস.এস.সি রংপুর গার্লস হাইস্কুল, এইচ.এস.সি কারমাইকেল কলেজ থেকে পাস করেছেন।

ঠিকানা: ২৯৩, লালবাগ।

নির্বাচনী এলাকা ঃ লালবাগ থানার ৬০, ৬১, ৬৫ নং ওয়ার্ড।

প্রতীক ঃ সেলাই মেশিন।

নির্বাচন ঃ আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী। তবে আওয়ামী লীগে ছিলাম। এখনও আছি। ওয়ার্ডের জনগণের উন্নয়ন, দুঃখ-কষ্টে পাশে থাকতে চাই। আমি যদি নির্বাচন না করি, তাহলে, দলের কর্মীদের কি হবে? তারাতো অন্যদের কাছে যেতে পারবে না। আমার ওপর তাদের ভরসা। নির্বাচন থেকে না সরে, লড়াই করে বেঁচে থাকতে চাই। মাঠে আছি, মাঠে থাকব। এলাকা জনগণের সুখের দিকে তাকিয়ে নির্বাচন করেছি। জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী ছিলাম। কিন্তু আমাকে ফেল করানোর পিছনে ছিল গভীর ষড়যন্ত্র। কারন আমি এত কম ভোট কিভাবে পাই।

পরিবার: আমার ছেলেমেয়ে বলে, মা আমাদের বাবা নেই। তোমার কিছু হয়ে গেলে আমাদের উপায় থাকবে না। নির্বাচন করার দরকার নেই। তারা সবাই কান্নাকাটি করেছে। তাদের উপেক্ষা করে এলাকার মানুষের সুখের দিকে তাকিয়ে নির্বাচন করছি।

নির্বাচনে প্রতিবন্ধকতা : অনেকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে বলেছে। হুমকি দিচ্ছে। বিভিন্ন খারাপ মন্তব্য করেছিল।

নির্বাচনী ফলাফলঃ মোট ৭৫৫৪১ জন ভোটারের মধ্যে ৩১২৪০ জন (৪৬.৩৬%) তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। স্বতন্ত্রী প্রার্থী জনাব রঞ্জু ছিলেন নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রাপ্ত ভোট ৭৮১৮। তিনি সর্বমোট ১৪,৯৪২ ভোটে পরাজিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

কেস নং - ৫ . সংরক্ষিত ওয়ার্ড - ২৯

হেলেন আক্তার

জন্ম : ঢাকা।

শিক্ষা ঃ এস.এস.সি মনিজা রহমানত, গালর্স স্কুল, এইচ.এস.সি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা থেকে পাস করেন।

বর্তমান ঠিকান ঃ ৫/১এ শশীভূষণ চ্যাটার্জি লেন, ঢাকা।

স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম : পাটভোগ, থানাঃ শ্রীনগর, জেলাঃ মুন্সিগঞ্জ।

নির্বাচনী এলাকা ঃ আমি নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত। এটা আমার জীবনে প্রথম নির্বাচন। এলাকায় আমার জনপ্রিয়তা আছে। এলাকার মাস্তান, চাঁদাবাজি, বিশেষ করে নারীর মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্যই নির্বাচন করছি। আমার দল গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। আমিও বিশ্বাস করি। এদেশের একজন নাগরিক হিসেবেই নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছি। আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী। তাছাড়া দলের স্লোগান ছবি ব্যবহার করছি না। দলের অমতে নির্বাচন করছি। কারণ, আমদের ওপর যে অত্যাচার হচ্ছে তা প্রতিরোধেই নির্বাচন।

এলাকার জনগণের মনোভব ঃ এলাকার সব রকম উন্নয়নে ছিলাম থাকব। ব্যক্তিগতভাবে এলাকার নারী ও পুরুষের উন্নয়নের জন্য একটি এনজিও করেছি। তাই সবাই নির্বাচনে সাহায্য করেছে।

পরিবার ঃ যেভাবে প্রার্থী হত্যা হচ্ছে, নানান কৌশলে প্রার্থীকে বসিয়ে দিচ্ছে, তাতে পরিবারের সদস্যরা শংকিত অবস্থায় দিন কাটিয়েছে।

নির্বাচনী ফলাফলঃ এই সংরক্ষিত ওয়ার্ডে মোট ভোটার সংখ্যা ৬৫৪৩৬ জন, মোট প্রদত্ত ভোট ২৪০৩২ (৩৬.৭২%)। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নির্বাচিত প্রতিনিধি অপেক্ষা ৫৫২৫ ভোট কম পান। স্বতন্ত্র হলেন আক্তার প্রাপ্ত ভোট ছিল ৬৪২৮টি।

কেস নং - ৬ (সংরক্ষিত আসন ২৫, গোপীবাগ)

সালেহা বেগম

ওয়ার্ড নং- ৭৫, ৭৬, ৮৫

প্রতীক - রিকশা

নরসিংদী জেলার শিবপুর থানায় সালেহা বেগমের পৈতৃক নিবাস। ছোট বেলা থেকে রাজধানীর আলো বাতাসে বড় হয়ে ওঠা। মাধ্যমিক পাঠটা কামরেন্নছা গালর্স স্কুল থেকেই শেষ করেন। ১৯৭৩ সালে

Dhaka University Institutional Repository

শিবপুর গার্লস স্কুল থেকে এস.এস.সি পাশ করেন। লেখাপড়া শেষে আদর্শ গৃহিনী হবার স্বপ্ন ছিল মনে। হঠাৎই দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে ১৯৯১ সালে সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দলের হয়ে সভা সমাবেশ করেছেন।

তাছাড়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত । আর এই কর্মকাণ্ডের কারনে তিনি দল থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন। তাছাড়া বিভিন্ন সময় আন্দোলন থাকা অবস্থায় রাজপথ থেকে কারাবরন করেছেন। আর এ কারণেই উপর মহলের নেতা নেত্রীদের নজর কাড়তে সক্ষম হন। ওয়ার্ড কমিশনার (সংরক্ষিত) নির্বাচনের জন্য দল এবার তাকে মনোনীত করেন। জনগণের সেবা রাজনীতি ও জনসেবা প্রসঙ্গে, সালেহা বেগম, বললেন, রাজনীতি হল একটা শক্ত প্লাটফর্ম। যেখানে দাঁড়িয়ে সহজেই জনগণের সেবা করা যায় অন্য কোন ভাবে কাজটি করা সহজ নয়।

নির্বাচনী ফলাফলঃ ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোট প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে পরাজয়ের পিছনে সাংগঠনিক দূর্বলতা, যথাযথভাবে প্রচারনা চালাতে না পারাকেই দায়ী করেন সালেহা বেগম। তিনি স্বতন্ত্রপ্রার্থী লাভলী চৌধুরীর নিকট ৩৪০৪ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। এ ওয়ার্ডে (৭৫,৭৬,৮৫) মোট ভোটার ছিল ৭৭২২১ জন, যার মধ্যে কাষ্টিং ভোট ৪৩.৬৩% (৩৩৬৯৫) পরাজিত সালেহা বেগম পেয়েছেন ১৩৯১০ ভোট। নির্বাচনে পরাজয় সালেহা বেগমের কাছে ছিল অনাকাংখিত ঘটনা। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস অনেক ক্ষেত্রেই নির্বাচনের জন্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যার জ্বলন্ত প্রমান সালেহা বেগম।

Dhaka University Institutional Repository

৪.চ. তথ্য বিশ্লেষণ ঃ জন সাধারণের মতামত জরীপ

৪.চ.১ সাধারণ তথ্যাবলী

২০০২ সালের ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের স্বরূপ উদঘাটনে সমাজে বিভিন্ন স্তরের ৩০০ ব্যক্তির মতামত জরীপ করা হয়। মতামত জরীপ বিশেষ ধরনের প্রশ্নমালা ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে ১৫০ জন ছিলেন পুরুষ, ১৫০ জন মহিল, প্রতিটি সংরক্ষিত আসন হতে ১৫ জনের (৫জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলা) মতামত গ্রহণ করা হয়। মতামত গ্রহণের জন্য তাদেরকে দৈবচায়িত ভাবে নির্বাচিত করা হয়।

৪.চ.২ মতামত প্রদানকারীদের পেশা ঃ

মতামত প্রদানকারীদের পেশাগত অবস্থান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সবচেয়ে বেশী মতামত গৃহীত হয়েছে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে (২৬%); এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সিংহভাগ – ৬০% ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরের শিক্ষার্থী, সাধারণ কালেজে অধ্যায়নরত ছিল ২৫%, পেশাজীবী কোর্সে অধ্যায়নত ছিল ১৫%। মতামত গ্রহণকারীদের মধ্যে চাকুরীজীবীদের হার ছিল ১৩%; এদের মধ্যে সরকারী সেক্টরে ৫৮% এবং বেসরকারী সেক্টরে ৪২% কর্মরত ছিলেন। ৫% শিক্ষক তাদের মতামত ব্যক্ত করেন, এর মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক ৬৫% ছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। এরপরেরই ১৩% বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকতায় নিয়োজিত, বাকী ২২% ছিলেন কলেজ স্তরের শিক্ষক।

রেখাচিত্র ৪.১ : মতামত প্রদানকারীদের পেশা

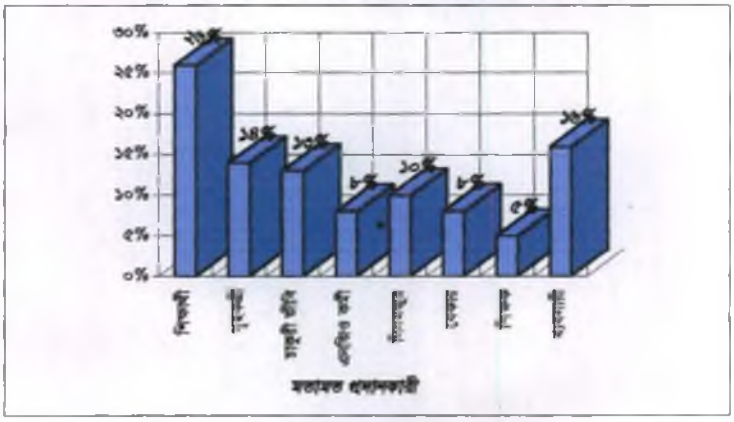

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৪.৬ : মতামত প্রদানকারীদের পেশা

পেশা	পুরুষ	মহিলা	একত্রে	%
শিক্ষার্থী	৩৭	৪০	৭৭	২৬%
গৃহকর্মী	-	৪৩	৪৩	১৪%
চাকুরী জীবি	২১	১৮	৩৯	১৩%
N.G.O কর্মী	১৩	১১	২৪	৮%
দিনমজুর	১৮	১২	৩০	১০%
বেকার	১১	১২	২৩	৮%
শিক্ষক	১০	৬	১৬	৫%
ব্যবসায়ী	৪০	৮	৪৮	১৬%

মতামতদান কারীদের মধ্যে ১৬% ছিলেন ব্যবসায়ী, আবার এই ব্যবসায়ীদের মধ্যে, ৪০% ছিলেন ক্ষুদ্র ব্যবসা (যেমন হকার, মুদি দোকান, চা ষ্টল ইত্যাদি)র সাথে জড়িত এবং বাকী ৬০% ছিলেন সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যবাসায়ী।

৪.চ.৩ মতামত প্রদানকারীদের বয়সসীমা ঃ

১৫ হতে ৯০ বছর বয়স্কদের মধ্যে হতে মতামত সংগ্রহ করা হয়। সর্বাধিক সংখ্যক ৪০% মতামত গৃহীত হয়েছে ২৬-৪০ বছর বয়সীদেব কাছ থেকে, এরপর পর্যায়ক্রমে ছিল ১৫-২৫ বছর বয়সী (৩২%), ৪১-৫৫ বছর বয়সী (১১%), ৫৬-৭০ বছর (৯%) বয়সীদের অবস্থান। ৭০ বছর এর উর্ধ্বের বয়সী ৮% (২৪ জন) ব্যক্তি হতে তথ্য সংগৃহীত হয়।

রেখাচিত্র ৪.২ : মতামত প্রদানকারীদের বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ

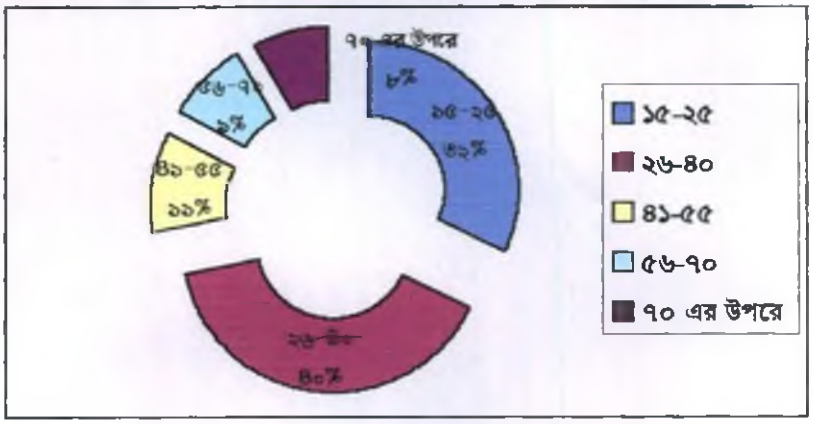

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৪.৭ : মতামত প্রদানকারীদের বয়সসীমা

বয়সসীমা	সংখ্যা	শতকরা হার
১৫-২৫	৯৬ জন	৩২ %
২৬-৪০	১২০ জন	৪০%
৪১-৫৫	৩৩ জন	১১%
৫৬-৭০	২৭ জন	৯%
৭০ এর উপরে	২৪ জন	৮%
মোট	৩০০ জন	১০০%

৪.চ.৪. মতামত প্রদানকারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ

রেখাচিত্র ৪.৩ : মতামত প্রদানকারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা

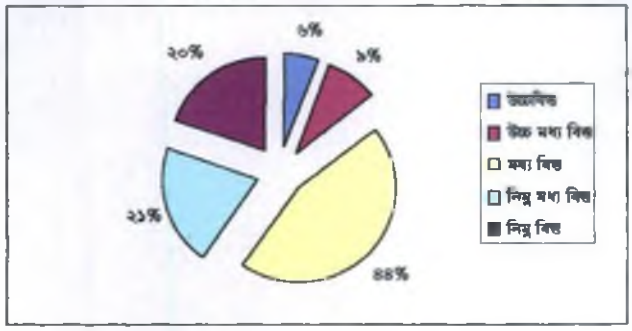

রেখাচিত্র # ৪.৩ অনুযায়ী সর্বাধিক সংখ্যক মতামত দানকারী ছিলেন মধ্য বিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি, অপরদিকে অন্যান্য শ্রেণীর মতামত প্রদানে হার ছিল যথাক্রমে উচ্চ বিত্ত ৯%, নিম্ন মধ্যবিত্ত ২০%, উচ্চ বিত্ত ৬% ।

৪.ছ. প্রদানকৃত মতামত বিষয়ক তথ্যের বিশ্লেষণঃ

৪.ছ.১ স্বীয় ওয়ার্ডের মহিলা কমিশনারের সাথে পরিচিতি ঃ

মতামত জরিপের পূর্বে কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন তাদের করা হয়। "আপনার ওয়ার্ডের মহিলা কমিশনার কে? তার সাথে আপনাদের পরিচয় আছে কিনা? বা তার নাম কি? এবং তাকে আপনি চিনেন কিনা?"

–এই প্রশ্নগুলোর উত্তরে দেখা গেছে, শতকরা ৮৬% ভাগই তার স্বীয় ওয়ার্ডের মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারকে তা জানেন না, অবশিষ্ট্যদের মধ্যে ৮% মতামত ব্যক্ত করেছেন যে তিনি স্বীয় এলাকার মহিলা কমিশনারের নাম জানেন বা শুনেছেন কিন্তু পরিচয় নেই। অপরদিকে মাত্র ৬% মতামত প্রদানকারীর সাথে স্বীয় এলাকার মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারের পরিচয় ছিল।

রেখচিত্র ৪.৪ : ওয়ার্ড কমিশনারদেও সাথে পূর্ব পরিচয়

আলোচ্য রেখাচিত্র ৪.৪ এ প্রাপ্ত তথ্য প্রমান করে যে, এলাকাবাসীর সাথে নিজ ওয়ার্ডের মহিলা কমিশনারের মিথোক্রিয়া খুবই নগণ্য।

৪.ছ.২ মহিলা কমিশনারের উন্নয়ন মূলক কাজ ঃ-

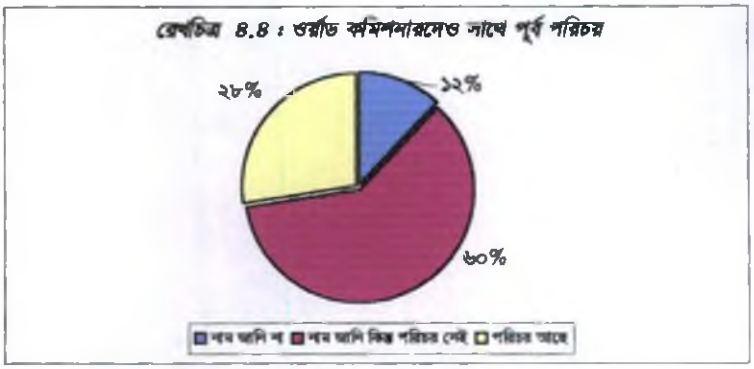

মতামত দানকারী ৯৪% ব্যক্তিই বলেছেন তিনি তার নিজস্ব ওয়ার্ডের মহিলা কমিশনার কোন উন্নয়ন মূলক কাজ করেছেন কিনা তা তিনি জানেন না। অপরদিকে মাত্র ৬% বলেছেন স্বল্প মাত্রায় বস্তি বাসীদের জন্য উন্নয়ন কাজ তারা করেছেন বলে তিনি জানেন।

৪.ছ.৩ সিটি কর্পোরেশনে সংরক্ষিত ওয়ার্ডে মহিলা কমিশনার রাখার প্রয়োজনীয়তা ঃ

মতামত প্রদানকারী প্রায় সকলেই (৯৯%) সিটি কর্পোরেশনে মহিলা কমিশনার রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

এর পিছনে যুক্তি হিসেবে তারা মতামত প্রদান করেছেন, তাদের মতে,

টেবিল ৪.৮ : সিটি কর্পোরেশনে মহিলা কমিশনার থাকার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক মতামত

মতামত	হার
নারীর পুরুষের বৈষম্য রোধ	১৩%
ঢাকার জনসংখ্যার অর্ধেক নারী তাই তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকা দরকার	৭%
মহিলাদের নিজস্ব সমস্যা সমাধানে সব সময় পুরুষদের কাছে যাওয়া যায় না	৯%
নারীর ক্ষমতায়নের কাজ করার	১৫%
সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায়	৫%
নারীদের রাজনীতিতে উৎসাহী করার জন্য	৪৮%
অন্যান্য	৩%

টেবিল #৪.৮ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সর্বাধিক সংখ্যক (৪৮%) মতামত প্রদানকারী মনে করেন যে নারীদের রাজনীতিতে উৎসাহিত করার জন্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে সংরক্ষিত মহিলা কমিশনার থাকা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.ছ.৪ সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন সম্পর্কিত মতামত ঃ

রেখাচিত্র ৪.৫ : সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন সম্পর্কিত মতামত

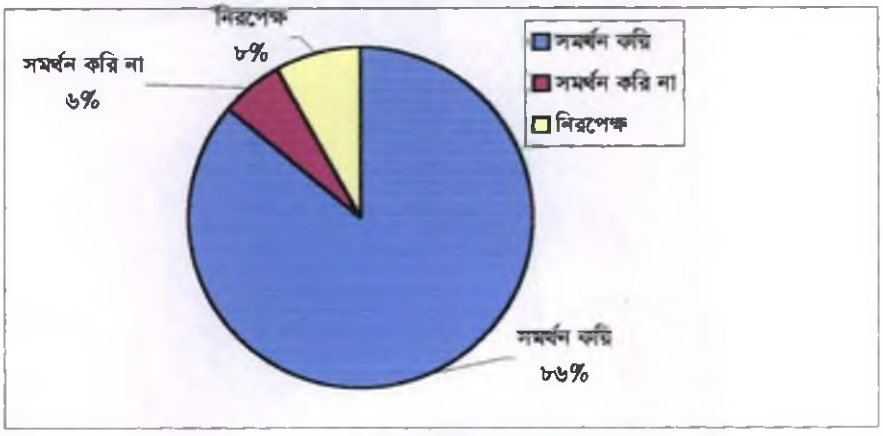

রেখা চিত্র # ৪.৫ অনুযায়ী সিংহভাগই সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনকে সমর্থনে করেন। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় ৬% এটা সমর্থন করেন না। এর পিছনে কারণ হিসেবে তারা যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা হচ্ছে

১) মহিলাদের মধ্যে নির্বাচনে জয়লাভের জন্য নিজস্ব ক্যাডার বাহিনী তৈরীর প্রবনতা তৈরী হতে পারে যা সন্ত্রাসকে আরো বাড়িয়ে দিতে পারে।

২) নির্বাচিত মেয়র বা কর্পোরেশনের সিংহভাগ নির্বাচিত সদস্যদের বিপক্ষ দলের মহিলা নির্বাচিত হলে এই নর্বাচিত মহিলা তাদের চরম অসহযোগিতার শিকার হবেন, ফলে ভালোভাবে এলাকার জন্য তিনি কোন কাজই করতে পারবেন না।

৪.ছ.৫ নির্বাচনী প্রচারনায় পুরুষদের সাথে তুলনা ঃ

- শতকরা ৮৮% মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, পুরুষ প্রার্থীদের প্রচারনা বেশী ছিল।

"প্রচারনার ক্ষেত্রে মহিলাদের সমস্যা কি?" এ সংক্রান্ত প্রশ্নে মতামতদানকারীরা বলেছেন

- পূরুষরা নির্বাচনে বেশী টাকা খরচ করেছেন (৭০%)
- অধিকাংশ পুরুষ কমিশনার প্রার্থীরই নিজস্ব ক্যাডার বাহিনী ছিল, কিন্তু মহিলাদের ছিল না,
- মহিলারা এবারই প্রথম সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন করেছেন। তাই তাদের নির্বাচনী প্রচারনায় অভিজ্ঞতা কম ছিল।
- মহিলাদের নির্বাচনী এলাকাও ভোটার সংখ্যা বেশী ছিল বলে ঠিকমত প্রচারে করতে পারেন নি।

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে ৮% উত্তরদাতা বলেছেন, পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণায় কোন বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি।

মতামত প্রদানকারীরা বলেছেন, নির্বাচনী মিছিলে, গণসংযোগ মাইকিং নির্বাচনী ক্যাম্প পরিচালনা- এই প্রধান চারটি ক্ষেত্রে মহিলা প্রার্থীরা প্রচারণায় পিছিয়ে ছিল।

৪.ছ.৬ পুরুষ কমিশনারদের সাথে কাজকর্ম তুলনা ঃ

মতামত ব্যক্তকারীদের প্রায় সবাই (১০০%) স্বীকার করেছেন যে পুরুষ ওয়ার্ড কমিশনারদের কাজকর্মের সাথে মহিলা কমিশনারদের কাজকর্মের বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। মতামতদানকারীদের মতে এ পার্থক্যের কারণগুলো হচ্ছে

- মহিলা কমিশনারদের ক্ষমতা কম দেয়া হয়
- সিটি কর্পোরেশন ও বাংলাদেশের রাজনীতি এব প্রশাসন পুরুষ নিয়ন্ত্রিত
- পুরুষ কমিশনাররা যে কোন স্থানে গিয়ে যে কোন সমস্যার সমাধানে কিছু প্রতিবন্ধীকতার জন্য মহিলারা অনেকস্থানে যেতে পারে না।
- কমিশনারদের মাঝে বণ্টনকৃত কাজে মধ্যে মহিলা কামিশনারদের জন্য অত্যন্ত নগন্য হারের কাজ দেয়া হয়।
- মহিলাদের স্থায়ী ওয়ার্ডের জনগণের সাথে সংশ্লিষ্টতা কম।

৪.ছ.৭ মহিলা কমিশনারের যোগ্যতা ও গুনাবলী সম্পর্কিত মতামতঃ

মতামত প্রদানকারীদের মতামত অনুযায়ী একজন মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারের যে যে যোগ্যতা ও গুনাবলী থাকা উচিত তা হচ্ছে-

১) সচেতনতা ঃ সমাজ রাজনীতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা

২) সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতা

৩) যথাযথ শিক্ষা

৪) সৎ সাহস

৫) প্রজ্ঞা, নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতা

৬) জন সংযোগ বা জনগনের সাথে সংশ্লিষ্টতার দক্ষতা

৭) সৎ ও পরোপকারী

৮) প্রগতিশীল ও নিরপেক্ষ মানসিকতা সম্পন।

১৪৯

Dhaka University Institutional Repository

৪.ছ.৮ নারীর অধিকার আদায়ে মহিলা কমিশনার ঃ

নারীর অধিকার আদায়ে মহিলা কমিশনাররা কি কি পদক্ষেপ নিতে পারেন ? - এ প্রশ্নের উত্তরে মতামতদানকারীরা বলেছেন-

- সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারেন।
- স্থায়ী ওয়ার্ডে নারী উন্নয়নে ক্লাব সমিতি বা সংগঠন করতে পারেন।
- নারীর কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহন করতে পারেন।

৪.ছ.৯ নারীর রাজনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

রেখাচিত্র ৪.৬ : নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি

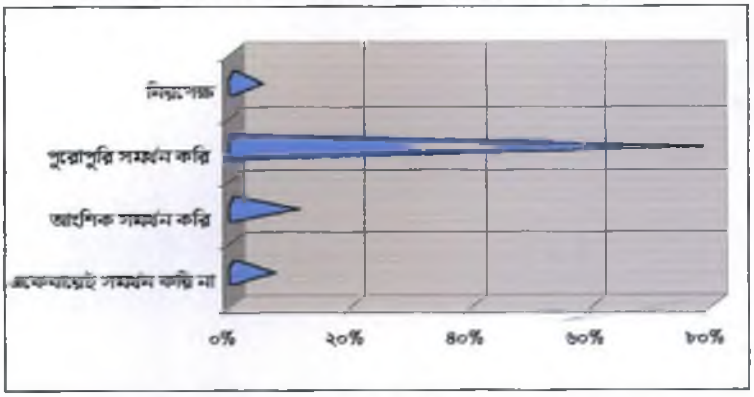

রেখাচিত্র ৪.৬ অনুযায়ী দেখা যায় সিংহভাগ মতামত প্রদাকারীই নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে পুরোপুরি সমর্থন করে, ১১% আংশিক সমর্থন করেন অপরদিকে ৭% বলেছেন নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলে পারিবারিক সমস্যা হয়, সন্তান সন্ততির লালন পালনে সমস্যা হয়, মা বা স্ত্রী হিসেবে স্বীয় ভূমিকা তখন নারী ঠিকভাবে পালন করতে পারে না। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে কোন বিষয়টি প্রথমেই বেশী দরকার।

টেবিল ৪.৯ : নারীর ক্ষমতায়নে উপায়

ক্ষমতায়ন কৌশল	মতামতের হার
সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন	৫২%
নারী শিক্ষার প্রসার	২৭%
পারিবারিক সহযোগিতা	২২%
সরকারী উদ্যোগ	৬%
আইন ও নীতিমালা প্রনয়ন	২%
অন্যান্য	১%

টেবিল # ৪.৯ এ দেখা যায় সর্বাধিক ৫২% মনে করেন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য প্রথমেই সমাজের দৃষ্টি ভঙ্গির প্রসার (২৭%), পারিবারিক সহযোগিতা (২২%) প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.ছ.১০ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে প্রধান বাধা সমূহ ঃ

টেবিল ৪.১০: নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাধা সমূহ

বাধার ধরণ	%
পারিবারিক	২৪%
সামাজিক	৩৪%
রাজনৈতিক	২৫%
অর্থনৈতিক	১২%
ধর্মীয়	৫%
অন্যান্য	৫%

মতামত প্রদানকারীদের মতে ৩৪% মনে করেন সামাজিক করনে (ছেলে মেয়ে বৈষম্য, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি) এদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাধা সমূহ যথাক্রমে ২৪% পারিবারিক, ২০% রাজনৈতিক, ১২% অর্থনৈতিক, এবং ৫% ধর্মীয়।

এসব বাধা দূর করণের উপায় সম্পর্কে মতামত দানকারী বলেছেন, নারীর শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। নারীকে সম অধিকার দিতে হবে ইত্যাদি ।

Dhaka University Institutional Repository

৪.(জ)প্রশ্নমালার আলোকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত নারীদের সাক্ষাৎকারে প্রদত্ত মতামত বিশ্লেষণ

৪.জ.১ সাধারণ তথ্যাবলী

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের আলোকে বাংলাদেশে নারীর অবস্থান ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের স্বরূপ উদঘাটনের জন্য ৫০জন প্রতিষ্ঠিত নারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

৪.জ.২ সাক্ষাৎকার দানকারীদের পেশাঃ

টেবিল ৪.১১: প্রতিষ্ঠিত নারীদের পেশা

পেশা	সংখ্যা	হার
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা	১২	২৪%
উচ্চ পর্যায়ে সরকারী মহিলা আমলা	৬	১২%
প্রতিষ্ঠিত নারী নেত্রী	১০	২০%
মহিলা এনজিও নির্বাহী	৪	৮%
দাতা সংস্থায় উচ্চপদে কর্মরত মহিলা	৬	১২%
বিচার বিভাগীয় দায়িত্বে নিয়োজিত মহিলা	২	৪%
সফল ব্যবসায়ী মহিলা	১০	২০%

রেখাচিত্র ৪.৭ : প্রতিষ্ঠিত নারীদের পেশা

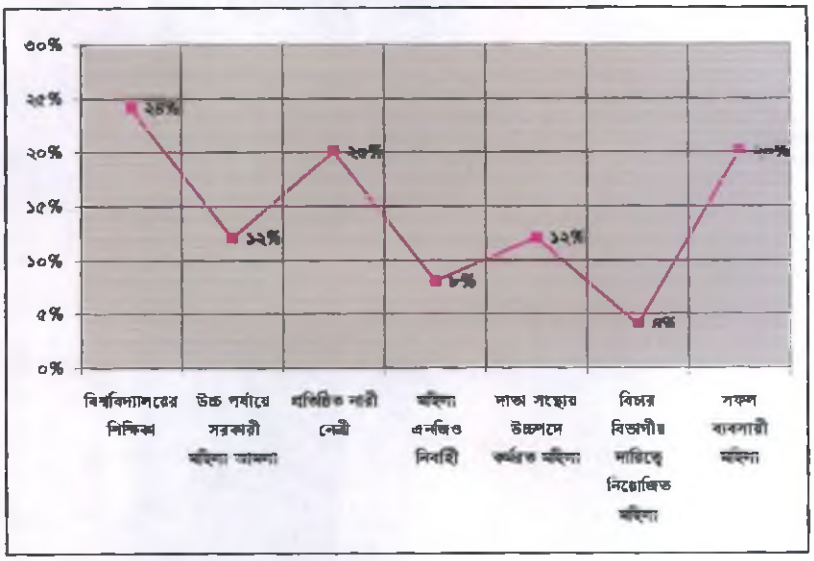

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৪.১১ অনুযায়ী দেখা যায় সাক্ষাৎ দানকারী সমাজে প্রতিষ্ঠিত নারীদের ২৪% ছিলেন বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় নিয়োজিত এরপর ক্রমান্বয়ে ২০% ছিলেন প্রতিষ্ঠিত নারী নেত্রী, ১২% ছিলেন দাতা সংস্থার উচ্চ পদে নিয়োজিত, ২০% ছিলেন সফল ব্যবসায়ী।

৪.ঝ. প্রতিষ্ঠিত নারীদের মতামত বিশ্লেষণঃ-

৪.ঝ. ১.বাংলাদেশের প্রেক্ষিত নারীর ক্ষমতায়নের বাধা সমূহঃ-

নারীর ক্ষমতায়নের প্রধান বাধা হিসেবে তারা নিম্নোক্ত বাধা সমূহ চিহ্নিত করেছেন-

টেবিল ৪.১২ : নারীর ক্ষমতায়নে বাধা

বাধা	%
পারিবারিক বাধা	১০%
সমাজের লোকজনের নেতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গি	৬০%
শিক্ষায় অনগ্রসরতা	১৩%
অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাব	৭%
ধর্মীয় গোড়ামি ও রক্ষণশীল মনমানসিকতা	৯%
অন্যান্য	১%

প্রতিষ্ঠিত নারীদের অভিমত অনুযায়ী সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই সমাজের নারীর ক্ষমতায়নের প্রধান বাধা, এবং শতকরা ৬% প্রতিষ্ঠিত নারী এটা মনে করেন। এরপর ক্রমান্বয়ে ১৩% মনে করেন নারীদের শিক্ষার অনগ্রসরতা ১০% মনে করেন পারিবারিক অসহযোগীতা, ৯% মনে করেন ধর্মীয় গোড়ামি এবং ৭% মনে করেন অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাই এদেশে নারী ক্ষমতায়নের প্রধান বাধা।

৪.ঝ. ২ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সর্বাগ্রে প্রয়োজনঃ-

টেবিল ৪.১৩ : নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সর্বাগ্রে প্রয়োজন

সর্বাগ্রে প্রয়োজন	%
সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন	৬০%
নারী শিক্ষার প্রসার	১৮%
পারিবারিক সহযোগীতা	৮%
সরকারী পদক্ষেপ, নীতি ও আইন	৪%
অন্যান্য	১০%

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠিত নারীদের মতামতের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ৬০% বলেছেন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে পারলেই এদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সকল বাধা দূরীভূত হবে, এরপর ১৮% মনে করেন নারী শিক্ষার প্রসারের দ্বারা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হবে। টেবিলঃ ৪.১৩তে একটি লক্ষণীয় দিক হচ্ছে ১০% প্রতিষ্ঠিত নারী এদেশে নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সর্বাগ্রে প্রয়োজন হিসেবে অন্যান্যকে উল্লেখ করেছেন। এ অন্যান্য এর মধ্যে নারীর প্রতি বৈষম্য কমানো। রাজনৈতিক দলগুলোর নীতিমালা নারীকে অগ্রাধিকার প্রদান ইত্যাদি অন্তভূর্ক্ত।

৪.ঝ. ৩ স্বীয় অবস্থান থেকে নারীর রাজনীতি অংশগ্রহণকে মূল্যায়নঃ-

প্রতিষ্ঠিত নারীরা জীবনে কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আজকের অবস্থানে এসেছেন। তাই তারা মনে করে যে, নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য জীবনে কঠোর সংগ্রাম করতে হবে। বেগম রোকেয়ার মত আন্দোলন করতে হবে।

> "নারী একজন মানুষ তাই একজন মানুষ হিসেবেই সমাজের প্রথা অনুযায়ী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে, সেটাই স্বাভাবিক হওয়া উচিত।"
>
> -নুরুন নাহার হেনা
> সিনিয়র সহকারী সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৪.ঝ. ৪ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ ও নারীর ক্ষমতায়নঃ-

প্রতিষ্ঠিত নারীদের অধিকাংশের মতামত অনুযায়ী নারীদের রাজনৈতিক অংশ গ্রহণ তাদের ক্ষমতায়নের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।কারন এতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারনী প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হয় এবং উন্নয়নের মূলধারার নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

৪.ঝ. ৫নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রভাবঃ

এ প্রসঙ্গে তারা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন, শুধু নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপরেই নয়, সম্পূর্ণ নারী ক্ষমতায়নের উপর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। কারন এতে তারা নিজেদে (নারীদের) অধিকারের কথা বলার সুযোগ পাবে এবং নিজের (নারীদের) উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করার সুযোগ পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৪.১৫ : সিটি নির্বাচনে আসন সংরক্ষন সর্ম্পকে অভিমত।

অভিমত ঃ সংরক্ষিত আসন–	%
আরো বাড়ানো উচিত	৬০%
বর্তমান ব্যবস্থা যথাযথ	৩০%
সংরক্ষনের প্রয়োজনীয়তা নেই	১০%

৪.ঝ. ৯ ঢাকা সিটি নির্বাচন ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সর্ম্পকিত অভিমতঃ

সমাজের প্রতিষ্ঠিত নারীরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, শুধুমাত্র নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও জয়লাভের মাধ্যমেই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা যাবে না। এ জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব পালনে স্বাধীনতা দিতে হবে এবং যথাযথ ক্ষমতা অর্পন করতে হবে। নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। দলমত নির্বিশেষে সকলকেই তাদের প্রতি সহযোগীতার হাত প্রসারিত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.(ঞ) প্রশ্নমালার আলোকে নারীর ক্ষমতায়নের পরিস্থিতি পর্যালোচনা ঃ

মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারদের সাক্ষাৎকারের বিশ্লেষণ ঃ

৪.ঞ.১ সাধারণ তথ্যাবলী ঃ

সংরক্ষিত ওয়ার্ড সমূহে নির্বাচিত ২০জন মহিলা কমিশনারের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এবং সরাসরি নির্বাচনে সাধারন আসনে নির্বাচিত ৩ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তাদের সাক্ষাৎকারের আলোকে সিটি নির্বাচনে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের স্বরূপ উদঘাটনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

৪.ঞ.২ ওয়ার্ড কমিশনারদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

টেবিল৪.১৬ ও রেখ চিত্র ৪.৮ অনুযায়ী দেখা যায় যে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রায় ৪০%ই মাষ্টার্স বা সমতুল্য ডিগ্রী করেছে স্নাতক ডিগ্রীধারী ৩০% উচ্চ মাধ্যমিক ১৩% এবং মাধ্যমিক উর্ত্তীন ১৭%।

টেবিল ৪.১৬ : সংরক্ষিত ওয়ার্ডের নির্বাচিত মহিলাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	%
স্নাতকোত্তর	১২	৪০%
গ্রাজুয়েট বা স্নাতক	৯	৩০%
উচ্চ মাধ্যমিক (H.S.C)	৪	১৩%
এস.এস.সি (S.S.C)	৫	১৭%

রেখাচিত্র ৪.৮ : সংরক্ষিত মহিলা কমিশনারদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

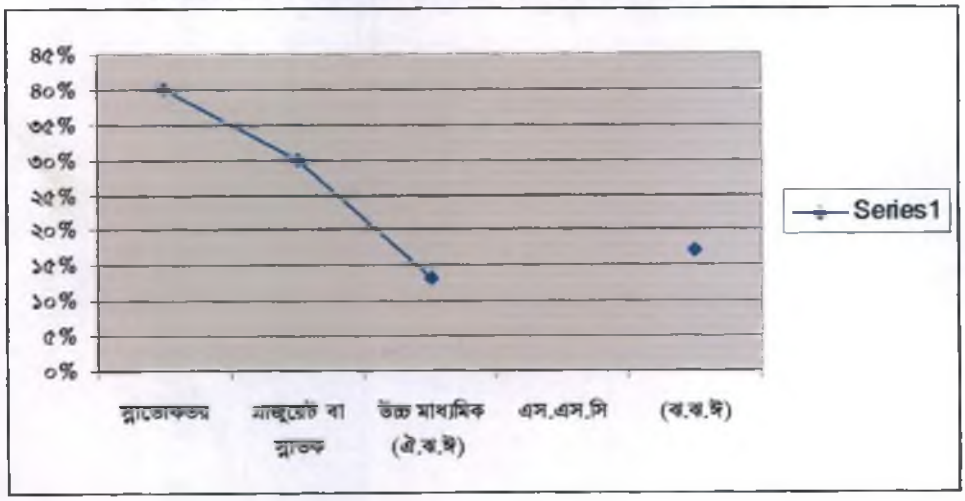

Dhaka University Institutional Repository

৪.ঞ.৩ পরিবারের ধরণঃ

নারীর রাজনীতির উপর পরিবার বিশাল প্রভাব বিস্তার করে। সেক্ষেত্রে পরিবারের ধরণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রেখচিত্র অনুযায়ী দেখা যায় যে, নির্বাচিত কমিশনারদের ৬০% একক পরিবার এবং ৪০% যৌথ পরিবার থেকে এসেছে।

রেখাচিত্র ৪.৯ : নির্বাচিত কমিশনারদের পরিবারের ধরণ

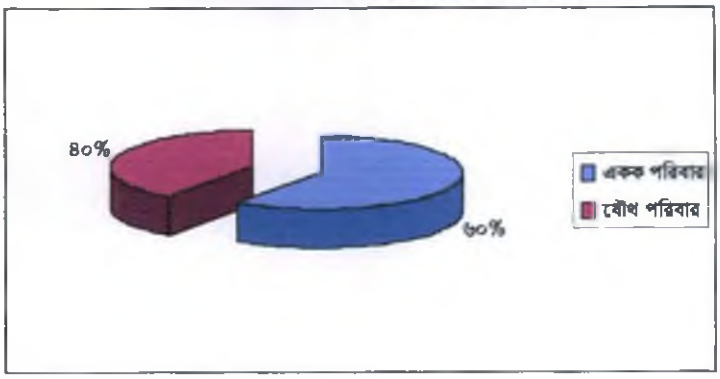

৪.ঞ.৪ বাসস্থানের ধরণ ঃ

রেখাচিত্র ৪.১০ : বাসস্থানের ধরণ

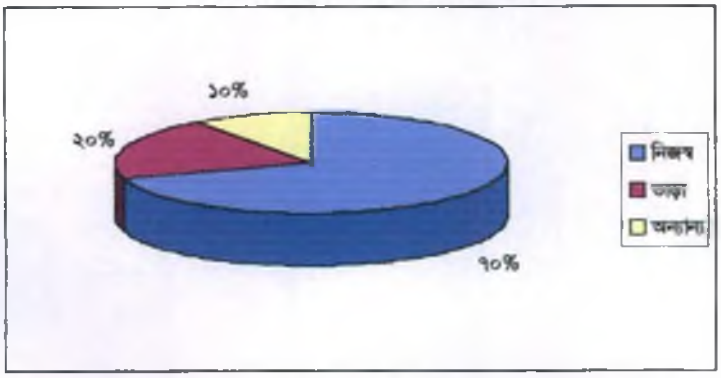

নারীদের রাজনীতির উপর বাসস্থানের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। রেখচিত্র ৪.১০ অনুযায়ী অধিকাংশ (৭০%) মহিলা কমিশনারই ঢাকাতে নিজস্ব বাসায় থাকেন, অপরদিকে ২০% থাকেন ভাড়া বাড়ীতে, বাকী ১০% স্বামীর চাকুরী সূত্রে সরকারী স্টাফ কোয়াটার, বা আত্মীয় স্বজনের বাসা বা শশুর বাড়ী বা নিজ বাড়ীতে থাকেন ।

৪.ঞ.৫ পরিবারের রাজনৈতিক ইতিহাস ঃ

রাজনীতি সচেতন পরিবার না হলে, নারীদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ অত্যন্ত সমস্যাজনক, নির্বাচিত ওয়ার্ড কমিশনারদের ক্ষেত্রে দেখা যায় অধিকাংশের (৭০%) ক্ষেত্রেই পরিবারের

রেখাচিত্র ৪.১১ : পরিবারের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা

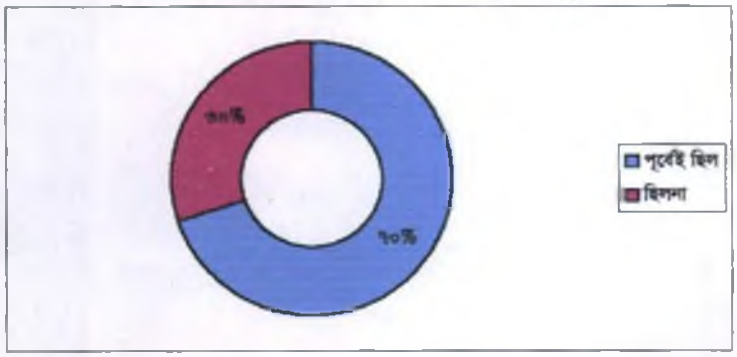

Dhaka University Institutional Repository

কোন না কোন সদস্য পূর্ব থেকেই রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ছিলেন। ৩০%এর ক্ষেত্রে পারিবারিক রাজনীতির কোন সম্পৃক্ততা ছিল না।

সংরক্ষিত আসন ১৫, নির্বাচনী এলাকা ২৫, ২৭, ২৮ নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত কমিশনার তাহমিদা চৌধুরী বলেন,

> 'ছোট বেলায় দেখেছি বাবা রাজনীতি করতেন। ছোট বোন জামাই ঠাকুর গাঁয়ের এম.পি. অপরদিকে সংরক্ষিত আসন ২১এর নির্বাচিত কমিশনার শামসুন নাহার ভূইয়া বলেন, আমার স্বামী সিরাজুল ইসলাম, ছাত্র দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।'

৪.ঞ.৬ পরিবারের সদস্যদের রাজনীতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

রেখাচিত্র ৪.১২ : পরিবারের সদস্যাদের রাজনীতি সর্ম্পকে দৃষ্টিভঙ্গি

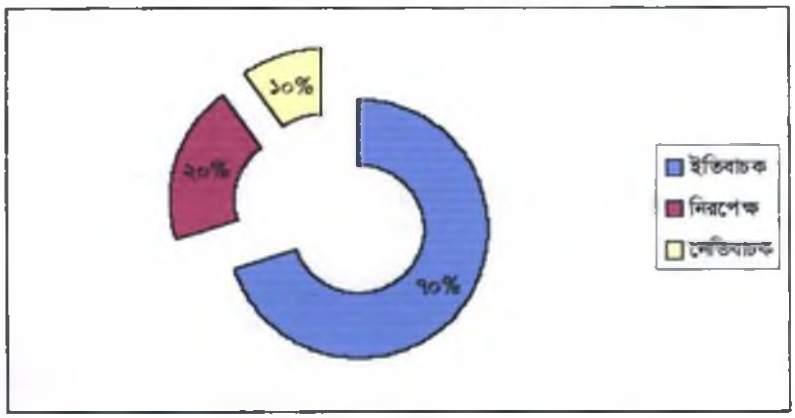

রেখ চিত্র #৪.১২ অনুযায়ী দেখা যায়, নির্বাচিত ওয়ার্ড কমিশনারদের রাজনীতির ক্ষেত্রে ৭০% এর পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক, ২০% এর নিরপেক্ষ এবং ১০% নেতিবাচক।

৪.ঞ.৭ রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশী সহযোগিতাকারী পরিবারের সদস্য ঃ

টেবিল ৪.১৭ : রাজনীতিতে পারিবারিক সহযোগিতা চিত্র

সহযোগিতাকারী	%
স্বামী	৬০%
বাবা-মা	২০%
ভাই-বোন	৫%
শ্বশুর-শ্বাশুরী	৫%
অন্যান্য	১০%

Dhaka University Institutional Repository

রেখ চিত্র ৪.১৩ অনুযায়ী দেখা যায় নারী সদস্যদের রাজনীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী সহযোগিতা দানকারী হচ্ছেন তাদের স্বামী (৬০%), এর পরেই সহযোগিতার তালিকায় রয়েছে বাবা মা (২০%) অন্যান্য (১০%) এর মধ্যে রয়েছে মামা, খালু বা অন্য কোন আত্মীয়।

রেখাচিত্র ৪.১৩ : রাজনীতিতে পারিবারিক সহযোগীতা চিত্র

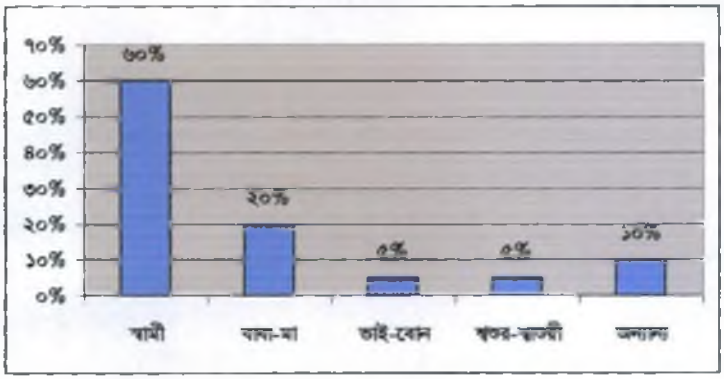

৪.ঞ.৮ ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ ঃ

ছাত্র জীবনের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মহিলা কমিশনারদের শতকরা ৫০ ভাগই ছাত্র রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। অপরদিকে মাত্র ৩০% সরাসরি রাজনীতিতে অংশ নিয়েছেন এবং ২০% এর আংশিক সংশ্লিষ্টতা ছিল।

রেখাচিত্র ৪.১৪ : ছাত্রজীবনে রাজনীতি

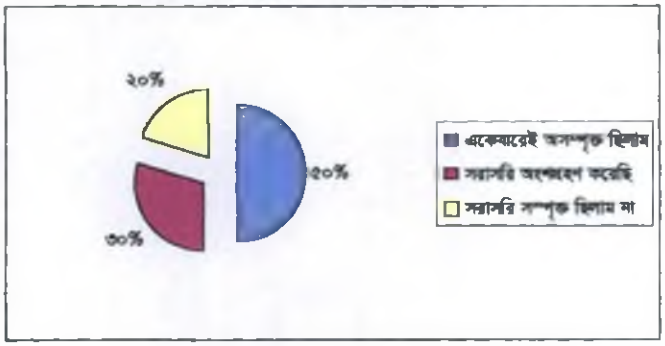

৪.ঞ.৯ নমিনেশন লাভ ঃ

নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হিসাবে মনোনায়ন লাভের ক্ষেত্রে দেখা যায় বেশীর ভাগ ৪০% এর নমিনেশন লাভের ক্ষেত্রে পারিবারিক ইমেজ কাজ করেছে।

টেবিল ৪.১৮ : দলীয় নমিনেশন লাভের ফ্যাক্টর

পারিবারিক ইমেজ	৪০%
ব্যক্তিগত ইমেজ	১০%
দলের উদ্ধর্তন নেতৃবৃন্দের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক	২০%
দলের প্রতি কমিটমেন্ট ও ত্যাগ স্বীকার	২০%
অন্যান্য	১০%

Dhaka University Institutional Repository

রেখাচিত্র ৪.১৫ : দলের নমিনেশন লাভ

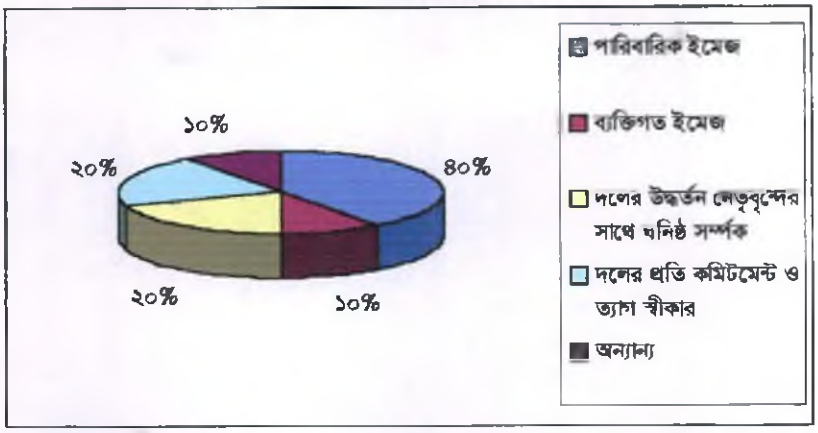

২০%এর ক্ষেত্রে দলের জন্য ত্যাগ স্বীকার ও কমিটমেন্ট, ২০% এর ক্ষেত্রে উর্ধ্বর্তন নেতৃবৃন্দের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, প্রধান ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে । লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে ব্যক্তিগত ইমেজ তথা যোগ্যতাকে মাত্র ১০% ক্ষেত্রে দলীয় নমিনেশন প্রদানে বিবেচনা করা হয়েছে।

৪.ঞ.১০ পারিবারিক কর্মকান্ডে বাধা সৃষ্টি ঃ

আপনার রাজনৈতিক কর্মকান্ড পারিবারিক জীবনে কোন সমস্যা সৃষ্টি করে কি না? এ প্রশ্নের উত্তরে ৩০% জানিয়েছেন বাধা সৃষ্টি করে, ৩০% বলেছেন আংশিক বাধার সৃষ্টির করে এবং ৪০% বলেছেন কোন বাধাই সৃষ্টি করে না।

আমার রাজনৈতিক কর্মকান্ড পারিবারিক কাজে কিছুটা সমস্যা সৃষ্টি করে। তবে অন্যান্য কাজের মত রাজনৈতিক কর্মকান্ডে ও সময় নির্ধারণ করে নিলে সেখানে তেমন সমস্যা হয় না । ৬৩, ৬৪, ও ৬৬ নং ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত মহিলা সদস্য শামসুন্নহার।

৪.ঞ.১১ নির্বাচন পরিচালনা ঃ

সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ডের নির্বাচিত কমিশনারদের নির্বাচনী পরিচালনার ক্ষেত্রে দেখা যায়, সিংহভাগ (৬০%) এর নির্বাচনী প্রধান এজেন্ট ছিল নিজ দলের রাজনৈতিক নেতা, ৩০% এর ক্ষেত্রে ছিল নিকট আত্মীয়, অপরদিকে শতকরা ৯০% এর নির্বাচনী প্রধান এজেন্ট ছিল পুরুষ। দেখা গেছে দলীয় প্রার্থীদের প্রায় সবাই উর্ধ্বতন দলীয় নেতার নির্দেশ মোতাবেক নির্বাচন পরিচালনা করেছেন এবং সকলেই নির্বাচনী মিছিলে অংশ গ্রহণ করেছেন, এবং মহিলা প্রার্থীরা গড়ে ৫ থেকে ৬টি মিছিল করেছেন। অপরদিকে পুরুষ প্রার্থীরা গড়ে ১২-১৫ টি মিছিলে অংশ নিয়ে ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.ঞ.১২ নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস

নির্বাচনী ব্যয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, নির্বাচিত প্রার্থীদের অধিকাংশের নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস ছিল নিজস্ব

টেবিল৪.১৯ ঃ নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস

ব্যয়ের উৎস	%
পরিবার	৩০%
নিজস্ব	৪০%
দলীয়	২০%
অন্যান্য	১০%

রেখাচিত্র ৪.১৬ : নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস

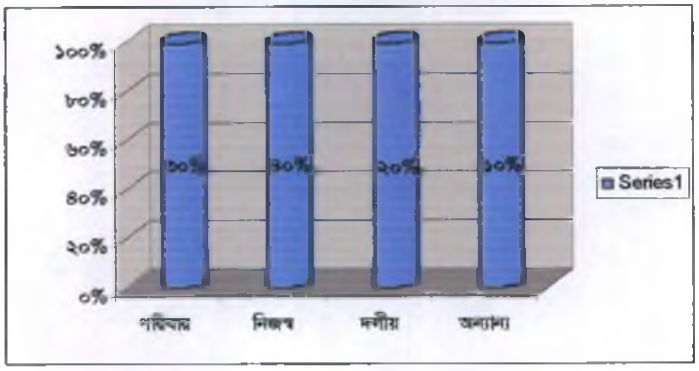

তহবিল, অপরদিকে ৩০% এর নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস ছিল পরিবার, মাত্র ২০% এর নির্বাচনী ব্যায়ের উৎস হিসাবে দল সাহায্য করেছে। তাও আংশিক, অত্যন্ত নগন্য পরিমানে।

৪.ঞ.১৩ নির্বাচনী প্রচারনা ঃ

নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে মহিলা প্রার্থীরা মনে করেন, তারা পুরুষদের থেকে পিছিয়ে ছিলেন না। তারাও প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে নির্বাচনী ক্যাম্প করেছিলেন। এদিকে ৪৫, ৪৭, ৪৯ নং ওয়ার্ডের থেকে জয়ী কমিশনার নাসিমা মান্নান একটি নির্বাচনী মিছিলে ২০০ মহিলা সহ ঘোড়ার বহর নিয়ে নির্বাচনী মিছিল করেছেন। এ রকম উৎসাহ উদ্দীপনায় ভরপুর ছিল মহিলা প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা।

৪.ঞ.১৪ নির্বাচনে জয়লাভের প্রতীকের ভূমিকা ঃ

'নির্বাচনে জয়লাভে প্রতীকের কোন ভূমিকা রয়েছে কিনা? এ প্রশ্নের উত্তরদানে দেখা যায়

টেবিল ৪.২০ : নির্বাচনী জয়লাভে প্রতীকের প্রভাব

প্রভাব	%
হাঁ	১০%
না	৯০%

Dhaka University Institutional Repository

রেখাচিত্র ৪.১৭ : নির্বাচনে জয়লাভে প্রতীকের প্রভাব

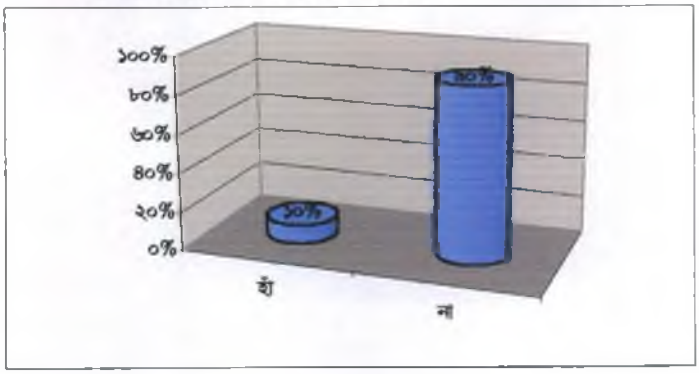

এ প্রশ্নের জবাবে ৯০% কমিশনার জানিয়েছেন প্রতীক কোন ফ্যাক্টর নয়। কিন্তু অপরদিকে ১০% কমিশনার জানিয়েছেন প্রতীকের গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ২৫, ২৭, ২৮ নং ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত মহিলা কমিশনার তাহমিদা চৌধুরীর কথা, তার মনে, "আমার নির্বাচনী প্রতীক ছিল রিক্সা, যা আমার নির্বাচনে জয়লাভে বড় ভূমিকা পালন করছে। কেননা আমি এ প্রতীক পেয়ে রিক্সা ওয়ালাদের অধিকারের জন্য কথা বলেছি। তারা আমাকে ভোট বেশী দিয়েছে ।

৪.ঞ.১৫ নির্বাচনে জয়লাভের ফ্যাক্টর বা প্রভাবক সমূহ ঃ

নির্বাচনে জয়লাভের ক্ষেত্রে দেখা যায় ৬০% এর ক্ষেত্রে দলীয় পরিচিতি প্রধান ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে। এর পরেই রয়েছে পারিবারিক প্রভাব (২৫%) ব্যক্তিগত ইমেজের অবদান দেখা যায় মাত্র ৪% ক্ষেত্রে, লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে শক্তিশালী প্রচারণার অবদান মাত্র ৪% ।

টেবিল ৪.২১ : নির্বাচনে জয়লাভের প্রভাব সমূহ ঃ

জয় লাভের প্রভাব সমূহ	%
দলীয় পরিচিতি	৬০%
ব্যক্তিগত ইমেজ	১০%
পারিবারিক প্রভাব	২৫%
শক্তিশালী প্রচারনা	৪%
অন্যান্য	১%

Dhaka University Institutional Repository

রেখাচিত্র ৪.১৮ : নির্বাচনে জয়লাভের প্রভাবক সমূহ

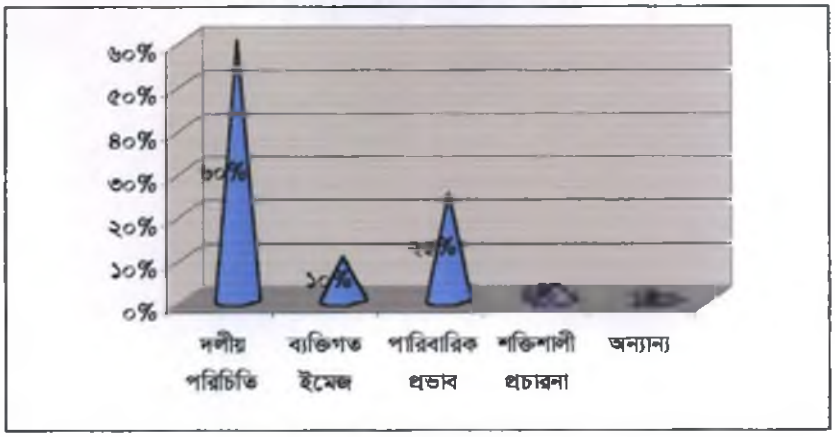

৪.এ.১৬ দায়িত্বপালন ঃ

দায়িত্ব পালনে একজন ওয়ার্ড কমিশনারের কি কি সুবিধা থাকা দরকার ঃ

এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ প্রার্থীই একই মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, ঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে সরকারী ভাবে ব্যক্তিগত সচিব, পিয়ন, অফিস রুম, টেলিফোন, গাড়ী, সরকারী বাসস্থান বা ভাড়া বাড়ী, গার্ড ইত্যাদি সুবিধা থাকা দরকার।

৪.এ.১৭ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বাধা সমূহ ঃ

এক্ষেত্রে ৪০% মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, তারা কোন বাধার সম্মুখীন হচ্ছেনা, অপরদিকে ৬০% মতামত ব্যক্ত করেছেন তারা কোন না কোন বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। বেশীর ভাগ বাধাই আসছে পুরুষ কমিশনার কর্তৃক।

৪.এ.১৮ পুরুষ কমিশনারদের সাথে তুলনা ঃ

দায়িত্ব পালনে ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে অধিকাংশ মহিলা কমিশনার অভিযোগ করেছেন যে, তারা পুরুষ কমিশনারদের তুলনায় অধিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। বিশেষ করে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বা নির্বচনী এলাকায় বিচার শালিস সহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে পুরুষ কমিশনাররা তাদের সম্পৃক্ত হতে দিচ্ছেন না। পুরুষ কমিশনাররা একাই সব কাজ করছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

৪.ঞ.১৯ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে অর্থবহ করণে মতামত ঃ

অধিকাংশ মহিলা কমিশনারই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, স্থানীয় যে কোন উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাদের সম্পৃক্ত করলে, তাদের জনপ্রতিনিধি হিসাবে জনগণের জন্য কাজ করার সুযোগ হবে। তাদেরকে যথাযথ ক্ষমতা দিতে হবে। এবং পুরুষ কমিশনারদের ন্যায় তাদেরকে ও মূল্যায়ন করতে হবে। কেননা তারা নির্বাচিত হয়ে সিটি কর্পোরেশনে এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় ঃ রাজনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান উন্মোচন

৫(ক) বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নঃ

Encyclopaedia of Britannica তে বলা হয় a key problem of all political orders is succcssions. একটি দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি ভোটের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয় তথা এই ভোটাধিকার সার্বজনীন হয় এবং রাজনৈতিকত নেতৃত্বে যদি অনগ্রসর অংশ বিশেষ করে নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায় তবে বলা যায় সে দেশ রাজনৈতিক তথা গণতন্ত্রের উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তবে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জন খুব অল্প সময়ে সম্ভব হবেনা, শুধুমাত্র তাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করলেই হবে না, নারীদের এগিয়ে আসতে হবে, ত্যাগ স্বীকার করতে হবে এবং ধৈর্য্য ধারন করে অধিকার আদায়ে আন্দোলন করতে হবে। কেননা নারীদের তথা জাতির রাজনৈতিক উন্নয়নের গণতান্ত্রিক পরিবেশ অর্জনের ধীর গতির বিষয়ে হতাশ হলে কাজ হবে না। কারন এ প্রক্রিয়াটিই ধীর, এ সম্পর্কে Huntington বলেন, 'Political Development is slow' তাই গনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের জন্য নারী ক্ষমতায়নের রাজনীতির প্রক্রিয়াটি চালু রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী।

বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা নিবন্ধ ও আর্টিকেল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের দুই প্রধান নেত্রী মহিলা তারপরে ও স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় সর্বস্তরে বিশেষ করে কাঠামোগত রাজনীতিতে নারীর অবস্থান মোটেই ব্যাপক পরিসরে সুসংগঠিত বা সুসংহত নয়। অর্থ্যাৎ রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর অবস্থানের যে বাস্তবতা তা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। বাংলাদেশের রাজনীতির উপরি-কাঠামোতে নারীর যে অবস্থান তা অধি-কাঠামোতে প্রতিফলিত হয়নি। বিশেষত সিদ্ধান্ত গ্রহনের ব্যাপক ক্ষেত্রে নারী প্রায় সম্পূর্ন রূপে অনুপস্থিত। বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোতে দেখা যায় রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর এই প্রান্তিক অবস্থান মূলতঃ পরিবার ও সমাজে তাদের অধঃস্তন অবস্থানেরই প্রতিফলন স্বরূপ, যার ফলে রাজনীতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশ গ্রহণ হয় অত্যন্ত গৌন অথবা অদৃশ্য।

ম্যাককরম্যাক বলেছেন, মহিলারা যে তিনটি কারনে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করতে পারেনা সেগুলো হলো ঃ

ক) সামাজিকীকরণের ভিন্নতা

খ) নিম্ন শিক্ষার হার

Dhaka University Institutional Repository

গ) হীনমন্যতা বা সনাতন মনোভাব, যা সংস্কার থেকে সংক্রামিত হয়।

আমাদের সমাজ কাঠামোতে দেখা যায় নারীরা পরিবার কেন্দ্রিক গৃহকর্তার মতে ভোট প্রদান করেন। অনেকক্ষেত্রেই গৃহকর্তা চাননা যে তার অধীনস্থ মহিলারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করুক। কেননা গৃহকর্তার মতে রাজনীতি করলে নারীরা অথোরিটারিয়ান ফিগার হয়ে দাড়াতে পারে, সে জন্য গৃহকর্তা চায় যে তার অধীনস্থ নারী যেন পরিবার ভিত্তিক এবং শিশু কল্যাণ বিষয়ের মধ্যে তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখেন।

আমাদের সমাজ কাঠামো অনেক ক্ষেত্রে নারীর রাজনীতির জন্য বাঁধা হয়ে দাড়ায়। রাজনীতির কিছু পেশাগত বৈশিষ্ট্য আছে, যা আমাদের সমাজে নারী চরিত্রে আরোপিত গুনাবলীর সাথে সমঞ্জস্যপূর্ন নয়। যেমনঃ রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রের কোন নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। রাজনীতিতে টিকে থাকার জন্য অবারিত তথা অবাধ চলাচল ও বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তি তথা পুরুষদের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়, যা আমাদের সমাজ কাঠামোতে নারীর বহুমাত্রিক পারিবারিক দায়িত্বশীলতা, শিক্ষার অভাব, সর্বোপরি অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা ও পর নির্ভরশীলতার কারনেই রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ তথা সম্ভাবনাকে দূর্বল করে দেয় । অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সমাজের ধর্মীয় গোড়ামি নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের,ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ কথা প্রমানিত যে, নারীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের জন্য প্রয়োজন একটি সেক্যুলার গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। ধর্মীয় সংহতির অভাব সমাজের সকল কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে মতাদর্শিক বাধা তৈরী করে। অপরদিকে বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখে, প্রায় সকল রাজনৈতিক দল নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ তথা ক্ষমাতায়নের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও এ দেশের কোন রাজনৈতিক দলের সংবিধিতে 'নারীদের প্রসঙ্গ' (রাজনীতির ভাষায় Political Discourse) সন্নিবেশিত হয়নি।

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অবস্থান নারীর সার্বিক অধস্তনতার সূচক, আবার নারীর অধস্তনতা আমাদের সমাজ কাঠামোর প্রায় সকল স্তরেই গৃহীত এবং এই সমাজ কাঠামোতে পরিবেশগত ভাবে নারীর সমস্যা, সম্ভাবনা ও সমাধান সম্পর্কে ষলিষ্ট ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নেই। প্রকৃত পক্ষেই আমাদের সমাজ কাঠামোতে নারীর পক্ষে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত।

প্রকৃত পক্ষে আমাদের সমাজ কাঠামোই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অনেক ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাড়ায়। কেননা বাংলাদেশের সমাজ নানাভাবে বিভাজিত এবং ক্ষমতা অসমভাবে ন্যস্ত। এই সমস্ত বিভাজনের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ন হল- লিঙ্গভেদ, শ্রেণীভেদ, সম্প্রদায়ভেদ, আঞ্চলিকতাভেদ, জাতিভেদ ইত্যাদি। বাস্তবে সমাজে বিরাজমান এই সব বিভাজনের ফলে দেখা যায় যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিককে সমাজিক জনজীবনে অধিকারের স্বীকৃতি দিলেও উন্নয়নের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, শহুরে-গ্রামীণ ইত্যাদি ব্যক্তি/জনগোষ্টির অবস্থা তথা অবস্থানের বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। এই সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যই সবচেয়ে ব্যাপক এবং দৃঢ়বদ্ধ। এমনকি সমাজের ক্ষুদ্রতম প্রতিষ্ঠান পরিবারেও যেখানে প্রতিটি ক্রিয়াশীল বৈষম্য বিরাজমান। এর কারণ অবশ্যই বাংলাদেশী সমাজ কাঠামোর ভিত্তিতে প্রোথিত পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শ, যা পুরুষের প্রধান্য ও নারীর অধঃস্তনতাকে স্বতঃসিদ্ধ ও স্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান করে। সমাজের সর্বস্তরে এবং সব প্রতিষ্ঠানে পুরুষ প্রধান্যকে প্রথা, আচরণ হিসাবে লালন করা হয়। আমাদের সমাজ কাঠামোর এ ধারা পরিবর্তন করতে না পারলে নারীর জন্য স্থানীয় সরকার পরিষদ সহ জাতীয় সংসদে যতই আসন সংরক্ষণ করা হোক না কেন, নারীর প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমাতায়ন সম্ভব হবে না। প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমাতায়ন তথা নারীর ক্ষমাতায়ন প্রতিটি পারিবার থেকে শুরু করতে হবে। একটি সুষম সমাজ কাঠামো বিনির্মাণে নারীর ক্ষমাতয়ন অপরিহার্য। কুসংস্কার ও ধর্ম ব্যবসায়ীরা নারীদেরকে অজ্ঞতার মধ্যে রাখে, অন্ধকারে রাখে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো নারীকে অবদমিত করে রাখে। তাই এই অবস্থার উত্তরণে নারীদেরকেই সামগ্রিক সমন্বিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

রাজনৈতিক কৌশল শূন্যে সৃষ্টি হয় না-বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার মধ্যেই হয়ে থাকে। মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ কিছুটা পৃথকীকরণের মত। দেখা যায় রাজনীতি মানেই ব্যয় এবং সে কারণে শুধু অবস্থা সম্পন্ন মহিলারাই এই রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নিজেদেরকে জড়াতে পারে। মহিলারা এই সেদিন থেকে উপার্জন করতে শিখেছে, সঞ্চয় করতে শিখেছে। তাই তারা তাদের উপার্জন দলগত কারণে খরচ করতে চায় না। অথচ পুরুষ প্রার্থীগণ তাদের দলের জন্য টাকা জোগাড় করে থাকে।

সমাজে পিতৃতান্ত্রিকতার প্রভাবে মহিলারা রাজনৈতিকভাবে অসচেতন ও নিস্পৃহ থাকে-সেজন্য রাজনীতিতে তাদের সহ্য করা হয় কিন্তু অন্তর্ভূক্ত করা হয় না। পুরুষেরা মহিলাদেরকে সাহায্য করতে চায় না কিন্তু সময় ও সুযোগে মহিলাদের ব্যবহার করতে চায়। সেজন্য সাংস্কৃতিক পর্যায়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীয় উন্নতি হলে মহিলাদের রাজনৈতিক আচরণ বিকশিত হতে পারে। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে মহিলারা তাদের সীমাবদ্ধ এলাকা থেকে বাইরে আসতে পারে না কারণ তারা ভবিষ্যত প্রজন্মের দায়িত্ব অবহেলা করতে পারে না। নুতন প্রজন্মের দায়িত্বের মধ্য দিয়ে নারী যে ভূমিকা পালন করে তার যথাযথ স্বীকৃতি মেলে না। সমাজ নারীর চরিত্রে

Dhaka University Institutional Repository

কিছু বিশেষ ভাবমূর্তি আরোপ করে তাকে নির্ভরশীল, পরমুখাপেক্ষী ও ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রতিমূর্তি হিসেবে চিহ্নিত করে।

ভারতের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে যেসব মহিলাদের সাংস্কৃতিক পর্যায় উন্নত তাদের রাজনৈতিক আচরণও উন্নত। সুতরাং মহিলাদেরকে রাজনীতিতে অন্তভূক্ত করলে, তাদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় ছেলে মেয়ে হিসেবে নয়, একজন ব্যক্তি হিসেবে মানুষ করলে তারা রাজনৈতিকভাবে সচেতন হতে পারে, শুধু শিক্ষা বা উপার্জন দিয়ে নয়।

রাজনৈতিকভাবে মহিলারা অনগ্রসর কারন তাঁরা পূর্ণ সময় রাজনীতিতে ব্যয় করেন না। মহিলারা ধৈর্যশীল, কম দুর্নীতিপরায়ন, সেজন্য তাঁর দল করেন বা এবং বরং পুরুষের চাইতে বেশী কষ্ট করেন রাজনৈতিক অংশগ্রহণ উন্নয়নের পর্যায়ের উপর নির্ভর করে। আদর্শগত এবং রাজনৈতিক বিশ্বাস ইত্যাদির উপর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নির্ভরশীল। রাজনীতির প্রধান মূল্যবোধ পুরুষ প্রধানের প্রতিই চলে যায়। এসব কারণে মহিলাদের আচরণে রাজনৈতিক পরিপূর্ণতা আনতে হবে যাতে করে পুরুষ ও মহিলা সমভাবে সমাজ নির্মাণে অগ্রণী হবেন এবং সনাতন মনোভাব পরত্যাগ করবেন।

৫.খ. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন না হবার কারণ ঃ

বাংলাদেশের নারী যুগ যুগ ধরে শোষিত অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার, কুপমন্ডকতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে তাকে সর্বদাই রাখা হয়েছে অবদমিত। সমাজ ও দেশ গঠনের কাজে তাকে কখনও সম্পৃক্ত করা হয়নি। নারী আন্দোলনের অগ্রদূত মহিয়সী বেগম রোকেয়া নারী জাগরণের আহবান জানিয়ে বলেছিলেন, *"তোমাদের কন্যাগুলিকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও, তাহারা নিজেরাই নিজেদের অন্নের সংস্থান করুক"*[১৪৯]। তার এ আহ্বানে নারীর অধিকার অর্জনের পন্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। অর্থাৎ নারীর ক্ষমতায়নের সঙ্গে শিক্ষার সম্পৃক্তি নিবিড় এ ধারনা বহুদিনের।[১৫০]

[১৪৯] মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, পৃ-৫

[১৫০] রওশন জাহান, নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষা উপকরনের ভূমিকা, দৈনিক গণজাগরণ, ১৩ মে, ২০০৩, পৃ-৪

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সমাজ বিভাজিত এবং ক্ষমতা অসমভাবে ন্যস্ত। এই সমস্ত বিভাজনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ন হল- লিঙ্গভেদ, শ্রেনীভেদ, সম্প্রদায়ভেদ, আঞ্চলিকতাবাদ, জাতিভেদ ইত্যাদি। এই অসম বিভাজন অনেক ক্ষেত্রেই নারীর রাজনীতিতে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে।

৫(গ) রাজনীতেতে আগমনঃ

গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় অনেক মহিলাদের রাজনীতেতে আগমন ঘটেছে বিশেষ কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে। উদাহরনস্বরূপ কয়েকটি ঘটনা[১৫১] বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়-

- ছোট বেলা থেকেই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকার দরুন এক সময় রাজনীতির সাথে জড়িত থাকার দরুন এক সময় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা গড়ে ওঠে।

  - সংরক্ষিত আসন ৪ এ নির্বাচিত সেলিনা হাফিজ বিউটি

- রাজনীতেতে আগমনের কারণ প্রিয়জন হারানোর ব্যাথা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লাড়াই করা। আমি আগে কখনো রাজনীতি করিনি, রাজনীতি করব এটাও কখনো ভাবিনি।

  –১২নং সাধারণ ওয়ার্ডে জয়ী কমিশনার রুনু আক্তার

রুনু আক্তারের স্বামী ওয়ার্ড কমিশনার শওকত আলী মিষ্টার ২০০১ সালে সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হন। ২০০২ এর নির্বাচনে চার দলীয় জোট জনপ্রিয় কমিশনার মিষ্টারের স্ত্রীকে এ ওয়ার্ডে মনোনয়ন দিলে রুনু আক্তারের রাজনীতিতে প্রবেশ।

অনেকের আবার রয়েছে সুদীর্ঘ পারিবারিক রাজনৈতিক ইতিহাস। অনেকেরই ছাত্রাবস্থাতেই রাজনীতেতে আগমন ঘটেছে। অনেকে আবার কোন না কোন জাতীয় নেআর আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে রাজনীতেতে এসেছেন।

৫(ঘ) নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও নমিনেশন লাভঃ (পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও বাস্তবতা)

"নির্বাচনের দাড়ানোর পরিকল্পনা কি অনেক আগের?"- এ প্রশ্নের উত্তরে দেখা গেছে অনেকেরই নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের কোন পরিকল্পনা ছিল না। অনেকেই হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

[১৫১] দৈনিক ইত্তেফাক ৫/৫/২০০২, পৃঃ ২০

Dhaka University Institutional Repository

সংরক্ষিত আসন-২ এ বিজয়ী মহিলা কমিশনার মাহমুদা বেগম সাক্ষাৎকারে বলেন-

> *"নির্বাচনে দাড়ানোর পরিকল্পনা কিন্তু আমার অনেক আগের নয়। আসলে আমি আমার সিনিয়র আপাদের সঙ্গে কাজ করতাম। কিন্তু সবাই যখন মনোনয়ন কিনেছে তখনও আমি ভাবিনি নির্বাচন করব। কিন্তু তারপর আমার এলাকার মুরব্বিরা, প্রতিবেশীদের আগ্রহেই দাঁড়ালাম।"*

নির্বাচনে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনা বিশ্লেষণ ঃ

ঘটনা -১

২৩নং ওয়ার্ডে সাধারণ কমিশনার পদে নির্বাচিত বীনা আলমের নির্বাচনে অংশগ্রহনের পূর্বে পরিকল্পনা কখনোই ছিল না। তার শ্বশুর সাবেক কমিশনার মনসুর আলী বার্ধক্যের কারনে তার পুত্র বীনার স্বামী আলমগীর হোসেন আলমকে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে গড়ে তোলেন, কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস আলমগীর হোসেন সন্ত্রাসীদের হাতে ১৯৯৯ সালে ১৯ জুন খুন হলে স্বামী হত্যার বদলা নিতে বিনা আলম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে। আওয়ামীলীগ নিবাচনে অংশ না নিলে বিনা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে।

ঘটনা - ২

"স্বামী হত্যা আমাকে রাজনীতিতে নিয়ে এসেছে, নির্বাচনে দাড় করিয়ে দিয়েছে" – শারমিলা ইমাম

৫৪নং ওয়ার্ডের পরপর দুবার নির্বাচিত ওয়ার্ড কমিশনার খালেদ ইমাম নিউ ইস্কাটনে সন্ত্রাসীদের হাতে ২০০১ এর ডিসেম্বর খুন হলে, স্বামী হারা শারমিলা ইমাম গভীর শোকে পাথর হয়ে যান, কিন্তু স্বামী হত্যার বদলা নেওয়ার স্পৃহা তার ভিতরে কাজ করতে থাকে। কিন্তু এ জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক ক্ষমতা, তাই তার নির্বাচনের অংশ গ্রহণ, তার মতে এ বিজয় আমার নয়, আমার স্বামীর বিজয়, বিজয়ের আনন্দ আমি বুঝতে পারছি না। আমি স্বামী হত্যার বিচার চাই।

ঘটনা - ৩

"৯, ১০ ও ১১ নং ওয়ার্ডের এলাকাবাসীর অনুরোধের পরেই নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কেননা আমার স্বামী, এলাকার জনপ্রিয় এবং দুইবার কমিশনার নির্বাচন করেছেন"

-সংরক্ষিত আসন ৫ এ নির্বাচিত কমিশনার নার্গিস বেগম বেবী ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রেই নারীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ একটি আকস্মিক ঘটনা। বেশীরভাগেরই নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে পূর্ব পরিকল্পণা ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৬. সংরক্ষিত আসনের মহিলা কমিশনার ঃ দলীয় সংশ্লিষ্টতা ঃ

যদিও ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হচ্ছে একটি নির্দলীয় নির্বাচন। তথাপি এ নির্বাচনে দলীয় প্রভাব ও পরিচিতি কাজ করেছে এবং রাজনৈতিক দলসমূহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের জন্য কমিশনার প্রার্থী এবং মেয়র পদের জন্য মেয়র প্রার্থীদের দলীয়ভাবে মনোনায়ন প্রদান করেছেন। কেননা ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ফলাফল সমগ্র দেশের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে গুরুত্বপূর্ন প্রভাব বিস্তার করে। ২০০২ সালের ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে দেশের প্রধান দুটি দলের একটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অংশ নেয়নি। তারা এ নির্বাচন বর্জনের ঘোষনা দিলেও অনেক আওয়ামীলীগ সমর্থক প্রার্থী এ নির্বাচনে অংশ নেয় এবং বি.এন.পি, জামায়েতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি (নাজিউর) এবং ইসলামী ঐক্যজোটের সমন্বয়ে গঠিত চারদলীয় ঐক্যজোট সম্মিলিত ভবে এ নির্বাচনে অংশ নেয়। সংরক্ষিত আসনে অনেক বি.এন.পি সমর্থক মহিলা প্রার্থী চারদলীয় জোটের মানোনায়ন পেতে ব্যর্থ হলে বি.এন.পির বিদ্রোহী প্রার্থী হিসাবে অংশ নেয়। নিম্নে নির্বাচিত মহিলা (সংরক্ষিত ওয়ার্ডের) দের দলীয় সংশ্লিষ্টতা দেখানো হলো।

টেবিল ৫.১ : মহিলা কমিশনারদের দলীয় সংশ্লিষ্টতা

দল	জয়লাভকারী প্রার্থী সংখ্যা
চারদল	২১ জন
স্বতন্ত্র	৬ জন
আওয়ামীলীগ	১জন
বি.এন.পি বিদ্রোহী	২ জন

রেখাচিত্র ৫.১ : মহিলা কমিশনারদের দলীয় সংশ্লিষ্টতা

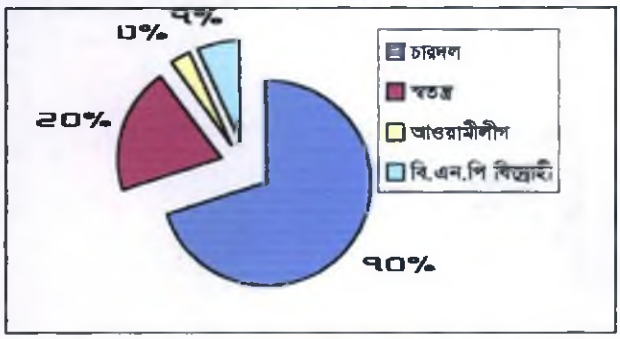

রেখাচিত্র ৫.১ অনুযায়ী দেখা যায় নির্বাচন মহিলা কমিশনারদের সংখ্যাগরিষ্ট ৭০% আসনে জয়লাভ করে। এর পর পর্যায়ক্রমে রয়েছে স্বতন্ত্র ২০%, বি.এন.পির বিদ্রোহী ৭% এবং সর্বনিম্ন ৩% নির্বাচিত প্রার্থী ছিল আওয়ামী লীগ সমর্থক, তবে দেখা গেছে স্বতন্ত্র অনেক প্রার্থীই ব্যক্তিগত জীবনে আওয়ামীলীগ সর্মথক হলেও, মাত্র একজন নির্বাচিত প্রার্থী তার পোষ্টার এবং অন্যান্য নির্বাচনী প্রচারে আওয়ামীলীগকে ব্যবহার করেছেন।

৫(চ) নির্বাচনী প্রচারনাঃ

৫.চ.১ মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারদের নির্বাচনী প্রচারনায় ধরণ এবং পুরুষ কমিশনারদের সাথে পার্থক্যঃ

নির্বাচনী প্রচারনায় পুরুষদের সাথে তুলনায় মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারদের নির্বাচনী প্রচারনার ধরণে ছিল বিশেষ পাথর্ক্য, পুরুষ প্রার্থীদের প্রচারনা বেশী ছিল, যদিও মহিলাদের নির্বাচনী এলাকার ব্যপ্তি ছিল বেশী। পুরুষরা নির্বাচনে বেশী টাকা খরচ করেছেন, অধিকাংশ পুরুষ কমিশনার প্রার্থীরই নিজস্ব ক্যাডার বাহিনী ছিল, কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

মহিলাদের ছিল না, মহিলারা এবারই প্রথম সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন করেছেন। তাই তাদের নির্বাচনী প্রচারনায় অভিজ্ঞতা কম ছিল। আবার অনেকে মহিলাদের নির্বাচনী এলাকা ও ভোটার সংখ্যা বেশী ছিল বলে ঠিকমত প্রচার করতে পারেন নি। এছাড়াও অনেকেই নির্বাচনী প্রচারনার সময়ে এলাকার বখাটে মাস্তান ও চাঁদাবাজদের মুখোমুখি হতে হয়েছে।

৫.চ.২ প্রচারনার ইতিবাচক দিক ঃ রাজনৈতিক সম্প্রীতির ১টি উদাহারণ

(সংরক্ষিত ওয়ার্ড - ৪) ৭ এপ্রিল,২০০২, শনিবার মিরপুরে স্বতন্ত্র প্রার্থী স্বপ্না আহমেদের বাড়িতে হঠাৎই এসে হাজির হন আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী (পরবর্তীতে নির্বাচিত) শাহিদা তারিখ দীপ্তি।[১৫২] তিনি বলেন আমি জানি আপনারা আমাকে ভোট দিবেন না, সে জন্যই দোয়া চাইতে এসেছি, অপরদিকে স্বপ্না ও তাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন। তারা দুজনেই একমত হন যে, নির্বাচনে যেই পাস করুক না কেন, কাজের ক্ষেত্রে সকলেই সহযোগীতা করবে এবং তাদের সবারই লক্ষ্য হবে নারী উন্নয়ন, নারীর ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দড়ানো

৫.চ.৩ প্রচারনার সমস্যা ঃ (গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত)

i) ***নির্বাচনী এলাকার ব্যাপ্তিঃ*** তিনটি ওয়ার্ডে প্রচারনা চালানো মহিলা কমিশনারদের জন্য একটি সমস্যা

> *পুরুষরা একটি ওয়ার্ডে প্রচারনা চালাতে গিয়েই হিমশিম খাচ্ছে, আর আমাদের তিনটি ওয়ার্ড ছুড়ে দিয়ে যেন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া হয়েছে।*
> ***সংরক্ষিত আসন নং ২৩ এ বিজয়ী***
> ***মিসেস সুরাইয়া বেগম।***

ii)*আর্থিক সমস্যা-* অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংরক্ষিত আসন ৩টি সাধারণ ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত হওয়াতে নির্বাচনী প্রচারনা অধিক ব্যয় করতে হয় কিন্তু এ অর্থের যোগান অধিকাংশ ক্ষেত্রে (৭০%) পরিবার ও নিজেকেই যোগাড় করে করতে হয় যা তাদের নির্বাচনে ১টি সমস্যা হিসেবে কাজ করে।

iii) ***দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা ঃ*** নির্বাচনে একটি সমস্যা ছিল নির্বাচনের পূর্বের একটি বৃহৎ অংশ মহিলা প্রার্থী নির্বাচিত হবার পর দায়িত্ব কি হবে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত না হওয়াতে প্রচারনা চালাতে গিয়ে

> *"মহিলা কমিশনার হিসেবে নির্বাচিত হবার পর তাদেরকে কতটুকু ক্ষমতা দেয়া হবে তা যদি পরিস্কার করে বলে দেওয়া হতো, তবে মানুষের বাড়িতে বাড়িতে জনসংযোগ চালাতে গিয়ে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতাম। মানুষের এত প্রশ্নের উত্তর দেয়া সহজ হতো"*
> ***-১০নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডে নির্বাচিত কমিশনার***
> ***রওশন আরা***

[১৫২] প্রথম আলো ১০/৪/২০০২, পৃ- ১৭

Dhaka University Institutional Repository

ভোটারদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছেন।

iv) *গণযোগাযোগ প্রক্রিয়ায় পিছিয়ে থাকাঃ*

মহিলা কমিশনারদের নির্বাচনে একটি প্রধাণ সমস্যা ছিল গণযোগাযোগ প্রক্রিয়ায় ব্যর্থতা ও পিছিয়ে থাকা ঃ যোগাযোগ হল একের সাথে অন্যের যোগাযোগ, আধুনিককালে যোগাযোগ wining of men's (women's) mind ৩ ধরনের-

ক) অনুব্যক্তিক যোগাযোগ (Intrapersonal communication)

খ) আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ (Interpersonal communication) এবং

গ) গণ যোগাযোগ (mass communication)

কোন বিষয়ে বিভিন্ন মনোভঙ্গি সম্পন্ন ব্যাপক ও ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে আমরা গণ যোগাযোগ বলতে পারি।[১৫৩]

আর গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সিটি কর্পোরেশনের মহিলা পুরুষদের তুলনায় যোগাযোগে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। সাধারনত গণযোগাযোগ স্থাপনের জন্য আধুনিক গণমাধ্যম ব্যবহৃত হয। আর দেখা যায়, এই গণ মাধ্যম সমূহে মহিলা কমিশনারদের তুলনামূলক কম কাভারেজ দেয়া হয়। ব্যাপক গণযোগাযোগ স্থাপনের জন্য সাধারনত বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের সাহায্যে সমন্বিত ও পরিকল্পিত যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মহিলা কমিশনাররা কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে এই নেটওয়ার্ক সফলভবে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। তারা গণযোগাযোগে পিছিয়ে পড়ে।

৫.ছ. নির্বাচনে জয়লাভের পর দায়িত্ব পালনে সমস্যাঃ

বাস্তবিক অর্থেই নির্বাচনে জয়লাভের পর মহিলা কমিশনারবৃন্দ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অনেকেই সমস্যায় পড়েছেন। গবেষণার বিশ্লেষণে দেখা গেছে, নির্বাচিত অনেক কমিশনারই বৈষম্যের শিকার হওয়ার কথা প্রকাশ করেছেন।

> *"একা একজন মেয়ের পক্ষে তিনটি ওয়ার্ড পরিচলনা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার"*
> *–সংরক্ষিত আসন সাতে নির্বাচিত*
> *পেয়ারা মোতাকা*

নির্বাচিত মহিলা কমিশনারদের জীবন বৃত্তান্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নির্বাচনের পূর্বে অঙ্গীকার ছিল যে, তারা দেশের মহিলা সমাজের উন্নয়নের জন্য নারী নির্যাতন রোধ করে সঠিক শিক্ষায় নারীকে শিক্ষিত করে

[১৫৩] *গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানিকীকরনে গণমাধ্যমের ভূমিকা, সেলফ আসেসম্যান্ট সি.সি.এস টেক্সট, ঢাকা: মিলারস প্রকাশনী, একাদশ সংস্করণ ২০০১, পৃঃ বাংলা-৪০*

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন, স্বীয় নির্বাচনী এলাকায় সব শ্রেণীর মানুষের সমস্যা সমাধান করবেন, কিন্তু বাস্তবে নিবাচনের পর নির্বাচিত মহিলা কমিশনারগণ খুজে পেয়েছেন নতুন এক বাস্তবতা, কাগজে কলমে তাদের দায়িত্ব ও কার্যাবলী[১৫৪] অত্যন্ত বিস্তৃত হলে ও বাস্তবে পরিদৃষ্ট হয়েছে অত্যন্ত সীমিত। অনেক মহিলা কমিশনার অভিযোগ করেছেন, "আমাদেরকে শুধু বস্তি উন্নয়নের কাজ দেয়া হয়েছে, তাও শুধু নামে মাত্র, পুরুষ কমিশনাররা আমাদেরকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখেন এবং বলেন, 'আপনাদের কাজ শুধু নারী আর শিশু'।"

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈষম্য হিসেবে মহিলা কমিশনাররা প্রকাশ করেছেন যে, "ঢাকা সিটির প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য এককোটি টাকার কাজ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ কাজ গুলোর তত্ত্বধান করেন একজন সাধারন ওয়ার্ড কমিশনার। যদিও বলা হয়েছে, কাজের তিনভাগের একভাগ আমাদের (সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারদের) দেয়া হবে, কিন্তু তা আজও দেয়া হয়নি।" তবে দেখা গেছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে গুটি কয়েক প্রভাবশালী মহিলা ওয়ার্ড কমিশনাররা তাদের ব্যক্তিগত ও দলীয় প্রভাব খাটিয়ে চাপ প্রয়োগে কাজ আদায় করতে সার্মথ্য হয়েছেন। তাদের দায়িত্ব পালনে সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে তাদের জন্য দাপ্তরিক অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়নি। সরকারী ভাবে তারা অফিস ভাড়া বাবদ মাসে মাত্র ৩০০০ টাকা বরাদ্দ পেয়ে থাকেন। এছাড়া অফিসের অন্যান্য আনুসঙ্গিক ব্যয়ের (আপ্যায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি) জন্য ছয় মাসে একবার ছয় হাজার টাকা করে দেয়া হয়। তাদের জন্য সরকরীভাবে কোন সার্পোট স্টাফ তথা পিয়ন, ক্লার্ক, ব্যক্তিগত সহকারী বা সচিব নাই। অধিকাংশ মহিলা কমিশনারই অভিযোগ করেন যে, তারা তাদের জন্য নির্ধারিত মাসিক সম্মানীর কথা জানেন না। কেননা এখন পর্যন্ত তারা কোন বেতন পাননি। তাই তারা দায়িত্ব পালনে মেয়র ও সরকারের কাছে প্রত্যাশা করেন, কাগজে কলমে কাজ বা দায়িত্ব বন্টন না করে যেন বাস্তবে তাদের কাজ দেয়া হয়। কেননা গবেষণা তথ্য বিশ্লেষণ ও তাদের সাক্ষাৎকার এবং জীবনবৃত্তান্তের পর্যালোচনা থেকে স্পষ্ট যে, তারা মনে করেন, জনগন তাদেরকে ভোট দিয়ে মনোনীত করেছেন। তাই জনগনের কাছে তাদের দায় বদ্ধতা রয়েছে। তাই আইনত তাদের প্রাপ্য অধিকার তাদেরকে দিতে হবে।

৫(জ) গণ মাধ্যমের আলোকে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২ ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নঃ-

বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সহ সার্বিক অধিকার আদায়ে গণ মাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গণ মাধ্যম হচ্ছে জনগণের মাধ্যমে জনগণের মতামত ও আশা আকাঙ্খার

[১৫৪] পরিশিষ্ট-১৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিফলন যে মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় তাকে গণমাধ্যম বলে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, সাময়িকী ক্ষুদে পত্রিকা, সাপ্তাহিকী সহ বিভিন্ন মুদ্রিত মাধ্যম, রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ইত্যাদি গণমাধ্যমের উদাহরণ, আলোচ্য গবেষণাটিতে 'ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২ ও গণমাধ্যমের ভূমিকা ঃ প্রেক্ষিত নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন'-শীর্ষক আলোচনার জন্য প্রধানত মুদ্রিত মাধ্যম গুলো বিশেষ করে জাতীয় দৈনিক সংবাদ পত্র, সাময়িকী, সাপ্তাহিকী ও ক্ষুদে পত্রিকা সমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এই মাধ্যম গুলো বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হলেও ঢাকা সিটি নির্বাচন ২০০২এ নারী প্রার্থীদের খবরাখবর খুব বেশী গুরুত্বসহকারে তুলে ধরেনি। এলক্ষ্যে ১০টি জাতীয় দৈনিক, ২টি জাতীয় সাপ্তাহিক ও কয়েকটি নিউজলেটার এর আলোক ২০০২-২০০৩ইং বর্ষের সকল পত্রিকার বিস্তৃত পর্যালোচনার জন্য অন্তভূর্ক্ত করা হয়েছে। যেখানে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয় অন্তভূর্ক্ত ছিল। আলোচ্য বিশ্লেষনে প্রথমে শিরোনাম সমূহের বিশ্লেষন করা হয়েছে। এবং এর পর পর্যায়ক্রমে নারীর নির্বাচন সংক্রান্ত নিউজ প্রতিবেদন, পরিসংখ্যান ইত্যাদি বিবেচনায় আনা হয়েছে।

৫.জ.১ শিরোণাম বিশ্লেষণ-

সংবাদ পত্রের সূচি বা শিরোনাম বিশ্লেষণঃ-

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২ কাভারেজের অবস্থা সর্ম্পকে জানার জন্য ২০০২ সালের মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত পাঁচ মাসের প্রকাশিত দশটি জাতীয় দৈনিক প্রকাশিত সংবাদের শিরোনাম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দশটি সংবাদপত্রের মধ্যে সাতটি ছিল বাংলা যথা - আজকের কাগজ, ইত্তেফাক, প্রথম আলো, ভোরের কাগজ যুগান্তর জনকণ্ঠ, ও সংবাদ, এবং তিনটি ইংরেজি পত্রিকা যথা- বাংলাদেশ অবজারভার, দি ডেইলি ষ্টার ও দি ইনডিপেন্ডেন্ট দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত আটটি বিষয়ের উপর প্রতি মাসে পত্রিকা গুলোর সংবাদ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সংবাদ পত্রের বিশ্লেষণ থেকে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ২০০২ এর আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সর্ম্পকে বিভিন্ন তথ্য খুঁজে পাওয়া গিয়েছেঃ

- একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের মাধ্যমে 'নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর প্রতিবন্ধক হতে পারে; এমন বিষয় উল্লেখপূর্বক কিংবা 'প্রতিবন্ধক দূর করতে কি করতে হবে' তেমন বিষয় নিয়ে উল্লেখযোগ্য রিপোর্ট খুঁজে পাওয়া যায়নি।
- নির্বাচনের প্রধান শক্তি ভোটারদের, বিশেষ করে মহিলা ভোটাদের উপর কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

- সংবাদপত্র গুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নারী প্রার্থী ও অন্যান্য ঘটনা ভিত্তিক রিপোর্টের উপর সর্বাধিক কাভারেজ দিয়েছে।
- নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নারী প্রার্থীদের তুলনায় পুরুষ প্রার্থীদের জনসভা, দলীয়সভা এবং সাংবাদিক সম্মেলন সংক্রান্ত খবরাদি সবচেয়ে বেশী প্রকাশিত হয়েছে।
- নারী প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ, প্রচারনা, সমস্যা, বাধাসমূহ ইত্যাদি বিষয়ে খুব অল্প সংখ্যক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে।
- বেশীরভাগ প্রতিবেদনে নারী প্রার্থী ও তৎসর্ম্পকে বিভিন্ন মহলের মন্তব্যের উপর জোর দেয়া হয়েছে।
- রিপোর্টগুলোতে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের ফলাফলের উপর জোর দেয়া হয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জনগনের বিশেষ করে মহিলাদের অংশ গ্রহণের উপর তেমন ভাবে জোর দেয়া হয়নি।
- মহিলা কমিশনারদের তুলনায় সাধারণ ওয়ার্ডে পুরুষ কমিশনার প্রার্থীদের উপর প্রকাশিত রিপোর্টে নির্বাচন প্রচারভিযান কৌশল নিয়ে বেশী তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এই নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীরা পুরুষ কমিশনারদের তুলনায় যে সব অঙ্গীকার করেছে সেগুলোর কোনটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব কোনটি সম্ভব নয় অর্থ্যাৎ অঙ্গীকারের সার্বিক প্রচারাভিযান সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে খুব কম রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।
- মহিলা কমিশনার প্রার্থীদের নির্বাচন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত রিপোর্টের পরিমান ছিল অপযাপ্ত ও অযথার্থ।
- মহিলা কমিশনার প্রার্থীর কর্মসূচী সংক্রান্ত তথ্য ছিল অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট ও অপর্যাপ্ত যে কারণে পাঠকের পছন্দ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তা নুন্যতম সহায়তা করতে পারেনি।
- প্রকাশিত রিপোর্টে নির্বাচিত হলে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মহিলা কমিশনার প্রার্থীদের প্রকৃত অবস্থা ও যোগ্যতা কি হবে সে সর্ম্পকে সুনিদিষ্ট করে বলতে পারেনি।
- যোগ্যতা সম্পন্ন নারী প্রার্থীরা পুরুষদের তুলনায় তাদের প্রাপ্য কাভারেজ বা অগ্রাধিকার পায়নি।
- বেশীর ভাগ দৈনিক নারীর নির্বাচনে অংশগ্রহণের একই বিষয়ের উপর কোন ধরনের পার্থক্য আনা ছাড়াই দিনের পর দিন সংবাদ পরিবেশন করেছে।
- সার্বিক অর্থেই সংবাদ মাধ্যমে নারীর প্রার্থীর প্রতিনিধিত্ব ছিল কম। নারী প্রার্থীদের উপর অল্প কয়েকটি মাত্র রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি ওই নারী প্রার্থীরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ

Dhaka University Institutional Repository

প্রার্থীদের তুলনায় যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বে সাধারণ ভাবে নারীর প্রতিনিধিত্বের স্বপক্ষের ইস্যু গুলো কম দেখা গিয়েছে।

- যদি ও (সাধারণ ও সংরক্ষিত মহিলা কমিশনার) কোন কোন প্রার্তী নির্বাচনী ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যয় করেছে তথাপি বেশীর ভাগ দৈনিক গুলো এ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ করেনি। কেননা সংরক্ষিত আসনের মহিলাদের ব্যয় অনেকক্ষেত্রে বেশি হবার কথা। কারণ তাকে কাজ করতে হয়েছে একসঙ্গে তিনটির ওয়ার্ডে।)
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের নির্বাচন সংক্রান্ত সংবাদে সংবাদপত্রের প্রচারের ক্ষেত্রে ধনী (প্রভাবশালী) প্রার্থীরা দরিদ্র প্রার্থীদের তুলনায় অগ্রাধিকার পেয়েছে।
- প্রতিদ্বন্দ্বি নারী প্রার্থীদের নির্বাচনী ক্যাম্প, রঙ্গিন পোষ্টার, তোরণ ইত্যাদি সর্ম্পকে পুরুষ প্রার্থীদের তুলনায় কম সংখ্যক লেখা লক্ষ্য করা গিয়েছে যদিও এগুলো গুরুত্ব পূর্ণ ইস্যু।
- মহিলা প্রার্থীদের সর্ম্পকে ভোটারদের মতামত ভিত্তিক রিপোর্টের সংখ্যা অনুল্লেখযোগ্য।
- যদিও নির্বাচন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশের সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু মহিলাদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে এটি এখনো অপরিকল্পিত ও একঘেয়ে হয়ে আছে। বিষয়সূচী কিংবা বিশ্লেষনের দিক থেকে অল্পই উন্নত হয়েছে
- নির্বাচনত্তোর সময়ে সংহিসতা সর্ম্পকিত খবরাদি অগ্রাধিকার পেয়েছে মহিলাদের ক্ষেত্রে এঘটনা বেশী আলোকিত হয়নি। কিন্তু এ ধরনের সংবাদের ফলো-আপ রিপোর্ট লক্ষ্য করা যায়নি।

৫.জ.২ গুরুত্বপূর্ণ নিউজ ও প্রতিবেদন পর্যালোচনাঃ-

'২০০২ সালের ঢাকা সিটি নির্বাচন ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন' সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নিউজ ও প্রতিবেদন পর্যালোচনাঃ-

নিম্নে বিগত সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ঢাকা সিটি নির্বাচন ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নিউজ ও প্রতিবেদন সমূহ উল্লেখ পূর্বক আলোচিত হলোঃ

- দৈনিক প্রথম আলো, ৩১ ডিসেম্বর ২০০২, পৃষ্ঠা-১৮

সংবাদ শিরোনাম ঃ আত্মোপলব্ধির সোপানে দাড়িয়ে থমকে গেছে বাংলাদেশ বাংলাদেশের নারী, রাশেদা ঃ কে চৌধুরী

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদ ভাষ্যঃ- 'সাম্প্রতিক সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছয়জন নারী কমিশনার নির্বাচিত হওয়ায় বিষয়টি প্রমান করেছে যে, বাংলাদেশের নগরে বন্দরে নারী নেতৃত্ব এখন বিকাশমান, সুযোগ পেলে, সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা তাদের আছে।'

বিশ্লেষণঃ আলোচ্য প্রতিবেদনে নারীর ক্ষমতায়নের কিছু ইতিবাচক দিক এবং নারীর জন্য বাধাসমূহ চিত্রিত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেমের অবস্থান নিম্নে হলেও সামগ্রিক বিচারের কিছু কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত ইউনিসেফের বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ২০০৩' শীষর্ক প্রতিবেদনে ও দেখা যায়, প্রসূতি মৃত্যুর হার হ্রাস পাচ্ছে, শিশু মৃত্যুর হার ও নিম্নমুখী। কিন্তু এখনো এ হার অন্য অনেক উন্নয়নশীল দেশের চেয়ে বেশী। স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে বিগত বছরে ও নারী ছিল সুবিধা বঞ্চিত,পারিবারিক সামাজিক বৈষম্যের শিকার, এদিকে ২০০২ সালজুড়ে নারীর সার্বিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে বিষয়টি এ দেশের সব বিবেকবান নাগরিকের মনে বিশাল এক শংকার জন্ম দিয়েছে তা হলো দেশব্যাপী নারী নির্যাতনের ক্রমবর্ধমান নৃশংস রূপ রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রতিফলনরূপে এসিড সন্ত্রাসদমন ও নিয়ন্ত্রণ আইন হলেও বিভিন্ন কারনে বিশেষ করে সন্ত্রাসীদের লালন-পালনে রাজনৈতিক দল ও পুলিশ বাহিনীর নিলর্জ ভূমিকা জাতির বিবেককে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে।

উপরোক্ত প্রতিবেদনে সারাদেশে নারীদের সাধারণ চিত্র ফুটে ওঠেছে। এ অবস্থার উত্তরনের জন্য প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "গণতান্ত্রিক মূল্য বোধ আর নারীর মানবাধিকার রক্ষায় সকল সচেতন নাগরিকের এখন সোচ্চার হওয়ার সময় এসেছে। আর কোন অজুহাতই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অধিকার যেন খর্ব করা না হয়। এ দাবি এখন সময়ের। বাংলাদেশের অগণিত নারী জনগোষ্ঠী পরিবারের কল্যান সাধনে উদয়াস্ত পরিশ্রম করছে। ক্ষুদ্রঋন কর্মসূচীর মাধ্যমে ক্যাশ ইকোনমি কে সচল রাখছে, পোশাক শিল্প সহ বিভিন্ন রপ্তানীমূখী সেক্টরে কাজ করছে। দুজন নারী বিশাল রাজনৈতিক অঙ্গনকে নেতৃত্ব দিয়ে চলছেন তাহলে এদেশে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় বাধা কোথায়?"

- দৈনিক প্রথম আলো, ৩১ ডিসেম্বর'২০০২

সংবাদ ভাষ্যঃ 'সিটি কর্পোরেশনের ৪ কমিশনার হত্যা

বিশ্লেষণঃ 'রাজধানীতে ২০০২ সালে সংঘটিত রাজনৈতিক হত্যাকান্ড সমূহের মধ্যে আলোচিত ঘটনা ছিল নির্বাচিত চারজন পুরুষ ওয়ার্ড কমিশনার হত্যা এ চার হত্যাকান্ডের ফলে মহিলা কমিশনারদের মাঝেও

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপত্তা নিয়ে শংকা জেগেছে। ফলে তাদের স্বাভাবিক চলাচল ও কাজ কর্মে ও ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে। এ রূপ হত্যাকান্ড, সন্ত্রাস নিঃসন্দেহে এদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে অন্তরায় স্বরূপ।

- একই দিনের অর্থ্যাৎ ৩১ ডিসেম্বর'২০০২ প্রথম আলোর ১৪ পৃষ্ঠায় ২০০২ সালের ঘটনা পুঞ্জিতে বলা হয়েছে ঃ

  -"২৫ এপ্রিল তিন সিটি নির্বাচনে ভোট অনুষ্ঠিত

  -তিন মহানগরীতে এ উপলক্ষ্যে সাধারন ছুটি ঘোষনা

  -ভোটার কম, জাল ভোট তবে শান্তিপূর্ণ,

  -১৫মে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নতুন মেয়রের দায়িত্ব গ্রহণ"

বিশ্লেষনঃ- ঘটনাপুঞ্জি অনুযায়ী দেখা যায়, এবার সিটি নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ছিল কম, তবে জাল ভোট পড়েছে অনেক।

- প্রথম আলোর বর্ষ শেষ সংখ্যা পৃষ্ঠা-১৩

সংবাদ ভাষ্য-"সুস্থ রাজনীতির সঙ্গে সন্ত্রাসের কোন সেতু বন্ধন নেই"

বিশ্লেষনঃ- প্রকৃত পক্ষেই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ প্রয়োজন।

- প্রথম আলো, ২১ জানুয়ারী,২০০৩, পৃষ্ঠা-১৭

সংবাদ ভাষ্য -তৃণমূল পর্যায়ে আবারো নারীর ক্ষমতায় পরীক্ষা

-পূরুষদের অসহযোগীতায় নির্বাচন করছিনা

-সরকার শুধু আমাদের নির্বাচনের কোটা দিয়েছে, কোনো ক্ষমতা দেয়নি

আলোচনাঃ উপরোক্ত সংবাদ সমূহ স্থানীয় সরকার নির্বাচন (ইউনিয়ন পরিষদ) ২০০৩ এর আলোকে নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী প্রতিনিধিদের সমস্যাবলী আলোচিত হয়েছে। সংবাদ সমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় স্থানীয় সরকার কাঠামোতে সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। পূর্বে নির্বাচিত চারজন সদস্য শুধুমাত্র সমাজের পুরুষদের অসহযোগীতার কারনে নির্বাচন করছেননা। পূর্বে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং এবার ও নির্বাচন করছেন। এরকম কয়েকজন মহিলা সদস্য তাদের ক্ষমতা, সীমাবদ্ধতা, দায়িত্ব পালনে বাধা নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভের প্রকাশ করেছেন। বাস্তবিক অর্থেই এটাই হচ্ছে আমাদের সমস্ত দেশের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের বাস্তব চিত্র।

Dhaka University Institutional Repository

- দৈনিক প্রথম আলো, ১২ এপ্রিল ২০০২, পৃষ্ঠা-১৬

প্রকাশিত প্রতিবেদনঃ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, নারী আন্দোলনের প্রকাশ

প্রতিবেদন ভাষ্যঃ- সমাজে যারা দরিদ্র, অসুবিধাগ্রস্ত ও অসহায় তাদের সমস্যার সঙ্গে নারী সমস্যার সাদৃশ্য রয়েছে। গনতন্ত্র বা সমাজ তন্ত্রের বিজয়ের ফলে যেমন সকলের ভাগ্যের উন্নতি হয়নি, তেমনি নারী আন্দোলনের অগ্রগতিতে ও দৃশ্যমান সাফল্য সত্ত্বে ও বহু নারী আজ দুদর্শাগ্রস্ত। আমি মনে করি, শিক্ষা ও বিজ্ঞানের আর্শীবাদ সমাজে নারীর ভবিষ্যৎ স্থান নির্ধারন করতে বড় সহায়ক হবে। সে ক্ষেত্রে পুরুষের বিরোধিতা তেমন অপ্রতিরোধ্য বাধা হয়ে দাড়াবে বলে মনে হয় না। পুরুষ তার নিজের স্বার্থে নারীর সঙ্গে সহযোগীতা করতে বাধ্য হবে।

আলোচনাঃ- উপরোক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে পুরুষেরা স্থায়ী প্রয়োজন সহযোগীতা করতে বাধ্য হবে, যদি নারীরা নিজ অধিকার সর্ম্পকে জাগ্রহ হয়। আলোচ্য নিবন্ধে প্রবন্ধকার নারী আন্দোলনের ইতিহাস, একাল ও সেকাল, ইতিহাস, বাধা, বিপত্তি ও সমাধান তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেছেন, "মেয়েদের শিক্ষা সর্ম্পকে একটা মন্তব্য এক সময় প্রায় সর্বত্র শোনা যেত। তাদের শিক্ষা দিয়ে অপচয় করে লাভ কী? কতক অধিতব্য বিষয় কেবল পুরুষেরই বোধগম্য এমন বিবেচনাও কাজ করত। মেয়েরা অঙ্কশাস্ত্রে কখনও বড় পারদর্শী হতে পারবে না এমন ধারণা প্রচলিত ছিল। আধুনিককালে তা অপ্রমাণিত হয়েছে।"

নারীর বাজনৈতিক ক্ষমতায়নের শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য, তাই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিকে আলোকপাত করতে গিয়ে প্রবন্ধকার নারী আন্দোলনের অতীত তুলে ধরতে গিয়ে বিধৃত করেছেন। উল্লেখ করেছেন সূচনায় নারী আন্দোলনের মানবিক অধিকারবোধের জন্ম হয় উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলের উভয় পার্শ্বে। আজ সারা বিশ্বে সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। ১৭৭৬ সালে স্বাধীনতার ঘোষণায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাম্যের কথা বলা হলেও তখন নারী-পুরুষ বৈষম্য, বর্ণবৈষম্য বা দাসত্বের বিরুদ্ধে কোনো কথা উচ্চারণ করা হয়নি। ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত পৃথিবীতে কোথাও নারীদের ভোটাধিকার ছিল না। সেই বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াইওমিং টেরিটরিতে নারীরা ভোটাধিকায় পায়। দেশ হিসেবে নিউজিল্যান্ড হচ্ছে প্রথম যেখানে ১৮৯৩ সালে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের উনবিংশ সংশোধনী গৃহীত হওয়ার পর ১৯২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মহিলারা ভোটাধিকার পান।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৮ সালে ব্রিটেনে মহিলারা পূর্ণ নাগরিকত্ব অর্জন করেন। ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার কথা বলা হলেও ফ্রান্সে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়নি। আট-নয় দশক আগে বহু স্বনামধন্য সংস্কার-পরিবর্তনবাদী পুরুষ নারীর ভোটাধিকারের ব্যাপারে দোলাচলতার পরিচয় দেন। শিরীহ অবলাদের দায়িত্ব দেওয়ার প্রশ্নে সমাজের শুভাকাঙ্খী পুরুষরা একদিকে দুর্ভাবনাগ্রস্ত। আবার অন্যদিকে পেটিকোট পরিহিত হায়েনাদের সম্পর্কে কিছু মেরুদন্ডহীন পুরুষ বেশ আতঙ্কগ্রস্ত। বাংলাদেশে পুরুষকণ্ঠে একাধিকবার ক্ষেদ্যোক্তি শোনা গেছে, 'গত দশ বছরের নারী নেতৃত্বের জন্যই দেশের ওপর গজব পড়েছে, তাই আমাদের এত দুর্দশা। যেসব দেশে পশ্চিমা সভ্যতাকে সহজে গ্রহণ করা হয় না, সেখানে কখনো কখনো নারী আন্দোলনকে নব্য উপনিবেশবাদের অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পশ্চিমা দেশের অভ্যন্তরে মানবিক অধিকার সম্পর্কে যে ছলনা ও লজ্জন লংঘিত হতে দেখা যায় তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে উন্নয়নশীল দেশের রক্ষণশীলরা সমাজের অচলায়তনে কোনো সংস্কার আনতে চায় না । নারী অধিকারের সব দাবি সর্বত্র সমভাবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেনি। গর্ভপাত ও সমকামিতার প্রশ্নে পশ্চিমা দেশে ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বেশ দারুণ মতান্তর রয়েছে।

এর পরবর্তীতে প্রবন্ধকার নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নারীর বর্তমান অবস্থার উন্নতির একটি চিত্র নিম্নোক্ত ভাবে তুলে ধুরেছেন-

বর্তমানে নারীর অবস্থার আগের চেয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে। তারা স্বোচ্ছার, তাদের বেছে নেওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের মত দেওয়ার ও গ্রহণ করার ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়েছে। স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ, নব আলোকপ্রাপ্তি, বিবেকের তাড়না, শিক্ষা এবং নারীবাদী আন্দোলন এসবের প্রভাব এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চাকরিতে নারীর পারিশ্রমিক নিয়ে গোড়া থেকেই পার্থক্য দেখা যায়। পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষের। সুতরাং তার বেতনের সমান নারীর বেতন হবে না। আড়াইশ বছর আগে ইংল্যান্ডে নারী পুরুষের ৪৫% কম বেতন পেত, শুধু যেসব বিধবাদের সন্তানাদি ছিল তারা পুরুষের বেতনের ৬৫% বেতন পেত। চল্লিশ বছর আগে ইউরোপে মহিলা করণিকরা পুরুষের বেতনের ৬০%-৭০% কম বেতন পেতেন। দ্য ইকনমিষ্ট ১ জানুয়ারি ২০০০-এর এক প্রতিবেদনে দেখা যায় ১৯৯৯ সালে ব্রিটেনের ডাক্তারদের এক-তৃতীয়াংশ, ব্যারিস্টারদের এক-চতুর্থাংশ ও উচ্চপদস্থ ২০০ ব্যবস্থাপক-পরিচালকদের মধ্যে মাত্র সাতজন ছিলেন মহিলা। বেতন ও সুবিধাদির ব্যাপারে এখনও বৈষম্য দেখা যায় প্রায় সর্বত্র। অনুন্নত দেশে সবচেয়ে বেশি। উন্নত দেশেও সম-সুযোগের কমিশনের তদারকি ও আইনে অধিকতর কার্যকর বিধিব্যবস্থা ও আশ্রয় থাকা সত্ত্বেও নারী এখনও বৈষম্যের শিকার, যেমন শিকার যৌননিপীড়নের। নারীর চিরাচরিত অবস্থানে যে

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তন এসেছে তার প্রধান কারণ জীবনাচরণে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের প্রভাব। কেবল জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বদৌলতেই নারী-স্বাধীনতা অভূতপুর্বভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশু মৃত্যুহার হ্রাস পাওয়ায় নারীর একাধিক গর্ভধারণের তেমন প্রয়োজন নারী নিজেও দেখে না। গর্ভধারণের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছার যে সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে তার ফলে নিজের অবস্থান নির্বাচনে নারীদের পক্ষে বড় সহায়ক হয়েছে। আবার, ইলেকট্রনিকসের ব্যবহার দৈনন্দিন কর্মে নারীর স্বাধীনতা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি তার কর্মনৈপুণ্য অসাধারণভাবে ঔৎকার্য লাভ করেছে। সমাজে নারীর স্থান নির্ধারণে নারীর ভূমিকা পূর্বের চেয়ে আজ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সমাজে নারী তার অবস্থান কীভাবে ও কোথায় চাইবে সে সর্ম্পকে ঢালাও মন্তব্য করা সম্ভব নয়। আট দশকের ওপর ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পেয়েও এখনও বহু নারী তার অতিপুরাতন স্থানে স্বেচ্ছায় বিরাজমান।

পশ্চিমা বিশ্বে নারী ক্ষমতায়নের অর্জনের সংগ্রামের সাথে আমাদের দেশের নারীর রাজনৈতিক অধিকার লাভের একটি তুলনায় উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি লিখেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা ইউরোপে নারীবাদিদের যে সংগ্রাম করতে হয়েছিল আমাদের দেশে তার প্রয়োজন দেখা দেয়নি। সকল প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার সময় নারীদের ভোটাধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নানা দেশে পুরুষদের চেয়ে নারীদেরকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে তুলনামূলকভাবে অধিকতর উৎসাহী দেখা যাচ্ছে। তবে নারী প্রন্ন সাধারণ নির্বাচনে অবশ্য তেমন গুরুত্ব লাভ করছে না। ভোটাধিকার পাওয়ার পর নারীমুক্তির যে স্বপ্ন নারীবাদীরা দেখেছিলেন তাও তেমন সাফল্য লাভ করেনি। গোল্ডা মেয়ার, ইন্দিরা গান্ধী, মার্গারেট থ্যাচার, শ্রীমাভো বান্দারনায়েক, চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা, মেঘবতী সুকার্ন,বেগম খালেদা জিয়া বা শেখ হাসিনার বদৌলতে নারী নেতৃত্ব এখন কোনো অভিনব ব্যাপার নয়।

২০ মার্চ ১৯৯১ সাল থেকে এক দশকেরও অধিক কাল ধরে দেশে নারী সরকার-প্রধানের শাসন চলছে। মাঝে দুই দফায় নির্বাচনের প্রাক্কালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে দেশ শাসন করেছে। মহিলা সরকার প্রদানের আমলে মহিলাদের নানাভাবে কিছুটা ভাগ্যোন্নয়ন ঘটেছে। উন্নয়ন-গবেষকরা এই পরিবর্তনকে স্বাগতম জানিয়েছেন। মেয়েদের অর্থ-অর্জনের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই অর্জনের ফলভোগ সর্বত্র অবশ্য নারীর ভোগে আসছে না। মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য উৎসাহ দান করা হয়েছে এবং এসএসসি পর্যন্ত বিনা বেতনে তাদেরকে লেখাপড়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বিধবা ও বৃদ্ধাদের জন্য বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। কিন্ত দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় নারী পুরুষ নাগরিকের চেয়ে হিংস্রতা ও সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে বেশি। বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি ২০০০ সালের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, পুরুষ সঙ্গীর হাতে নারী নির্যাতনের হার বাংলাদেশে বিশ্বের দ্বিতীয়। এ কলঙ্ক দূর করার প্রধান দায়িত্ব বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষদের। অদক্ষ সরকারের ওপর সব দোষ চাপিয়ে বা অভিমান করে সমাজ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলে কোনো লাভ হবে না।

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে যেসব শুভ পরিবর্তন ঘটেছে তার বেশ কিছু কৃতিত্ব নারীর। দেশের পশ্চাদ্‌পদতা ও ধার্মিকতার কারনে এ ব্যাপারে যারা নৈরাশ্য পোষণ করতেন তাদেরকে আশ্চর্য করে দিয়ে দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ সফল হয়েছে ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে। নারীরা প্রাসঙ্গিক নতুন তথ্যাদি বেশ সহজেই গ্রহণ করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে একটা সমতা এসেছে। পরীক্ষায় মেয়েদের কৃতিত্ব বেশ উল্লেখযোগ্য। মেয়েদের শিক্ষার জন্য সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে আজ বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত অন্যান্য দেশে যে আলোচিত হয় তাও দেশের নারীদের বদৌলতে। দেশের অর্থনৈতিক সূচকের ক্ষেত্রে কৃষি খাত ছাড়া বেশির ভাগ খাতেই পুরুষের চেয়ে নারীদের অবদান অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি খাতেও ঘরে থেকে কৃষকরা গৃহিণীদের কাছ থেকে যে সাহায্য ও সহায়তা পায় তাকে ছোট করে দেখা ঠিক হয়ে না। তবে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় মজুরির ক্ষেত্রে নারীদেরকে এখনো ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে। তারা তাদের ন্যায্য পাওনা পায় না । এ ব্যাপারে উন্নত দেশেও সমসুযোগের কমিশনারদের সামনেও বহু লিঙ্গবৈষম্যের মামলা রয়েছে। নারীর আর্থিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গবৈষম্য হ্রাস পাচ্ছে। তবে বড় ধীর গতিতে । শিশুর পরিচয়ে মায়ের নাম উল্লেখ থাকছে। এটা একটা ভালো দিক। তবে দেশের প্রশাসনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান এখনো অতি সামান্য। স্থানীয় সরকারের কাঠামো আমাদের দেশে এখনো সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। ইউনিয়ন কাউন্সিলে পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় সরাসরি ভোটে মহিলারা নির্বাচিত হয়েছে। তাঁরা তাদের যোগ্যতার পরিচয় দেওয়ায় তেমন সুযোগ পাচ্ছেনা।

নারী প্রশ্নে দেশে রাজনীতিকদের মধ্যে একটা দেলাচলতা রয়েছে। দলীয় চিন্তাভাবনা এতই প্রকট হয়ে গেছে যে নারী নির্যাতনের ব্যাপারটাকেও দেখা হয় দলীয় রেষারেষির দৃষ্টিতে। অপরপক্ষের ওপর দোষ আরোপ করার প্রবণতা দেখা যায়। রাজনৈতিক ফায়দা ওঠানোর জন্য অতি জঘন্য নারী নির্যাতনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে চাতুরীর খেলা চলে তা সাধারণ লোকেও বুঝতে পারে। ফলে যা প্রবল প্রতিবাদের বিষয় হওয়া সমীচীন তা গা-সওয়া মামুলি ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।

অর্থ্যাৎ আমাদের দেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঘটছে কিন্তু অত্যন্ত ধীর গতিতে। দেখা যাচ্ছে, এ দেশে এখন নারীরা আর বসে থাকছে না। শিক্ষা থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রেই তারা এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মূল সমস্যা আমাদের রাজনীতি বিদদের মধ্যে বিরাজমান। এই প্রবন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতায়না করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তার ভায়ায় সমাজে নারীর স্থান কোথায় তা নির্ধারণ করার এখতিয়ার এখন নারীর। নিজের ভালোমন্দ পছন্দসই বেছে নিয়ে নারী 'স্বাধীন' হবে? স্বাধীনতার যে সদৃতাৎপর্য সেই অর্থানুসারে? সেই স্বাধীনতা হতে পারে ব্যক্তিগতভাবে একক বা নিঃসঙ্গ। তা গ্রহণ করতে পারে বহু বিচিত্ররূপ। এখন নারী একাই একশ। শিক্ষার সঙ্গে ভালোভাবে জোড়া বাঁধলে পুরুষের সঙ্গ তার জন্য অপরিহার্য নাও হতে পারে।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নারীর অধিকারের কথা তিনি বলেছেন। তার মতে আজ নারী অধিকারের যে অগ্রগতি আমরা লক্ষ তার পেছনে পুরুষ মিত্রপক্ষের অবদানকে কি নারীপক্ষ অস্বীকারই করবে? পুরুষ নারীর শত্রুপক্ষ নয়। এবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ঢাকার শহীদ মিনারে এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এসিড নিক্ষেপ ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে পুরুষদের এক উল্লেখযোগ্য জমায়েত হয়। জনমতে পাহাড় টলে, মানুষের মন গলে। তবে বাংলাদেশের সন্ত্রাসী নারীবিদ্বেষীরা অতিশয় দুর্বিনীত। তাদের শায়েস্তা করা জন্য সংসদ অতি সম্প্রতি একটি কঠোর আইন পাস করেছে। আমরা আশা করি, এই কঠোর আইন মিথ্যা মামলা ও পুলিশি হয়রানির আর একটি কারণ না হয়ে নারী নির্যাতনরোধে কার্যকরভাবে সহায়ক হবে।

অর্থ্যাৎ প্রকৃত পক্ষেই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজন নারী পুরুষ উভয়ের সম্মিলিত প্রয়াস। কেননা জাতীয় কবি বলেছেন-

"এ পৃথিবীতে কখনো হয়নি জয়ী একা পুরুষের তরবারী
শক্তি দিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে বিজয় লক্ষী নারী"

অথবা

"এ পৃথিবীতে বা কিছু সুন্দর,চির কল্যানকর
অর্ধেক তার করেছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

- দৈনিক গনজাগরন, ১৩মে ২০০৩,

প্রকাশিত প্রতিবেদনঃ সম্পাদকীয় রওশন জাহান নারীর ক্ষমতায়নে অব্যাহত শিক্ষা উপকরনের ভূমিকা-

প্রতিবেদন ভাষ্যঃ-

প্রতিবেদনে বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়নের সঙ্গে শিক্ষার সম্পৃক্তি রয়েছে। কিছু মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন (১) বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কি বুঝায়? সেখানে সার্বিকভাবে শিক্ষা উপকরণের কি ভূমিকা (ইতিবাচক/নেতিবাচক)? (২) বাংলাদেশে অব্যাহত শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ কি ক্ষমতায়ন সহায়ক? সেখানে উপকরণের ভূমিকা কেমন?

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনাঃ

নারীর ক্ষমতায়ন তথা প্রকৃত ক্ষমতায়নের জন্য নারী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। মৌলিক শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে অব্যাহত শিক্ষার প্রয়োজন। সমাজে সমতাভিত্তিক সমাজ কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়াসে শিক্ষা ব্যাবস্থা বিশেষ করে শিক্ষা উপকরণকে নারীর ক্ষমতায়নের তথা নারীপুরুষের সমতার মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার ধারক ও বাহক করে গড়ে তুলতে হবে। আশা করা যায়, সরকারী বেসরকারী সকল শিক্ষা সংগঠন এবং সচেতন নাগরিকের আন্তরিক সংকল্প ও প্রচেষ্টা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে প্রকৃত ভূমিকা রাখবে।

- দৈনিক যুগান্তর, ২৬ এপ্রিল, ২০০২, ১ম পৃষ্ঠা

সংবাদ ভাষ্যঃ পুরুষের সাথে সরাসরি নির্বাচনে জয়লাভ করেছে ৩ জন মহিলা ওয়ার্ড কমিশনার, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে যুগান্তকারী ইতিহাসের সূচনা।

- দৈনিক ইনকিলাব, ২৬ এপ্রিল, ২০০২ ১১পৃষ্ঠা

সংবাদ ভাষ্যঃ শান্তিপূর্ণভাবে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন সম্পন্ন, নারীর ক্ষমতায়ন-এ এক নতুন অধ্যায়। বিশ্লেষণ ২০০২ এর নির্বাচনেই প্রথম ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সাধারণ ওয়ার্ডে তিনজন নারী তাদের পুরুষ প্রার্থীকে পরাজিত করে জয়লাভ করেছে। যা সত্যিকারভাবেই নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় একটি অনন্য অর্জন। এছাড়া ৩০টি সংরক্ষিত আসনের ২৮ টিতে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২টি সংরক্ষিত আসনে ২ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

☐ নিউজ লেটার 'নারী বার্তা' উইমেন ফর উইমেন, নভেম্বর ২০০২ সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৩

সংবাদ ভাষ্য ঃ বিদেশে বাঙালী নারীর সাংসদ পদ লাভ।

বিশ্লেষণ- বাংলাদেশের নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে এটি একটি অন্যতম উৎসাহব্যঞ্জক নিউজ বলে বিবেচিত। এদেশের নারীরা আজ শুধু বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামোতেই নয়, দেশের বাইরে পশ্চিমা বিশ্বের উন্নত দেশের পার্লামেন্ট ও পুরুষদের সাথে সরাসরি নির্বাচনে জয়ী হচ্ছেন। সায়রা নামক বাংলাদেশে মেয়েটি মাত্র ২৩ বছর বয়সে নরওয়ের মত উন্নত দেশের সাংসদ নির্বাচিত হন সায়রা । সায়রা এদেশের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের জন্য অনুকরনীয় ও অনুসরনীয় দৃষ্টান্ত কেননা নরওয়ের লেবার ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্য সায়রা নরওয়ের অভিবাসীদের প্রতি প্রচ্ছন্ন বর্ণ বৈষম্য আছে, তা দূর করতে সংসদে, সংসদের বাইরে রাজনৈতিক অঙ্গনে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর লড়াই দু'পাক্ষিকঃ এক. নারী হিসেবে, দুই. অভিবাসীদের সমস্যা দূর করায়। তিনি চেষ্টা করছেন মাতৃত্বজনিত ৮০% বেতন নিয়ে ছুটি যেন এক বছর থেকে বৃদ্ধি করে দু'বছর করা হয়। কেননা এ সময়টা মা ও শিশুর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

সফরে এসে নরওয়ে অনুদানে গৃহীত প্রকল্প সমূহ পরিদর্শন করলেন। তিনি মনে করেন রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে এ দেশের সরকার আন্তরিক নয়। তা না হলে প্রায় ১০ মাস হয়ে গেলেও সংসদীয় কমিটি গঠন ছাড়া দেশ চলছে কি করে? শিক্ষা দ্বারা নারীর ক্ষমতায়ণ, নারী নির্যাতন রোধ, নারী ও শিশু পাচার রোধে সরকারের আরও যুগান্তকারী অগ্রণী ভূমিকা পালন করার পরামর্শ দেন।

আমরা প্রত্যাশা করি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ২০০২ এর নির্বাচিত মহিলা কমিশনাররা ও সায়রার ন্যায় নারী ও সংখ্যালঘুদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হবেন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সুফল জনগণের দুয়ারে পৌঁছে দিবেন।

☐ আজকের কাগজ, ২৪ মে ২০০২ পৃষ্ঠা - ৫

সাংবাদ ভাষ্য ঃ নারীর ক্ষমতায়ন ঃ আই এল ও কনভেনশন শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা- 'সমান্বিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নারীকে এগিয়ে যেতে হবে।

বিশ্লেষণ- নারীর ক্ষমতায়ন : আই এল ও কনভেনশন নং- ১০০ ও ১১১ বাস্তবায়নে করনীয়' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা স্বীকার করেন যে, বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় পালাক্রমে দু'জন প্রধানমন্ত্রী বা নেতৃত্বে থাকা সত্ত্বেও নারীর ক্ষমতায়ন হয়নি, তাই নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে হই চই করলেই হবে না। এ ব্যাপারে যথপোযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। অর্থনীতিতে নারীদের গার্হস্থ্য কাজকর্মের স্বীকৃতি দিতে হবে। দেশে নারীর জন্য প্রচুর আইন রয়েছে, কিন্তু শুধু আইন দিয়ে নারীর প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্ভব হবেনা, দরকার সচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধ করন কর্মসূচী গ্রহণ। পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদের ডিসিশন মেকিং লেভেল-এ অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

☐ আজকের কাগজ, ১৭ এপ্রিল, ২০০২ পৃষ্ঠা - ১৩ (নারী দিগন্ত)

সংবাদ ভাষ্য ঃ নির্বাচনে অংশ নেয়া মহিলাদের জীবনালেখ্যের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ পৃষ্ঠাটির নকশা করা হয়েছে।

☞ দৈনিক প্রথম আলো, ১০ এপ্রিল ২০০২, পৃষ্ঠা-১৭, (নারীমঞ্চ)

সাংবাদ ভাষ্য ঃ * সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২ নারীরা এবার সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায়

* নির্বাচনী টুকিটাকি

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষন ও আলোচনা ঃ

নির্বাচনের প্রক্কালে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহন নিয়ে বিস্তৃত পরিসরে প্রতিবেদন, সংবাদ ও নারী কমিশনার প্রার্থীদের জীবনালেখ্য তুলে ধরা হয়েছে। নারী কমিশনারদের উৎসাহ উদ্দীপনা, নির্বাচনী প্রচারনা কৌশল, প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নির্বাচন সম্পর্কে ১০ এপ্রিলে প্রথম আলোতে প্রকাশিত সংবাদ সমূহের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ক) ২০০২ নির্বাচনের তাৎপর্য ঃ আগামী ২৫শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনের বিধান করা হয়েছে। এবারই প্রথম মহিলারা সংরক্ষিত আসনে জনগণের ম্যান্ডট নিয়ে সরাসরি নির্বাচিত হবেন।

খ) মহিলাদের নির্বাচনী প্রচারনা ঃ সংবাদ ভাষ্য অনুযায়ী নির্বাচনের আর কদিন বাকী থাকতেই রাজধানী জুড়ে মহিলাদের নির্বাচনী প্রচারণা পরিলক্ষিত হচ্ছে। নির্বাচন নিয়ে নারী প্রার্থীদের উৎসাহের শেষ নেই। তবে শুধু প্রার্থীদের নয়, তাদের পরিবার-পরিজন, ছেলে মেয়ে সবাই এ প্রচারনায় অংশ নিচ্ছে। কেননা নারী প্রার্থী নির্বাচনে কেবল নারীরাই ভোট দিবেন না, নারী পুরুষ সবাই ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে এই মহিলা কমিশনারদের।

গ) মহিলা প্রার্থীদের জীবন ধারা (life style) এর উপর নির্বাচনের প্রভাব -

মহিলা প্রার্থীরা মনে করেছেন, নারী বা পুরুষ যে কোন ভোটারের প্রতিটি মূল্যবান ভোটের উপর নির্ভর করছে তাদের ভবিষ্যৎ। ফলে নির্বাচনের পূবে পাল্টে গেছে মহিলা প্রার্থীদের জীবন যাপনের ধরন ধারণ একই সাথে গেছে তাদের বাসার পুরো দৃশ্যপট। জীবন ধারার এ পরিবর্তনের পিছনে যে কারনগুলো পত্রিকায় চিহ্নিত করা হচ্ছে তা হচ্ছে, প্রার্থীদের কঠোর পরিশ্রম, ভোটারদের বাসায় বাসায় গিয়ে ভোট প্রার্থনা। এলাকাবাসীদের নিয়ে মিছিল করা, মাইকিং করানো ইত্যাদি।

ঘ) নারীর অধিকার অর্জন ও প্রার্থীদের অভিমত ঃ

মহিলা প্রার্থীরা এ নির্বাচনকে একদিকে যেমন মিনি এমপি নির্বাচন বলে অভিহিত (এমপিঃ মেম্বার অব দি পার্লামেন্ট বা জাতীয় সংসদ সদস্য) করেছেন এবং দিকে বলেছেন, এটা বেশ পরিশ্রমের কাজ। অন্যদিকে অন্যদিকে অনেক প্রার্থী বলেছেন, নারীদের অধিকার নির্বাচনের মাধ্যমে নারীদেরকেই অর্জন করে নিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

কেউ বাড়ি এসে এই অধিকার দিয়ে যাবে না। কাজেই নির্বাচনটাকে তারা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবেই গ্রহণ করেছেন।

ঙ) নারী নির্বাচন ঃ দলীয় দৃষ্টি কোন

দেশের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এ নির্বাচন বর্জন করলে ও, বাস্তবে আওয়ামী লীগ সমর্থিত একটা বিরাট অংশ এই নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন, আবার চারদলীয় জোট থেকে মনোনয়ন না পেয়ে অনেক বিএনপি সমর্থক মহিলা স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন। সংবাদ ভাষ্য অনুযায়ী একজন আওয়ামীলীগ কর্মী বলেন, দল নির্বাচন বয়কট করলেও স্থানীয় নির্বাচন এর বিষয়ে এতটা কড়াকড়ির কিছু নেই। তাছাড়া এটা হচ্ছে নারীদের ইস্যু। কাজেই নারীদের ইস্যুতে কোন বিরোধ কারো নেই। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই নারীর ক্ষমতায়ন ইস্যুতে মত পোষন করে।

চ) প্রতিবেদনের বিশেষ দিক ও তাৎপর্য ঃ

৩৪,৩৫ ও ৫৪ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ড (শাহজাহানপুর থেকে ইস্কাটন পর্যন্ত বিস্তৃত) নির্বাচনী প্রার্থী জলি কবিরের মতে, সরাসরি নির্বাচনে অংশ গ্রহন নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম একটি ধাপ। আজ না হোক প্রজন্ম এর সুফল ভোগ করতে পারবে বলে তার বিশ্বাস।

ছ) আলোচিত ঘটনা

২ বোনের ভোট যুদ্ধ ঃ সংরক্ষিত আসন ১৪ (সাধারণ ওয়ার্ড ২৩,৩৭,৫৫)তে দুই বোনের নির্বাচনী যুদ্ধ। ছিল আলোচিত ঘটনা।

নির্বাচনের পূর্বে ঃ দুই বোনের নির্বাচনী লড়াই জমে উঠেছিল ২৩,৩৭, ও ৫৫ নম্বর ওয়ার্ডে সাজেদা আলী হেলেন নামে এক বোন চারদলীয় জোটের ব্যানারে এবং অপরজন রাশেদা ওয়াহিদা মুক্তা দলের মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেছেন। অবশ্য দুজনই জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের যুগ্ম-আহ্বায়িকা দুজনই বর্তমানে এলাকার ভোটারদের সমর্থন আদায়ে প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের পরিবারর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের পরিবারের সমর্থনও মূলত দুভাগ হয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত জয় কার পোস্টে যায় সেটাই এখন দেখার বিষয়।

নির্বাচনের পরে ঃ দেখা যায় সাজেদা আলী জয়লাভ করেছে এবং অপর বোন মনে ক্ষোভ সত্ত্বেও মেনে নিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

- দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ এপ্রিল, ২০০২, পৃষ্ঠা -১

সংবাদ ভাষ্য ঃ দৈনিক ইত্তেফাকের ১ম পাতায় বিশাল শিরোনামে (৬ কলাম ব্যাপী) লীড নিউজ ছিল আজ তিনটি কর্পোরেশন নির্বাচন।

আলোচনা ঃ এখানে মূলত নির্বাচন অনুষ্ঠানের বা আয়োজনের বিভিন্ন দিক ও বিভিন্ন পরিসংখ্যান, প্রার্থী সংখ্যা, নিরাপত্তা ও অন্যান্য গৃহীত ব্যবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। তবে নারীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও সরাসরি নির্বাচনের বিষয়টি খুবই অস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

- *দৈনিক ইত্তেফাক, ৫মে ২০০২ পৃষ্ঠা - ২০*

সংবদ ভাষ্য ঃ পূরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী তিন জন।

আলোচনা ঃ প্রতিবেদনে সরাসরি নির্বাচনে জয়লাভ, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে একটি যুগান্তকারী অগ্রগতি হিসেবে দেখা হয়েছে। ১২, ২৩, ও ৫৪ নং ওয়ার্ডে সরাসরি নির্বাচনে সাধারণ ওয়ার্ড কমিশনার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন তিনজন মহিলা; যথাক্রমে বীনা আলম, শরমিলা ইমাম, রুনু আখতার,

➔ এ তিনজনের জয়লাভ নিঃসন্দেহে এদেশের নারীদের রাজনীতি করতে অনুপ্রাণিত করবে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এবারই প্রথম পুরুষের সঙ্গে সরাসরি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নারী প্রার্থীর জয়লাভ।

➔ নির্বাচনে জয়লাভের পর তিন জনই বলেছে এ জয় আমার নয়, আমার স্বামীর বিজয়, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, জনগণের রায় ।

➔ নির্বাচিত হবার পর তিন জনেরই প্রধান কাজ হবে সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে কার্যকরী ভূমিকা পালন, এর সমাজ গঠন ও উন্নয়নে তারা সচেষ্ট হবেন।

৫.ঝ উপসংহার ঃ

বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সংবাদ, প্রতিবেদন পর্যালোচনায় একথা স্পষ্ট যে, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে ঢাকা সিটি কর্পোরশন নির্বাচন রূপে স্বীকৃত। কিন্তু গণমাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সিটি নির্বাচনের প্রভাব যে ভাবে আসা উচিত ছিল অনেক ক্ষেত্রেই সে ভাবে আলোচনা করা হয়নি। তারপরও শত প্রতিকূলতার মাঝে নারীরা নির্বাচন করেছে। নিজস্ব রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে হয়েছে সচেতন। দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ আগষ্ট, ২০০২ এ পৃষ্ঠা ১৯ প্রকাশিত, একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, স্বনির্ভরতা নারীর মূল শক্তি। তাই এ প্রতিবেদনের শিরোনামের সাথে গবেষক একমত যে, নারীর রাজনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনে ২০০২ সালের সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের ভুমিকা অনন্য । উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায়- "রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারীর সকল অধিকার আদায়ের মূল শক্তি।"

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়- প্রধান ফলাফল ও সুপারিশমালা

৬. ফলাফল সমূহ ঃ

৬.ক. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমাতয়নে ঢাকা সিটি কর্পারেশনের নির্বাচন ২০০২ এর ভূমিকা:

৬.ক.১ রাজনৈতিক সহনশীলতা সৃষ্টিঃ

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন ২০০২ নারীদের মাঝে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করেছে। সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মহিলাদের নির্বাচন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সহনশীলতা ছিল, অস্ত্রধারী, মাস্তানদের নির্বাচনে ব্যবহারের প্রবনতা ছিল না বলেলেই চলে। উপরন্তু অধিকাংশ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ছিল প্রতিযোগিতা পূর্ণ মনোভাব। কিন্তু যুদ্ধাংদেহী নয়, ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব, শত্রুতাপূর্ণ নয়। এ থেকে আমাদের সর্বস্তরের নির্বাচনে অংশ নেয়া রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের জন্য শিক্ষা নেয়ার অনেক কিছুই আছে। পূরুষ প্রার্থীদের মাঝে রেষারেষি, সন্ত্রাসের আশ্রয় নেওয়া ইত্যাদি দূরকরনে মহিলাদের ২০০২ নির্বাচন যেন একটি অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত।

৬.ক.২ নারীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা ঃ প্রেক্ষিত ঢাকা সিটি নির্বাচন ২০০২

সাধারন ভাবে কোন ব্যাক্তির নিজের ইচ্ছানুযায়ী কোন কিছু করা বা না করার ক্ষমতাকেই আমরা সাধারনত স্বাধীনতা বলে থাকি।[১৫৫] লাস্কির সংজ্ঞা অনুসারে স্বাধীনতা হচ্ছে ঃ

> "The eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves."[১৫৬] এই সংজ্ঞানুসারে রাষ্ট্র ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে সেখানে এমন অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করবে যেন জনসাধারণ নির্বিবাদে তাদের সুপ্ত প্রতিভাগুলোকে প্রকাশ করার সুযোগ পায়। আর রাজনৈতিক স্বাধীনতা হচ্ছে, রাষ্ট্রের বা কোন স্তরের শাসন পরিচালনার ব্যাপারে জনসাধারনের অংশ গ্রহনের অধিকারকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আখ্যা দেয়া যায়। এ স্বাধীনতা মানুষকে রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন করে তোলে।[১৫৭] বিগত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত মহিলারা শাসন কার্যে তথা কর্পোরেশনের কার্যে নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সকল ক্ষেত্রে পরিষ্কার নয়, অনেক ক্ষেত্রেই কার্য সম্পাদনে তাদেরকে নানাবিধ

[১৫৫] সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন আহমদ ও মীজানুর রহমান শেলী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ঢাকাঃ গ্রীন বুক হাউজ লিমিটেড, ১৯৬৯ পৃ-১২৫
[১৫৬] প্রাগুক্ত
[১৫৭] প্রাগুক্ত পৃ-১২৬

Dhaka University Institutional Repository

হস্তক্ষেপের সম্মুখীন হতে হয়। বিভিন্ন বাধা বিঘ্ন তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে। অপরদিকে তারা নগরের সিংহভাগ নারীদের রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করতে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়। তাই নারীদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা সিটি কর্পোরেশনের মহিলা প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইন প্রনয়নের পাশাপাশি বাস্তবায়ন থাকতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ আরো শক্তিশালী করতে হবে।

৬.ক.৩ *সিটি নির্বাচন ও রাজনৈতিক সাম্য ঃ*

বর্তমান যুগে সাম্য অর্থ যোগ্যতানুযায়ী প্রাপ্ত সমান অধিকার। তাই প্রত্যেককে নিজ যোগ্যতানুযায়ী সমান সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে যাতে প্রত্যেকটি নাগরিক তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে কোন রকম বাধার সম্মুখীন না হয়; আর রাজনৈতিক সাম্য হচ্ছে সকল নাগরিকের রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে সক্রিয় অংশগ্রহণ, রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মকান্ডে সম অংশগ্রহণকে বুঝায়।

গবেষণায় পরিদৃষ্ট হয় যে, সিটি নির্বাচন ২০০২ এর মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠায় বিশেষ প্রয়াস চালানো হয়েছে। কিন্তু পুরুষদের তুলনায় নারী কমিশনারদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা তথা, অর্পিত কাজের পরিমানে গুণগত ও পরিমাণগত পার্থক্য দেখা যায়, অনেকক্ষেত্রেই মেয়রের সাথে ভাল সম্পর্ক না থাকলে অনেক মহিলা কমিশনার গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ পান না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সিটি কর্পোরেশনের সভায় অংশগ্রহণই তাদের মূখ্য কাজ। কিন্তু সভাতেও তাদের বক্তব্য এবং মতামতের বিশেষ কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। সিটি কর্পোরেশনে মহিলাদের মতামতের বিশেষ কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। সিটি কর্পোরেশনে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ ও সরাসরি নির্বাচন প্রক্রিয়া, সিটি কর্পোরেশনে নারীর অনুপাতিক হার বাড়িয়েছে। যদিও এ হার ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত ১২০ জন কমিশনারের মধ্যে পূরষ ৮৪ জন মহিলা ৩৬ জন। প্রকৃত রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় পুরুষ মহিলা হারের পুরোপুরি সমতা আনয়ন সম্ভব না হলেও পার্থক্য খুব বেশী না হওয়াই উচিত, সার্বিক অর্থে বাহ্যিক দৃষ্টিতে সিটি নির্বাচন নারীদের রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় পরিমানগত দৃষ্টিকোন থেকে কিছুটা সফলতা পেলেও, গুণগত দিক থেকে রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় এখনো অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হবে। কেননা সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে মহিলা কমিশনারদের সংখ্যা বাড়িয়েছে। লিখিত ভাবে তাদের অনেক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে ক্ষমতা অর্পিত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

৬.ক.৪ রাজনৈতিক অধিকার ও সিটি নির্বাচন ঃ

কোন কিছু করার বা না করার অবাধ ক্ষমতাকেই অধিকার বলা যায় না। এই কোন কিছু করাটা হবে অবশ্যই আইনের অধীনে এবং অপরের অধিকার ক্ষুন্ন না করে। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের বিশেষ ক্ষেত্রে নারীদের স্বাধীন কার্য-ক্ষমতা অবশ্যই থাকতে হবে। কারণ এইগুলো ছাড়া তাদের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পারেনা এবং সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেনা। রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র শাসনে জনগণের অংশগ্রহণের অধিকার বর্তমানে সব গণতান্ত্রিক দেশেই স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, মহিলা কমিশনাররা তাদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাদের নেই কোন সাপোর্ট স্টাফ বা ব্যক্তিগত কর্মকর্তা। মাসিক মাত্র ৩০০০ টাকা অফিস ভাড়া বাবদ পেয়ে থাকেন, যা ঢাকা শহরের তুলনায় অত্যন্ত নগন্য। অপরদিকে, সাধারণ কমিশনাররা সব ধরনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকেন।

৬.ক.৫ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন : ১৯৯৪ ও ২০০২ সালের নির্বাচনের তুলনা ঃ

১৯৯৪ এর ঢাকা সিটি নির্বাচনের তুলনায় ২০০২ সালের নির্বাচনে জয়লাভকারী মহিলারা অধিক ক্ষমতাভোগ করতে দেখা যায়। ১৯৯৪ সালে সংরক্ষিত আসনে মনোনীত কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী একজন মনোনীত কমিশনার এক পত্রিকা সাক্ষাৎকারে জানান[১৫৮],

"বিগত বছর গুলোতে দায়িত্ব পালন কালে ক্ষমতা সীমিত ছিল বলেই এলাকাবাসীর জন্য যতটুকু করেছি, সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগেই করেছি। তখন বস্তি উন্নয়ন ছিল মহিলা কমিশনারদের জন্য করণীয় একমাত্র কাজ। এলাকার উন্নয়নের সব দায়দায়িত্ব ছিল পুরুষ কমিশনারদের ওপর।"

অর্থাৎ ১৯৯৪ সালে মহিলা কমিশনাররা মনোনীত হতেন বলে উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাদের সমঅধিকার ছিল না। ছিল না বিশেষ কোন কাজ অর্থ্যাৎ তারা ছিলেন Power polities বা ক্ষমতার রাজনীতি থেকে বাইরে।

টিএন্ডটি কলেজের অধ্যাপিকা সৈয়দা ফাতেমা সালাম যিনি ১৯৯৪ সালে ৮ নং ওয়ার্ডের কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেছেন, তার মতে, "১৯৯৪ সালে নারী কমিশনারদের দায়িত্ব অত্যন্ত সীমিত ছিল। তাই নারী কমিশনারদের দায়িত্ব বাড়নো উচিত।" গবেষণা তথ্যে দেখা যায়, অনেক মহিলা কমিশনার ও প্রতিষ্ঠিত নারীরাই মনে করেন, ১৯৯৪ সালের তুলনায় ২০০২ সালের ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মাধ্যমে নারীরা অধিক রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করবে। ১৯৯৪ সালে মনোনীত কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী এবং

[১৫৮] দৈনিক প্রথম আলো, ১০ এপ্রিল ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

২০০২ এ নির্বাচনে ২নং সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনী প্রার্থী (স্বতন্ত্র) মাহমুদা বেগম পত্রিকা সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন[১৫৯],

"মনোনীত ছিলাম বলেই হোক আর নারী বলেই হোক, ক্ষমতার ক্ষেত্রে আমাদের হাত পা ছিল বাঁধা, কিন্তু ২০০২ নির্বাচনে যেহেতু সরাসরি নির্বাচন হচ্ছে এবং তিনটি ওয়ার্ডের জনগণের ম্যান্ডেট নিয়েই নারীরা কমিশনার নির্বাচিত হতে যাচ্ছে, তাই এ ক্ষেত্রে নির্বাচিত কমিশনারদের ক্ষমতা পূর্বের মনোণীতদের চেয়ে বেশী হবে, কাজেই নির্বাচিত কমিশনারদের কথার মূল্য যেমন থাকবে এবং সেই অনুযায়ী দাবী দাওয়া আদায় ও সম্ভবপর হবে।"

৬.ক.৬. *সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নারীদের অসুবিধা সমূহ ঃ*

(১) প্রচারণায় সমস্যা- গবেষণা প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনটি ওয়ার্ডে প্রচারণা চালানো মহিলা কমিশনারদের জন্য একটি সমস্যা । পুরুষরা একটি ওয়ার্ডে প্রচারণা চালাতে গিয়েই হিমশিম খাচ্ছে, আর আমাদের তিনটি ওয়ার্ড ছুড়ে দিয়ে যেন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া হয়েছে।)

সংরক্ষিত আসন নং ২৩ এ বিজয়ী মিসেস সুরাইয়া বেগম।

(২) আর্থিক সমস্যা- অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংরক্ষিত আসন ৩টি সাধারণ ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত হওয়াতে নির্বাচনী প্রচারনা বা ক্ষেত্রে অধিক ব্যয় করতে হয়েছে কিন্তু এ অর্থের যোগান অধিকাংশ ক্ষেত্রে (৭৫%) পরিবার ও নিজেকেই যোগাড় করতে হয়েছে। যা তাদের নির্বাচনে ১টি সমস্যা হিসেবে কাজ করে।

৩) দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা ঃ নির্বাচনে একটি সমস্যা ছিল নির্বাচনের পূর্বের একটি বৃহৎ অংশ মহিলা প্রার্থী নির্বাচিত হবার পর দায়িত্ব কি হবে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত না হওয়াতে প্রচারনা চালাতে গিয়ে ভোটারদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছেন।

৪) নির্বাচনী এলাকার ব্যাপ্তি ঃ

একজন মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারকে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের জন্য তিনটি সাধারণ ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়াতে হয়। এ বিশাল নির্বাচনী এলাকার পরিব্যাপ্তি নির্বাচন করার ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য একটি বাধা স্বরূপ। ২৮ নং সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত কমিশনার মোসাম্মৎ মনি এ প্রসঙ্গে বলেনঃ

"আমার নির্বাচনী এলাকা ৭৮,৭৯ ও ৮০ নং ওয়ার্ডের সুত্রাপুর বাজার, শ্যামবাজার ও ধোলাইখালের ব্যাপক এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এই বিরাট এলাকায় প্রচারণা চালাতে গিয়ে আমি মাঝে মধ্যেই ক্লান্ত

[১৫৯] ১০ এপ্রিল ২০০২, প্রথম আলো

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে পড়েছি, বিশাল এলাকা হওয়ায় সম্পূর্ণ ওয়ার্ড পরিভ্রমন ছিল আমাদের কাছে অত্যন্ত কষ্টের, কিন্তু আমি ছিলাম অসহায়, এত কষ্ট শিকার করে ও এলাকায় যেতে চেষ্টা করেছি।"

(৫) পারিবারিক সমস্যা ঃ

সংরক্ষিত মহিলা কমিশনারদের ক্ষেত্রে যদি ও অধিকাংশের ক্ষেত্রেই পরিবার থেকে উৎসাহ দেয়া হয়েছে, তথাপি তাদের নির্বাচনে কিছু পরিবারিক সমস্যাও দেখা দিয়েছে। নির্বাচনী এলাকার ব্যাপ্তি ও ভোটার সংখ্যা বেশী হওয়ায় তাদেরকে অনেক সময় গভীর রাত পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচার তথা ভোট প্রার্থনা ভোটারদের সাথে কুশল বিনিময় করতে হয়েছে। এতে তারা ছিলেন সার্বক্ষনিক সময়ের জন্য ব্যস্ত। ফলে ঐ সময়ে পরিবারের তথা সাংসারিক কাজের খবরা খবর নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না । ফলে অনেক ক্ষেত্রেই পারিবারিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

৪নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী এক প্রার্থী স্বপ্না আহমেদ নির্বাচনকালীন সময়ের উক্তি প্রনিধানযোগ্যঃ

"সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত প্রচারণায় কাজ করত গিয়ে সংসার সন্তানের প্রতি মনোযোগ দিতে পারছি না। ছোট ছেলেটির জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, মা ছাড়া অন্য কারো হতে সে খেতেও চায়না নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে গিয়ে পরিবারের সাথে যেন একটি দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে, কোন খোজ খবরই নিতে পারছি না।"

৬) ২০০২ এর নির্বাচন ছিল মহিলা প্রার্থীদের কাছে অগ্নি পরীক্ষার মতো, কারণ প্রতিটি ওয়ার্ডের প্রতিটি বাসায় যাওয়া, তিনি ওয়ার্ডের বিপুল সংখ্যক ভোটারের সাথে কুশল বিনিময় করা রীতিমতো দুঃসাধ্য ব্যাপারে ছিল, এজন্য একজন মহিলা কমিশনারকে নির্বাচনের প্রচারে একজন সাধারণ ওয়ার্ডের পুরুষ প্রার্থীর তিনগুন পরিশ্রম করতে হয়েছে। যেন সিটি নির্বাচন শুধু সিটিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এটা তখন জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজে একটা পেস্টিজ ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তাই নির্বাচনে তাদের ব্যয় অন্যদের তুলনায় ছিল বেশী।

৬.ক.৭. *দায়িত্ব পালনে মহিলা কমিশনারদের সমস্যা সমূহ ঃ*

- পুরুষ সহকর্মীদের উপেক্ষা ও অসহযোগী মনোভব দায়িত্ব পালনে মহিলা কমিশনারদের প্রধান সমস্যা পুরুষ সদস্যরা একক ভাবে কাজ করে আসছে। এখন তারা নারী সদস্যদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে

Dhaka University Institutional Repository

কাজ করতে চায় না। গবেষণায় দেখা গেছে প্রতি ওয়ার্ডে এক কোটি টাকার কাজ বরাদ্দ হলেও সংরক্ষিত ওয়ার্ডে মহিলাদের দায়িত্ব দেওয়া হয় ন।

- উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা ছিল তাদের জন্য বধা স্বরূপ।
- নারী সদস্যদের বৃহত্তর কর্ম এলাকায় প্রতিনিধিত্ব করা যথেষ্ট কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে।
- নারীদের প্রতি সমাজ তথা মেয়র ও পুরুষ কমিশনারদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তাদের জন্য বাধা। অনেক পুরুষ সহকর্মীরা তাদেরকে নারী ও শিশু নিয়ে থাকতে বলেছেন অবহেলার ছলে।
- নগর কার্যক্রমের ম্যানুয়েলে মহিলা সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকলেও বাস্ত বে বাস্তবায়ন না হওয়া অর্থ্যাৎ কাগজে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে; কিন্তু বাস্তবে ক্ষমতা অর্জিত হয়নি।
- ওয়ার্ড ভিত্তিক যে ষ্ট্যান্ডিং কমিটি আছে তাতে মহিলা কমিশনারদের ভাইস চেয়ারম্যান হওয়ার সুযোগ না দেয়া ।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কোন মিটিং এ মহিলা কমিশনারদের অংশগ্রহণের সুযোগ না দেয়া।
- উন্নয়ন কর্মকান্ড মহিলা কমিশনারদের অংশগ্রহণ সীমিত করে রাখা। তাদেরকে শুধু মাত্র বস্তি উন্নয়নে দায়িত্ব দিয়ে, তাতেও পুরুষ কমিশনারদের খবরাদি করা একটি সমস্যা রূপে দেখা গেছে।

৬.খ. প্রধান ফলাফল

গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণের আলোকে প্রাপ্ত প্রধান ফলাফল সমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

(১) ২০০২ সালের সংরক্ষিত আসনে মহিলাদের সরাসরি নির্বাচন ১৯৯৪ সালের সংরক্ষিত আসনে মহিলা কমিশনারদের মনোনয়ন দানের চেয়ে দেশে বেশী উৎসাহ সৃষ্টি করেছে।

(২) পূর্বের থেকে ২০০২ সালের নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে।

(৩) সাধারণ ওয়ার্ডে সরাসরি পুরুষদের সাথে নির্বাচন করে প্রাথমিক নির্বাচনে ৩জন, পরবর্তীতে উপনির্বাচনে ৩জন, মোট ছয়জন নারী কমিশনার নির্বাচিত হয়েছেন। যা প্রমান করে শুধু সংরক্ষিত আসনেই নয়। সুযোগ দিলে তারা প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ও জয়লাভ করতে পারে।

(৪) যদিও সিটি কর্পোরেশন দলীয় নির্বাচন নয়। তবে এতে রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে ৯০টি সাধারণ ওয়ার্ডে মাত্র ৪জন মহিলা প্রত্যক্ষ নির্বাচনে পুরুষদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, এবং এর মধ্যে মাত্র ৩জন দলীয় নমিনেশন লাভ করেন। অর্থ্যাৎ মাত্র ৩.৩৩% মহিলাকে রাজনৈতিক দল গুলো সাধারণ দলীয় আসনে নমিনেশন দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) ঢাকা সিটির সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন শুধু ঢাকা সিটিকেই সারা দেশে মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি করে, তবে লক্ষ্যণীয় যে, এবার নিবার্চনে প্রদত্ত ভোটের হার ছিল অত্যন্ত কম। (পরিশিষ্ট ৯)। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন, অর্থ্যাৎ মহিলারা ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন হচ্ছেন।

(৬) তবে সংরক্ষিত ওয়ার্ডে ভোট প্রদানে ভোটারদের আগ্রহ কম পরিলক্ষিত হয়েছে। টেবিল ১৫ অনুযায়ী মাত্র ১টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডে সর্বোচ্চ মোট ভোটের ৫৫.০৭ ভাগ ভোট পড়েছে। (পরিশিষ্ট ৯) এবং অপর ১টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডে সর্বনিম্ন মোট ভোটের মাত্র ১৪.৫৭ ভাগ ভোট কাস্ট হয়েছে (পরিশিষ্ট ৯) অর্থ্যাৎ সিংহভাগ ভোটরই নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপর আস্থাহীন ছিলেন বা ভোটদানে আগ্রহী ছিলেন না অথবা ভোট যে নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব। এ রাজনৈতিক অধিকার সর্ম্পকে সচেতন নন।

(৭) যেহেতু ভোট কম কাষ্ট হয়েছে। সেহেতু একথা এভাবেই বলা যায় যে, ঢাকা শহরের বেশীর ভাগ ভোটারই রাজনৈতিক ভাবে ততটা সচেতন নন।

(৮) মতামত প্রদানকারী জনসাধারণের মতামত বিশ্লেষন করলে দেখা, ৮৬ ভাগ মতামত প্রদানকারী সাধারণ জনগন বলেছেন তারা তাদের ওয়ার্ডের কমিশনারের নামই জানেন না, (রেখচিত্র ৫), অপরদিকে ৮% সংরক্ষিত মহিলা কমিশনারের নাম শুনেছেন কিন্তু চিনেন না। মাত্র ৬% এর স্বীয় ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা কমিশনারের সাথে পরিচয় আছে। এ তথ্যে সংরক্ষিত মহিলা কমিশনারদের সাথে জন সাধারণের সর্ম্পকের একটি করুণ চিত্র ফুটে উঠে। অর্থ্যাৎ জনগনের কাছে কমিশনার হিসেবে এখনো তারা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠতে পারেননি।

(৯) ২০০২ এর নির্বাচনে মোট ভোটারের ৪০% ছিলেন মহিলা (পরিশিষ্ট ০৭) । কিন্তু ওয়ার্ড ১২জন ওয়ার্ড কমিশনারের মধ্যে বর্তমানে মাত্র ৩৬জন মহিলা। অর্থ্যাৎ দেখা যাচ্ছে ৪০% মহিলা ভোটারের জন্য সিটি কর্পোরেশনে প্রতিনিধিত্ব করছেন ৩০% মহিলা (সাধারণ ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড মিলিয়ে) প্রতিনিধি। তাই আনুপাতিক হারে মহিলা কমিশনারদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি প্রয়োজন বলে গবেষণায় পরিলক্ষ্যিত হয়েছে। ৬০% প্রতিষ্ঠিত নারী তাদের সাক্ষাৎকারে মহিলাদের জন্য আসন বৃদ্ধির তাগিদ দিয়েছেন।

(১০) গবেষণা বিশ্লেষণে দেখা যায় সাধারণ ওয়ার্ডে ওয়ার্ড প্রতি গড়ে প্রার্থী সংখ্যা ছিল ১৯.৩৩ জন অপরদিকে সংরক্ষিত ওয়ার্ডে ওয়ার্ড প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বী মহিলা প্রার্থী ছিল ৩.৪ জন। এ পরিসংখ্যান প্রমান করে যে, মহিলারা এখনো পুরুষদের তুলনায় নির্বাচনের প্রতি ততটা আগ্রহী নন।

(১১) গবেষণার উদ্দেশ্যে সংগৃহীত মহিলা কমিশনারদের জীবন বৃত্তান্ত সমূহের বিশ্লেষনে দেখা যায় প্রায় সকলেই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের মতাদর্শে বিশ্বাসী। নির্বাচনের পূর্বে প্রায় সকলেরই

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকার ছিল। নারী ও শিশুদের উন্নয়ন, স্বীয় ওয়ার্ডের সার্বিক উন্নয়ন, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা, একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠায় বঞ্চিত নারীদের মাসে ক্ষির প্রসার ঘটানো ও তাদেরকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্ট করন। ইত্যাদি। কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণের পর তাদের মাসে হতাশা পরিলক্ষিত হয়েছে। তাদের অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন যে, "কাগজে কলমে আমাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কিন্তু ক্ষমতা অর্পিত হয়নি"।

(১২) গবেষণার উদ্দেশ্যাজনে অপরদিক নির্বাচনে পরাজিত কয়েকজন প্রার্থীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। পরাজিত প্রার্থীরা অভিযোগ করেন যে, নির্বাচনের পূর্বে তাদেরকে রাজনৈতিক ভাবে ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে। অনেককে সঠিক ভাবে প্রচারণা করতে দেয়া হয়নি, নির্বাচন শান্তি পূর্ণ হলেও সুষ্ঠু হয়নি, ব্যাপক জালভোট পড়েছে ৮০% পরাজিত প্রার্থী বলেছেন, নির্বাচন সুষ্ঠু হলে তাদের বিজয় সুনিশ্চিত ছিল। অপরদিকে দেখা যায় ৩০% পরাজিত প্রার্থী শখের বসে নির্বাচনে অংশ নিয়ে ছিলেন।

(১৩) গবেষণায় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের স্বরূপ উদঘাটনে সর্বমোট ৩০০জন সাধরণ জনতার মতামত সংগৃহীত হয়। তাদের ৫০% ছিল মহিলা, এদের ২৬% ছিল শিক্ষার্থী, ১৪% গৃহকর্মী, ১৩% চাকুরী জীবী, ৮% এনজিও কর্মী, ১০% দিনমজুর, ৮% বেকার, ৫% শিক্ষকতায় নিয়োজিত এবং ১৬% ছিলেন ব্যবসায়ী।

এখানে তাদের মতামতে বেশ কয়েকটি দিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাদের ৯৪%ই তাদের নিজস্ব ওয়ার্ডের মহিলা কমিশনারের দ্বারা এলাকায় কোন উন্নয়ন মূলক কাজ হয়েছে কিনা জানেন না। তবে ৯৯%ই সিটি কর্পোরেশনে মহিলা কমিশনার রাখার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেছেন। এর কারণ হিসেবে ৪৮% বলেছেন নারীদের রাজনীতিতে উৎসাহিত করা জন্য সংরক্ষিত ওয়ার্ডে সরাসরি প্রতিনিধি রাখা প্রয়োজন আছে।

(১৪) নিবার্চনী প্রচারণার ক্ষেত্রে মতামত প্রদানকারী ৮৮% সাধারণ জনতাই বলেছেন নারীরা পুরুষ প্রার্থীদের তুলনায় প্রচারণায় পিছিয়ে ছিল। কিন্তু মহিলা ওয়ার্ড কমিশনার তাদের সাক্ষাৎকারে বলেছেন তারা পিছিয়ে ছিলেন্ না, ক্যাম্প করেছে, মিছিল করেছেন, ১জন প্রার্থী ২০০ মহিলা সহ ঘোড়ার বহর নিয়ে নির্বাচনী মিছিল করেছেন।

(১৫) মহিলাদের প্রচারণার ক্ষেত্রে জনসাধারণ যে যে সমস্যা চিহ্নিত করেছেন তা হচ্ছে, স্বল্প অভিজ্ঞতা, পূর্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা না থাকা, ওয়ার্ডের ব্যাপ্তিও ভোটার সংখ্যা বেশী হওয়া ইত্যাদি, অপরদিকে সমাজের প্রতিষ্ঠিত নারী এবং মহিলা প্রার্থীরাও তাদের প্রচারণার ক্ষেত্রে সমস্যা রূপে পারিবারিক, সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, আর্থিক সমস্যা, বিরাট নির্বাচনী এলাকা ইত্যাদিকে চিহ্নিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

(১৬) মতামত প্রদানকারী প্রায় সকল (১০%) জনসাধারণই বলেছেন নির্বাচিত হবার পর পুরুষ কমিশনারদের তুলনায় মহিলা কমিশনারদের কাজকর্মে বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। তাদের মতে, মহিলা কমিশনারদের দায়িত্ব কম দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো এখানো পুরুষ নিয়ন্ত্রিত কাজের বন্টনে বৈষম্য ইত্যাদি মহিলাদের দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা রূপে কাজ করেছে। অপরদিকে নির্বাচিত প্রায় সকল মহিলাই একই মতামত প্রকাশ করেছেন।

(১৭) প্রশ্নমালার আলোকে সংরক্ষিত আসনের জয়ী মহিলা কমিশনারদের সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রায় ৪০%ই মাষ্টার্স বা সমতুল্য ডিগ্রী করেছে স্নাতক ডিগ্রীধারী ৩০% উচ্চ মাধ্যমিক ১৩% এবং মাধ্যমিক উর্ত্তীন ১৭%। নির্বাচিত কমিশনারদের ৬০% একক পরিবার এবং ৪০% যৌথ পরিবার থেকে এসেছে। নির্বাচিত ওয়ার্ড কমিশনারদের ক্ষেত্রে দেখা যায় অধিকাংশের (৭০%) ক্ষেত্রেই পরিবারের কোন না কোন সদস্য পূর্ব থেকেই রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ছিলেন। ৩০%এর ক্ষেত্রে পারিবারিক রাজনীতির কোন সম্পৃক্ততা ছিল না। ৩০% নির্বাচনকারী প্রার্থী জানিয়েছেন যে তাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড পারিবারিক জীবনে বাধা সৃষ্টি করে, ৩০% বলেছেন আংশিক বাধার সৃষ্টির করে এবং ৪০% বলেছেন কোন বাধাই সৃষ্টি করে না।

(১৮) গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ দিক হচ্ছে পরিবারে স্বামীরাই (৬০%) মহিলা কমিশনারদের রাজনীতি নির্বাচনে সবচেয়ে বেশী উৎসাহিত করেছেন। এরপরে ক্রমান্বয়ে, বাবামা (২০%), ভাইবোন (৫%), শ্বশুর শ্বাশুরী (৫%) এবং অন্যান্যরা (১০%) উৎসাহিত করেছেন।

(১৯) মহিলা কমিশনারদের ৫০% ই ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ছিলেন না।

(২০) লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলো মহিলাদের নমিনেশন প্রদানে ব্যক্তিগত যোগ্যতা অপেক্ষা তার পারিবারিক ইমেজ এবং উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগকে অধিক গুরুত্ব দেয়, যা তাদের সার্বিক অবস্থার উন্নয়নে বাধাস্বরূপ।

(২১) নির্বাচনে জয়লাভের ক্ষেত্রে প্রতীককে সিংহ ভাগই (৯০%) কোন ফ্যাক্টর মনে করেন না। কিন্তু নিবার্চনে জয়লাভে ব্যক্তিগত ইমেজ বা শক্তিশালী প্রচারণা অপেক্ষা দলীয় পরিচিতি (৬০%) অধিক গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে। ৬০% মহিলা কমিশনারই দায়িত্ব পালনে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। এ বাধা আসছে মূলত পুরুষ কমিশনারদের কাছ থেকে।

(২২) অধিকাংশ মতামতদানকারী সাধারণ জন সাধারণ ও প্রতিষ্ঠিত নারী মনে করেন, মহিলা কমিশনাররা সমাজে নারীর অধিকার আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ব্যর্থ হচ্ছেন।

Dhaka University Institutional Repository

(২৩) অধিকাংশ জনসাধারণ (৫২%), প্রতিষ্ঠিত নারী (৬০%) মতামত প্রকাশ করেছেন যে, আমাদের সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন তথা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

(২৪) প্রায় সকলেই মনে করেন, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য সমাজের দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তনের সাথে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে, পারিবারিক সহযোগিতা করতে, আমাদের সমাজ কাটামো ও রাজনৈতিক স্তরের পূর্ণবিন্যাস করতে হবে ইত্যাদি।

(২৫) নারীর রাজনৈতিক ক্ষমাতায়নে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের বিষয়ে প্রভাব সমাজের প্রতিষ্ঠিত নারীদের মূল্যায়ন অনুযায়ী। শুধুমাত্র নির্বাচনে অংশ গ্রহণ ও জয়লাভের মাধ্যমেই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা যাবেনা। এ জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিতে হবে কার্যকরী দায়িত্ব । তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরন সহ সলমত সকলকেই তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

(২৬) গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন, সংবাদ পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ সংখ্যা অত্যন্ত অপ্রতুল। তাই নারীর ক্ষমতায়ন তথা রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন গণমাধ্যমকে বলিষ্ট ভূমিকা পালন করতে হবে।

সুপারিশমালাঃ

বাজনৈতিক ক্ষমতায় শক্তিশালী ও বিস্তৃত করণে গবেষণায় উপরোক্ত আলোচনা ও ফলাফলের ভিত্তিতে রাজনীতিতে মহিলাদের সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তন কিভাবে হতে পারে তা বের করা প্রয়োজন বলে গবেষক মনে করেন। সে জন্য কিছু করণীয় সুপারিশ করেছেন। দেখা যাচ্ছে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে নারীর প্রতিনিধিত্ব সংরক্ষিত হলেও পুরুষদের তুলনায় এ প্রতিনিধিত্ব নগন্য। তাই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের আলোকে মহিলা প্রতিনিধিদের সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হলে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। তাই গবেষক গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত ও কেসস্টাডিসমূহ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের নিমিত্ত নিম্নোক্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছেনঃ

সার্বিক সুপারিশসমূহঃ

১। মনোনয়ন পদ্ধতির পরিবর্তন দরকার। দলীয় প্রভাব মুক্ত করে নিদলীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। যদিও ঢাকা সিটি নির্বাচন নিদলীয় নির্বাচন, তার পরেও এতে দলীয় প্রভাব কাজ করে। তাই

Dhaka University Institutional Repository

যদি প্রতিটি রাজনৈতিক দল সাধারণ কমিশনার পদে প্রার্থী মনোনয়নে এক তৃতীয়াংশ মহিলাদের মনোনয়ন দেয় তাহলে সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজন পড়বে না।

২। মহিলা সদস্যদের সক্রিয় করতে হলে তাদের একটি সুনির্দিষ্ট কার্য বিবরণ এবং দায়িত্ব পালনে বাস্তবভিত্তিক কর্মপদ্ধতি থাকা দরকার; যা বর্তমানে কার্যগত ভাবে নেই, যা প্রণয়ন করতে হবে। কাগজে কলমে প্রদত্ত ক্ষমতা শুধু কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তবে রূপায়ন করতে হবে।

৩। মহিলা সদস্যদের প্রশিক্ষণ, মত বিনিময় ফোরাম এবং অন্যান্য মহিলা সংগঠন দেখার সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। নারী প্রতিনিধিদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিজ্ঞতাকে আরও প্রসারিত করার জন্য তাদেরকে প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কসপে যোগদানের জন্য দেশের বাইরে অর্থাৎ বিশেষ করে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার দেশ সমূহে পাঠানো দরকার। এতে করে তাদের অভিজ্ঞতালব্দ জ্ঞানকে স্বীয় দেশের উন্নয়ন কাজে লাগাতে পারবে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে একটি আত্মনির্ভরশীলতা ও দায়িত্বশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

৪। সরকারী পর্যায়ে ঢাকা সিটি নিজ নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রমগুলির সংগে মহিলা সদস্যদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

৫। মহিলা সদস্যদের উন্নয়ন কৌশল, সমাজ কাঠামো, স্থানীয় সরকার আইন কানুন, জনসংখ্যা পলিসি, হিসাব, আইনগত অধিকার এবং আধুনিক প্রযুক্তির বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। মহিলাদের প্রশিক্ষণসূচীতে সমাজে নারীদের অবস্থান ও অবদান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের সুযোগ থাকবে। প্রশিক্ষণ ও সুযোগ পেলে মহিলারা নিজেদের কার্যক্রম ও সমাজ সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবে।

৬। সর্বোপরি-দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে নারীরা পুরুষদের সংগে এক সহযোগীতামূলক পরিবেশ সমাজে নিজেদের অধিকার ফায়েমের জন্য নিজেরাই নিজেদের সুসংগঠিত করতে পারে।

৭। মহিলাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও উৎসাহ বৃদ্ধি করতে হবে। উদ্যোগ গ্রহণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গণসংযোগ মাধ্যমগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনয়ন গণ মাধ্যমগুলিকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

৮। ছোট বেলা থেকেই স্কুল কলেজ পর্যায়ে রাজনৈতিক এবং অন্যান্য অধিকার সম্বন্ধে তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারে এবং ভবিষ্যতে এ জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৯। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, কর্মের সুযোগ এবং সম্পদের অংশীদারিত্বের সুযোগ দিলে মহিলারা তাদের ভোটাধিকার সঠিকভাবে ব্যবহার করার সুযোগ পাবে।

১০। মহিলাদেরকে সচল ও অনুপ্রাণিত করতে হবে এবং তাদের অধিকারগুলো স্বাধীনভাবে প্রয়োগের জন্য তাদেরকে প্ররোচিত করতে হবে, আত্মপ্রত্যয় আনয়ন করতে হবে।

১১। সমাজের ভাবধারা/দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করতে হবে এবং মহিলাদেরকে অধিকার সম্বন্ধে সজাগ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

১২। মহিলাদের রাজনৈতিক কার্যক্রমে আনার জন্য তাদেরকে সংগঠিত করতে হবে, রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের নীতিমালায় মহিলাদের নৈতিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করার নীতি অন্তর্ভূক্ত কতে হবে।

১৩। স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদেরকে নেতৃত্ব বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে যেন তারা সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান করতে পারে।

১৪। প্রশিক্ষণের সময় তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫। একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী হিসেবে মহিলাদেরকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দল, মহিলা সংগঠন ও সরকারী এজেন্সীগুলোতে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করতে হবে।

১৬। রক্ষণশীলতা নারীর রাজনৈতিক প্রতিবন্ধক। গতিশীল সমাজে এই প্রতিবন্ধকতা ক্রমশঃ দূর হচ্ছে। অথচ রক্ষণশীল সামাজিক মনোভাবের কারণে রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তাই নারীকেও সনাতন চিন্তা চেতনা ঝেড়ে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নারীউন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচীতে অধিক হারে যুক্ত হতে হবে। প্রগতিশীল ও বিপ্লবী আন্দোলনকে শুধুমাত্র পুরুষের আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা না করে ব্যাপকভাবে নারীকে এই আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনতে হবে।

বিভিন্ন স্তরে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

এছাড়াও গবেষক বিভিন্ন স্তরে করণীয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত সুপারিশ সমূহ প্রণয়ন করেছেন।

সরকারী পর্যায়েঃ

১. নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করণঃ-নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এজন্য চাই সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে সৎ, যোগ্য মহিলা প্রার্থী নির্বাচন, এ জন্য নির্বাচনকে কিছুটা গ্রহণযোগ্য করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে ঢেলে সাজাতে হবে। নির্বাচন কমিশন যাতে তার আওতাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে সে ক্ষমতা দিতে হবে। এজন্য প্রয়োজন নির্বাচন কমিশন

Dhaka University Institutional Repository

সচিবালয়কে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বমুক্ত স্বাধীন সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। তাদের স্বতন্ত্র টেলিযোগাযোগ নিটওয়ার্ক, ভোটার তালিকাকে কম্পিউটারাইজড করে আধুনিক ব্যবস্থাদিতে সজ্জিত করা এবং নির্বাচনের সময় যথেষ্ট সংখ্যক লোকবল ও পর্যাপ্ত সহায়-সম্পদ নিশ্চিত করা।

২. সিটি কর্পোরেশনে সুনির্দিষ্ট ম্যানুয়েল থাকা প্রয়োজন যেখানে ওয়ার্ড কমিশনারদের দায়-দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে এবং বাস্তবায়িত হবে।

৩. জনসাধারণের প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে পুরুষ কমিশনারদের ন্যায় আনুপাতিক হারে কাজের বন্টন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৪. সকল প্রকার ষ্টান্ডিং কমিটি ও উপ-কমিটিতে মহিলাদের ভাইস-চেয়ারম্যান হবার সুযোগ দেয়া একান্ত জরুরী।

৫. সকল জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সম্মেলন ও কমিটিতে মহিলা কমিশনারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যাতে তারা নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেন।

৬. মহিলা কমিশনারদের ভাতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন কেননা পুরুষ কমিশনারগণ ১টি ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হয়ে যে পরিমাণ ভাতা পান। মহিলা কমিশনাররা বৃহত্তর এলাকা ও জনগোষ্ঠির জন্য নির্বাচিত হয়ে ও একই পরিমাণ ভাতা পান। উক্ত বিষয়টি অনেকটা মজুরী বৈষম্যের মতো। অতএব, বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বিবেচিত হওয়া ও তা ম্যানুয়েল অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এবং মহিলা কমিশনারদের জন্য অফিস ভাড়া বাড়ানো উচিত। কেননা মাসে ৩০০০ টাকা অফিস ভাড়া অত্যন্ত কম।

৭. ঢাকা সিটির কমিশনারদের জন্য জেন্ডার সচেতনতা মানবাধিকার ও দায়িত্ব কর্তব্য বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার।

৮. স্বীয় ওয়ার্ডের যে কোন সালিশ ও পরিবার আদালত কার্যক্রম পরিচালনায় নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৯. পুরুষ কমিশনারদের মতো মহিলা কমিশনারকেও বিভিন্ন কমিটিতে চেয়ারম্যান হওয়ার নির্দেশিকা ম্যানুয়েলে থাকা প্রয়োজন।

১০. ঢাকা সিটির মেয়র কর্তৃক পুরুষ ও মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারদের সমন্বয়ে সাপ্তাহিক সভার ব্যবস্থা করে ও সম্পর্ক উন্নয়নের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

১১. মহিলা কমিশনারদের জন্য ওয়ার্ড ভিত্তিক অফিস এর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

১২. সকল প্রকার বিচার কার্যে মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণের ব্যবস্থা করা উচিত।

১৩. টেন্ডার কমিটিতে মহিলা কমিশনারদের অর্ন্তভূক্ত করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. নারী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সিটি কর্পোরেশনে একটি তহবিলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

১৫. বার্ষিক বাজেট প্রণয়নের সময় মহিলা কমিশনারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং মহিলা কমিশনারদের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।

উপরোক্ত সকল দাবীগুলো সরকারী নির্দেশমালা ও সার্কুলার এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

বেসরকারী ও দাতা সংস্থার কাছে সুপারিশঃ

১. এনজিও দাতা সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন রকম প্রশিক্ষণ প্রদানে ব্যবস্থা করন দরকার যেমনঃ জেন্ডার সচেতনতা, মানবউন্নয়ন, দায়িত্ব-কর্তব্য, স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করা।

২. এনজিও দাতা সংস্থা কর্তৃক ওয়ার্ড ভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজে মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারদের সম্পৃক্তকরন ও তদারকির দায়িত্ব প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৩. বেসরকারী-সরকারী সংগঠনগুলো নারী উন্নয়ন ও ঋণ কার্যক্রমের দায়িত্বভার মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারদের প্রদান করা।

৪. মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারদের মাধ্যমে দুঃস্থ মহিলাদের সনাক্তকরণ ও কারিগরি শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করা।

মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারদের করণীয় ঃ

১. নিজ নিজ উদ্যোগে ওয়ার্ড পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক, নারী নির্যাতন ও সহিংসতামূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হওয়া ও তার নিরসনে এলাকাবাসীকে সহযোগীতা করা।

২. নিজ নিজ দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত থাকা এবং সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি মিটিংএ নিয়মিত অংশগ্রহণ করা।

৩. মহিলা কমিশনাররা একে অপরের সহযোগী হিসাবে কাজ করার মানসিকতা তৈরী করা।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়ঃ আলোচনা ও উপসংহার

রাজনৈতিক অর্জন একদিনে হয়না। রাজনৈতিক ক্ষমতার দূর দৃষ্টিতা অর্জিত হয় ধাপে ধাপে, ক্রমান্বয়ে এক এক করে। কেননা, political power is not a long race to achieve, It is a combination of many short races, achieved one after another.[১৬০] তাই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অল্প সময়ে করা সম্ভব হবেনা। এ জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে। এর প্রাথমিক ধাপ সূচিত হয়েছে স্থানীয় সরকারে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের আয়োজনের মাধ্যমে। কেননা দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা এবং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী হাজারো প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যে প্রগতিশীল নারীরা আজ সমাজ উন্নয়নে জনগণের প্রত্যক্ষ রায় নিয়ে নির্বাচিত হয়ে এসেছে, তারা অবশ্যই এলাকাভিত্তিক সকল প্রকার উন্নয়নমূলক এবং সামাজিকর্মকাণ্ডে সমানভাবে ভূমিকা রাখবে এটাই কাম্য। সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন প্রক্রিয়াকে নারীরা স্বাগত জানিয়ে যে সাহসিকতা ও নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছে, তাতে করে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নারীরা সংরক্ষিত আসন থেকে বের হয়ে কিভাবে সাধারণ আসনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে বিশেষ ভাবে বিষয়টি বিবেচনাধীন রইলো । অবশেষে উক্ত মন্ত্রণালয়ের কাছে বিশেষ অনুরোধ- "আমরা ও মানুষ, সরাসরি ভোটে নির্বাচিত কমিশনার" তাই পুরুষ/মহিলা সাধারণ ওয়ার্ড এবং সংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন বিধিমালায় ভিন্ন প্রজ্ঞাপন কাম্য নয়। আর রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে প্রত্যাশা তারা তাদের প্রার্থী নির্বাচনে এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রার্থীর নমিনেশন প্রদান করবেন। তা হলে, সংরক্ষিত আসন রাখার প্রয়োজনীয়তা থাকবে বলে মনে হয় না।

পরিশেষে বলা যায়, সমকালীন প্রেক্ষাপটে যেখানে নারীর স্বাধীনতা, নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার সমতা, নারী অধিকার প্রভৃতি বিষয়গুলির প্রতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষিত ও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেক্ষেত্রে ক্ষমতায় রাজনীতি (Power Politics)-তে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কারণ কেবলমাত্র নারীর পক্ষেই নারীর ও নারীসমাজের বঞ্চনা ও চাহিদা অনুধাবন করা সম্ভব। আর এজন্য প্রয়োজন নীতিনির্ধারন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের শীর্ষ পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব তথা নেতৃত্ব নিশ্চিত করণ।

---

[১৬০] ডঃ. মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, রাজনৈতিক ক্ষমতা ও ক্ষমতার রাজনীতি, ২৬ এপ্রিল ২০০২, দৈনিক ইত্তেফাক,

Dhaka University Institutional Repository

এটা প্রমানিত যে, বিশ্বব্যাপী নারী ও পুরুষের বিরাজমান বৈষম্যের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ দুটো বিষয় কাজ করছে। প্রথমতঃ নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্নতা যেমন- ক) দৈনন্দিন কাজ ও ভূমিকার ক্ষেত্রে: (খ) দায় দায়িত্বের ক্ষেত্রে; (গ) ব্যবহৃত সময়ের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়তঃ পুরুষের তুলনায় নারীর সীমিত অধিকার যেমন- (ক) সম্পদের ক্ষেত্রে (যেমন)- অর্থ ঋণ, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, অবকাশ ও বিনোদন (ইত্যাদি); (খ) পছন্দের ক্ষেত্রে (যেমন)- নিয়ন্ত্রন, স্বাধীনতা, জীবন যাপন, সন্তান ধারণ ও লালন পালন (ইত্যাদি); (গ) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে (যেমন)-ক্ষমতা ও নীতি নির্ধারণ (ইত্যাদি)। যে প্রক্রিয়া এ সকল ক্ষেত্রে অসমতা ও বৈষম্য দূর করে নারীকে পুরুষের সমকক্ষতায় সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে তাই হল নারীর ক্ষমতায়ন।

সুতরাং নারীর ক্ষমাতয়ন শুধু নারীর ইস্যু নয় এটি একটি সামাজিক বিষয়, কারণ এ প্রক্রিয়ার লক্ষ্য প্রকৃত অর্থে নারী পুরুষ উভয়েই। নারীর ক্ষমতায়নের সুফল পুরুষকেও বস্তুগত ও মনস্তাত্ত্বিক মুক্তি প্রদান ও সমতা অর্পন করে এবং পুরুষকে প্রথাগত নিপীড়নকারীর ভূমিকা থেকে মুক্ত করে। অধিকন্তু নারীর ক্ষমাতায়নের লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতার উৎস ও কাঠামোর পরিবর্তন। কারণ এর ফলে পিতৃতান্ত্রিক আদর্শ প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। যে সকল কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান নারীর অধস্তনতা ও অসমতাকে চিরস্থায়ী করে সেগুলোর পরিবর্তন হবে এবং বস্তুগত ও তথ্যগত সম্পদ লাভ এবং এসবের নিয়ন্ত্রণে নারী সক্ষম হয়ে উঠবে।

নারীর ক্ষমতায়নে আমাদের দেশে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা এখনও যথেষ্ট নয় কিন্তু উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পদক্ষেপগুলি বিশ্বের দরবারে প্রশংসিত হয়েছে। দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াবার মধ্য দিয়েই নারীর ক্ষমতায়ন দ্রুততর করা সম্ভব। জাতীয় পর্যায়ে তথা নগর সমূহে নারীর প্রতিনিধিত্ব যত বাড়বে নারীর ক্ষমতায়ন তত প্রতিষ্ঠিত হবে। এখনও কিছু বৈষম্যমূলক আইন আছে। তা দূর করতে হবে, আইনী প্রক্রিয়া ও প্রয়োগকে উন্নত করতে হবে। আর্থ সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগ ও সংস্থার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন নারীর ক্ষমতায়নের পূর্বশর্ত অর্থ্যাৎ নারীর শিক্ষার প্রসার এই শিক্ষার মাধ্যমে নারীর সচেতনতা ও মূল্যবোধ গঠন ভোটাধিকারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, আইনী ব্যবস্থার মাধ্যমে নারীদের অবস্থার উন্নয়ন, অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে নারীদের স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল করার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে। ফলে নারীরা ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশের সার্বিক কর্মকান্ডে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারবে।

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ কেবলমাত্র ভোট প্রদানের মাধ্যমে হয় না। এর জন্য প্রয়োজন ক্ষমতা কাঠামোয় প্রতিনিধিত্ব লাভ, স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণের সামর্থ্য ও নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি। কিন্তু চলমান লিঙ্গীয়

Dhaka University Institutional Repository

বৈষম্যমূলক সমাজে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্ভব কিনা তাই এ প্রবন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

"National Committee on the perspective plan for women's Development' *নামক থাই সরকারের একটি কমিটি রিপোর্টে বলা হয়-* **Since gender bias is implied in any division of labour, women placed in less significant jobs will receive less opportunity for promotions. As a result the member of women reaching the executive level is much smaller than the number of men. Women who reach a high executive level are not the norm, they generally have a more difficult carrier path than man and of ten require special conditions of finances to help broken their success.**[১৬১]

-তাই নারীর জন্য রাজনীতির পথ মসৃণ নয়, কন্টকাকীর্ন, বাস্তবিক অর্থেই রাজনীতিতে নারীদের কঠিন পথ পাড়ি দিতে হয়। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সহজেই অর্জিত হবার বস্তু নয়। এর জন্য দরকার দীর্ঘ সংগ্রাম, আন্দোলন ও ধৈর্যতি।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দীর্ঘদিনের সংগ্রাম ও আন্দোলনের সুফল হচ্ছে স্থানীয় সরকার তথা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সমূহে নারী প্রতিনিধিদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ ও প্রত্যক্ষ ভোটের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ এরই প্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন - ২০০২।

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন'২০০২ এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এই প্রথমবারের মতো প্রতি ৩ওয়ার্ডে ১জন করে মহিলা প্রতিনিধি সরাসরি ভোটে কমিশনার নির্বাচিত হয়েছেন। যার মধ্য দিয়ে ঢাকা নগরে ৩০জন নারী দেশের রাজনীতি ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত হয়েছেন। সিটি কর্পোরেশনের কোন নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনে মহিলাদের সরাসরি নির্বাচন এই প্রথম। নারীর যথাযোগ্য নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এটি একটি অনন্য সংযোজন। তাই এসকল নির্বাচিত, "মহিলা সদস্যদের উন্নয়ন-কৌশল, সমাজ-কাঠামো, স্থানীয় সরকার, আইন-কানুন, জনসংখ্যা পলিসি, হিসাব, আইনগত-অধিকার এবং আধুনিক প্রযুক্তির বিষয় সম্বন্ধে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।" আর এই রাজনৈতিক সচেতনতা ও উদ্যোগ গ্রহণে আন্তরিকতা বৃদ্ধির জন্য গণসংযোগ মাধ্যমগুলিকে কাজে লাগাতে হবে এবং এ সকল সদস্যকে নেতৃত্ব বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে যেন তারা সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান করতে পারে। যাতে করে পরবর্তীতে স্থানীয়-পর্যায় অর্থাৎ তৃণমূল-

[১৬১] National committee on perspective plan and policies for women's development, National commission on women's affairs, office of the prime-minister. Thailand perspective policies & planning for the development of women. 1992-2011: chapter 9; women & mass media, 1995

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায় থেকে ক্রমে জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে সহায়ক হয়। তাহলে এই দক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে নারীর সমস্যা বা জেন্ডার কনসার্ন রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে প্রাধান্য পাবে।

নারীর নির্বাচনী সমস্যাঃ-

তিনটি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচনী এলাকার জনগণের ভোটে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন মহিলাদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারটিকে আমাদের দেশের অনেকেই উচ্চকিত কণ্ঠে প্রশংসা করছেন- সমাজের নারী ক্ষমতায়নের বিরাট মাইল ফলক হিসাবে; এদেশের গণতন্ত্রের উজ্জ্বল অগ্রযাত্রা হিসাবে। ২০০২-এ মহিলা সদস্যদের ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারটিকে ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এক বিপুল, বিরাট ও আনন্দদায়ক অগ্রগতি হিসাবে চিহ্নিত করে অনেকটা আত্মহারা হতে দেখেছি উচ্চ শিক্ষিত ও বিদগ্ধ সমাজের একাংশকে। এমনকি নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে নির্বাচিত মহিলাদের আগমনকে কিছু কিছু নীতি নির্ধারক "অবশ্যই এটা একটি এ্যাডভান্সমেন্ট" বলে মন্তব্য করছেন। কিন্তু বাস্তবতার আলোকে বিষয়টি গবেষণার মাধ্যমে বিবেচনায় অনেকগুলো বিষয় পরিদৃষ্ট হয়েছে যা অনেক প্রশ্নের উদ্রেক করে।

কয়েকটি প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ

বিষয়টি অনেকটা পরিস্কার হবে যদি আমরা কয়েকটি প্রসঙ্গ বিবেচনা করি।

এক ঃ মনে রাখতে হবে যে তিনটি ওয়ার্ড সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর কনসটিটিউয়েন্সিতে মহিলারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও তথা সাধারণ পুরুষ সদস্যদের তুলনায় প্রায় তিনগুন বড় এলাকায় মহিলারা ভোট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও ঐ সব সংরক্ষিত জোন বা সিটে কোন পুরুষকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হয়নি। কেবলমাত্র মহিলারাই লড়েছেন-যদিও পুরুষ-মহিলা উভয়েই ভোটার ছিলেন।

দুই ঃ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন২০০২ এ তিনটি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার মাধ্যমে তাঁদের যাত্রা নির্বিঘ্ন করার কথা বাদ দিলেও এদের সংখ্যা কত? প্রতি ৩ ওয়ার্ডে ১জন করে ৩০জন সংরক্ষিত এবং সরাসরি নির্বাচিত ৬ জন মোট ৩৬ জন, অন্যপক্ষে মেয়র সহ মোট ৮৫ জন পুরুষের পাশাপাশি বা বিপরীতে তাদের অবস্থান। ৮৫ বনাম ৩৬ এর খেলায় মহিলাদের অধিকতর ক্ষমতার ভাগ নেওয়া কি স্বাভাবিক অবস্থায় সম্ভব?

তিন ঃ পুরুষ শাসিত সমাজের একটি পুরুষ আধিপত্যাধীন প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের পক্ষে নিজের ক্ষমতার পরিবর্তে পুরুষ তথা স্বামী-ভাই-বাবা-মুরুব্বী-মোড়লের (যারা সবাই পুরুষ) ক্ষমতায় ছায়া, প্রতিবিম্ব বা প্রতিফলন হিসাবে অনেক ক্ষেত্রেই কি ভূমিকা পালন করা সম্ভব ও স্বাভাবিক নয়? ঢাকা নগরে অনেক ক্ষেত্রেই কি এটাই বাস্তবে এখন দেখা যাচ্ছে না?

Dhaka University Institutional Repository

চার ঃ যত কম সংখ্যকই নির্বাচিত হোক না কেন, যত বেশী সংখ্যক পুরুষ দ্বারা তাঁরা বেষ্টিত থাক না কেন আইনের মাধ্যমে বা বাস্তবে এইসব মহিলা সদস্যদের কতটুকু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে? কতটুকু তাদের কাজের পরিধি নির্ধারিত করা হয়েছে? এ সব যদি খুটিনাটি ভাবে নির্ধারিত না করে দেওয়া হয় তাহলে সমগ্র ক্ষমতায়নের প্রশ্ন ও আশাটি কি মুখ থুবড়ে পড়ে না? আইনের মধ্যে থাকলেও বাস্তবে যদি ক্ষমতা অর্পিত না হয়, তাহলে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন কি ভাবে হবে?

পাঁচ ঃ সবচেয়ে বড় কথা, যে প্রতিষ্ঠানকে আমাদের দেশে নারী ক্ষমতায়নের মাধ্যম হিসাবে এখানে ধরা হয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানটিই বা কতটুকু ক্ষমতাবান? তার তথা ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ক্ষমতা কতটুকু? তার ক্ষমতা কি অতটুকু যে যার মাধ্যমে সে বা সেটি সমাজের নিচের তলায় অবস্থিত নিষ্পেষিত ক্ষমতাহীনদের ক্ষমতাবান করে তুলতে পারে? কেননা এখন পর্যন্ত স্বনির্ভর নগর সরকার গঠন বাস্তবে সম্ভব হয়নি।

ছয় ঃ সর্বশেষে, যে সরকার অথবা রাষ্ট্র শুধু সিটি কর্পোরেশন কেন অন্যান্য সকল স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঠুঁটো জগন্নাথে পর্যবসিত করে তুলেছে। তারই বা ক্ষমতা কতটুকু? অর্থাৎ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কি সেই উপযোগী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থান আছে (বিশেষ করে সাহায্য দাতা রাষ্ট্র সমূহের নিরীখে) যার মাধ্যমে সে তার স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সত্যিকার অর্থে স্বায়ত্বশাসিত শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত বা রূপান্তরিত করতে সক্ষম?

উপরোক্ত প্রশ্নাবলীর যথাযথ ধনাত্মক উত্তর বের করা সম্ভব হলে সিটি কর্পোরেশনে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ যথার্থ ও নিশ্চিত হবে। পরিশেষে বলতি চাই বাস্তবিক অর্থেই আলোচ্য গবেষণাটি নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা ও স্বরূপ আলোচিত হয়েছে এবং গবেষণার ফলাফল সমূহ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২ এর আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতি প্রতিফলিত হয়েছে। যদিও ঢাকা সিটি নির্বাচন দলীয় নির্বাচন, তার পরেও এতে দলীয় প্রভাব কাজ করে। তাই যদি প্রতিটি রাজনৈতিক দল সাধারণ কমিশনার পদে প্রার্থী মনোনয়নে এক তৃতীয়াংশ মহিলাদের মনোনয়ন দেয় তাহলে সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজন পড়বে না। সরকারী পর্যায়ে ঢাকা সিটি নিজ নির্বাচনী এলাকায় উন্নয়ন কার্যক্রমগুলির সংগে মহিলা সদস্যদের সম্পৃক্ত করতে হবে। সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচনের (২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন) পর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২ অনুষ্ঠিত হয় এবং এই নির্বাচনের মাধ্যমে গণমানুষের কাছাকাছি দেশের গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে প্রথমবারের মতো প্রত্যক্ষ ভোটে নারীদের সরাসরি নির্বাচিত হয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলে মনে করা হয়। যেহেতু বর্তমান গবেষণায় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দৃষ্টিকোন থেকে বিদ্যমান পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে উন্মুক্ত ও সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া, পরিবর্তিত

Dhaka University Institutional Repository

প্রেক্ষাপটে কর্পোরেশনে তাদের কর্মকান্ডের স্বরূপ, সমস্যা, সম্ভাবনা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেহেতু ইতিহাসে এবারই প্রথম ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২ এ প্রত্যক্ষ ভোটে নারীদের সরাসরি নির্বানের ব্যবস্থা হওয়াতে, এ নির্বাচন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে কতটুকু অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তা নিয়ে কোন গবেষণা আমার জানামতে পূর্বে সম্পাদিত হয়নি। এটাই বাংলাদেশে এ বিষয়ে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২ এর আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপর প্রথম গবেষণার উদ্যোগ। তাই গবেষককে অনেকক্ষেত্রেই সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে। তারপরেও গবেষণাটি এদেশের নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে প্রতীয়মান হয়। বাস্তবিক অর্থে ফলাফল সমূহের মাধ্যমে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২ এর আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতি প্রতিফলিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ভবিষৎ গবেষণার জন্য নির্দেশনাঃ-

গবেষক ঢাকা সিটি কর্পোরেশনসহ স্থানীয় সরকার কাঠামো ও নির্বাচনের আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপর আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত আকারের গবেষণার প্রয়োজনীয় রয়েছে বলে মনে করেন। তাই এ বিষয়ে ভবিষৎ গবেষণার জন্য গবেষক কিছু দিক নির্দেশনা মূলক মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। যার ভিত্তিতে ভবিষতে আরো গবেষণা সম্পাদন করা একান্তভাবে জরুরী।

১। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনসহ স্থানীয় সরকার কাঠামোতে মহিলারা গোষ্ঠীগতভাবে রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারছে কিনা? প্রেসার গ্রুপ হিসেবে কাজ করতে হলে তাদেরকে কোন পর্যায়ে সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন?

২। মহিলারা তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগে কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে?

৩। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মহিলাদের রাজনৈতিক ভূমিকা পালনে দৃষ্টিভঙ্গী বা মনোভাবকে পরিবর্তনের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া দরকার?

৪। পরিবার এবং সমাজ জীবনে মহিলারা রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে জ্ঞান পাচ্ছে কি?

৫। গণমাধ্যমগুলি মহিলাদের রাজনৈতিক ভূমিকা পালনে সহায়ক হচ্ছে কি?

৬। স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনৈতিক ভূমিকা পালনে সহায়ক হচ্ছে কি?

৭। রাজনীতি বিষয়ে ঢাকা নগরের বিভিন্নস্তরের বিশেষতঃ ভাসমান ও বস্তিবাসী মহিলাদের ধারণা কি?

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণ শব্দাবলীর পরিভাষা ঃ

"নির্বাচন" অর্থ কোন সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা কমিশনারের নির্বাচন বা উপনির্বাচন ;

"নির্বাচন-পূর্ব সময়" অর্থ কোন নির্বাচন তফসিল ঘোষনার তারিখ হইতে ফলাফল ঘোষনার তারিখ (উভয় তারিখ সহ) পর্যন্ত সময় ;

"প্রার্থী" অর্থ কোন সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা কমিশনার পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিল করিয়াছেন এমন যে কেন ব্যক্তি ;

"সরকারি" অর্থ সরকারী, আধা-সরকারী স্বায়ত্তশাসিত, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থার নিয়ন্ত্রনাধীন কোন কিছু;

"সিটি কর্পোরেশনে" অর্থ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশন; অর্থাৎ অধ্যাদেমের আওতায় প্রতি স্থাপিত সিটি কর্পোরেশনকে বুঝায়;

"নির্বাচনী প্রচারনা" অর্থ- নির্বাচনী প্রচারনার ক্ষেত্রে সকল প্রার্থী এবং তাহার পক্ষে প্রচারনায় অংশ গ্রহন কারী ব্যক্তিবর্গ কিছু নিতিমালা অনুসরণ করিবে। যথা ঃ-

➔কোন প্রার্থীর পক্ষে আয়োজিত সভা বা মিছিলের দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে পূর্বেই স্থানিয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে;

➔কোন প্রার্থীর পোষ্টার, লিফলেট ও হ্যান্ড বিলের উপর অন্য কোন প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল লাগানো যাইবে না ইত্যাদি;

➔ "নির্বাচন প্রভাবমুক্ত রাখা" - অর্থ- কোন ব্যক্তি অর্থ, অস্ত্র, পেশীশক্তি, স্থানীয় প্রভাব বা সরকারী ক্ষমতার দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করিবেন না;

➔ "ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার"- অর্থ- ভোট কেন্দ্রের দায়িত্ব নিয়োজিত নির্বাচিত কর্মকর্তা, কর্মচারী, প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট, ভোটার ব্যতিরেকে অন্য কেহ ভোট কেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না;

➔ "কমিশন" অর্থ- সংবিধান অনুযায়ী গঠিত নির্বাচন কমিশন ;

➔ "নির্বাচন কর্মকর্তা"- অর্থ নির্বাচন সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব বা কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি এবং পোলিং স্টেশানে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ব্যাক্তি ও ইহার অর্ন্তভূত হইবে;

➔ "কার্য"- কথাটির অর্থ ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পৃক্ত;

➔ "নির্ধারিত" অর্থ- অত্র অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত কার্যবিধি দ্বারা নির্ধারিত;

➔ "বিধিমালা" অর্থ অত্র অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বিধিমালা ;

➔ "ওয়ার্ড"- অর্থ- একজন কমিশনা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সীমানা নির্ধারিত একটি ওয়ার্ড;

➔ "ভোটাধিকার" অর্থ- কোন ব্যক্তির নাম যে ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় অপাত: লিপিবদ্ধ থাকবে তিনি সে ওয়ার্ডের কমিশনার নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন;

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক দলিলাদি ঃ

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান (১৯৯৬ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- জাতিসংঘ মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষনা পত্র, জাতিসংঘ তথ্যা কেন্দ্র ঢাকা, বাংলাদেশ অক্টোবর, ২০০১।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ১৯৯৭।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আদমশুমারী রিপোর্ট, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, আগষ্ট, ২০০১।
- বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন পরিচালনা ম্যানুয়াল।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা, ১৯৯৭।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতিসংঘ চতুর্থ নারী সম্মেলন, ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনা।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ

আলম, আনোয়ারা., *নারী ও সমাজ*, শৈলী প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০

আখতার, তাহমিনা.. *মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনাঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫

----------., *উন্নয়নে নারীঃ ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন*, ঢাকা, ১৯৯৮

আখতার, ফরিদা., সম্পাদিত, মরণে কবর দিও, *নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা*, ঢাকা, ১৯৯৯

----------., সম্পাদিত, *শত বছরে বাংলাদেশের নারী*, *গ্রন্থ প্রবর্তনা*, ১৯৯৯

আখতার, রাশেদা., "উন্নয়ন কার্যক্রমে এনজিও ঃ গ্রামীণ নারীর আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঃ একটি নৃতত্ত্বিক পর্যালোচনা", *ক্ষমতায়ন*, ১৯৯৬

আক্তার, সাবিনা., "স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ক্ষমতায়ন" উইমেন ফর উইমেন, *ক্ষমতায়ন* সংখ্যা-২, ২০০০

ড. আলম, নিরাফাত ও অন্যান্য., "প্রতিবন্ধী নারী ও বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো", *সিএসআইডি*, ঢাকা-২০০০

আজাদ, হুমায়ুন., *নারী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩

আনিসুজ্জামান ও.বেগম মালেকা., সম্পাদিত, *নারীর কথা ঃ বাঙালি নারীর অধিকার সম্পর্কিত ভাবনা*, মুদ্রক, ঢাকা ১৯৯৪

আহমেদ হাসিনা., অনূদিত, বাংলাদেশের নারী ও অন্যান্য, *সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র*, ঢাকা, ১৯৮৯

আহমেদ, ইয়াসমিন., *সরকারী সমস্যাবলী ও রূপরেখা*, ঢাকা

আজিম, আয়েশা, "নারী জাগরণ ও বাংলাদেশের প্রশাসনে নারীদের ভূমিকা", *লোক প্রশাসন সাময়িকী*, ২য়, সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৯১

আলআমিন, হোসেন., "ইউরোপে জেন্ডার রেভ্যুলেশন" *দৈনিক ইত্তেফাক* ৫ জুলাই ১৯৯৮

ইসলাম, শহীদুল, "বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নারী", *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, এপ্রিল-জুন, ১৯৯৬

ইয়াসমিন, তাহেরা., মহিলা, কাজ ও এনজিও ঃ এক বাস্তব চিত্র, *গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার*, ঢাকা, ১৯৯৪

ইকবাল, শাহরিয়ার., *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫

ড. ইসলাম, এম. নজরুল., "প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ও মার্কিন গণতন্ত্রঃ একটি পর্যালোচনা" ইমদাদুল হক ও নজরুল ইসলাম সম্পাদিত, *মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমাজ ও সংস্কৃতি*, সংখ্যা-৮, ১৯৯৯

ড. কামাল, আহমেদ., "জবাবদিহিতা মূলক শাসন ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন" *প্রান্তজন*, মানবাধিকার জার্নাল, নভেম্বর, সংখ্যা-১, ২০০১

কাদের, সৈয়দা রওশন, "পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনে মহিলা কমিশনারদের ভূমিকা", *ক্ষমাতায়ন*, ১৯৯৬

ফুল্লুস, এম.এ., "আন্তর্জাতিক নারী দিবসঃ নারী অধিকার ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত" *ফায়েস্ট ওয়ার্ল্ড*, ঢাকা, এপ্রিল, ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

খান, সালমা., 'সিডও সনদ দীর্ঘ ৩০ বছরের সংগ্রামের ফসল,' *অনন্যা পাক্ষিক পত্রিকা*, বর্ষ-১০, সংখ্যা -৩ নভেম্বর, ১৯৯৭

খান, আকবর, সাহেদুল., "নারীবাদ : সামাজিক প্রেক্ষিত, *ক্ষমতায়ন*, সংখ্যা ৪, ২০০২ উইমেন ফর উইমেন

খাতুন, খাদিজা., *সম্পাদিত, নারী ও উন্নয়ন প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, উইমেন ফর উইমেন*, ঢাকা, ১৯৯৫

খাতুন, সুফিয়া., *নারী অধিকার ও অন্যান্য*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯

খান, জরিনা রহমান., "বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক/ প্রশাসনিক সংস্থায় অংশগ্রহণ", *সমাজ নিরীক্ষন*, ১৯৮৬

খাতুন, খাদিজা., "শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন", *ক্ষমতায়ন*, ১৯৯৮

খানম, আয়েশা., "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন: নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন, বেইজিং প্লাস ফাইভে বিশেষ অধিবেশনের ফলাফল ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে করণীয়", *নারী-২০০০*; এন.সিবিপি

খানম, সুলতানা. মোস্তফা., "নারী : ধরিত্রীর আদলে" *লোকপত্র*, সংখ্যা ৯ম, ২০০০

গঙ্গোপাধ্যায়, আরতি., বাংলার ইতিহাসে নারীর ভূমিকা ও সংগ্রাম, *গণউন্নয়ন পর্ষদ*, কলিকাতা, ১৯৯২

চৌধুরী, রাশেদা কে., "আত্মোপলব্ধির সোপানে দাড়িয়ে থমকে গেছে বাংলাদেশের নারী", *৩১ ডিসেম্বর, ২০০২, প্রথম আলো*

চৌধুরী, নাজমা., "রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণ ঃ প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা" নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত *নারী ও রাজনীতি*, ঢাকা, উইমেন ফর উইমেন ১৯৯৪

জামান, সাঈদা., বাংলাদেশের নারী চরিতাভিধান, *বাংলাদেশ লেখক সংসদ*, ঢাকা, ১৯৯৮

জাহান, রওশন., "নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষা উপকরনের ভূমিকা" *দৈনিক গণজাগরণ ১৩ মে, ২০০৩*

জোহরা, ফাতেমা., "বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়ন ও মহিলা পরিপ্রেক্ষিত", *বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি পত্রিকা*,

ঠাকুরতা, গুহ, মেঘনা., বেগম, সুরাইয়া., এবং আহমেদ, হাসিনা, সম্পাদিত, নারী ঃ প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি, *সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র*, ঢাকা, ১৯৯৭

ঠাকুরতা, গুহ মেঘনা ও বেগম, সুরাইয়া, "রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলন: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ", *সমাজ নিরীক্ষণ*, নভেম্বর, ১৯৯৬

তালুকদার, মনির., "নারীর মুক্তি, নারীবাদ প্রগতিবাদ", *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ১৯৯৮

দাস, সীমা., "জাতীয় নারী উন্নয়ন অগ্রগতির এক দশক", *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, পঞ্চবিংশ সংখ্যা

নবী, বেলা., "সিডিও পরিস্থিতি : বাংলাদেশ", *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ১৯৯৮

পারভেজ, আলতাফ., বাংলাদেশের নারী ঃ একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ, *জন অধিকার*, ঢাকা, ২০০০

পারু, জেসমিন, সুলতানা., সম্পাদিত, প্রশ্নোত্তরে নারী অধিকার, *বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব থিয়েটার আর্টস*, ঢাকা, ১৯৯৭

ফাল্গুনী, অদিতি., নারীবাদী সাহিত্য তত্ত্ব ও বিবিধ প্রসঙ্গ, *ষ্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট*, ঢাকা, ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

ফারুক, মোঃ ওমর, 'মহিলাদের আর্থ সামাজিক অনগ্রসরতা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত", *উন্নয়ন বিতর্ক*, ১৯৯৭

ড. বন্দোপাধ্যায়, সুরভি., *গবেষণা: প্রকরণ পদ্ধতি*, কলিকাতা: দেশ পাবলিশিং, ১৯৯৫

বাংলাদেশ ও বিশ্ব প্রেক্ষাপটে নারী ও মানবাধিকার, *ইনষ্টিটিউট ফর ল এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট*, ঢাকা, ১৯৯৬

বেগম, মালেকা., সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন, *অন্য প্রকাশ*, ঢাকা, ২০০০

---------., বাংলাদেশে নারী চিত্র ৪ আশির দশক, *জ্ঞান প্রকাশ*, ঢাকা, ১৯৮৮

---------., অনুবাদক, জাতিসংঘ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন ৪ বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা, রাজকীয় ডেনমার্ক দূতাবাস, ঢাকা, ১৯৯৭

-------., *নারীমুক্তি আন্দোলন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯

-------., "নারীর সমঅধিকারের প্রশ্নে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ", নারী: রাষ্ট্র, উন্নয়ন ও মতাদর্শ, ঠাকুরতা, গুহ মেঘনা ও বেগম সুরাইয়া., সম্পাদিত *সমাজ নিরক্ষণ কেন্দ্র*, ঢাকা-১৯৯০

বেগম, হামিদা আখতার., সম্পাদিত, নারী ও রাজনীতি, *উইমেন ফর উইমেন* , ঢাকা, ১৯৯৪

বেগম, ফিরোজা., *সামাজিক পরিবর্তন* ও *রাজনৈতিক উন্নয়ন*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা

ভূইয়া, আবুল হোসেইন আহমেদ., 'নারী ও সমাজ : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে", *ক্ষমতায়ন*, ১৯৯৬

মহিউদ্দিন, কে.এম., *ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন*, হাসানুজ্জামান, আল মাহমুদ সম্পাদিত, ঢাকা৪ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২

মাহবুব, এম আর, সম্পাদক, নারীর অধিকার, *বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থা*, ঢাকা, ১৯৯৬

মিলু, সামসুন নাহার., "নারী বিষয়ক ষ্টাডিজ", *সমাজ নিরীক্ষণ*, ১৯৯৮

মুহাম্মদ, আনু., *নারী পুরুষ ও সমাজ*, স্বদেশ, ঢাকা, ১৯৯৭

রহমান, মোহাম্মদ. হাবিবুর., "গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ", *দৈনিক প্রথম আলো, ১২ এপ্রিল*, ২০০২

রহমান, উর্মি., *পাশ্চাত্যের নারী আন্দোলন*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৬

রহমান, শাহীন., "জেন্ডার এবং উন্নয়ন : কতিপয় ধারণাগত দিক", *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ১৯৯৭

---------., "জাতিসংঘ এবং নারী উন্নয়ন", *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ১৯৯৭

---------., "জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারী" *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ১৯৯৬

---------., "জেন্ডার পরিভাষা শব্দকোষ", *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ৭ম সংখ্যা, ১৯৯৭

---------., "নারীবাদ : একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা", *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ৪র্থ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা, ১৯৯৮

---------., "জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা", *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ১৯৮৯

রিটা, যে কেলি ও মেরী বুটিলিয়ার., *রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়*, খান নুরুল ইসলাম, অনুবাদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১

ড. রহমান, আতিয়ার., "গ্রাম বাংলার প্রেক্ষিতে নারীর ক্ষমতায়ন", *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ঢাকা

শবনম, লাবনী., "স্থানীয় সরকারের নারী : তৃণমূলে জাগরণ", *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ১৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository

সাহা, সুব্রত কুমার, "নারী উন্নয়ন ও কিছু কথা", *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, ১৯৯৮

সুলতানা, আবেদা., "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতাই নারী উন্নয়নের ভিত্তি: একটি বিশ্লেষণ", *ক্ষমতায়ন*, ১৯৯৮

----------., "ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়নের প্রশিক্ষণের ভূমিকা: একটি বিশ্লেষণ", *লোক প্রশাসন সাময়িকী*, সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০০০

সুলতানা, মাহজীবন ও হক, মোহাম্মদ এনামুল., "লিঙ্গ বৈষম্য ও নারীর নিরাপত্তা বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট", বেগম হামিদা আক্তার *সম্পাদিত*, *ক্ষমতায়ন* ২০০২, সংখ্যা-৪

হক, মাহমুদ শামসুল., *নারীকোষ*, তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬

হক, মফিজুল., *নারী পুরুষ বৈষম্য*, বিশ্লেষণ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

হক, জাহানারা ও বেগম হামিদা আখতার., *সম্পাদিত*, *নারী ও গণ মাধ্যম*, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, ১৯৯৭

ড. হাসানুজ্জামান, আলমাসুদ., *এনজিও প্রকল্প দুঃস্থ নারীদের উত্তরণঃ বাংলাদেশের দুঃস্থ উন্নয়নে আয় বৃদ্ধিমূলক প্রক্রিয়া*, প্রফেসর ড. ইউনুস মুহাম্মদ সম্পাদিত দরিদ্র গবেষণার সারাংশ, খন্ড ৩: ১৯৯৭

হোসেন, শওকত আরা., "নারী: রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন", *ক্ষমতায়ন*, ১৯৯৮

হোসেইন, নাসিম আখতার., "নারীদের অধস্তনতা ও বাংলাদেশের সমাজ", *সমাজ নিরীক্ষণ*, ১৯৮৬

"সুসংহত গণতন্ত্রের পথে ঃ ২০০১ নির্বাচনের সমন্বিত কার্যক্রম" *দি এশিয়া ফাউন্ডেশন*, ঢাকা, ২০০২

ফেমা, বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া শক্তিশালী করণ, সুপারিশ মালা, ঢাকা, মার্চ , ২০০০

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, (১৯৯৭) ফেমা কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন, ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি গ্রন্থাবলী

Agarwal, R.C., *Political Theory principles of political science*, New Delhi: S. Chandand Company L.T.D: 1993

Ahmed, Rahnuma., "Women's Movement in Bangladesh and the Left's Understanding of the women Question", *The Journal of Social Studies*, 1985

Akhtar, Muhammad Yeahia, "Some Neglected Agents of Political Socialization: A Study of Women in Rural Bangladesh", *The Journal of Local Government*, 1987

Alam, Bilquis Ara., "Women in Local Government: Profile of six Chairmen of Union Parishads", *The Journal of Local Government*, 1987

Alam, Bilquis Ara., "Women's Participation in Local Government in Bangladesh", *The Journal of Local Government*, 1984

Ali, S.H.J., "Women and Development", *ADAB News,* 1998

Anker, R., Buvinic, M. and Youssef, Nadia., eds., *Women's Roles and population Trends in the third World,* Croom Helm, London, 1992

Arzoo, Sohrab Ali Khan., ed., *Towards Equality: An Impact Study on Gender, Unity for Social and Human Action*, Dhaka, 1997

Asfar, Rita., "Mainstreaming Women in Development Plans: A Few Critical Comments o the Fifth Five Year Plan", *Empowerment 4,* 1997, 105-114.

Azim, Firdous et al., *Different Perspective: Women Writing in Bangladesh*, University Press Limited, Dhaka, 1998

Banu, Nilufar; Qadir, Rowshan; Khatun, Khadija and siddiqi, Najm, eds., "Voting Behaviour of Women in Dhaka City and some Selected Districts in Bangladesh," *Women For Women*, Dhaka. 1987.

Begum, Hamida A.; Chowdhury, Najma; Huq, Jahanara; Khan, Salma and Choudhury, Rashna K., eds., "Women and National Planning in Bangladesh," *Women For women*, Dhaka, 1990.

Begum, Hasna., "*Women in the Developing World: Thoughts and Ideals, Sterling.*" New Delhi, 1990.

Dhaka University Institutional Repository

Begum, Sultana, "Union Parishad Election: Women Striding Towards Empowerment and Equality", Unnayon Padokkhep, 1999

Carr, Marilyn et al., *Speaking Out-Women's Economic Empowerment in South Asia,* University Press Limited, Dhaka, 1997.

Chen, M., "Conceptual model for women's Empowerment," *Seminar Paper, Organized by the save the children U.S.A*

Chowdhury, Farah Deeba, "Politics and Women's Development: Opinion of Women MPs of the Fifth Parliament in Bangladesh", *Empowerment*, 1994

Chowdhury, Farah Deeba., "Voting Behaviour of Women is Seventh Parliamentary Election in Bangladesh: A Case Study of Rajshahi City", *Empowerment*, 1999

Chowdhury, Najma., "Women in Politics", *Empowerment*, 1994

Costa, Thomas., Beyond Empowerment: Changing Power Relations in Rural Bangladesh, *Community Development Library*, Dhaka, 1999.

CWCS, Towards Beijing and Beyond: Women Shaping Politics in Areas of Concern, Center for Women and Children Studies, *Pact (Bangladesh)/PRIP*. Dhaka, 1995.

Duza, Asfia and Begum, Hamida., A, Emerging New Accents: A Perspective of Gender and Development in Bangladesh, *Women for Women*, Dhaka, 1993.

Encyclopaedia of Social Science, New York, Vol-5, 1972

Environment and Development :Gender Perspectives, *Women For Women,* Dhaka, 1995

Falguni, Aditi, "Women's Political Empowerment: Bangladesh Perspective", *Unnayon Padokkep*, April-June, 1995

Freeman Jo, ed., Women: *A Feminist Perspective, Mayfield, Mountainview*, 1984.

Gomes, wilson., "A family values and the of women Dialouge" O.S.A. Number 1994

Goswami, Arun Kumar, "Empowerment of Women of Women in Bangladesh " *Empowerment*, 1998

Guhathakurata, Meghna and Begum, Suriaya, 'Political Empowerment and Women's Movement", *Unnayon Padokkhep*

Dhaka University Institutional Repository

Haider, Rana, *A Perspective in Development: Gender Focus,* University Press Limited, Dhaka, 1995.

Hannan, Ferdous and Islam, Nazrul, *Women in Agriculture: An Annoted Biblography, Bangladesh Academy for Rural Development,* 1986.

Hssain, Shahnara, The social Life of Women in Early Medieval Bengal, Asiatic Society of Bangladesh,Dhaka, 1985.

Huq, Jahanara., et.al. "Beijing Process and Follow-up. Bangladesh Perspective," *Women for Women. 1997*

Jahan, Roushan; Salauddin, Khaleda; Islam, Mahmuda and Islam, Moshena,

Khaanum, S.M., "Gateway to hell: the impact of migration RMP on the women's teritory, position in england," *Empowerment*, Vol-6

Khaanum, S.M., "Knocking at the doors: the impact of RMP on the women falk in the project areas," *Journal of Institute of Bangladesh studies*, Vol-23

Khan, Salma., *The Fifty Percent: Women in Development and Poicy in Bangladesh,* University Press Limited, Dhaka, 1988.

Momsen, Janet Henshall, *Women and Development in the Third World*, Routledge, New York, 1993.

Mondol, S.R., "Status of Himalayan women", *Empowerment*, Vol-6.

Mottalib, M.A., and Khan, M. Akber Ali., *Theory of Local Government*, New Delhi: Sterling Publishing PVT: 1983

Pushpa, Joshi., *Gandhe and Women*, New Delhi, Navijivan Trust; Ahmedabad and centre for women's Development Studies, 1988

Qadir, S. Rowsan., *Women's Development Programme,* BARD, Comilla, 1980.

Qadir, Sayeda Rowshan., *Women Leaders in Development Organization and Institutions*, Palok Publishers, Dhaka, 1997.

Ross, Robert., *Research: an Introduction,* New York: Barns and Nobles: 1974

Siddique, Kamal., (ed) *Local Government in Bangladesh*, Dhaka: University press Limited, 1994

UNDP, UNDP's *Report on Human Development in Bangladesh of Women*, United Nations Development Programme, Dhaka, 1994.

Dhaka University Institutional Repository

UNICEF, *Women in Development Bangladesh: A Strategy Paper*, UNICEF, Dhaka, 1993.

Visvanathan, Nalini, *The women Gender and Development Reader.* University Press Limited, Dhaka. 1997.

Women For Women, Women and Politics: Empowerment issues (A Seminar Report), *Women For Women*, Dhaka, 1995.

Yash, Tendon., *Poverty, Processes of impoverishment and Empowerment: A Review of Current thinking and action, in Empowerment: Towards sustainable development,"* London: Zed books Ltd.

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক ওয়েবসাইট সমূহ ঃ

www. eleetionworld.org/bangladesh.htm
www. bd-ec.org
www. bangladeshgov.org
www. news.bbc.co.uk/hi/english/world/south_asik/vewsd_1572000/1572369.stm
www. bangladesh election.org
www. human.st/arijit/ajoy/bangldesh_election.htm
www. ahrchk.net
www. rational internaional.net
www. webbangladesh.com/election
www. bangla2000.com
www. worldpress.org
news. bbc.co.uk
www. escapeartis.com/bangldesh/country.html
www. homelandbangladesh.com
www. bangladesh_web.com
www. albd.org/RiggedElection
www. dhakacity.org.

সংবাদ পত্রের তালিকা

(২০০১ সালের ১ জানুয়ারী থেকে ২০০৩ সালের ৩১ মে পর্যন্ত)

দৈনিক ইত্তেফাক,
দৈনিক প্রথম আলো,
দৈনিক ইনকিলাব,
দৈনিক যুগান্তর,
দৈনিক ভোরের কাগজ,
দৈনিক সংবাদ,
দৈনিক আজকের কাগজ,
দৈনিক দিনকাল,
দি ডেইলি স্টার,
দি অবজারভার,
নিউজ লেটার (নারী বার্তা) উইমেন ফর উইমেন (২০০২, ১ জানুয়ারী থেকে ২০০৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট -১

Professor M. Nazrul Islam
Ph. D. (Australia)
Chairman

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-1000, BANGLADESH
Phone : (Off.) 9661900-59/4460 or 4470
(Res.) 8616718
Fax 880-2-8615583 E-mail : duregstr@bangla.net

তারিখ ঃ মে, ২০০৩

বরাবর

.....
.....
.....

বিষয় ঃ- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নঃ পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০০২ শীর্ষক এম.ফিল গবেষণায় সহায়তা প্রদান প্রসঙ্গে।

জনাব,

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানবেন।

আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, সম্প্রতি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে এম.ফিল গবেষক জনাব সত্যজিৎ দত্ত বাংলাদেশের নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপর একটি গবেষনার কাজ শুরু করেছেন। তার গবেষণার শিরোনাম "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নঃ পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০০২।

উক্ত গবেষণার অংশ হিসেবে গবেষনা সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষক আপনার সাথে সাক্ষাৎ করবে। গবেষনাটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সার্বিক সহযোগীতা কামনা করছি। উল্লেখ্য যে, গবেষনাটি বাংলাদেশের নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের স্বরূপ উদঘাটনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে বিশ্বাস করি।

ধন্যবাদান্তে

অধ্যাপক ড. এম.নজরুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পরিশিষ্ট -২

Dhaka University Institutional Repository

"নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঃ পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা সিটি কর্পোরেশণ নির্বাচন ২০০২"

(এম.ফিল কোর্সের চাহিদা পূরনার্থে একটি গবেষণা)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মহিলা কমিশনারদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা

(সংগৃহীত তথ্যাবলী শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে)

প্রশ্নপত্রের ক্রমিক নং	তারিখঃ
উত্তরদাতার নামঃ	ওয়ার্ড নং
ফোন নং -	নির্বাচনী এলাকাঃ
তথ্য সংগ্রহকারীর নামঃ	স্বাক্ষর
তথ্য সংগ্রহের স্থানঃ	

ক. উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাবলী -

১. ক) বয়সঃ..... খ. বৈবাহিক অবস্থাঃ .....

গ) পেশা ঃ ..... ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ..... .....

২. ক) পিতা বা স্বামীর নামঃ ..... খ) বয়সঃ .....

গ) পেশাঃ ..... ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ.....

খ. পারিবারিক তথ্যাবলী -

১. পরিবারের ধরনঃ- একক/যৌথ ২. পরিবারের মাসিক আয়-

৩. পরিবারের সদস্য সংখ্যাঃ..... ৪. বাসস্থানের ধরনঃ - ভাড়া / নিজস্ব/ .....

৫. পরিবারের আর কেউ রাজনীতিতে সম্পৃক্ত কিনা ? হ্যাঁ / না,

হ্যাঁ হলে, আপনার পরিবারের রাজনৈতিক ইতিহাস- (বর্ণনা দিন)

গ. রাজনীতি

১.আপনার পরিবারের সদস্যদের আপনার রাজনীতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিঃ- ইতিবাচক/নেতিবাচক/নিরপেক্ষ

ঃ- পছন্দ করে / করে না

২.আপনার রাজনীতির ক্ষেত্রে পরিবারে সবচেয়ে বেশী সহযোগিতা করে কে?

৩. আপনার রাজনীতিতে আসার ক্ষেত্রে কার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ পেয়েছেন?

৪. আপনি কিভাবে রাজনীতিতে আসলেন?

Dhaka University Institutional Repository

৫. ছাত্রাবস্থায় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন কি? হ্যাঁ / না

হ্যাঁ হলে, আপনার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিনঃ

৬.রাজনীতিতে আসার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করেছে? .....

৭. আপনি কোন দলের সমর্থন করেন? .....

৮. কত বছর ধরে আপনি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত আছেন? ..... বছর

৯. আপনার মতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহনে বাধা সমূহ কি কি?

১০. আপনার রাজনৈতিক কর্মকান্ড পারিবারিক জীবনে কোন সমস্যা সৃষ্টি করে কি ? হ্যাঁ / না

হ্যাঁ হলে, কি প্রকার সমস্যা?

১১. পুরুষদের তুলনায় রাজনীতিতে নারী হিসেবে বিশেষ কোন সমস্যার মোকাবেলা করতে হয় কি? হ্যাঁ / না

হ্যাঁ হলে, বিবরন দিনঃ

১২. রাজনীতিতে কখন সবচেয়ে অসহায় বোধ করেন?

১৩. পূর্বে রাজপথে আন্দোলন, মিছিল, সমাবেশে অংশ নিয়েছেন কি? হ্যাঁ / না

হ্যাঁ হলে, এ বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুনঃ

ঘ) নির্বাচন ঃ-

অংশ গ্রহণ -

১.বাংলাদেশের নির্বাচন সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

২.এটাই কি আপনার প্রথম নির্বাচন ? হ্যাঁ/ না

পূর্বে নির্বাচন করলে সে বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুনঃ

৩.নির্বাচন করার পরিকল্পনা পূর্বেই ছিল, না হঠাৎ করে নিয়েছেন?

Dhaka University Institutional Repository

৪.নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত কিভাবে নিয়েছেন ?

৫.কে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছে?.....

৬.আপনার পরিবারের সদস্যরা আপনার নির্বাচনকে কিভাবে নিয়েছেন?.

৭.তাদের প্রতিক্রিয়া কি রকম ছিল ?

৮.আপনি নির্বাচন করেছেন - দলীয় প্রার্থী হিসেবে / স্বতন্ত্র

৯.দলীয় প্রার্থী হলে নমিনেশন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি প্রধানত কাজ করেছে বলে আপনি মনে করেন?

-ব্যক্তিগত ইমেজ / পারিবারিক ইমেজ / দলের প্রতি কমিটমেন্ট / অন্যান্য (উল্লেখ করুন).....

১০. আপনি নির্বাচন করেছেন- সংরক্ষিত আসনে/সাধারণ আসনে

১১.আপনার বিরুদ্ধে প্রার্থী ছিলেন কয়জন- পুরুষ ...../ মহিলা ..... /মোট.....

নির্বাচন পরিচালনা

১২. আপনি নির্বাচন পরিচালনা কিভাবে করেছেন ? কি কৌশল অবলম্বন করেছেন?

১৩.কতটি নির্বাচনী ক্যাম্প করেছেন?.....

১৪.প্রধান এজেন্ট কে ছিলেন? ক. আত্নীয় / অনাত্নীয়, খ. পু / ম গ. দলীয় / নিজস্ব

১৫.নির্বাচনী মিছিল করেছেন কি? হ্যাঁ / না, হ্যাঁ হলে কতটি?.....

১৬.মিছিলে মহিলাদের অংশগ্রহন কি রকম ছিল?

১৭.আপনার নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস কি ছিল ?- পরিবার /দলীয়/ নিজস্ব / অন্যান্য.....

১৮.নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা পড়েছেন কি?- হ্যাঁ / না,

হ্যাঁ হলে কি ধরনের সমস্যা--

১৯.একজন পুরুষ প্রার্থীর তুলনায় আপনার নির্বাচনী প্রচারণায় কোন পার্থক্য ছিল কি ? হ্যাঁ / না,

হ্যাঁ হলে কি ধরনের পার্থক্য ছিল ?

২০.আপনার মার্কা কি ছিল?

২১.নির্বাচনে জয়লাভে মার্কার কোন ভূমিকা রয়েছে কি? হ্যাঁ / না, হ্যাঁ হলে কি ধরনের ভূমিকা ?

Dhaka University Institutional Repository

২২.আপনি শতকরা কতভাগ ভোট পেয়েছে? .....

২৩.প্রাপ্ত ভোটে মহিলাদের কত ভাগ ভোট পেয়েছেন? .....

২৪. নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে ভোটের পার্থক্য কত ছিল?.....

২৫.আপনার মতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের নির্বাচনে অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে কি কি বাধা রয়েছে?

২৬. বাঁধা সমূহ কিভাবে দূরীভূত করা যায় বলে আপনি মনে করেন?

২৭.আপনার নির্বাচনে জয়লাভে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছেঃ

- দলীয় পরিচিতি/ ব্যক্তিগত ইমেজ/ পরিবারের প্রভাব/ প্রচারনা/ অন্যান্য.....

২৮) ওয়ার্ড কমিশনার হিসেবে আপনি কি কি সুবিধা ভোগ করেন?

২৯) এগুলো কি আপনার দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট? হ্যাঁ /না

৩০) আপনার মতে একজন মহিলা ওয়ার্ড কমিশন রের কি কি সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার বলে আপনি মনে করেন?

(ঙ) দায়িত্ব পালন

১.নির্বাচিত জন প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে বাঁধার সম্মুখীন হন?

২.নির্বাচিত জন প্রতিনিধি হিসেবে কার্যের ক্ষেত্রে পুরুষ কমিশনারদের তুলনায় আপনি কোন বৈষম্যের স্বীকার হয়েছেন কি? হ্যাঁ /না, হ্যাঁ হলে কি ধরনের সমস্যা.....

৩.নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে আপনার প্রধান দায়িত্ব সমূহ কি কি?

৪.নির্বাচিত হবার পর এ এদেশে নারীদের উন্নয়নে কোন কাজটি সর্বাগ্রে করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

Dhaka University Institutional Repository

৫.আপনার নির্বাচনী এলাকার যে কোন সমস্যা সমাধানে আপনি কি ধরণের ভূমিকা পালন করতে পারেন?

৬.নারী হিসেবে দায়িত্ব পালনে কোন বৈষম্যের স্বীকার হন কিনা? হ্যাঁ /না, হ্যাঁ হলে কি ধরনের বৈষম্যের ঃ

৮. ওয়ার্ড কমিশনার হিসাবে কাজ করার জন্য আপনার নিজস্ব সরকারী কার্য্যালয় রয়েছে কি? হ্যাঁ /না,

৯. সাপোর্ট স্টাফ রয়েছে কি? হ্যাঁ /না, হ্যাঁ গলে কয় জন? ----------

১০. আপনি দায়িত্ব পালনের জন্য কি পরিমান সম্মানী পান? মাসিক ---------- টাকা

১১.আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

(চ) মতামত

১.স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিষয়টি সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

২.আপনার মতে নারী প্রতিনিধিদের কর্মস্থলের পরিবেশ কি রকম হওয়া উচিত?

৩.জনপ্রতিনিধি হিসেবে আপনার কি কি সহযোগিতা কাম্য? --

ক.মেয়রের কাছ থেকেঃ .....

খ. সরকারের কাছ থেকেঃ..... .....

গ.জনগণের কাছ থেকেঃ.....

৪.আপনার মতে নারীদের অধিকার আদায়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ভূমিকা কি রকম?

৫.আপনার মতে বাংলাদেশে নারীদের ক্ষমতায়নে কি কি পদক্ষেপ নেয়া দরকার?

৬.আপনার মতে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে কোন বিষয়টি সর্বাগ্রে প্রয়োজন?

-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন/ শিক্ষার প্রসার / পারিবারিক সহযোগিতা / অন্যান্য ----------

৭. আপনার মতে নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে আমাদের করনীয় কি?

পরিশিষ্ট -৩

Dhaka University Institutional Repository

"নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঃ পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০০২"

(এম.ফিল কোর্সের চাহিদা পূরনার্থে একটি গবেষণা)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সমাজে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীদের মতামত জরীপে প্রশ্নপত্র

(সংগৃহীত তথ্যাবলী শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে)

প্রশ্নপত্রের ক্রমিক নং ঃ	তারিখ ঃ
তথ্য সংগ্রাহকের নাম ঃ	স্বাক্ষর
তথ্য সংগ্রহের স্থান ঃ	

ক. সাক্ষাৎদাতার পরিচিতি

১) নাম ঃ

২) বয়স ঃ

৩) পেশা ঃ

৪) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

৫) বৈবাহিক অবস্থা ঃ

খ. মতামত দিন -

১. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা সমূহ কি কি?

২.আপনাকে আপনার কর্মস্থলে নারী হিসেবে বিশেষ কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় কি? হ্যাঁ /না,

হ্যাঁ হলে কি ধরনের সমস্যা.....

৩. নারীর ক্ষমতায়ন কোন বিষয়টি বেশী প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

- সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন / নারী শিক্ষার প্রসার / পারিবারিক সহযোগিতা / সরকারী পদক্ষেপ / নীতিমালা ও আইন প্রনয়ন/ আন্যান্য---- ----------

৪. আপনার অবস্থান থেকে নারীদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণকে কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

Dhaka University Institutional Repository

৫. নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নের উপর কোন প্রভাব ফেলে কি ? হ্যাঁ /না,
হ্যাঁ হলে, কি ধরনের প্রভাব.....

৬. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের প্রভাব কতটুকু বলে আপনি মনে করেন?

৭. আপনার মতে এদেশে স্থানীয় সরকারে বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশনে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে নারীদের দায়িত্ব পালনে বাধা সমুহ কি কি?

৮.আপনার মতে নারীর ক্ষমতায়নে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়?

৯. স্থানীয় সরকারে বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশনে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

১০.শুধু নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও জয়লাভের মাধ্যমেই কি এদেশের নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব ? আপনি কি মনে করেন?

১১.নারীর অধিকার আদায়ে সিটিকর্পোরেশন নির্বাচনের প্রভাব রয়েছে কি? হ্যাঁ/ না,
হ্যাঁ হলে কি প্রকার?

১২. একজন ওয়ার্ড কমিশনার হিসাবে একজন নারীর কি কিব্যক্তিগত যোগ্যতা থাকা উচিত?

১১.নারীদের সম অধিকার আদায়ে একজন মহিলা কমিশনার কি কি ধরনের কাজ করতে পারেন?

পরিশিষ্ট -৪

Dhaka University Institutional Repository

"নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঃ পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা সিটি কর্পোরেশণ নির্বাচন' ২০০২"

(এম.ফিল কোর্সের চাহিদা পুরনার্থে একটি গবেষণা)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।

জনসাধারনের মতামত জরীপে প্রশ্নপত্র

(সংগৃহীত তথ্যাবলী শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে)

প্রশ্নপত্রের ক্রমিক নং ঃ তারিখ ঃ

উত্তরদাতার নামঃ ওয়ার্ড নং.....

পেশাঃ বয়সঃ

ঠিকানা ও ফোন নং -ঃ

তথ্য সংগ্রাহকের নাম ঃ স্বাক্ষর

তথ্য সংগ্রহের স্থান ঃ

১. আপনার ওয়ার্ডের মহিলা কমিশনার কে?.....

২. আপনাদের কাজকর্মে তাকে পাওয়া যায় কি? *নিয়মিত / মাঝে মাঝে বা অনিয়মিত / একেবারেই না*

৩. তিনিএলাকায় উন্নয়ন মূলক কোন কাজ করেছেন কি? হ্যাঁ /না,

হ্যাঁ হলে কি ধরনের?

৪.আপনার মতে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মহিলা কমিশনার রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে কি? হ্যাঁ /না,

হ্যাঁ হলে কেন প্রয়োজন?

৫.সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন কি ভাল হয়েছে, নাকি খারাপ হয়েছে? (আপনার মতামত দিনঃ)

৬.নির্বাচনে মহিলা ওয়ার্ড কমিশনার ও পুরুষ ওয়ার্ড কমিশনারদের প্রচারনায় কোন পার্থক্য আপনার চেখে পড়েছে কি?

হ্যাঁ /না, হ্যাঁ হলে কি প্রকার?

Dhaka University Institutional Repository

৭.আপনার মতে মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারদের সাথে সাধারন পুরুষ ওয়ার্ড কমিশনারদের কাজকর্মের কোন পার্থক্য রয়েছে কি ? হ্যাঁ /না, হ্যাঁ হলে কি প্রকার?

৮. আপনার মতে একজন নির্বাচিত মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারের কি কি গুনাবলী ও যোগ্যতা থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

৯.নারীদের রাজনীতি করাকে আপনি সমর্থন করেন কি? হ্যাঁ/না, কারন কি?

১০.নারীদের রাজনীতি করার জন্য কি কি যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন?

১১.নারীদের সম অধিকার আদায়ে একজন মহিলা কমিশনার কি কি ধরনের কাজ করতে পারেন?

১২.আপনার ওয়ার্ডের মহিলা কমিশনারের কার্য্যালয় রয়েছে কি? হ্যাঁ /না,

১৩.মহিলা কমিশনারের সাথে সাক্ষ্যাৎ করতে হলে কিভাবে কোথায় করেন-

ক.কার্য্যালয়ে/ বাসায়/ কর্পোরেশনে/ অন্য কোথায়.....

খ.সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট সময় রয়েছে/ নাই

১৪.নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন কিভাবে করা যায় বলে আপনি মনে করেন?

১৫.নির্বাচিত মহিলা কমিশনার নির্বাচনের পূর্বে ভোট প্রার্থনার জন্য আপনাদের নিকট এসেছিলেন কি? হ্যাঁ /না

১৬. কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কি? হ্যাঁ /না

১৭. জয়লাভের পর তা বাস্তবায়ন করেছে কি? হ্যাঁ /না

Dhaka University Institutional Repository

১৮.নির্বাচনের পর তার সাথে সাক্ষ্যাৎ হয়েছে কি? হ্যাঁ/না

১৯.আপনার ওয়ার্ডের নির্বাচিত মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারের নির্বাচিত হবার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি সবচেয়ে বেশী কাজ করেছে?- *তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও ইমেজ / দলীয় পরিচিতি / পারিবারিক পরিচিতি/ বেশী ব্যয় করা / অন্যান্য (উল্লেখ করুন).....*

২০.আপনার মতে মহিলাদের নির্বাচন করার ক্ষেত্রে কি কি সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়?

২১. নারীর অধিকার আদায়ে সিটিকর্পোরেশন নির্বাচনের প্রভাব রয়েছে কি? হ্যাঁ/ না,

হ্যাঁ হলে কি প্রকার?

২২.আপনি সিটি নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন কি? হ্যাঁ/ না, হ্যাঁ হলে মহিলা কমিশনারদেরকে ভোট দেবার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি আপনার মধ্যে কাজ করছে? - *ক. আপনি যে দল সমর্থন করেন তিনি সে দলের প্রার্থী*

খ. তিনি প্রচুর টাকা খরচ করেছেন

গ. অন্যান্য.....

২৩.আপনার মতে একজন মহিলা ওয়ার্ড কমিশনার নিজ ওয়ার্ডের মহিলাদের উন্নয়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

২৪.নারীর ক্ষমতায়ন তথা অধিকার আদায়ে কোন বিষয়টি বেশী প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

- সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন / নারী শিক্ষার প্রসার / পারিবারিক সহযোগিতা / সরকারী পদক্ষেপ / নীতিমালা ও আইন প্রনয়ন/ আন্যান্য---- ----------

২৫. বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের কি কি বাঁধা বা সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়?

২৬. উপরোক্ত বাধাঁসমূহ কিভাবে দূর করা যায় বলে আপনি মনে করেন?

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

Dhaka City Corporation (Amendment) (Amendment) Bill, 1999

সম্পর্কে

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির

রিপোর্ট

জুলাই, ১৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

"The Dhaka City Corporation (Amendment) (Amendment) Bill, 1999" সম্পর্কে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসাবে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২১১ বিধির (১) উপ-বিধি অনুযায়ী "The Dhaka City Corporation (Amendment) (Amendment) Bill, 1999" পরীক্ষা-নিরীক্ষা-পূর্বক আমি কমিটির রিপোর্ট মহান সংসদে উপস্থাপন করছি।

২। ৭ম জাতীয় সংসদের ১৬-১১-৯৭ ইং এবং ১২-০৫-৯৮ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকদ্বয়ে কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৭ বিধি অনুযায়ী মাননীয় চীফ হুইপের প্রস্তাবক্রমে নিম্নোক্ত ১০ (দশ) জন সদস্যের সমন্বয়ে "স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি" পুনর্গঠন করা হয়ঃ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা
(১)	জনাব আব্দুল মান্নান	সভাপতি	১৩৭—টাংগাইল-৫
(২)	জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান	সদস্য	১৭১—কিশোরগঞ্জ-৭
(৩)	এ্যাডভোকেট মোঃ রহমত আলী	সদস্য	১৯৩—গাজীপুর-১
(৪)	অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম	সদস্য	৮৬—বগুড়া-২
(৫)	তালুকদার আঃ খালেক	সদস্য	৯৭—বাগেরহাট-৩
(৬)	জনাব মোঃ নুজিবুল হক	সদস্য	২৫৯—কুমিল্লা-১২
(৭)	ডাঃ মোঃ রুস্তম আলী ফরাজী	সদস্য	১৩১—পিরোজপুর-৩
(৮)	ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা	সদস্য	১৮০—ঢাকা-১
(৯)	জনাব মোঃ শাহজাহান	সদস্য	২৭২—নোয়াখালী-৪
(১০)	জনাব হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু	সদস্য	৪২—বগুড়া-৭

৩। "The Dhaka City Corporation (Amendment) (Amendment) Bill, 1999" পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আগামী রবিবার ০৪-০৭-৯৯ ইং তারিখের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের জন্য গত ০১-০৭-৯৯ ইং তারিখ সংসদ হতে "স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে" প্রেরণ করা হয়।

৪। কমিটি উক্ত বিলটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিমিত্তে গত ০১-০৭-৯৯ ইং তারিখে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে বিলটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যেভাবে সংসদে উত্থাপিত হয়েছে সেভাবে বিলটি এই মহান সংসদে পাস করার জন্য সুপারিশ করে।

৫। কমিটির মাননীয় সদস্য জনাব মোঃ শাহজাহান ও জনাব হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু ভিন্নমত পোষণ করে Note of Dissent দিয়েছেন তা আলাদাভাবে এ রিপোর্টের সাথে সংসদে পেশ করা হলো।

আব্দুল মান্নান
সভাপতি
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

NOTE OF DISSENT

১। The Dhaka City Corporation Amendment Bill 1999

২। The Chittagong City Corporation Amendment Bill 1999

৩। The Khulna City Corporation Amendment Bill 1999

৪। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন সংশোধনী বিল ১৯৯৯

উপরে উল্লেখিত সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের ফলাফল দেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে প্রভাবান্বিত করে সে কারণে সকল তর্কের উর্ধ্বে থেকে এই নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ করার লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করার প্রয়োজন।

আমরা এই মতামত প্রদান করিলাম।

(মোঃ শাহজাহান)
জাতীয় সংসদ সদস্য
নোয়াখালী-৪।

(মোঃ হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু)
জাতীয় সংসদ সদস্য
বগুড়া-৭।

Dhaka University Institutional Repository

[স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে]

[জাতীয় সংসদে উত্থাপিত]

Dhaka City Corporation (Amendment) Act, 1999 সংশোধনকল্পে আনীত

বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে The Dhaka City Corporation (Amendment) Act, 1999 (১৯৯৯ সনের ১ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।—এই আইন The Dhaka City Corporation (Amendment) (Amendment) Act, 1999 নামে অভিহিত হইবে।

২। ১৯৯৯ সনের ১ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।—The Dhaka City Corporation (Amendment) Act, 1999 (১৯৯৯ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এর শেষে দাঁড়ির পরিবর্তে একটি কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং উক্ত উপ-ধারায় নিম্নরূপ শর্তাংশ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্যবিধ অনিবার্য কারণে উক্ত একশত আশি দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হইলে, নির্বাচন কমিশন, উক্ত সময়সীমার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্বাচনের নূতন তারিখ ধার্য করিতে পারিবে।"।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

Dhaka City Corporation (Amendment) Act, 1999 সংশোধনকল্পে আনীত বিল: এবং সম্বলিত অংশ।

[জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান]

বাঃসঃ মুঃ-৯৮/৯৯-২০০৭প্রি-১৫০০ --২-৭-৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ২২, ১৯৯৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২২শে মার্চ, ১৯৯৯/৮ই চৈত্র, ১৪০৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনগুলি ২২শে মার্চ, ১৯৯৯ (৮ই চৈত্র, ১৪০৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনগুলি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

১৯৯৯ সনের ১ নং আইন

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে Dhaka City Corporation Ordinance, 1983 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে Dhaka City Corporation Ordinance, 1983 (XL of 1983) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই আইন The Dhaka City Corporation (Amendment) Act, 1999 নামে অভিহিত হইবে।

২। **Ord. XL of 1983 এর section 4 এর প্রতিস্থাপন।**—Dhaka City Corporation Ordinance, 1983 (XL of 1983), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এর section 4 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ section 4 প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"4. **Composition.**—(1) The Corporation shall consist of—

(a) a Mayor;

Dhaka University Institutional Repository

(b) such number of Commissioners as may be fixed by the Government; and

(c) such number of Commissioners as are reserved exclusively for women under sub-section (3).

(2) The Mayor and the Commissioners shall be elected by direct election on the basis of adult franchise in accordance with the provisions of this Ordinance and the rules.

(3) There shall be reserved, exclusively for women, such number of seats, hereinafter referred to as reserved seats, as is equivalent to one-third of the number of Commissioners fixed by the Government under clause (b) of sub-section (1).

Explanation.—In calculating the number of reserved seats under this sub-section, if the number comprises a fraction of less than point five zero such fraction shall be ignored, and if the number comprises a fraction of point five zero or above such fraction shall be rounded off as a whole number.

(4) Nothing in this section shall prevent a woman from being elected as a Commissioner specified in clause (b) of sub-section (1).

(5) The Mayor shall be deemed to be a Commissioner."।

৩। **Ord. XL of 1983 এর section 6 এর সংশোধন।**—উক্ত Ordinance এর section 6 এর sub-section (2) এর ", other than Commissioners of reserved seats," কমাগুলি ও শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৪। **Ord. XL of 1983 এর PART II এর CHAPTER II এর Heading সংশোধন।**—উক্ত Ordinance এর PART II এর CHAPTER II এর Heading এর ", OTHER THAN IN RESERVED SEATS" কমা ও শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৫। **Ord. XL of 1983 এর section 18 এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত Ordinance এর section 18 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ section 18 প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"18. **Division of the city into wards.**—For the purpose of election of Commissioners specified in clause (b) of sub-section (1) of section 4, the City shall be divided into as many wards as there are number of commissioners fixed under that clause."।

৬। **Ord. XL of 1983 এ নতন section 20A এর সন্নিবেশ।**—উক্ত Ordinance এর section 20 এর পর নিম্নরূপ নূতন section 20A সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"20A. **Delimitation of wards for reserved seats.**—For the purpose of election of Commissioners for reserved seat the delimitation officer shall—

(a) at the time of division the City into wards under section 18, simultaneously cause the number of wards fixed under that section to be

Dhaka University Institutional Repository

grouped into as many wards as there are number of reserved seats fixed under sub-section (3) of section 4; and

(b) in delimiting the groups under clause (a), follow the procedure laid down in section 20 as far as possible."।

৭। **Ord. XL of 1983 এর section 23 এর সংশোধন।**—উক্ত Ordinance এর section 23 এর ", other than Commissioners in reserved seats," কমাগুলি ও শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৮। **Ord. XL of 1983 এর section 24 এর সংশোধন।**—উক্ত Ordinance এর section 24 এর ", other than Commissioners in reserved seats," কমাগুলি ও শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৯। **Ord. XL of 1983 এর section 25 এর সংশোধন।**—উক্ত Ordinance এর section 25 এর ", other than Commissioners in reserved seats," কমাগুলি ও শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

১০। **বিশেষ বিধান।**—(১) উক্ত Ordinance এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত Ordinance এর section 23 এর clause (b) বা (c) এর অধীনে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে, এই আইন বলবৎ হইবার পর ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য delimitation of wards এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে না, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদের পরবর্তী একশত আশি দিনের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে; এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রকাশ করিবেন।

(২) এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান কর্পোরেশনের সংরক্ষিত আসনে (reserved seats) নির্বাচিত মহিলা কমিশনারগণ কর্পোরেশন পুনর্গঠন না হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে এইরূপে বহাল থাকিবেন যেন এই আইন প্রবর্তন করা হয় নাই।

১৯৯৯ সনের ২ নং আইন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে Chittagong City Corporation Ordinance, 1983 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে Chittagong City Corporation Ordinance, 1982 (XXXV of 1982) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই আইন The Chittagong City Corporation (Amendment) Act, 1999 নামে অভিহিত হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৯০ টি ওয়ার্ড ভিত্তিক ভোটার,ভোট কেন্দ্র ও ভোট কক্ষের সংখ্যা ****

ক্রমিক নম্বর	ওয়ার্ড নম্বর	ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা	ভোট কক্ষের সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট ভোটার	স্থাপনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	১	১১	৭৫	১৪৪৫১	৯৪৪৩	২৩৮৯৪	৭
২	২	৩৩	১৪৮	৩৬২৯৩	২৯২৩৪	৬৫৫২৭	১৭
৩	৩	১৬	৭৮	১৯০৪৯	১৪৯৪১	৩৩৯৯০	৯
৪	৪	১৪	৮৩	১৯৮১৪	১৩২৩৪	৩৩০৪৮	৬
৫	৫	১৮	৮৫	১৯৯৪৬	১৬৬৪৭	৩৬৫৯৩	১৩
৬	৬	২৮	১৩৭	৩৫১৬৪	২৬৩৪৭	৬১৫১১	১৬
৭	৭	২০	১০৪	২৩৯৮৬	১৮১৩২	৪২১১৮	১২
৮	৮	২৪	১২০	২৯০২১	২২০৮৮	৫১১০৯	১৩
৯	৯	১২	৫৭	১৫২০২	১০৭৭৭	২৫৯৭৯	৪
১০	১০	১৬	৮৫	২১৫৭৬	১৫০৬৪	৩৬৬৪০	১০
১১	১১	২১	৯৪	২৪১১৯	১৮০৬১	৪২১৮০	১০
১২	১২	২২	১১০	২৮৫৭৫	২০০৮৫	৪৮৬৬০	১৫
১৩	১৩	২১	১০৪	২৫২১৬	২০২৬৫	৪৫৪৮১	৭
১৪	১৪	২৮	১৪৭	৩৮২২৫	২৬৬০২	৬৪৮২৭	১০
১৫	১৫	২১	১৪৪	২৭২৭৪	২৪৩৫২	৫১৬২৬	১৩
১৬	১৬	১৮	১৪৯	২৯৪৭৯	২১৮৬২	৫১৩৪১	১৪
১৭	১৭	২৪	১৬৪	৩৪০৪২	২৩৭১৮	৫৭৭৬০	১২
১৮	১৮	১০	৭০	১৫১৭৬	৯০৮৭	২৪২৬৩	৫
১৯	১৯	১৬	১০৩	২৩৯৬৮	১৪১৩৮	৩৮১০৬	৫
২০	২০	১৯	১১০	২৬১০৬	১৭৫৭৮	৪৩৬৮৪	৭
২১	২১	১৮	১১৬	২৪০২৪	১৬৯৮৭	৪১০১১	৬
২২	২২	২৩	১২৫	৩০১৬০	২২৮৪৩	৫৩০০৩	১৪
২৩	২৩	১৩	৭৪	১৮৪৯৩	১১৯১৪	৩০৪০৭	৮
২৪	২৪	১৪	৮৯	১৯৯০২	১৪৬৭৪	৩৪৫৭৬	৬
২৫	২৫	২২	১৩৮	২২১৪২	১৮১৬৫	৪০৩০৭	৯
২৬	২৬	১৪	৬৪	১৫০৪২	১১৭৫৪	২৬৭৯৬	৯
২৭	২৭	২৫	১৫৪	২৬২৪৮	১৯৫৯৩	৪৫৮৪১	১২
২৮	২৮	১৫	৯৩	১৪৯১১	১১৬৫৬	২৬৫৬৭	৮
২৯	২৯	১৯	৯৪	১৯২৫৭	১৩৭৪৪	৩৩০০১	১৫
৩০	৩০	১১	৫৪	১২০৩৭	৮২৯৫	২০৩৩২	১০
৩১	৩১	১০	৪৬	১১৪৫৯	৬১৮১	১৭৬৪০	৫
৩২	৩২	১৫	৭৩	২১৭৯১	৬৩১০	২৮১০১	১০
৩৩	৩৩	১১	৪৫	৮৪৩১	৬৩৮০	১৪৮১১	৮
৩৪	৩৪	১৯	১০৭	২০৩৭০	১৩৮৭৭	৩৪২৪৭	১১
৩৫	৩৫	১৫	৯৪	১৭৭৯৮	১১২৮৩	২৯০৮১	৫
৩৬	৩৬	১৭	৮৯	২৩৭৭৬	৯২৬৬	৩৩০৪২	৯
৩৭	৩৭	১৮	১১৯	৩৩১৯০	১৪০৪৭	৪৭২৩৭	৮

Dhaka University Institutional Repository

৩৮	৩৮	১৮	১১৩	২৮২২৪	১৭০৪৩	৪৫২৬৭	৪
৩৯	৩৯	১৪	৭৭	২১৬১৬	১১৬৬১	৩৩২৭৭	৬
৪০	৪০	১৬	১০৪	২৬৫৮৬	১৮০০৪	৪৪৫৯০	৯
৪১	৪১	১৩	৯১	১৯১০২	১৪৯১৫	৩৪০১৭	৯
৪২	৪২	১৩	৭৭	১৫৮৯৪	১২২৬৭	২৮১৬১	৬
৪৩	৪৩	২০	১২০	২৮১৭৫	১৮৪১১	৪৬৫৮৬	১৫
৪৪	৪৪	১৩	৭৬	১৫২৫৮	১১৩৬২	২৬৬২০	৬
৪৫	৪৫	৮	৫৩	১০৮৯৪	৭৫৪৮	১৮৪৪২	৫
৪৬	৪৬	১৫	৯৭	২০৮৭৮	১৪০৩৫	৩৪৯১৩	৯
৪৭	৪৭	১৬	৯৫	২০৪৮৮	১৫৩২৪	৩৫৮১২	৬
৪৮	৪৮	২২	১৪২	৩২৩৭৯	১৯৯৭৭	৫২৩৫৬	৯
৪৯	৪৯	১৪	৭১	১৩০১৭	৯০০৯	২২০২৬	৬
৫০	৫০	১৮	৯৬	২৪৪৫২	১৩৫১১	৩৭৯৬৩	৫
৫১	৫১	১৪	৮৭	১৮৭১০	১১৭৩৮	৩০৪৪৮	৭
৫২	৫২	১২	৭৬	২১১৪৯	৯১৫৯	৩০৩০৮	৭
৫৩	৫৩	১২	৭৭	১৬৬৮২	১০৮৫১	২৭৫৩৩	৬
৫৪	৫৪	২১	১৩৬	২৪৫৫৯	১৬০৬৭	৪০৬২৬	৭
৫৫	৫৫	১৪	৮৭	২০২২১	১৪৫১৮	৩৪৭৩৯	৫
৫৬	৫৬	৯	৫৫	১৪২০৭	৪৮০১	১৯০০৮	৬
৫৭	৫৭	৯	৬১	১৩৪২০	৬০৭০	১৯৪৯০	৫
৫৮	৫৮	২০	৯২	২১০৮৬	১৬৯২৩	৩৮০০৯	১১
৫৯	৫৯	১৪	৬৯	১৫৪৭১	১১২৬৯	২৬৭৪০	৭
৬০	৬০	১২	৫৯	১৪৮৫১	১২০২৩	২৬৮৭৪	৪
৬১	৬১	১০	৪২	১০১৫৫	৬৮৯৪	১৭০৪৯	৫
৬২	৬২	১৬	৬৮	১৪২৪৯	১১৫৩১	২৫৭৮০	৬
৬৩	৬৩	৯	৩৫	৮৩৫৩	৫২৫৬	১৩৬০৯	৩
৬৪	৬৪	৮	৩৩	৮৯১৪	৪৭৭৮	১৩৬৯২	৪
৬৫	৬৫	১৫	৭৫	২০৩৫২	১১২৬৬	৩১৬১৮	৬
৬৬	৬৬	১১	৩৯	১০৯২২	৫৫৪১	১৬৪৬৩	৫
৬৭	৬৭	৭	৩৭	৯৮৪৬	৫৪৫৯	১৫৩০৫	৬
৬৮	৬৮	১৩	৬৪	১৪৭৮৫	৭২৫০	২২০৩৫	৬
৬৯	৬৯	২০	৯৯	১৯১২০	১২১০০	৩১২২০	১১
৭০	৭০	১৩	৬১	১৮০৮৮	৮২৮৬	২৬৩৭৪	৬
৭১	৭১	৯	৪৫	১১৭৭৪	৫৬৫৯	১৭৪৩৩	৬
৭২	৭২	৮	৪৬	১১৭৫৬	৫৮১২	১৭৫৬৮	৪
৭৩	৭৩	৮	৪৯	১১৯০৫	৩২৯৬	১৫২০১	৫
৭৪	৭৪	১২	৬০	১৬৬০৩	৯১৮১	২৫৭৮৪	৮
৭৫	৭৫	১১	৫৮	১৩২৭৫	৭৮৮২	২১১৫৭	৪
৭৬	৭৬	১২	৭১	১৪৯৯৮	১০৩৪১	২৫৩৩৯	৭
৭৭	৭৭	১২	৫৯	১৪৯১৭	৯৭১৩	২৪৬৩০	৭
৭৮	৭৮	৭	৪০	৮০০৪	৫৭০৭	১৩৭১১	৭
৭৯	৭৯	৯	৫১	১২৪৩২	৮৪০১	২০৮৩৩	৬
৮০	৮০	৭	৩৭	৮৯৭৭	৭০১২	১৫৯৮৯	৫
৮১	৮১	১২	৭৩	১৪৩৯১	১০৭৪৫	২৫১৩৬	৫

Dhaka University Institutional Repository

৮২	৮২	১০	৫২	৯৮২৬	৭৯৬২	১৭৭৮৮	৫
৮৩	৮৩	১১	৫৭	১২৫০৮	১০০০৪	২২৫১২	৬
৮৪	৮৪	১৩	৭১	১৭৮৮৬	১০০০৪	২৭৮৯০	৭
৮৫	৮৫	১৭	৯৩	১৭৫৪০	১৩১৮৫	৩০৭২৫	১০
৮৬	৮৬	১১	৬৬	১৯২২৪	১২৫৪৭	৩১৭৭১	৭
৮৭	৮৭	১৪	৭৭	২০১৯৯	১২৫৫৮	৩২৭৫৭	৭
৮৮	৮৮	৮	৬০	১২২৬৭	৯২০৯	২১৪৭৬	৪
৮৯	৮৯	১১	৮১	১৯১৬৬	১৪২৫১	৩৩৪১৭	৯
৯০	৯০	১০	৬২	১৫৭৬৯	১০৮৫৫	২৬৬২৪	৬
		১৩৪২	৭৫১৫	১৭২১২৩৩	১১৪৭৭৯৫	২৮৬৯০২৮	৭০১

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৩০টি সংরক্ষিত আসনভিত্তিক ভোটার,ভোট কেন্দ্র ও ভোট কক্ষের সংখ্যা

ক্রমিক নম্বর	সংরক্ষিত আসন নম্বর	ওয়ার্ড নম্বর	ভোট কেন্দ্র	ভোট কক্ষ	পুরুষ	মহিলা	মোট ভোটার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	১	১,১৭,১৮	৪৫	৩০৯	৬৩৬৬৯	৪২২৪৮	১০৫৯১৭
২	২	৪,১৫,১৬	৫৩	৩৭৮	৭৬৫৬৭	৫৯৪৪৮	১৩৬০১৫
৩	৩	২,৩,৫	৬৭	৩১১	৭৫২৮৮	৬০৮২২	১৩৬১১০
৪	৪	৬,৭,৮	৭২	৩৬১	৮৮১৭১	৬৬৫৬৭	১৫৪৭৩৮
৫	৫	৯,১০,১১	৪৯	২৩৬	৬০৮৯৭	৪৩৯০২	১০৪৭৯৯
৬	৬	১২,১৩,১৪	৭১	৩৬১	৯২০১৬	৬৬৯৫২	১৫৮৯৬৮
৭	৭	১৯,২০,২১	৫৩	৩২৯	৭৪০৯৮	৪৮৭০৩	১২২৮০১
৮	৮	৩৮,৩৯,৪০	৪৮	২৯৪	৭৬৪২৬	৪৬৭০৮	১২৩১৩৪
৯	৯	৪১,৪২,৪৩	৪৬	২৮৮	৬৩১৭১	৪৫৫৯৩	১০৮৭৬৪
১০	১০	৪৪,৪৬,৪৮	৫০	৩১৫	৬৮৫১৫	৪৫৩৭৪	১১৩৮৮৯
১১	১১	৪৫,৪৭,৪৯	৩৮	২১৯	৪৪৩৯৯	৩১৮৮১	৭৬২৮০
১২	১২	৫০,৫১,৫২	৪৪	২৫৯	৬৪৩১১	৩৪৪০৮	৯৮৭১৯
১৩	১৩	২২,২৪,২৬	৫১	২৭৮	৬৫১০৪	৪৯২৭১	১১৪৩৭৫
১৪	১৪	২৩,৩৭,৫৫	৪৫	২৮০	৭১৯০৪	৪০৪৭৯	১১২৩৮৩
১৫	১৫	২৫,২৭,২৮	৬২	৩৮৫	৬৩৩০১	৪৯৪১৪	১১২৭১৫
১৬	১৬	৩৪,৩৫,৫৪	৫৫	৩৩৭	৬২৭২৭	৪১২২৭	১০৩৯৫৪
১৭	১৭	৫৩,৫৬,৫৭	৩০	১৯৩	৪৪৩০৯	২১৭২২	৬৬০৩১
১৮	১৮	৩২,৩৩,৩৬	৪৩	২০৭	৫৩৯৯৮	২১৯৫৬	৭৫৯৫৪
১৯	১৯	৫৮,৫৯,৬২	৫০	২২৯	৫০৮০৬	৩৯৭২৩	৯০৫২৯
২০	২০	৬০,৬১,৬৫	৩৭	১৭৬	৪৫৩৫৮	৩০১৮৩	৭৫৫৪১
২১	২১	৬৩,৬৪,৬৬	২৮	১০৭	২৮১৮৯	১৫৫৭৫	৪৩৭৬৪
২২	২২	৬৭,৬৮,৬৯	৪০	২০০	৪৩৭৫১	২৪৮০৯	৬৮৫৬০
২৩	২৩	৭১,৭২,৭৩	২৫	১৪০	৩৫৪৩৫	১৪৭৬৭	৫০২০২
২৪	২৪	৭০,৭৪,৭৭	৩৭	১৮০	৪৯৬০৮	২৭১৮০	৭৬৭৮৮
২৫	২৫	৭৫,৭৬,৮৫	৪০	২২২	৪৫৮১৩	৩১৪০৮	৭৭২২১
২৬	২৬	২৯,৩০,৩১	৪০	১৯৪	৪২৭৫৩	২৮২২০	৭০৯৭৩
২৭	২৭	৮৪,৮৬,৮৭	৩৮	২১৪	৫৭৩০৯	৩৫১০৯	৯২৪১৮
২৮	২৮	৭৮,৭৯,৮০	২৩	১২৮	২৯৪১৩	২১১২০	৫০৫৩৩
২৯	২৯	৮১,৮২,৮৩	৩৩	১৮২	৩৬৭২৫	২৮৭১১	৬৫৪৩৬
৩০	৩০	৮৮,৮৯,৯০	২৯	২০৩	৪৭২০২	৩৪৩১৫	৮১৫১৭
			১৩৪২	৭৫১৫	১৭২১২৩৩	১১৪৭৭৮৫	২৮৬৯০২৮

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৯

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০০২

সংরক্ষিত আসনের কমিশনার পদে জামানতপ্রাপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী

ওয়ার্ড নম্বর	জামানত প্রাপ্ত যোগ্য প্রার্থীর নাম	প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা	প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৮/১অংশ	প্রদত্ত ভোট সংখ্যা	মোট ভোটার সংখ্যা	শতকরা হার %
[illegible]	রাবেয়া আলম	১৬৯০৩	৮২০০	৩৩৬০২	১০৫৯১৭	৩১.৭২%
	মিসেস মাহমুদা কবির(রেবা)	১২৭৮০				
[illegible]	[illegible]মুদা বেগম	২০৭২২	৫৮৮৫	৪৭০৮৫	১৩৬০১৫	৩৪.৬১%
	আমিনা খাতুন	১৮৫৩৬				
	ফরিদা ইয়াসমিন চৌধুরী	৭৪৩৭				
৩	মিসেস মেহেরুন্নেছা হক	২৪৩৪৭	৭২৬৯	৫৮১৫৫	১৩৬১১০	৪২.৭২%
	মিসেস শামসুন্নাহার	৯৪৬০				
	নাজমা হোসেন	৭৯৪৯				
৪	শাহিদা তারেখ দীপ্তি	১৮৯৯২	৬১৭১	৪৯৩৯৪	১৫৪৭৩৮	৩১.৯২%
	সেলিনা হাফিজ	১৫৫৫৬				
৫	নার্গিস বেগম বেবী	২৬৪৫৪	৫২১৫	৪১৭২৫	১০৪৭৯৯	৩৯.৮১%
	নুরজাহান হক	১৪২৩১				
[illegible]	মোসাম্মৎ শিরিন রুখসানা	১৫২২২	৬৩৯১	৫১১২৮	১৫৮৯৬৮	৩২.১৬%
	সহিদা রশিদ	১৩৬৯৪				
	মোসাঃ মিনা মালে					
[illegible]	পেয়ারা মোস্তফা	১৪১২৮	২২৩৭	১৭৮৯৮	১২২৮০১	১৪.৫৭%
	মিসেস নূরন্নাহার	৩১৩৯				
৮	রোকেয়া সুলতানা	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত			১২৩১৩৪	
৯	রিনা নাসির	১৮৯১১	৪২১২	৩৩৬৯৮	১০৮৭৬৪	৩০.৯৮%
	আজিমা বেগম	৯৫৩৬				
১০	রওশন আরা	১৫৬৮৫	৫৫৬২	৪৪৪৯৭	১১৩৮৮৯	৩৯.০৭%
	শিউলী বেগম	১৫১৬১				
	বিউটি চৌধুরী	৬৯০৮				
১১	নাসিমা মান্নান	১১৩০২	২৯৩৪	২৩৪৭৫	৭৬২৮০	৩০.৭৭%
	সুরাইয়া চৌধুরী তুহিন	৬৩০৮				
	রেহানা সালাম	৪৭৪০				
১২	শিরিন জাহান	১৫০৪৫	২৯৮১	২৩৮৫২	৯৮৭১৯	২৪.১৬%
	মাহবুব আহমেদ	৮২২৫				
১৩	মাহমুদা ইসলাম	২৩৬৮১	৪৪৫২	৩৫৬১৮	১১৪৩৭৫	৩১.১৪%
	সেলিনা আওয়ার	৮৭৫৯				
১৪	সাজেদা আলী	১২২৩৯	৩৭৫৬	৩০০৫২	১১২৩৮৩	২৬.৭৪%
	রাশেদা ওয়াহিদ	৯৭০৮				
	কেয়া আহমেদ	৭৪৫০				
১৫	তাহমিদা চৌধুরী	২২৪৫৪	৬০৬৭	৪৮৫৪১	১১২৭১৫	৪৩.০৬%
	সাহিদা খানম	১৬৩২৮				
	বেগম আলাহেলাল	৮৬৩০				
১৬	ফজিলাতুন নেছা	১৫২৯৯	৩৮৪৮	৩০৭৮৮	১০৩৯৫৪	২৯.৬১%
	জলি কবির	১১৯৩৮				
১৭	সৈয়দা মরিয়ম বেগম	১৪৩৭৪	২১৪৬	১৭১৭২	৬৬০৩১	২৬.০০%
১৮	সৈয়দা ফাতেমা বানু সালাম	১৪৭৬৫	২০৬৫	১৬৫২১	৭৫৯৫৪	৪৭.৭০%
	শিরীন নাঈম পুনম	৫৬৮০				
	মিসেস ওয়াহিদা রহমান	৫৩১৩				

Dhaka University Institutional Repository

১৯	নাসিমা আক্তার কল্পনা মিসেস কাওসার বানু	২৫০৯২ ৮৮৬২	৫৩৯৮	৪৩১৮৭	৯০৫২৯	৪১.৩৫%
২০	আলহাজ্ব সিতারা ওহাব আলেয়া পারভীন(রঞ্জু)	২২৭৬০ ৭৮১৮	৩৯০৫	৩১২৪০	৭৫৫৪১	৪৬.৩৬%
২১	শামসুন নাহার ভূঁইয়া দিলরুবা দিপু	১১১২১ ৮৮২১	২৫৩৬	২০২৯০	৪৩৭৬৪	৪৪.৪৫%
২২	বেগম রাজিয়া আলীম তাসমীমা আহমেদ	১৬১৬৭ ১৩৭৩৯	৩৮০৯	৩০৪৭৬	৬৮৫৬০	৪৪.১১%
২৩	মিসেস সুরাইয়া বেগম ফরিদা ইয়াসমিন (জুঁই) মিসেস মনোয়ারা তাহের বানু	১০৮১৫ ৭৬২০ ৩৭৩১	২৭৬৮	২২১৪৭	৫০২০২	৪৪.১১%
২৪	মমতাজ চৌধুরী টুটু	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত			৭৬৭৮৮	
২৫	লাভলী চৌধুরী সালেদা বেগম	১৭৩১৪ ১৩৯১০	৪২১২	৩৩৬৯৫	৭৭২২১	৪৩.৬৩%
২৬	হোসনে আরা চৌধুরী বেগম রোকসানা আউয়াল	১৯৬৮১ ৪২৬৮	৩০৫২	২৪৪১৫	৭০৯৭৩	৩৪.৪০%
২৭	রাহিমা বেগম নাসরিন আকতার নাজমা বেগম রাশেদা আক্তার রাজী	৯১০৮ ৯০৫০ ৮২৭৩ ৫৩২৮	৫০২২	৪০১৭৮	৯২৪১৮	৪৩.৪৭%
২৮	মোসাম্মৎ মনি রাহেলা খাতুন	১৪৩৪০ ১৩০২৮	৩৪৭৯	২৭৮৩০	৫০৫৩৩	৫৫.০৭%
২৯	আসমা আফরিন মিস হেলেন আক্তার আফরোজা রহমান লিপি	১১৯৫৩ ৬৪২৮ ৪৩৯৮	৩০০৪	২৪০৩২	৬৫৪৩৬	৩৬.৭২%
৩০	মোসাঃ সানজিদা খানম মোসাঃ খালেদা আপম	১৭৯৯৬ ১৫৭১৬	৪৩৮৯	৩৫১০৮	৮১৫১৭	৪৩.০৬%

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরী

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

নং- নিকস/নিঃ-১/সিটি কর্পোঃ-১/২০০২/১৬৭৯

তারিখ : ১২ মার্চ ২০০২ / ২৮ ফাল্গুন ১৪০৮

ফ্যাক্স : ৮১১ ৩১ ৫৬, ৮১১ ৯৮ ১৯
৮১১ ৩৭ ২৬, ৮১১ ৭৮ ৩৪,

ই-মেইল : ecs@ bol-online. com

ওয়েব সাইট : www.bd-ec.org

টেলিফোন : অফিস : ৮১১৫৯০৫
বাসা : ৮৩২২৮৫৭

প্রেরক : মোহাম্মদ জকরিয়া
উপ সচিব

প্রাপক : উপ নির্বাচন কমিশনার, ঢাকা
ও
রিটার্নিং অফিসার

পরিপত্র -১

বিষয় : ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সাধারণ আসনের কমিশনার ও সংরক্ষিত আসনের মহিলা কমিশনার পদে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান --- নির্বাচনী সময়সূচী ও মনোনয়নপত্র আহ্বানের গণবিজ্ঞপ্তি জারী,- মনোনয়ন পত্র দাখিল, বাছাই, প্রার্থিতা প্রত্যাহার এবং রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ ইত্যাদি প্রসংগে

মহোদয়

নির্দেশিত হইয়া, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সাধারণ আসনের কমিশনার ও সংরক্ষিত আসনের মহিলা কমিশনার পদে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য নির্বাচনী সময়সূচী, রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ, মনোনয়নপত্র দাখিল, বাছাই, প্রার্থিতা প্রত্যাহার, আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন নির্দেশাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হইল :

২। নির্বাচনী সময়সূচী : ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন) বিধিমালা, ১৯৮৩ -এর ১০ বিধি অনুসারে নির্বাচন কমিশন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সাধারণ আসনের কমিশনার এবং সংরক্ষিত আসনের মহিলা কমিশনার পদে

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ১২ মার্চ ২০০২ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিম্নে বর্ণিত সময়সূচী সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিয়াছে :

(ক) রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ	:	২০ মার্চ ২০০২ ---------- (বুধবার) ৬ চৈত্র ১৪০৮
(খ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ	:	২১ মার্চ ২০০২ ---------- (বৃহস্পতিবার) ৭ চৈত্র ১৪০৮
(গ) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখ	:	৩০ মার্চ ২০০২ ---------- (শনিবার) ১৬ চৈত্র ১৪০৮
(ঘ) ভোট গ্রহণের তারিখ	:	২৫ এপ্রিল ২০০২ ---------- (বৃহস্পতিবার) ১২ বৈশাখ ১৪০৯

৩। **রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ :** বিধিমালার ৬ বিধি অনুসারে নির্বাচন কমিশন আপনাকে উল্লিখিত নির্বাচন পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিয়াছে এবং উল্লিখিত নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনায় আপনাকে সহায়তাদানের জন্য সহকারী রিটার্নিং অফিসারও নিয়োগ করিয়াছে (প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি সংযোজিত)।

৪। **প্রকাশ্য স্থানে সময়সূচীর বিজ্ঞপ্তি জারী :** নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য নির্বাচনী সময়সূচী সম্বলিত বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি আপনার নিকট প্রেরণ করা হইল যাহা আপনি বিধিমালার ১০(২) বিধির প্রয়োজন অনুসারে আপনার কার্যালয়, সিটি কর্পোরেশনের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কার্যালয় এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ও প্রকাশ্য স্থানে জারী করিবেন।

৫। **মনোনয়নপত্র আহ্বানের গণ-বিজ্ঞপ্তি :** নির্বাচনী সময়সূচী বিজ্ঞপ্তি জারীর সংগে সংগে আপনি বিধিমালার ১১ বিধি অনুযায়ী কর্পোরেশনের মেয়র পদে এবং প্রতিটি সাধারণ ও মহিলা ওয়ার্ডের কমিশনার পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের আহ্বান জানাইয়া গণ-বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন। উক্ত গণ-বিজ্ঞপ্তিতে যে স্থানে এবং সময়ে মনোনয়নপত্র আপনার নিকট দাখিল করা হইবে তাহা উল্লেখ করিবেন। আরো উল্লেখ্য যে, মনোনয়নপত্র দাখিলের নির্ধারিত তারিখে সকাল ৯টা হইতে অপরাহ্ণে ৪টা পর্যন্ত সময়কালে আপনার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র গ্রহণ করিবেন। গণ-বিজ্ঞপ্তির একটি নমুনা পরিশিষ্ট 'ক'-তে উল্লেখ করা হইল।

৬। **আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ :** বিধিমালার বিধি ১৬(৪) এর অধীনে যে প্রার্থীর মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক বাতিল করা হইয়াছে সেই প্রার্থী ১৭(১) বিধি অনুযায়ী মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখের দুই দিনের মধ্যে উক্ত বাতিলাদেশের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বিধি ১৭ (১ক) অনুযায়ী নিযুক্ত আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল

Dhaka University Institutional Repository

দায়ের করিতে পারিবেন। তদুদ্দেশ্যে [illegible] বিধির (১ক) উপ-বিধি অনুযায়ী অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), ঢাকাকে আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করিয়া প্রজ্ঞাপন জারী করিয়াছে (অনুলিপি সংযোজিত)

৭। প্রার্থী হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সম্বলিত বিধানের উদ্ধৃতাংশ প্রেরণ ঃ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সাধারণ আসনের কমিশনার এবং সংরক্ষিত আসনের মহিলা কমিশনার নির্বাচন অনুষ্ঠানের কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনার সুবিধার্থে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৮৩-এ বর্ণিত প্রার্থী হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সম্বলিত বিধানের উদ্ধৃতাংশ এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করা হইল।

৮। প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হইল।

বিনীত

সংলগ্নী ঃ উপরে বর্ণিত

(মোহাম্মদ জকরিয়া)
উপ সচিব (স্থানীয় নির্বাচন)

নং- নিকস/নিঃ-১/সিটি কর্পোঃ-১/২০০২/১৬৭৯

তারিখ ঃ ১২ মার্চ ২০০২ / ২৮ ফাল্গুন ১৪০৮

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল ঃ-

১. সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বংগভবন, ঢাকা
৪. সচিব, সংস্হাপন মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৫. সচিব, স্হানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা
৬. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৭. সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৮. সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৯. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
১০. মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনার, ঢাকা
১১. জেলা প্রশাসক, ঢাকা
১২. সহকারী রিটার্নিং অফিসার -------------------------------- (সংশ্লিষ্ট)
১৩. থানা নির্বাচন অফিসার -------------------------------------(সংশ্লিষ্ট)
১৪. নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও ইহার অধীনস্হ প্রকল্পসমূহের সকল কর্মকর্তা

(ফরহাদ আহাম্মদ খান)
সহকারী সচিব (নিঃ-১)
ফোনঃ ৮১২৩৬৬০

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

নিকস/নি-১/ সিটি কর্পো:-১/২০০২/১৬৭০

তারিখ: ১২ মার্চ ২০০২ / ২৮ ফাল্গুন ১৪০৮

প্রজ্ঞাপন

নিকস/নি:-১/সিটি কর্পো:-১/৯৮/১৬৭০। Dhaka City Corporation (Election) Rules,1983 এর rule10(1) অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন উল্লিখিত সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সাধারণ আসনের কমিশনার এবং সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নিম্ন বর্ণিত সময়সূচী ঘোষনা করিতেছে :

(ক) রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ	: ২০ মার্চ ২০০২ (বুধবার) / ৬ চৈত্র ১৪০৮
(খ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ	: ২১ মার্চ ২০০২ (বৃহস্পতিবার) / ৭ চৈত্র ১৪০৮
(গ) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখ	: ৩০ মার্চ ২০০২ (শনিবার) / ১৬ চৈত্র ১৪০৮
(ঘ) ভোট গ্রহণের তারিখ	: ২৫ এপ্রিল ২০০২ (বৃহস্পতিবার) / ১২ বৈশাখ ১৪০৯

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

এম. সাইফুল ইসলাম
সচিব

প্রতি :
উপ নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও
ঢাকা

অদ্যকার তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করিতে এবং ৩০০ (তিনশত) কপি গেজেট বিজ্ঞপ্তি সরকারী কাজে ব্যবহারার্থে সরবরাহ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হইল :

১। সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা
২। মুখ্য সচিব, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
৩। সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
৪। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৫। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৬। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা
৭। সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৮। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
৯। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
১০। উপ-নির্বাচন কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ও রিটার্নিং অফিসার
১১। জেলা প্রশাসক, ঢাকা
১২। সহকারী নির্বাচন কমিশনার, ঢাকা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
১৩। জেলা নির্বাচন অফিসার-১,২,৩ ও ৪, ঢাকা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার

মোহাম্মদ জকরিয়া
উপ-সচিব (স্থা:নি:)
ফোন : ৮১১৫৯০৫

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

নিকস/নি ১/ সিটি কর্পো:-১/২০০২/১৬৭৩

তারিখ: ১২ মার্চ ২০০২ / ২৮ ফাল্গুন ১৪০৮

প্রজ্ঞাপন

নিকস/নি:-১/সিটি কর্পো:-১/৯৮/১৬৭৩। Dhaka City Corporation (Election) Rules,1983 এর rule 6 অনুসারে নির্বাচন কমিশন এতদ্বারা ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সাধারণ আসনের কমিশনার এবং সংরক্ষিত আসনের (মহিলা) কমিশনার নির্বাচন পরিচালনার জন্য নিম্নে বর্ণিত তফসিলের ২ এবং ৩নং কলামে বর্ণিত কর্তকর্তাগণকে যথাক্রমে রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিতেছে :

তফসিল

ক্রমিক নং	রিটার্নিং অফিসার	সহকারী রিটার্নিং অফিসার
১	২	৩
(১)	উপ-নির্বাচন কমিশনার, ঢাকা	(১) সহকারী নির্বাচন কমিশনার, ঢাকা (২) জেলা নির্বাচন অফিসার-১, ঢাকা (৩) জেলা নির্বাচন অফিসার-২, ঢাকা (৪) জেলা নির্বাচন অফিসার-৩, ঢাকা (৫) জেলা নির্বাচন অফিসার-৪, ঢাকা (৬) জনাব মোঃ এমরান, জেলা নির্বাচন অফিসার-১, সিরাজগঞ্জ (৭) জনাব মোঃ শাহজাহান খান, জেলা নির্বাচন অফিসার-১, নোয়াখালী (৮) জনাব মোঃ নূরুজ্জামান তালুকদার, জেলা নির্বাচন অফিসার, নেত্রকোনা (৯) জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন, জেলা নির্বাচন অফিসার-১, ময়মনসিংহ (১০) সরকার মোঃ আশরাফুল আলম, জেলা নির্বাচন অফিসার, মানিকগঞ্জ (১১) জনাব মোঃ আবুল হাশেম, জেলা নির্বাচন অফিসার-২, টাংগাইল (১২) জনাব মোঃ আলিমুজ্জামান, জেলা নির্বাচন অফিসার, জামালপুর (১৩) জনাব মোঃ আবদুল বারী, জেলা নির্বাচন অফিসার, পাবনা (১৪) জনাব মোঃ সালামত উদ্যাহ মিয়া, জেলা নির্বাচন অফিসার-২, নোয়াখালী (১৫) জনাব শফিকুল আলম খান, জেলা নির্বাচন অফিসার, লক্ষ্মীপুর

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

এম. সাইফুল ইসলাম
সচিব

প্রতি :
উপ- নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও
ঢাকা

অদ্যকার তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করিতে এবং ১০০ (একশত) কপি গেজেট বিজ্ঞপ্তি সরকারী কাজে ব্যবহারার্থে সরবরাহ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হইল :

১। সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা
২। মুখ্য সচিব, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
৩। সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন,ঢাকা
৪। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৫। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৬। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা
৭। সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৮। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
৯। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
১০। উপ-নির্বাচন কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ও রিটার্নিং অফিসার
১১। জেলা প্রশাসক, ঢাকা
১২। সহকারী নির্বাচন কমিশনার, ঢাকা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
১৩। জেলা নির্বাচন অফিসার-১, ২,৩ ও ৪, ঢাকা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
১৪। সহকারী রিটার্নিং অফিসার ..... (সংশ্লিষ্ট)

মোহাম্মদ জকরিয়া
উপ-সচিব (স্থাঃনিঃ)
ফোন : ৮১১৫৯০৫

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

নিকস/নি-১/ সিটি কর্পোঃ-১/২০০২/১৬৭৬

তারিখ ঃ ১২ মার্চ ২০০২ / ২৮ ফাল্গুন ১৪০৮

প্রজ্ঞাপন

নিকস/নিঃ-১/সিটি কর্পোঃ-১/৯৮/১৬৭৬। Dhaka City Corporation (Election) Rules,1983 এর rule 17(1A) অনুসারে নির্বাচন কমিশন এতদ্বারা উল্লিখিত Rules এর rule 16 (4) অধীনে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়ন পত্র বাতিলের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীল মীমাংসার জন্য অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), ঢাকা বিভাগ, ঢাকাকে আপীল কর্তৃপক্ষ হিসাবে নিয়োগ করিতেছে।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

এম. সাইফুল ইসলাম
সচিব

প্রতি ঃ
উপ নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাঁও ঢাকা

অদ্যকার তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করিতে এবং ১০০ (একশত) কপি গেজেট বিজ্ঞপ্তি সরকারী কাজে ব্যবহারার্থে সরবরাহ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হইল ঃ

১। সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা
২। মুখ্য সচিব, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
৩। সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন,ঢাকা
৪। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৫। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৬। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা
৭। সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৮। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
৯। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
১০। উপ-নির্বাচন কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ও রিটার্নিং অফিসার
১১। জেলা প্রশাসক, ঢাকা
১২। সহকারী নির্বাচন কমিশনার, ঢাকা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
১৩। জেলা নির্বাচন অফিসার-১, ২,৩ ও ৪, ঢাকা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
১৪। সহকারী রিটার্নিং অফিসার ..... (সংশ্লিষ্ট)

মোহাম্মদ জকরিয়া
উপ-সচিব (স্থানিঃ)
ফোন ঃ ৮১১৫৯০৫

Dhaka University Institutional Repository

গণ-বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু নির্বাচন কমিশন Dhaka City Corporation (Election) Rules,1983 এর rule 10(1) অনুযায়ী ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সাধারন আসনের কমিশনার এবং সংরক্ষিত আসনের মহিলা কমিশনার নির্বাচনের জন্য নিম্নে বর্ণিত সময়সূচী ধার্য করিয়া বিজ্ঞপ্তি জারী করিয়াছে ঃ-

(ক) রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ ঃ ২০ মার্চ ২০০২ ---------- (বুধবার) ৬ চৈত্র ১৪০৮

(খ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ ঃ ২১ মার্চ ২০০২ ---------- (বৃহস্পতিবার) ৭ চৈত্র ১৪০৮

(গ) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখ ঃ ৩০ মার্চ ২০০২ ---------- (শনিবার) ১৬ চৈত্র ১৪০৮

(ঘ) ভোট গ্রহণের তারিখ ঃ ২৫ এপ্রিল ২০০২ ---------- (বৃহস্পতিবার) ১২ বৈশাখ ১৪০৯

২। এক্ষনে, সেহেতু, আমি ---------- (নাম) ---------- (পদবী) রিটার্নিং অফিসার উক্ত Rules এর rule 11 অনুযায়ী এতদ্বারা গণ-বিজ্ঞপ্তি জারী করিতেছি যে, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবং ---------- নং ওয়ার্ডের সাধারণ আসনের কমিশনার/সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র আমার কার্যালয়ে, ---------- ----------(স্থানে) ---------- সকাল ০৯ ঘটিকা হইতে বিকাল ০৪ ঘটিকা পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে গ্রহণ করা হইবে।

স্থান ঃ ----------

তারিখ ঃ ----------

রিটার্নিং অফিসার

সিটি কর্পোরেশনের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর উদ্ধৃতাংশ

মেয়র এবং কমিশনার নির্বাচনের প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

11. **Qualifications and disqualifications for election as Mayor and Commissioner.** - (1) A person shall, subject to the provisions of sub-section (2), be qualified to be elected as Mayor or a Commissioner if--

(a) he or she is a citizen of Bangladesh ;
(b) he or she has attained the age of twenty-five years of age in accordance with the existing electoral roll ;
(c) his or her name appears on the electoral roll for any ward in the Corporation.

(2) A person shall be disqualified for being elected as Mayor or a Commissioner if --

(a) he or she is declared by a competent court to be of unsound mind ;
(b) he or she is an undischarged insolvent ;
(c) he or she has ceased to be a citizen of Bangladesh ;
(d) he or she has been,--

(i) on conviction for any offence, sentenced to imprisonment for a term of not less than two years ; or

(ii) on conviction for any offence relating to corruption or criminal misconduct, sentenced to imprisonment for any term, unless a period of five years, or such less period as the Government may allow in any particular case, has elapsed since his or her release;

(e) he or she holds any full-time office of profit in the service of the Republic or of the Corporation or of any other local authority; or

(f) he or she is a party to a contract for work to be done for, or goods to be supplied to, the Corporation, or has otherwise any pecuniary interest in its affairs, or is a dealer, for any area within the Corporation in essential commodities appointed by the Government;

(g) he or she has defaulted in repaying any loan taken by him or her from any specified bank within the time allowed by the bank therefor.

Explanation - For the purposes of clause (g) "specified bank" means the Sonali Bank, the Agrani Bank and the Janata Bank constituted under the Bangladesh Banks (Nationalisation) Order, 1972 (P.O. No. 26 or 1972), the Shilpa Rin Sangstha established under the Shilpa Rin Sagstha Order, 1972 (P.O.No. 128 of 1972), the Bangladesh Shilpa Bank established under the Bangladesh Shilpa Bank Order, 1972 (P.O. No. 129 of 1972), the House Building Finance Corporation established under the House Building Finance Corporation Order, 1973 (P.O. No. 7 of 1973), the Krishi Bank established under the Krishi Bank order, 1973 (P.O.No. 27 of 1973), the Investment Corporation of Bangladesh established under the Investment Corporation of Bangladesh Ordinance, 1976 (XL of 1976), the Rajshahi Krishi Unnayan Bank established under the Rajshahi Krishi Unnyan Bank Ordinance, 1986 (LVIII of 1986), and the Rupali Bank Limited;

"(h) he or she is a defaulter in paying any of the tax, rate, cess, toll or fee levied under this Ordinance;

(i) he or has been dismissed from the service of the republic or of any local authority for misconduct involving moral turpitude and a period of five years has not elapsed since his or her dismissal."

Dhaka University Institutional Repository

"(2A) A person shall not, at the same time, be a candidate for election to the office of Mayor or, as the case may be, seat of Commissioner.

(2B) If a person offers himself, at the same time, to be a candidate for election to the office of Mayor or seat of Commissioner, all his nomination papers shall stand void."

(3) No person shall, at the same time be a Commissioner in respect of two or more wards;

Provided that nothing in this sub-section shall prevent a person from being at the same time candidate for two or more wards, but in the event of his being elected for more than one ward-

(i) Within seven days after his last election, the person elected shall deliver to the Election Commission a signed declaration specifying the ward which he wishes to represent, and the seats of other wards for which he was elected shall thereupon become vacant;

(ii) if the person elected fails to comply with clause (i), all seats for which he was elected shall fall vacant; and

(iii) the person elected shall not make or subscribe oath or affirmation of a Commissioner until the foregoing provisions of this proviso have been complied with.

"(4) When the office of Mayor falls vacant during the term of the Corporation, a Commissioner may contest the election to the office of Mayor, and if he is elected, his Commissionership shall cease on the date he makes the oath of office of Mayor."

** ** ** ** ** ** **

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১২.

নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরী

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

নং- নিকস/নিঃ-১/সিটি কর্পোঃ-১/২০০২/১৬৯৩

তারিখ ঃ ১৬ মার্চ ২০০২ / ০২ চৈত্র ১৪০৮

ফ্যাক্স ঃ ৮১১ ৩১ ৫৬, ৮১১ ৯৮ ১৯
৮১১ ৩৭ ২৬, ৮১১ ৭৮ ৩৪,

ই-মেইল ঃ ecs@ bol-online. com

ওয়েব সাইট ঃ www.bd-ec.org

টেলিফোন ঃ অফিস ঃ ৮১১ ৫৯ ০৫
বাসা ঃ ৮৩২ ২৮ ৫৭

প্রেরক ঃ মোহাম্মদ জাকরিয়া
উপ সচিব

প্রাপক ঃ উপ নির্বাচন কমিশনার, ঢাকা
ও
রিটার্নিং অফিসার

পরিপত্র -৩

বিষয় ঃ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র, সাধারণ আসনের কমিশনার এবং সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ প্রসংগে

মহোদয়

আমি নির্দেশিত হইয়া জানাইতেছি যে, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোটগ্রহণের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে নির্ধারিত প্রতীক বরাদ্দের বিষয়ে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত নিম্নরূপিত নির্দেশাবলীর প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলঃ-

১। নির্ধারিত প্রতীকের তফসিল ঃ Dhaka City Corporation (Election) Rules, 1983 এর তফসিল-II এ সাধারণ আসনের কমিশনার পদে নির্বাচনের জন্য মোট ২০(বিশ)টি প্রতীক, তফসিল- IIA এ সংরক্ষিত আসনের মহিলা কমিশনার পদের জন্য মোট ১২(বার)টি প্রতীক এবং তফসিল- III এ মেয়র নির্বাচনের জন্য মোট ১৪(চৌদ্দ)টি প্রতীক রহিয়াছে। প্রতীকগুলি নিম্নরূপ ঃ

বিধিমালার তফসিল- II অনুসারে সাধারণ আসনের কমিশনার পদে নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রতীকসমূহের তালিকা		বিধিমালার তফসিল- IIA অনুসারে সংরক্ষিত আসনের কমিশনার পদে নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রতীক সমূহের তালিকা		বিধিমালার তফসিল- III অনুসারে মেয়র পদে নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রতীক সমূহের তালিকা	
১। আনারস	১১। তারা	১। আম	৭। বৈদ্যুতিক পাখা	১। কবুতর	৮। জাহাজ
২। উড়োজাহাজ	১২। দোয়াত-কলম	২। কলস	৮। বৈদ্যুতিক বাল্ব	২। গরুর গাড়ী	৯। তালা
৩। কাপ-পিরিচ	১৩। পদ্মফুল	৩। কেটলী	৯। রিক্সা	৩। গোলাপ ফুল	১০। বাই-সাইকেল
৪। কাস্তে	১৪। প্রজাপতি	৪। কোদাল	১০। হরিণ	৪। ঘড়ি	১১। বই
৫। গাভী	১৫। বাস	৫। টেলিফোন	১১। হাঁস	৫। চেয়ার	১২। বাঘ
৬। ঘুড়ি	১৬। বালতি	৬। ডাব	১২। সেলাই মেশিন	৬। চাকা	১৩। মাছ
৭। চাবি	১৭। মোরগ			৭। ছাতা	১৪। হারিকেন
৮। চাঁদ	১৮। মোমবাতি				
৯। টেবিল	১৯। মই				
১০। টেলিভিশন	২০। হাতি				

Dhaka University Institutional Repository

৩। অতিরিক্ত প্রতীকঃ- নির্ধারিত এই সকল প্রতীকের মধ্য হইতে রিটার্নিং অফিসারকে প্রতীক বরাদ্দ করিবার ক্ষেত্রে যদি প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর সাধারণ আসনে কমিশনার পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ২০-এর অধিক, সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১২-এর অধিক এবং মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ১৪-এর অধিক হয়, তাহা হইলে প্রতীক বরাদ্দের জন্য আরো অতিরিক্ত প্রতীকের প্রয়োজন হইবে। এইরূপ পরিস্থিতিতে বিধিমালার ১৫ বিধির ৩ উপবিধি অনুসারে নির্বাচন কমিশন অতিরিক্ত প্রতীক নির্ধারণ করিবে এবং যথা সময়ে তাহা জানিয়া লইতে হইবে।

৪। মনোনয়নপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে প্রতীকের নাম লিপিবদ্ধকরণ ঃ- প্রতীক বরাদ্দের জন্য সাধারণ আসনের কমিশনার, সংরক্ষিত আসনের কমিশনার এবং মেয়র পদ প্রার্থীরা তাহাদের মনোনয়নপত্রে বিধিমালার ১৫ বিধি অনুসারে II, IIA ও III নং তফসিলে, পদ বিশেষে, নির্ধারিত তালিকা হইতে একটি প্রতীক পছন্দ করিবেন এবং উহা মনোনয়নপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করিবেন।

৫। রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রতীক বরাদ্দকরণ ঃ বিধিমালার ১৫ বিধি অনুসারে যদি একই প্রতীকের জন্য একাধিক দাবীদার থাকে, তাহা হইলে সেইক্ষেত্রে, যতদূর সম্ভব, প্রার্থীদের ইচ্ছা বিবেচনায় রাখিয়া, রিটার্নিং অফিসার প্রতীক বরাদ্দ করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে তিনি এই কাজের জন্য লটারীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রতীক বরাদ্দ সংক্রান্ত ব্যাপারে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। রিটার্নিং অফিসার প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নির্ধারিত শেষ তারিখ অতিবাহিত হইবার পরবর্তী দিবসে প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ করিবেন। কোন অবস্থাতেই প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নির্ধারিত শেষ তারিখের পূর্বে কোন প্রার্থীকে প্রতীক বরাদ্দ করা যাইবে না।

৬। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত ও প্রেরণ ঃ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাধারণ আসনের কমিশনার, সংরক্ষিত আসনের কমিশনার এবং মেয়র নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও প্রতীকসহ নির্ধারিত ফরমে ব্যালট পেপার ছাপাইতে হইবে। ইহাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে যদি মেয়র পদে কিংবা কোন ওয়ার্ডে কমিশনার পদে একাধিক পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম একই হয় তাহা হইলে ব্যালট পেপারে উক্ত প্রার্থীগণের পিতার নাম ব্যালট পেপারে ছাপাইতে হইবে। সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম প্রস্তুতের সময় আপনি ফরম 'চ'-তে বাংলা বর্ণমালার ক্রমানানুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম (যেক্ষেত্রে একটি পদে একাধিক প্রার্থীর নাম একই হয়, সেক্ষেত্রে প্রার্থীর পিতার নাম) এবং প্রত্যেক প্রার্থীর বরাদ্দকৃত প্রতীকের নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক নির্ধারিত 'চ' ফরমে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নামের তালিকা প্রস্তুত করে কাল বিলম্ব না করিয়া বিশেষ বার্তাবাহক মারফত নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করিবেন।

৭। এই পরিপত্র প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হইল।

বিনীত

২৬.৩.২০০২

সংলগ্নী ঃ উপরে বর্ণিত

(মোহাম্মদ জকরিয়া)
উপ সচিব (স্থানীয় নির্বাচন)

নং- নিকস/নিঃ-১/সিটি কর্পো:-১/২০০২/১৬৯৩ তারিখ : ১৬ মার্চ ২০০২ / ০২ চৈত্র ১৪০৮

Dhaka University Institutional Repository

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল :-

১. সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. সচিব, ----------সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৪. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
৫. মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনার, ঢাকা
৬. জেলা প্রশাসক, ঢাকা
৭. উপ পুলিশ কমিশনার, ----------(সকল)
৮. সহকারী রিটার্নিং অফিসার ---------- (সংশ্লিষ্ট)
৯. থানা নির্বাচন অফিসার ----------(সংশ্লিষ্ট)
১০. নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও ইহার অধীনস্থ প্রকল্পসমূহের সকল কর্মকর্তা

(ফরহাদ আহাম্মদ খান)
সহকারী সচিব (নিঃ-১)
ফোনঃ ৮১২৩৬৬০

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১৩

নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরী

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

নং- নিকস/নিঃ-১/সিটি কর্পোঃ-১/২০০২/১৭১৪

তারিখ ঃ ১৯ মার্চ ২০০২ / ০৫ চৈত্র ১৪০৮

ফ্যাক্স	ঃ	৮১১ ৩১ ৫৬, ৮১১ ৯৮ ১৯ ৮১১ ৩৭ ২৬, ৮১১ ৭৮ ৩৪
ই-মেইল	ঃ	ecs@bol-online. com
ওয়েব সাইট	ঃ	www.bd-ec.org
টেলিফোন	ঃ	অফিস ঃ ৮১১ ৫৯ ০৫ বাসা ঃ ৮৩২ ২৮ ৫৭
প্রেরক	ঃ	মোহাম্মদ জকরিয়া উপ সচিব
প্রাপক	ঃ	উপ নির্বাচন কমিশনার, ঢাকা ও রিটার্নিং অফিসার

পরিপত্র -৬

বিষয় ঃ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সাধারণ আসনের কমিশনার এবং সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নির্বাচনে প্রার্থীদের সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয় এবং উৎসের বিবরনী দাখিল ও আচরণ বিধি অনুসরণ প্রসংগে

মহোদয়

নির্দেশিত হইয়া উপরোক্ত বিষয়ে জানাইতেছি যে, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সাধারণ আসনের কমিশনার এবং সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের পরিমান ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন) বিধিমালা, ১৯৮৩ এ নির্ধারিত রহিয়াছে এবং নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী ও রিটার্ণ দাখিল করিবার সময়-সীমাও বিধিতে নির্ধারিত রহিয়াছে। ইহা ছাড়া সংশ্লিষ্ট বিধিমালায় নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কে বিবরণী নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিবার বিধানও রহিয়াছে।

২। **সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী দাখিল ঃ** ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন) বিধিমালা, ১৯৮৩ এর ৪৪খ বিধি অনুসারে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের দিনের পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে তাহার নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ প্রদর্শনপূর্বক ফরম চ-তে একটি বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে : যেমন ঃ-

(ক) নিজ আয় হইতে যে অর্থের সংস্থান করা হইবে এবং উক্ত আয়ের উৎস ;
(খ) নিজ আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে কর্জ বা তাহাদের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত চাঁদা বাবদ প্রাপ্ত সম্ভাব্য অর্থ এবং তাহাদের আয়ের উৎস ;

২২.৩.২০০২

Dhaka University Institutional Repository

(গ) অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ঋণ অথবা স্বেচ্ছায় প্রদত্ত চাঁদা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ;

(ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল অথবা অন্য কোন সংস্থা হইতে স্বেচ্ছা প্রদত্ত চাঁদা বাবদ প্রাপ্ত সম্ভাব্য অর্থ ;

(ঙ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত সম্ভাব্য অর্থ।

এখানে বিধি অনুসারে আত্মীয় স্বজন বলিতে স্বামী, স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা এবং বোন বুঝানো হইয়াছে।

৩। **সম্পত্তি, দায়-দেনা ও বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী :** প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিবরণীর সহিত অর্থাৎ ট ফরমের সহিত ফরম-ণ-তে তাহার সম্পত্তি, দায়-দেনা এবং বার্ষিক আয়-ব্যয়ের একটি বিবরণী এবং উহার সহিত তিনি যদি আয়কর পরিশোধ করিয়া থাকেন, তবে তাহার সর্বশেষ আয়কর রিটার্ণের একটি কপি রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে। উল্লিখিত বিবরণীসমূহের অনুলিপি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৪। **সম্পূরক বিবরণী :** ইহা ছাড়াও প্রতিদ্বন্দ্বীকারী প্রার্থী 'ট' ফরমে দাখিলকৃত বিবরণীতে বর্ণিত উৎসসমূহের বাহিরে অন্য কোন উৎস হইতে অর্থ প্রাপ্ত হইলে, তিনি এইরূপ অর্থ প্রাপ্তির ৩ (তিন) দিনের মধ্যে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ এবং উহার উৎস সম্পর্কে একটি সম্পূরক বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন এবং একই সংগে উক্ত বিবরণীর অনুলিপি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনের বরাবরেও প্রেরণ করিবেন।

৫। **দাখিলকৃত বিবরণীতে উল্লিখিত উৎস ব্যতীত অন্যকোন উৎস হতে খরচ করার শাস্তি :** সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন) বিধিমালার বিধি ৫৭ অনুযায়ী যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক বিধি ৪৪খ-এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণী বা সম্পূরক বিবরণীতে উল্লিখিত উৎস ব্যতিরেকে অন্য কোন উৎস হইতে নির্বাচনের ব্যয় নির্বাহ করিয়া থাকেন অথবা তিনি বিধি ৪৪গ-এর কোন বিধান লংঘন করিয়া থাকেন, তবে তিনি অন্যূন দুই বৎসর কিন্তু অনধিক সাত বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে এবং তদুপরি অর্থ দন্ডেও দন্ডনীয় দুর্নীতিমূলক আচরণের দায়ে দোষী হইবেন।

৬। **বিধিমালার ৪৪খ ও ৪৪ঘ এর বিধান লংঘনের শাস্তি :** বিধি ৫৮ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি অন্যূন দুই বৎসর কিন্তু অনধিক সাত বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে এবং তদুপরি অর্থ দন্ডেও দন্ডনীয় বেআইনী আচরণের দায়ে দোষী হইবেন যদি তিনি বিধি ৪৪গ অথবা ৪৪ঘ-এর বিধানসমূহ পালনে ব্যর্থ হন।

৭। **আচরণ বিধিমালা :** সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ১৯৯৯ অনুসারে আসন্ন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার তারিখ হইতে অর্থাৎ ১২ মার্চ ২০০২ হইতে ভোটগ্রহনের দিন পর্যন্ত-

(১) প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান প্রদান ইত্যাদি নিষিদ্ধ । - নির্বাচন তফসিল ঘোষণার পর হইতে ভোট গ্রহণের দিন পর্যন্ত কোন প্রার্থী কর্তৃক কিংবা তাঁহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অংগীকার করিবেন না।

(২) সরকারী সার্কিট হাউস, ডাক-বাংলা, রেষ্ট হাউস ইত্যাদির ব্যবহারে বাধা-নিষেধ । - কোন প্রার্থী নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সরকারী ডাক বাংলো, রেষ্ট হাউস বা সার্কিট হাউস-এ অবস্থান করিতে পারিবেন না।

(৩) নির্বাচনী প্রচারণা । - নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে সকল প্রার্থী এবং তাহার পক্ষে প্রচারণায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করিবেন, যথা :-

(ক) প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রার্থী নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার থাকিবে, প্রতিপক্ষের কোন সভা, মিছিল এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পন্ড করা বা উহাতে বাধা প্রদান করা যাইবে না।

(খ) কোন প্রার্থী পক্ষে আয়োজিত সভা বা মিছিলের দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে পূর্বেই স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে ;

Dhaka University Institutional Repository

(গ) পুলিশ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত যানবাহনের জন্য ব্যবহার্য কোন সড়কে কোন জনসভা করা যাইবে না ;

(ঘ) কোন সভা, সমাবেশ বা মিছিলে বাধাদানকারী বা অন্য কোনভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রার্থী বা অন্য কোন ব্যক্তি অবশ্যই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার শরণাপন্ন হইবেন, নিজেরা কোন সহিংস বা অন্যবিধ প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন না;

(ঙ) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কেহ নির্বাচনী কাজে সরকারী প্রচার যন্ত্র, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী বা সরকারী যানবাহন ব্যবহার অথবা অন্য কোন প্রকার সরকারী সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবেন না ;

(চ) নির্বাচনী প্রচারের উদ্দেশ্যে কোন তোরণ নির্মাণ, আলোকসজ্জা অথবা জাকজমকপূর্ণ প্রচারণা করা যাইবে না ;

(ছ) কোন প্রার্থীর পোষ্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিলের উপর অন্য কোন প্রার্থীর পোষ্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল লাগানো যাইবে না ;

(জ) কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করা যাইবে না, নির্বাচনী ক্যাম্প যথাসম্ভব অনাড়ম্বর হইতে হইবে, নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা যাইবে না ;

(ঝ) সরকারী ডাক-বাংলো, রেষ্ট হাউস, সার্কিট-হাউস অথবা কোন সরকারী কার্যালয়কে কোন প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না ;

(ঞ) নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহার্য পোষ্টার দেশে তৈরী কাগজে সাদা কালো রঙের হইতে হইবে এবং উহার আয়তন কোন অবস্থাতেই ২৩" ×১৮" এর অধিক হইতে পারিবে না ;

(ট) কোন প্রার্থী একই সংগে একটি ওয়ার্ডে একটির বেশী মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধণকারী অন্যবিধ যন্ত্র (amplifier) ব্যবহার করিতে পারিবেন না ; এবং উক্ত মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধণকারী অন্যবিধ যন্ত্রের (amplifier) ব্যবহার দুপুর ০২.৩০ ঘটিকা হইতে রাত ০৮.০০ ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে ;

(ঠ) নির্বাচনী প্রচারণা হিসাবে কোন প্রকার দেয়াল লিখন করা যাইবে না ;

(ড) ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল কিংবা অন্য কোন যানবাহন সহকারে মিছিল কিংবা মশাল মিছিল বাহির করা যাইবে না ;

(ঢ) নির্বাচনী প্রচারণাকালে কোন প্রকার তিক্ত, উস্কানীমূলক বা কাহারো ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করা যাইবে না ।

(৪) সম্পত্তির ক্ষতিসাধন ও শান্তিভংগ নিষিদ্ধ । - নির্বাচন উপলক্ষে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা যাইবে না এবং গোলযোগ বা উচ্ছৃংখল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি ভংগ করা যাইবে না।

(৫) যান্ত্রিক যানবাহন চালানো ও অস্ত্র ইত্যাদি বহন নিষিদ্ধ । - নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি ভোট কেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে বা নির্ধারিত স্থানের মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালান এবং Arms Act, 1878 এর সংজ্ঞায় উল্লেখিত অর্থে firearms বা অন্য কোন arms বহন করিবেন না।

(৬) নির্বাচন প্রভাবমুক্ত রাখা । - কোন ব্যক্তি অর্থ, অস্ত্র, পেশীশক্তি, স্থানীয় প্রভাব বা সরকারী ক্ষমতার দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করিবেন না।

(৭) নির্বাচন ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার । - ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বে নিয়োজিত নির্বাচনী কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট, ভোটার এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীরেকে অন্য কেহ ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

৮। আচরণ বিধি লংঘনের শাস্তি : ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন) বিধিমালার ৫৮ক বিধির বিধান মতে কোন ব্যক্তি উক্ত আচরণ বিধি লংঘন করিলে তিনি অন্যূন দুই হাজার টাকা এবং অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৯। প্রার্থীদের অবহিতকরণ [illegible] উপরোক্ত বিধানাবলী সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে অবহিত করাইবার জন্য এই পত্রে অনুলিপি এবং ইতিমধ্যে আপনার কার্যালয়ে প্রেরিত ফরম 'চ' এবং ফরম 'ণ' প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নিকট বিতরণ করিবেন এবং আচরণ বিধি সম্পর্কে প্রার্থীদের অবহিত করিবেন। ইহা ছাড়াও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ যাহাতে যথাসময়ে আপনার নিকট ও নির্বাচন কমিশনের নিকট বিধিতে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ণ এবং প্রয়োজনীয় তহবিলের সম্ভাব্য উৎস সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট বিবরণী দাখিল করেন তাহার নিশ্চয়তা বিধান করিবেন।

৯। এই পরিপত্র প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হইল।

বিনীত
১৮.৩.২০০২

(মোহাম্মদ জকরিয়া)
উপ সচিব (স্থানীয় নির্বাচন)

নং- নিকস/নিঃ-১/সিটি কর্পোঃ-১/২০০২/১৭১৪

তারিখ ঃ ১৯ মার্চ ২০০২ / ০৫ চৈত্র ১৪০৮

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল ঃ-

১. সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. সচিব, --সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৪. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
৫. মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনার, ঢাকা
৬. জেলা প্রশাসক, ঢাকা
৭. উপ পুলিশ কমিশনার, ---------------------------------------(সকল)
৮. সহকারী রিটার্নিং অফিসার --------------------------------- (সংশ্লিষ্ট)
৯. থানা নির্বাচন অফিসার ---------------------------------------(সংশ্লিষ্ট)
১০. নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও ইহার অধীনস্থ প্রকল্পসমূহের সকল কর্মকর্তা

১৯.০৩.২০০২
(ফরহাদ আহাম্মদ খান)
সহকারী সচিব (নিঃ-১)
ফোনঃ ৮১২৩৬৬০

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরী

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

নং- নিকস/নিঃ-১/সিটি কর্পো:-১/২০০২/১৭১৭

তারিখ : ১৯ মার্চ ২০০২ / ০৫ চৈত্র ১৪০৮

ফ্যাক্স : ৮১১ ৩১ ৫৬, ৮১১ ৯৮ ১৯
৮১১ ৩৭ ২৬, ৮১১ ৭৮ ৩৪

ই-মেইল : ecs@ bol-online. com

ওয়েব সাইট : www.bd-ec.org

টেলিফোন : অফিস : ৮১১ ৫৯ ০৫
বাসা : ৮৩২ ২৮ ৫৭

প্রেরক : মোহাম্মদ জকরিয়া
উপ সচিব

প্রাপক : উপ নির্বাচন কমিশনার, ঢাকা
ও
রিটার্নিং অফিসার

পরিপত্র -৭

বিষয় : ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, সাধারণ আসনের কমিশনার ও সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নির্বাচনে প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা, ব্যয়ের বিবরণী দাখিল ইত্যাদি প্রসংগে

মহোদয়

উপরোক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হইয়া জানাইতেছি যে, সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ আসনের কমিশনার, সংরক্ষিত আসনের কমিশনার এবং মেয়র নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের পরিমাণ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন) বিধিমালা, ১৯৮৩ -এ নির্ধারিত রহিয়াছে এবং নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী ও রিটার্ণ দাখিল করিবার সময়সীমাও উল্লিখিত বিধিমালায় নির্ধারিত রহিয়াছে।

২। নির্বাচনী ব্যয়ের সংজ্ঞা : বিধিমালার ৪৪ক বিধি অনুসারে "নির্বাচন ব্যয়" বলিতে পরিপত্র বা যে কোন প্রকাশনার মাধ্যমে অথবা অন্যকোনভাবে ভোটারগণের নিকট কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অভিমত, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য উপস্থাপনের জন্য ব্যয়িত অর্থসহ তাহার নির্বাচন পরিচালনার জন্য উপহার, ঋণ, অগ্রিম, জমা বা অন্যকোনভাবে পরিশোধিত অর্থ, তবে এই ক্ষেত্রে মনোনয়নপত্রের জামানত অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৩। নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা : বিধিমালার বিধি ৪৪গ অনুযায়ী উক্ত বিধির উপবিধি (২)-এ উল্লিখিত নির্দিষ্ট পরিমান ব্যক্তিগত খরচ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ এবং উপবিধি (৩) এ উল্লিখিত নির্দিষ্ট পরিমান নির্বাচনী ব্যয় সীমার অতিরিক্ত কোন অর্থ একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচন ব্যয় নির্বাহের ব্যাপারে পরিশোধ করিতে পারিবেন না। একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচন নির্বাচনী এজেন্ট ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত প্রার্থীর নির্বাচন বাবদ কোন অর্থ ব্যয়

Dhaka University Institutional Repository

করিতে পারিবেন না। তবে বিধি ৪৪গ এর উপবিধি (২)-এ উল্লিখিত নির্দিষ্ট পরিমান ব্যক্তিগত খরচ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ করিতে পারিবে।

৪। ব্যক্তিগত খরচ ঃ (১) মেয়র পদে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন ;

(২) কমিশনার পদে (সাধারণ আসনের কমিশনার এবং সংরক্ষিত আসনের মহিলা কমিশনার) একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে অনধিক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন ;

(৩) কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট অর্থ খরচ করার জন্য নির্বাচনী এজেন্ট নিকট হইতে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে তিনি উক্ত অর্থ মনোহারী দ্রব্যাদি ও ডাকটিকিট ক্রয়, টেলিগ্রাম ও অন্যান্য ছোট খাটো খরচ বাবদ ব্যয় করিতে পারিবেন।

৫। নির্বাচনী ব্যয় ও ব্যয়ের বিধি নিষেধ ঃ (১) মেয়র পদে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচন ব্যয় ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা এবং কমিশনার পদে (সাধারণ আসনের কমিশনার এবং সংরক্ষিত আসনের মহিলা কমিশনার) একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচন ব্যয় ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার অধিক হইবে না। তবে উক্ত ব্যয়ের মধ্যে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যক্তিগত খরচ অন্তর্ভূক্ত হইবে না। ইহা ছাড়া ৪৪গ বিধির (২) এবং (৩) উপবিধিসমূহে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ অথবা উক্ত অর্থের কোন অংশ নিম্নবর্ণিত কোন কাজে ব্যবহার করা যাইবে না ঃ-

(ক) এক রঙের অধিক রং ব্যবহার করিয়া পোষ্টার ছাপানো ; অথবা
(খ) আমদানীকৃত কাগজ ব্যবহার করিয়া পোষ্টার অথবা অন্য যে কোন প্রচারপত্র ছাপানো ; অথবা
(গ) কোন গেট অথবা তোরণ নির্মাণ ; অথবা
(ঘ) ৪০০ বর্গফুটের অধিক জায়গার উপর কোন প্যান্ডেল স্থাপন ; অথবা
(ঙ) কাপড় ব্যবহার করিয়া ব্যানার তৈরী ; অথবা
(চ) একই সময়ে একই ওয়ার্ডে দুইয়ের অধিক শব্দযন্ত্র অথবা লাউড স্পীকার ব্যবহার ; অথবা
(ছ) নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত তারিখের তিন সপ্তাহের পূর্ববর্তী যে কোন সময় যে কোন উপায়ে নির্বাচনী প্রচারণা আরম্ভ ; অথবা
(জ) প্রতি ওয়ার্ডে চার-এর অধিক নির্বাচনী ক্যাম্প অথবা অফিস স্থাপন ; অথবা
(ঝ) শোভাযাত্রা বাহির করিবার নিমিত্ত কোন স্থলযান বা নৌযান ব্যবহার ; অথবা
(ঞ) বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে আলোকসজ্জা ; অথবা
(ট) এক রংঙের অধিক কোন প্রতীক অথবা প্রার্থীর প্রতিকৃতি ব্যবহার ; অথবা
(ঠ) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আকার অপেক্ষা বৃহত্তর আকারের নির্বাচনী প্রতীক প্রদর্শন।

(২) কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রদর্শনীয় জন্য নির্বাচনী প্রতীকের সাইজ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা ৫ (পাঁচ) মিটারের অধিক হইবেন না।

(৩) আরও উল্লেখ্য যে, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইবার ৭(সাত) দিনের মধ্যে প্রার্থীর ব্যক্তিগত খরচের হিসাব এবং বিধিমালার ৪৪গ বিধির (২) উপ-বিধি-এর অধীন কোন ব্যক্তি কোন অর্থ পরিশোধ করিয়া থাকিলে তিনি উহার পরিমাণ এবং পরিশোধের বর্ণনা সম্বলিত একটি বিবরণী নির্বাচনী এজেন্টের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৬। নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী দাখিল ঃ (১) ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন) বিধিমালা, ১৯৮৩ এর বিধি ৪৪ঘ অনুসারে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হইবার ১৫ (পনর) দিনের মধ্যে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট ফরম ''ত''তে নির্বাচন ব্যয়ের একটি বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন। উক্ত বিবরণীতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াসমূহ অন্তর্ভূক্ত ও সংযুক্ত থাকিবে -

(ক) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের দিন হইতে তিনি প্রত্যেক দিন যে অর্থ পরিশোধ করিয়াছেন উহার বিবরণীসহ পরিশোধিত অর্থের স্বপক্ষে বিল-রসিদ এবং ভাউচারসমূহ ;

Dhaka University Institutional Repository

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ব্যক্তিগত খরচ যদি থাকে, এর পরিমাণ এবং বিবরণ ;

(গ) নির্বাচনী এজেন্ট জ্ঞাত আছেন এমন ধরনের সকল নিভর্কিত দাবীর বিবরণ ;

(ঘ) নির্বাচনী এজেন্ট জ্ঞাত আছেন এমন ধরনের সকল অপরিশোধিত দাবীর বিবরণ ;

(ঙ) প্রত্যেক উৎসের নাম নির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক নির্বাচনী ব্যয়ের উদ্দেশ্যে যে কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ এবং উক্ত অর্থ প্রাপ্তির স্বপক্ষে প্রমাণাদিসহ বিবরণ।

(২) উপরিউক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত ফরম "ত"- এ প্রদত্ত নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত ফরমে একটি এফিডেভিট দাখিল করিবেন। নির্বাচনী এজেন্ট ৪৪ঘ বিধির (১) উপ-বিধি অনুযায়ী বিবরণী এবং উপ-বিধি (২) অনুযায়ী এফিডেভিট রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবার সময় উক্ত বিবরণী এবং এফিডিভিটের অনুলিপি রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে নির্ধারিত ফরমে নির্বাচন কমিশনের বরাবরেও প্রেরণ করিবেন।

৭। দাখিলকৃত বিবরণী/সম্পূরক বিবরণীতে উল্লিখিত উৎস ব্যতিরেকে অন্য কোন উৎস থেকে নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ ও বিধি ৪৪গ এর বিধান লংঘনের শাস্তি : বিধি ৫৭ অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক বিধি ৪৪খ-এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণী বা সম্পূরক বিবরণীতে উল্লিখিত উৎস ব্যতিরেকে অন্য কোন উৎস হইতে নির্বাচনের ব্যয় নির্বাহ করিয়া থাকেন অথবা তিনি বিধি ৪৪গ-এর কোন বিধান লংঘন করিয়া থাকেন তবে বে-আইনী আচরণের দায়ে তিনি অনূন দুই বৎসর কিন্তু অনধিক সাত বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে এবং তদুপরি অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

৮। প্রার্থীদের অবহিতকরণ : উপরিউক্ত নির্দেশ এবং বিধিমালার পদ্ধতিগত নীতি অনুসরণ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ যাহাতে নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ণ এবং এফিডেভিট যথাযথভাবে আপনার নিকট এবং নির্বাচন কমিশনে দাখিল করেন সেই উদ্দেশ্যে এই পরিপত্রের অনুলিপি এবং সেই সংগে নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী সম্বলিত ফরম-ত, ফরম-থ, ফরম-থ-১ এবং ফরম-থ-২তে নির্ধারিত এফিডেভিট সম্বলিত ফরম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে বিতরণ করিবেন। ইহা ছাড়া উল্লিখিত বিধানাবলী অনুসরণের জন্য প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদিগকে নির্দেশ দিবেন।

৯। এই পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হইল।

বিনীত

১৯.৩.২০০২

(মোহাম্মদ জকরিয়া)
উপ সচিব (স্থানীয় নির্বাচন)

নং- নিকস/নিঃ-১/সিটি কর্পো:-১/২০০২/১৭১৭

তারিখ : ১৯ মার্চ ২০০২ / ০৫ চৈত্র ১৪০৮

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল :-

১. সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. সচিব, ----------সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৪. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

৫. মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনার, ঢাকা
৬. জেলা প্রশাসক, ঢাকা
৭. উপ পুলিশ কমিশনার, ----------(সকল)
৮. সহকারী রিটার্নিং অফিসার ---------- (সংশ্লিষ্ট)
৯. থানা নির্বাচন অফিসার ----------(সংশ্লিষ্ট)
১০. নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও ইহার অধীনস্থ প্রকল্পসমূহের সকল কর্মকর্তা

(ফরহাদ আহাম্মদ খান)
সহকারী সচিব (নিঃ-১)
ফোনঃ ৮১২৩৬৬০

পরিশিষ্ট-১৫

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।

নং- ২৬ প্রঃ বিঃ (১৫০)   তাং- ২২/৮/১৪০৯ বাং
০৭/১১/২০০২ ইং

সম্মানিত কমিশনার,
সাধারণ ওয়ার্ড নং-______/সংরক্ষিত আসন নং-______,
ঢাকা সিটি কর্পোরেশন,
ঢাকা।

বিষয়:- সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন কর্মকান্ডে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ ও অধিকতর সম্পৃক্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের কমিশনারগণের দায়িত্ব বন্টন প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের ২০-৯-২০০২ তারিখের পৌর/এম-০২/২০০২/১১০০ নং স্মারকে জারীকৃত পরিপত্রের ১(এক) কপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে নির্দেশক্রমে এতদসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে।

(মো: নবাব আলী)
সহকারী সচিব (প্রশাসন)
ঢাকা সিটি কর্পোরেশন।

অনুলিপি:- সদয় জ্ঞাতার্থে:

১। মেয়র মহোদয়ের একান্ত সচিব।
২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের স্টাফ অফিসার।
৩। সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী।
৪। অফিস অনুলিপি।